বামাবোধিনী পত্রিকা।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৫৭ সংখ্যা। | বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১২৭৫। | ৪র্থ ভাগ।

প্রাণি-বিদ্যা।

স্তনধারী।

(৭০৯ পৃষ্ঠার পর)

সমুদায় মাংসাশীকে ৫ পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। ১, সীল জাতি।—সীল সমুদ্রে বাস করে এবং মৎস্যের ন্যায় শল্কাবৃত। কিন্তু মৎস্যদিগের ন্যায় ডানা নাই, চারিটী ক্ষেপণী সদৃশ পদ আছে। ইহাদিগের শরীরের দৈর্ঘ্য দুই হস্ত হইতে দশ হস্ত পর্য্যন্ত। ইহারা অধিকাংশই ধ্রুব সমুদ্রে বাস করে। লোকে সীলদিগকে সাগর গর্ভ হইতে উত্তোলন করিয়া তাহা হইতে বহুমূল্য তৈল প্রস্তুত করে। ক কপ্রদেশবাসীরা তথায় শীতাতিশয় জন্য সীলমাংস ভক্ষণ এবং সীলচর্ম্মবস্ত্র পরিধান করে। ইহারা উষ্ণশোণিত ও সজীবপ্রসূ।

২, ঋক্ষজাতি।—ভল্লুকের অতিশয় বল, স্থূল শরীর ও চমৎকার মন্দগতি। আমেরিকা প্রদেশে এক প্রকার কৃষ্ণ ভল্লুক আছে ছারা উদ্ভিদাশী। আভিং নামক জনৈক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার কহেন ব মধুমক্ষিকার মধু ইহাদিগের অত্যন্ত প্রিয় খাদ্য। তিনি আরো জানেন যে ইহারা মধুক্রম অন্বেষণে এরূপ পটু যে তদ্রূপ আর কোন জন্তুকেই দেখা যায় না। ঈশ্বর প্রদত্ত শক্তি বিশেষ দ্বারা জানিতে

পারিয়া ইহারা কোন বৃক্ষকাণ্ডকে চর্ব্বণ করিতে থাকে, পরিশেষে স্বীয় ওষ্ঠ প্রবেশ উপযোগী গহ্বর হইলে তন্মধ্যে কর প্রবিষ্ট করিয়া সমক্ষিকা মধুক্রম বহিষ্করণপূর্ব্বক বুভুক্ষা চরিতার্থ করে।

মেরু প্রদেশীয় ভল্লুক শ্বেতবর্ণ এবং মাংসাশী; মৎস্য মাংস বিশেষতঃ সীলমাংসই তাহাদিগের প্রিয় আহার।

ইউরোপ খণ্ডের সমুদায় পার্ব্বতীয় প্রদেশেই কটা ভল্লুক দেখা গিয়া থাকে। শীতকালে ভল্লুকেরা নিশ্চেষ্ট থাকে ও আহার করে না কিন্তু তত্রাপি সন্তানদিগকে স্তনপান করায়।

৩, নকুলজাতি।—বেজী, ভাম এবং ভোঁদড় এই জাতীয় জন্তু। বেজী সর্পের পরম শত্রু। সর্প দেখিবামাত্র লম্ফ প্রদান দ্বারা স্বীয় তীক্ষ্ণ দন্তে তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিতে থাকে। তাহার চপলতার জন্য সর্প কিছুই করিতে পারে না। ভাম ও ভোঁদড়েরা প্রসিদ্ধ মৎস্য ভোজী।

৪, শ্বাজাতি।—সকল প্রকার কুক্কুর, শৃগাল এবং তরক্ষু শ্বাজাতির অন্তর্গত। কুক্কুরেরা অত্যন্ত প্রভুভক্ত, শৃগালেরা অতিশয় ধূর্ত্ত; পণ্ডিতেরা তন্নিমিত্ত তাহাদিগকে "বঞ্চক" ও "মৃগধূর্ত্তক" বলিয়াছেন তরক্ষুকে "মৃগাদন" বলিয়া পণ্ডিতেরা উক্ত করিয়াছেন। মৃগাদন শব্দের তাৎপর্য্য এই যে মৃগজাতিকে বধ করিয়া আহার করে। ইহাতেই তরক্ষুর স্বভাবের বিলক্ষণ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া হইল। সামান্য ভাষায় ইহাকে নেকড়িয়া ব্যাঘ্র কহে।

৫, মার্জ্জারজাতি।—সিংহ ব্যাঘ্র বিড়াল প্রভৃতি প্রাণী এই জাতীয়। এসিয়া ও আফরিকা খণ্ডেই ইহাদিগকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কোন কোন পণ্ডিত কহেন কার্কডেল নামক ইংলণ্ডীয় প্র[illegible] একটী গহ্বর আছে তথায় এবং ইয়র্ক প্রদেশে ব্যাঘ্রাদির মৃতাস্থি [illegible] হওয়া গিয়াছে। এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে একদা ইংলণ্ড ইহাদিগের বাস স্থান ছিল।

উত্তমাশা অন্তরীপের সন্নিকটস্থ পার্ব্বতীয় প্রদেশে হায়েনা না[illegible] ব্যাঘ্র বাস করে। পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে এই সমস্ত জন্তুর এস্বভাবের

কালে গ্রেট ব্রিটন প্রভৃতি দ্বীপে বাস করা অসম্ভব নহে; তাঁহারা কহেন পূর্ব্বে ইউরোপ খণ্ডের সহিত ব্রীটন আদি দ্বীপ সংযুক্ত ছিল অর্থাৎ পূর্ব্বে ঐ সমস্ত 'দ্বীপ' ছিলনা ইউরোপের এক সংলগ্ন 'প্রদেশ' ছিল। বিশ্ব কার্য্য সকলই আশ্চর্য্য ও পরিবর্ত্তনের ভূমি, পর্ব্বত পরমাণু হইতেছে, পরমাণু পর্ব্বত হইতেছে; নদী ক্ষেত্র হইতেছে, ক্ষেত্র নদী হইতেছে; মৃত্তিকা উদ্ভিদ হইতেছে, উদ্ভিদ মৃত্তিকা হইতেছে; কত কত মহাসাগর বিলুপ্ত হইয়া মহাদেশ হইতেছে এবং কত মহাদেশও মহাসাগররূপে পরিণত হইতেছে। কিন্তু পাঠিকাগণ! দেখ সেই অপরিবর্ত্তনীয় পূর্ণপুরুষের কোন পরিবর্ত্তন নাই, তাঁহার করুণার কদাপি হ্রাস বৃদ্ধি নাই; সকল পরিবর্ত্তনকেই তিনি আমাদিগের সুখের সাধন করিয়া দিয়াছেন। দেখ এমন সুহৃদের প্রতি যেন ভক্তি শূন্য হইওনা। সিংহ ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর উৎপত্তি আপাত দুঃখ বোধক কিন্তু তাহাতেও তাঁহার শুভাভিপ্রায় অবশ্যই থাকিবে; আমরা তাঁহার কোন কার্য্যেরই নিগূঢ় অভিসন্ধি জানি না। প্রথমতঃ দেখ গিরিগুহা অরণ্য প্রভৃতি বিজন স্থান তাহাদিগের বাসস্থান করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন। দ্বিতীয়তঃ রাশি২ গলিত দেহ তাহাদিগের ভক্ষ্য দ্রব্য করিয়া কি মহোপকারই করিয়াছেন। আর কত অভিসন্ধি থাকিবে আমরা কি জানি। কেবল তাঁহার মঙ্গলস্বরূপে বিশ্বাস রাখ এবং কৃতজ্ঞ সন্তান বলিয়া পরিচয় দেও; তাঁহার কার্য্যের বিচার করিতে যাইও না, তোমার পক্ষে উহা মহা পাপ হইবে। মহা কবি পোপ কহিয়াছেন "অহঙ্কারী মনুষ্য, ঈশ্বরের ঈশ্বর হইতে চাহে?"

তিমি।

এক্ষণে আমরা উষ্ণ স্থলবাসী মাংসাশী বর্গ শেষ করিয়া শীতলজলবাসী মৎস্যরূপী স্তন্যপায়ী তিমি-বর্গ বর্ণনে প্রবৃত্ত হইতেছি। পূর্ব্ব জাতির সহিত ইহাদিগের আকারের এমনি অসাদৃশ্য ও কোন কোন বৈপরিত্য যে প্রগাঢ় অনুসন্ধান এবং সূক্ষ্ম দর্শন

ব্যতীত তাহাদিগকে 'স্তনধারী চতুষ্পদ' জাতি মধ্যে পরিগণিত করা দুঃসাধ্য। তিমি সর্ব্বদাই মৎস্যাদি জলচর জন্তুর ন্যায় সাগর গর্ভে বাস করে। মৎস্যের ন্যায় তাহারও পত্র আছে। কিন্তু পুচ্ছপত্রটী মৎস্যের ন্যায় লম্ব অর্থাৎ ঊর্দ্ধাধোভাবে স্থাপিত নহে। চক্রবালমুখবর্ত্তী অর্থাৎ ধরাতলরূপে সংস্থাপিত। কুড়িয়ার পণ্ডিত তিমিকে দুই জাতিতে গণ্য করিয়াছেন; তৃণাশী ও মাংসাশী। মাংসাশী তিমিদিগের প্রধান প্রধান জাতি ত্রয়ের বিবরণ নিম্নে প্রকটন করা যাইতেছে। ইহাদিগের শ্বসনরন্ধ্র মস্তকের উপর থাকে। ডালফিনজাতীয় তিমি সামাজিক। তাহারা এরূপ ক্রীড়াপ্রিয় যে অনেকে একত্রবদ্ধ হইয়া পাইলভরা পোতের চতুস্পার্শে শ্রেণিবদ্ধরূপে ভাসমান হয় এবং প্রতিঘাত পাইলেই বেগে ক্রীড়াসক্তের ন্যায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। ঝটিকার সময়ও ইহারা কৌতুক করিয়া থাকে উত্থিত তরঙ্গের সহিত ক্রীড়া করে এবং মধ্যে মধ্যে লম্ফ প্রদান করিয়া আকাশমার্গে উড্ডীন হয়। ইহারা দুই হস্ত হইতে চারি হস্ত পর্য্যন্ত দীর্ঘ হইয়া থাকে। কোন কোন ডালফিনের একটী দীর্ঘ দন্ত বহির্গত হইয়া থাকে, একারণ তাহাদিগের নাম ঐকদন্তী।

আর একপ্রকার তিমির মস্তকে একরূপ তৈলাকার পদার্থ থাকে। ইহাদিগের মস্তক শরীরের ন্যায় দীর্ঘ কিন্তু তদপেক্ষা স্থূল। এই তিমির সমস্তক শরীর ৪৬ ছচল্লিশ হস্ত দীর্ঘ। ইহার বলও তেমনি, একাঘাতে তরণী সকল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলে! একখানি মার্কিণ দেশীয় পোত একদা ইহারা নষ্ট করিয়াছিল।

বেলীন জাতীয় তিমিকে বাফিন্সবে, হাডসান্সবে প্রভৃতি আমেরিকার উত্তরাংশস্থ সমুদ্রাংশে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহারা একশত ফুট পর্য্যন্ত দীর্ঘ হইয়া থাকে। অপরাপর তিমির ন্যায় মৎস্য কোমলশরীর বর্ম্মধারী প্রভৃতি জলচর ইহাদিগেরও আহার। তিমির অপত্যস্নেহ অতিশয় প্রবল—ধীবরেরা তাহা পরিচিত আছে। জগদীশ্বরের সৃষ্টির কিছুই অর্থশূন্য নাই। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, মৎস্যের পুচ্ছ ঊর্দ্ধাধোভাবে স্থাপিত, কিন্তু তিমির ধরাতল

রূপে। দেখ উভয়েই জলে সন্তরণ করে, তবে পুচ্ছের প্রকৃতি ভেদ হইলে কেন, ইহার কি কোন কারণ নাই, কেবল উভয়কে ভিন্ন ভিন্ন আকার প্রদান করাই কি উদ্দেশ্য? কখনই না।

ইহার এক চমৎকার কারণ আছে। মৎস্যেরা বিচরণ বা আহার অন্বেষণ সময়ে জলের উপরে ও সম্মুখেই ধাবমান হয়, সুতরাং লম্ব-পুচ্ছ জল কর্ত্তন করিবার পক্ষে বিলক্ষণ উপযোগী, অপর কোন ভাবে স্থাপিত হইলে অনেক বাধা অতিক্রম করিতে হইত এবং সন্তরণ ক্রিয়ারও বিঘ্ন জন্মিত। তিমিকে গভীর সিন্ধু তলে বাস এবং শ্বসন জন্য মধ্যে মধ্যে জলোপরি উত্থান করিতে হয়, সুতরাং ধরাতলী পুচ্ছ তাহার পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক ইহাতে অধিক পরিমাণে জল কাটিয়া শীঘ্র উপরে উঠিতে পারে, অন্য কোন প্রকারেই এরূপ হইবার সম্ভাবনা ছিল না! অতএব সেই সর্ব্বজ্ঞ বিশ্বকর্ত্তা সকলের বিশেষ বিশেষ প্রকৃতির অনুযায়ী অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি প্রদান করিয়া স্বীয় অসীম মহিমার পরিচয় দিয়াছেন।

তিমির সর্ব্বগাত্রে একপ্রকার স্নেহ পদার্থ জন্মিয়া থাকে, লোকে ঐ বহুমূল্য পদার্থের লোভে তিমিকে বধ করে। উহা হইতে উত্তমোত্তম ঔষধাদি প্রস্তুত হয়। কিন্তু ঐ স্নেহ যে কেবল মনুষ্যেরই উপকারের নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছে তাহা নহে, তাহা তিমির অতীব প্রয়োজনীয় ধন। তিমি স্বভাবতঃ অগাধ জলদেশে বাস করে, সুতরাং উপরিস্থিত সমস্ত জলের ভার তাহাকে সহ্য করিতে হয়। গণনা দ্বারা স্থির করা হইয়াছে যে, তিমিকে প্রতি বর্গবুরুলে ২৮ মন জল বহন করিতে হয়। দেখ সমস্ত শরীরকে আরও কত ভার অতিক্রম করিয়া উপরে উঠিতে হয়।

শরীর স্থূলচর্ম্মাবৃত হইলেও এই ভার অতিক্রম করিয়া উপর্য্যুপরি উঠিতে নামিতে তাহা হয়ত ত্বরায় বিদীর্ণ হইয়া যাইত। কিন্তু ঈশ্বরের কি আশ্চর্য্য রচনা। তিনি তিমির শরীরকে ঐরূপ কোন চর্ম্মাবৃত না করিয়া আর এক সুন্দর অতি ভারসহ আবরণ প্রদান করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত স্নেহ পদার্থই তিমির গাত্রাবরণ

স্বরূপ। উহা এক ফুট হইতে দুই ফুট পর্য্যন্ত স্থূল হইয়া থাকে। উহার উপরে অন্য কোন আবরণ নাই, কেবল কতিপয় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরানির্ম্মিত একখানি জালবৎ আচ্ছাদন আছে, তাহাতেই ঐ তৈল বিনষ্ট হইতে পায় না, কিন্তু প্রয়োজনমত তন্মধ্য দিয়া তৈল বহির্গত হইতে পারে। এই পরমাশ্চর্য্য স্থিতিস্থাপক স্নেহাবরণ থাকাতেই তিমি ঐরূপ গুরুতর ভার অতিক্রম করিয়া সাগরগর্ভে বাস এবং শ্বসন-বায়ু গ্রহণ জন্য মধ্যে মধ্যে সাগরোপরি ভাসমান হইতে পারে। উহাকে যত চাপ দেওয়া যায়, তত অধিক প্রতিষেধ করে। এই স্থিতিস্থাপক-স্নেহাবরণের আরও এক কার্য্য আছে। তিমি উষ্ণ শোণিত (তাহা বলাই অনাবশ্যক), কিন্তু শীতল জল-রাশি মধ্যে বাস করিয়া শোণিতের উষ্ণতা রক্ষা করা সুকঠিন। এই ভাবী দুর্ঘটনা নিবারণ জন্য সেই প্রাণি-পালক উল্লিখিত স্নেহ পদার্থকে অপরিচালকতা গুণ অর্পণ করিয়া তাহাদিগের গাত্র-তাপকে বিনাশ হইতে রক্ষা করিতেছেন।

শুনিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়, কোন কোন তিমির গাত্রজাত স্নেহপদার্থ ৮০০ মনের অধিকও হইবে। কিন্তু উহার এমনি লঘু-ভার-গুণ যে উহাতে সমস্ত শরীরকে জলাপেক্ষা গুরু না করিয়া লঘু করে; সুতরাং তিমি স্বচ্ছন্দে জলে সন্তরণ করিতে পারে।

ধাত্রী-বিদ্যা।

(১১১ পৃষ্ঠার পর।)

শিশুর মস্তক বহির্গত হইলেই শিশু পৃথিবীর বায়ু গ্রহণ করিবার জন্য চেষ্টা করে, এজন্য তাহার মুখে যে লাল ও শ্লেষ্মা থাকে তাহা পরিষ্কার করিয়া দিবে, নতুবা সেই সকল শ্লেষ্মা মুখ ও নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিতে পারে।

শিশুর মস্তক বাহির হইলে স্কন্ধদেশ বাহির হইতে যে বিলম্ব হইয়া থাকে, সেই অবকাশে দেখা উচিত যে নাভিনাড়ী শিশুর গলদেশে হারের ন্যায় বেষ্টন করিয়া আছে কি না। যদি নাভিনাড়ী গলদেশ

বেষ্টন করিয়া না থাকে ভালই, কিন্তু যদি থাকে তবে হারের মধ্যে অঙ্গুলী দিয়া যে প্রকারে ঢিলা করিয়া দেয়, সেইরূপ নাড়ীর মধ্যে অঙ্গুলী দিয়া ঢিলা করিয়া এক একটা ফেরতা মস্তকের উপর দিয়া তুলিয়া লইবে; যদি মস্তকের উপর দিয়া লুলিয়া লওয়া সহজ না হয়, তবে এপ্রকার ভাবে ঢিলা করিবে যে তাহার মধ্যে দিয়া অতি সহজেই স্কন্ধদেশ নির্গত হইতে পারে।

এরূপ অনেক ধাত্রী আছে, যে শিশুর মস্তক নির্গত হইলেই, তাহারা বলপূর্ব্বক অবশিষ্ট শরীর টানিয়া বাহির করে; এপ্রকার ভাবে শিশুর শরীর বাহির করিলে প্রসূতি ও শিশু উভয়েরই মৃত্যু হইবার অধিক সম্ভাবনা। ধাত্রীদিগের এই নিয়মটী বিশেষরূপ জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক যে বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত হস্ত দ্বারা প্রসবক্রিয়া সম্পাদন করা কখনই উচিত নহে। যাহারা হস্ত দ্বারা প্রসব করাইতে গিয়া আপনাদিগের দক্ষতার পরিচয় দিতে গিয়াছেন তাহাদিগের দ্বারাই বিশেষ অনিষ্ট হইয়াছে। স্কন্ধদেশ নির্গত হইলে, গুহ্য প্রদেশ রক্ষা করিবার তত অধিক আবশ্যকতা থাকিবে না; পদদ্বয় অপেক্ষাকৃত অপ্রশস্ত এজন্য সহজেই বহির্গত হয়। এই প্রকার মনোযোগ ও পরিশ্রমের পর শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে, তাহাকে আস্তে আস্তে প্রসূতির পর কিঞ্চিৎ দূরে রক্ষা করিবে। এক কালে অধিক দূরে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিবে না, কারণ সকল শিশুর নাভিনাড়ী একপ্রকার দীর্ঘ নহে। কাহার বড়, কাহার বা ছোট, এমন কি আধ হাতেরও অধিক নহে। এ অবস্থায় শিশুকে এককালে প্রসূতির নিকট হইতে অধিক দূরে রাখিতে চেষ্টা করিলে, নাভিনাড়ী ছিন্ন হইতে পারে, ঐ নাভি নাড়ী ছিন্ন হইলে রক্তপাত হেতু প্রসূতি ও শিশু উভয়েরই মৃত্যু হইবার অধিক সম্ভাবনা।

এখন শিশুর "নাড়ী কাটা" আবশ্যক। আমাদিগের দেশীয় ধাত্রীরা চেঁচাড়ী দিয়া, নাড়ী কাটে ও তাঁত দিয়া বাঁধে এবং নাড়ী কাটার প্রণালীও অতিশয় মন্দ।

নাড়ী বাঁধিবার রেশম গুলি অতিশয় সরু হইলে, নাড়ী কাটিয়া যাইতে পারে, এবং অধিক মোটা হইলে আবার উত্তমরূপ গাঁইট

কায় মনে তাই করা সবার উচিত।
পতি যদি গুরু, তবে তাঁর গুরু জন,
অবশ্য পরম গুরু পূজনীয় হন।
অতএব শ্বশ্রূ আদি পূজনীয় গণে,
করিবে পরম ভক্তি শ্রদ্ধা এক মনে।
ভাসুরো শ্বশুর সম ভক্তির ভাজন,
পিতা মাতা পূজ্য যথা ইহারা তেমন।
বৃদ্ধ কালে শক্তিহীন শ্বশ্রূ বা শ্বশুর,
হইলে করিবে সেবা যেমন গুরুর।
ভগিনী সমান যত ননন্দা সকল,
দেখিও তাঁদের সহ না হয় কন্দল।
সাবধান, তাঁহাদের সঙ্গেতে প্রণয়,
ভঙ্গ নাহি হয় যেন চিরদিন রয়।
কষ্ট ভোগে ইচ্ছা করে হেন এক জন,
জগতে কোথাও নাহি করি দরশন।
আপনি থাকিব সুখে থাকে পরিবার,
ইহাই জগতে দেখি মানস সবার।
কিন্তু মানবের ইচ্ছা, সকল সময়,
চির দিন কখনই সফল না হয়।
অতেব পতির যদি কভু দুঃসময়,
দেবদুর্ঘটনা বশে উপস্থিত হয়;
সুশীলা মহিলা যারা, তারা সে সময়,
নিশ্চয় পতির দুখে সমদুঃখী হয়।
কিন্তু আছে কতিপয় সুখাভিলাষিণী,
তেমন সময়ে হয় পতি বিরোধিনী।
তিরস্কার করে কভু ধরি কোন ছলে,
দুঃখিত পতিরে দগ্ধ করে দুঃখানলে।
হেন কদাচার করা নহে সমুচিত;

এ চেয়ে পত্নীর আর কি আছে নিন্দিত?
পৃথিবীতে চির সুখ না হয় কখন,
সুখ দুখ চির কাল দুয়েতে মিশন।
সুখের পরেতে দুখ, সুখ তার পর
পর্য্যায়রূপেতে আসে যায় পর পর।
সংসারের সুখ দুঃখ করি আলোচনা,
বুধেরা চক্রেতে তার করেন তুলনা।
শকট চক্রের প্রতি কর দৃষ্টি পাত,
যে স্থান উপরে ছিল হল অধঃপাত।
আবার যে স্থান এই নীচে পড়ে ছিল,
নিমেষে তাহাই দেখ উপরে উঠিল।
সুখ দুখ পরিবর্ত্ত হেন নিয়মিত,
ইহা যেন স্বাভাবিক নিয়মে গ্রথিত।
অতএব সুখ দুঃখ যা হয় যখন,
ভোগ কর স্থির ভাবে তাহাই তখন।

ব্যাকরণ।

(৬৬২ পৃষ্ঠার পর)

লিঙ্গভেদ-নির্লিঙ্গ।

৯৪। নির্লিঙ্গ অর্থাৎ প্রাণিবাচক শব্দের বাঙ্গালাভাষায় কোন বিশেষ আকার নাই। কেবল টা-আদি কতক গুলি প্রত্যয় কখন কখন যোগ হয়।

সামান্যতঃ অথবা বৃহৎ বা অধিক বা অবজ্ঞার্থে নির্লিঙ্গ শব্দের পর টা, গাছা বা গাছ খানা বা খান গুলা বা গুলি ইত্যাদি প্রয়োগ হয়। (৫২)

(৫২) টা-আদি প্রত্যয় প্রায় নিয়মবদ্ধ নহে; কিন্তু যেস্থলে উহারা বিশেষরূপে ব্যবহৃত হয় তাহা বলা যাইতেছে।

যাহা পৃথক থাকে, অথবা যাহা সহজে পৃথক করা যায়, তাহার পর সামান্যতঃ বা বৃহৎ ইত্যাদি অর্থে টা প্রত্যয় হয় এবং ক্ষুদ্র

ক্ষুদ্র বা অল্প বা আদরার্থে টী বা টি, গাছি, খানি, গুলিন্ বা গুলিন্ টুকি বা টুকু ইত্যাদি প্রয়োগ হয়।

৯৫। প্রাণি-বোধক শব্দের পরও আশ্চর্য্য বা ঘৃণার্থে টা বা আদরার্থে টী প্রত্যয় হয়। যথা 'গাছটা, ঘটীটী' ইত্যাদি।

অপ্রশস্ত দীর্ঘ বস্তুবোধক শব্দের পর প্রায় গাছা ও গাছি প্রত্যয় হয়। যথা 'লাঠী গাছা' চুল গাছী, ছড়ী গাছ'।

প্রায় বোধশূন্য বা অল্প বোধ বিশিষ্ট প্রশস্ত বস্তু বা আধার-বোধক শব্দের পর খানা ও খানি প্রত্যয় হয়। যথা 'কাপড়খানা, জমীখান, নৌকাখানি'।

বৃহৎ বা ক্ষুদ্রার্থে লিঙ্গ শব্দে পুংলিঙ্গ বা স্ত্রীলিঙ্গ প্রত্যয়ের যোগ হয় (দ্বিতীয় নিয়মে)। যথা,

বৃহদাকার	ক্ষুদ্রাকার
চাকা	চাকী
খণ্ডা	খণ্ডী
গোলা	গুলী
ছোরা	ছুরী
কোশা	কুশী

(অন্য নিয়মে)

পুস্তক	পুস্তিকা
পত্র (ক)	পত্রিকা
পাথর	পাথরী

বড়া-বড়ী, দড়া-দড়ী, ঘোড়া-ঘুড়ী, নোড়া-নুড়ী, ডালা-ডালী, দাঁটা-দাঁটী, কাঁশা-কাঁশী, পেঁড়া-পেঁড়ী, ঘড়া (ঘট)-ঘটী; বাটা-বাটী, থালা-থালী, জোড়া-জুড়ী (অন্য অর্থে); হাঁড়া-হাঁড়ী, খোলা-খুলী, নালা-নালী, ঝোড়া-ঝুড়ী; রেকাব-রেকাবী, শিকল-শিকলী, ডাবর-ডাবরী ইত্যাদি।

যাহা সংখ্যা করা যায় এরূপ বস্তু-বোধক শব্দের বহুবচনে গুলা গুলি ও গুল প্রত্যয় হয়। যথা 'পাথরগুলা, কাটীগুলি; বইগুল'।

অল্পপ্রমাণ তরল বা যাহা পৃথক্ করা যায় না, এরূপ বস্তু-বোধক শব্দের পর টুক-টুকু-টুকি প্রত্যয় হয় যথা 'জলটুকি, দুধ-টুকু, গুড়টুক'।

(৫৩) এস্থলে আশ্চর্য্যাদিভাবে এবং ক্ষুদ্রতা ও আদরার্থে টী প্রত্যয় হয় (৫৩)।

যথা লোকটা, ভাইটি; ঘোড়াটা, পাখিটী।

বহুবচনে গুলা বা গুল এবং গুলি প্রত্যয় হয়; যথা।

ভাইগুলা বড় মন্দ; ভাই গুলি বড ভাল।

সংজ্ঞা বচন।

৯৬। বস্তু বা ব্যক্তির (*) সংখ্যাভেদে তদ্বোধক শব্দের যে আকার ভেদ হয় তাহার নাম 'বচন'।

বচন দুই প্রকার এক বচন ও বহুবচন (৫৪)। যাহা এক অথবা একরূপে গ্রাহ্য (৫৫)

প্রাণিকে অপ্রাণী বস্তুর ন্যায় জ্ঞান করা হয়।

(*) ব্যাকরণ ৪০ ও ৪১ টীকা; বা, বো, দ্বি. ভাগ ৩০০ পৃষ্ঠা দেখ।

(৫৪) বাঙ্গালা এবং অন্যান্য আধুনিক ভাষায় (ইংরাজি ইত্যাদি) এইরূপ দুইটিমাত্র বচন ব্যবহৃত হয়। সংস্কৃত লাটীনাদি প্রাচীন ভাষায় 'দ্বিবচন' অর্থাৎ দুই বোধক শব্দের ভিন্ন আকার ব্যবহৃত; বহুবচন তত্তৎ ভাষায় তিন ও ততোধিক সংখ্যা-বোধক।

(৫৫) যথা পুস্তক 'এক' বলা যায়; ইহার অংশ পত্র সমূহও প্রত্যেকে 'এক' এবং পত্রের প্রতি পৃষ্ঠাও 'এক' তাহার অংশ পুঙক্তি সমূহও প্রতেকে 'এক' এবং তদন্তর্গত শব্দ বা বর্ণও প্রত্যেকে 'এক'; সুতরাং বর্ণ বিষেয় ভাবিতে গেলে শব্দ বহু; শব্দ ভাবিতে গেলে পঙ্‌ক্তি ও পৃষ্ঠা বহু, এইরূপে পুস্তকও বহু। অতএব এক ও বহু চিন্তার উপর নির্ভর করে।

প্রাণিকেই স্বাভাবিক এক বলা যায়, কারণ ইহাকে বিভাগ করিলে ইহার একত্ব শব্দের সহিত প্রাণিত্বও নাশ হয়। এক গৃহ বিভাগ করিয়া দুই গৃহ হয় কিন্তু এক মনুষ্য কাটিয়া দুই মনুষ্য হয় না।

বিশেষণ সংজ্ঞাবৎ ব্যবহৃত হইলে বচন প্রাপ্ত হয়, যথা সুন্দরীরা, জ্ঞানিরা। এস্থলে কোন সংজ্ঞা ঊহ্য অর্থাৎ অপ্রকাশিত বলিয়া বিশেষণ সংজ্ঞার ন্যায় প্রত্যয় যুক্ত হইয়াছে। সংজ্ঞা প্রকাশ থাকিলে এরূপ হয় না, যথা 'সুন্দরীরা নারীরা' 'জ্ঞানিরা ব্যক্তিরা' কখনই হয় না।

তদ্বোধক শব্দ একবচনান্ত। যথা, বালক, বৃক্ষ, গঙ্গা ইত্যাদি। যাহা একাধিক অথবা বহুরূপে গ্রাহ্য তদ্বোধক শব্দ বহুবচনান্ত

যথা; 'বালকেরা, বৃক্ষগুল' ইত্যাদি।

সংজ্ঞা ও প্রতিসংজ্ঞারই আকার ভেদে বচন ভেদ হয়।

বামাগণের রচনা।

সম্পাদক মহাশয়! যদি আমার রচিত এইনিম্ন লিখিত পঁক্তিগুলি আপনার বিখ্যাত পত্রিকায় স্থান পাইবার উপযুক্ত বিবেচনা করেন তবে সংশোধনান্তে প্রকাশ করিলে বাধিতা হইব।

হে করুণানিধান জগদীশ্বর! আমরা প্রত্যেক মনুষ্য তোমার করুণা বারি পান করিয়া জীবিত রহিয়াছি, সকল সময়েই তোমার করুণা আমরা উপলব্ধি করিয়া থাকি। এবং এই করুণা বলেই আমরা এই অবনীমণ্ডলে জীবিত রহিয়াছি। যেমন সূর্য্যকিরণ ভিন্ন উদ্ভিদ পদার্থ সকল বর্দ্ধিত হইতে পারে না ও জীবিত থাকিতে পারে না, সেই রূপ মানবগণও তোমার করুণা অভাবে ক্ষণকালও বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। নাথ! ধন্য তোমার কৃপা। হে কৃপানিধান! অপার তোমার মহিমা এবং অনন্ত তোমার শক্তি। মনুষ্যদিগের আনন্দের এবং উন্নতির জন্য তুমি তাঁহাদিগকে কতক গুলি উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট উভয় প্রকারই মনোবৃত্তি প্রদান করিয়াছ এবং তাঁহাদিগের শরীর পালনার্থ তাঁহাদিগকে কতক গুলি শুভকর ভৌতিক এবং শারীরিক নিয়মের অধীন করিয়া রাখিয়াছ। এই সকল নিয়মের মধ্যে কোন একটি নিয়মের বিষয় আলোচনা করিয়া দেখিলে প্রতীতি হইবে যে সকল নিয়মের অভিপ্রায় কেবল মনুষ্যের মঙ্গল সাধন করা। হে দয়াময় পিতঃ! এক্ষণে আমি তোমার মঙ্গলস্বরূপের যে কেবলি মঙ্গলাভিপ্রায় স্পষ্টরূপে অনুভব করিতে পারিয়াছি, তাহা কোন কালে বিস্মৃত হইতে পারিব না। এই জগতের সকল পদার্থে তোমার আশ্চর্য্য শিল্প নৈপুণ্য, তাহা আমি এক্ষণে স্পষ্ট অনুভব করিতে পারিয়াছি। আহা! সন্তানকে রক্ষা করিবার জন্য পিতা এবং

ইংরাজী, সংস্কৃত ও অন্যান্য ভাষার ন্যায় বাঙ্গালা ভাষায় ক্রিয়ার বচন নাই।

মাতার মনে তুমি কত স্নেহ প্রদান করিয়াছ; অন্য লোকের যে কর্ম্ম করিতে কষ্ট বোধ হয় পিতা মাতা তাহা সন্তানের জন্য অকাতরে স্নেহের সহিত করিয়া থাকেন। যদি এরূপ স্নেহ তাঁহাদিগের মনে না থাকিত তাহা হইলে কখনই সৃষ্টি রক্ষণ হইত না। হে মঙ্গলময় পরম পিতা, তোমার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে তুমি আমাদিগের মনে প্রীতি এবং পবিত্রতা দান কর এবং আমরা যেন মোহেতে মুহ্যমান না হই। যেন আমরা সংসার অনিত্য এবং ধর্ম্মই সার পদার্থ এই জ্ঞানে সর্ব্বদা তোমাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া সর্ব্বত্র তোমাকেই দর্শন করিতে পারি, সামান্য পিতা মাতার ন্যায় আমরা যেন কেবল সন্তান সন্তান করিয়া উন্মাদ প্রায় না হই; কেবল স্নেহ এবং প্রীতি দ্বারা সন্তানকে লালন পালন করিয়া তোমার নিয়মিত ধর্ম্মে তাহাকে দীক্ষিত করিতে পারি এই আমাদিগের প্রার্থনা। তুমি আমাদিগকে পবিত্র কর। পাপে এবং মোহেতে যেন আমাদিগের হৃদয় মলিন না হয়। মন মলিন হইলে আমি এই সদয়মু সংসারকে অন্ধকারময় দেখিব। হে করুণাময় জগতের পিতা তোমার নিকট বিনীত ভাবে এই প্রার্থনা করিতেছি আমি যেন সর্ব্বদা ধর্ম্ম পথে থাকিয়া তোমার মঙ্গলকার্য্য সাধন করিতে পারি। হে পরমেশ্বর! তুমি দয়া করিয়া মনুষ্যগণকে এই অভিপ্রায়ে জ্ঞান দিয়াছ যে তাহারা স্বাধীন জীব হইয়া তোমার প্রদত্ত জ্ঞান প্রভাবে কোন কর্ম্ম উচিত এবং কোন কর্ম্ম অনুচিত ইহা বিবেচনা করিয়া স্ব২ কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন কবিতে পারিবে। আমি যদি জানিয়া শুনিয়া তোমার মঙ্গলময়ী ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করি, তাহাহইলে অবশ্য আমাকে তোমার শাস্তিভোগ করিতে হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। পিতঃ! এক্ষণে আমাদের প্রতি দয়া ও বাৎসল্য ভাব প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে চিরকাল তোমার অপার ধর্ম্ম রূপ ব্রত পালনে সমর্থ কর। হে অন্তরের অন্তর! তোমার দর্শন লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়াছি। হে জীবনের নাথ! এক বার এই অধীনীকে দর্শন দিয়া আমার তাপিত হৃদয়কে সান্ত্বনা কর।

চিত্তক্ষেত্র পরিষ্কৃত না হইলে তোমার দর্শন লাভ করা যায় না। অতএব হে জীবনের জীবন আমাদিগকে এই প্রকার বল দেও যেন আমরা সকল প্রকার পাপ হইতে দূরে থাকিয়া হৃদয়কে নির্ম্মল রাখিতে পারি, তাহা হইলে মনোমন্দিরে তোমার অধিষ্ঠান অনুভব করিতে পারিবই পারিব। সামান্য লোকে সমস্ত দিবস তোমাকে বিস্মৃত থাকিয়া পরিশেষে কোন সময়ে নিশ্চিন্ত হইয়া একবার তোমার আরাধনা করিয়া ক্ষান্ত হয়। হে করুণাসাগর! আমি যেন চি জীবন অনন্ত জীবন তোমাতেই উসশর্গিত করিয়া কৃতকার্য্য হই।

—০০—

আমরা দেখিতেছি এদেশীয় কতকগুলি মূঢ়মতি স্ত্রীলোক বিদ্যাবতী ও গুণবতী হইতে একান্ত ইচ্ছুক হইয়া পাঠাভ্যাস করিতে থাকেন, কিন্তু কিপ্রকার পুস্তক পাঠ করিলে উক্ত প্রকার গুণসম্পন্না হইতে পারিবেন তাহা না জানিয়া 'কখ' সাঙ্গ না হইতেই পাঁচালির দর জিজ্ঞাসা করিয়া উহারই অনুসন্ধানে ফিরিতে থাকেন। যদ্যপি প্রথমপাঠ একবার অনায়াসে পাঠ করিতে পারিলেন, তবেই অমনি পাঁচালি ক্রয় করিয়া তাহাই দিবা রাত্রি মুখস্থ করিয়া সকলের নিকট বিশেষতঃ প্রতিবাসীদিগের অসভ্য জামাতাগণের নিকট লজ্জাহীনা হইয়া অকুণ্ঠিতহৃদয়ে আপনার গুণ প্রকাশ করিতে থাকেন। অনন্তর ঐসকল ঘৃণাকর পুস্তকের বিলক্ষণ বশীভূতা হইয়া আপনাকে গুণবতী জ্ঞানে মাৎসর্য্য মেঘে আবৃত হইয়া অন্যের দোষানুসন্ধান করিতে যে কত ভাল বাসেন তাহা অবর্ণনীয়, এবং প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া বটতলার ষষ্ঠীদেবীকে অষ্টাঙ্গে প্রণাম না করিয়া অন্যং কর্ম্ম কিছুই করিতে চাহেন না। হা! দুর্ভাগা নারীগণ! তোমরা কি জান না যে বটতলার ষষ্ঠীদেবী যথার্থ দেবী নহেন; আমরা শুনিয়াছি যে তিনি এক প্রকার রাক্ষসী, তাঁহার কুহকে যিনি একবার পতিত হইবেন, তাঁহার সভ্যতা, সরলতা, দয়ালুতা এককালে হ্রাস পাইতে থাকিবে। তাঁহার সহচরী কুপ্রবৃত্তি পিশাচী তাঁহাকে আশ্রয় করিলে সতীত্ব, লজ্জা, ভয় ও ধর্ম্ম

পথে জলাঞ্জলি দিয়া ক্রমে অধর্ম্মের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। মহিলাগণ! তোমরা বিদ্যাবতী না হইয়াও যদি মূর্খ থাকিয়া আপনাদের সতীত্ব ও লজ্জা রক্ষা করিতে পার তবে ইহা সামান্য প্রশংসার কথা নহে। যে কামিনী লজ্জা ও সতীত্ব বিসর্জ্জন দিয়া জীবন ধারণ করেন, তাঁহার সেই জীবন ধারণ অপেক্ষা মৃত্যু ভাল। একে স্ত্রীলোক হইতে পৃথিবীর বিস্তীর্ণ উপকার হয় না সুতরাং তাহাতে আবার লজ্জাহীনা ও নীচ স্বভাবা হইলে কেহই তাহাদের আদর ও সম্ভাষণ করিতে চাহেন না। যোষাগণ সুশিক্ষিতা হইলে আপন স্বভাব উত্তমরূপ রাখিয়া গুরু লোকে মান, কনিষ্ঠে স্নেহ, সংসারের সুনিয়মরক্ষা, হিতাহিত বিবেচনা, পরিমিত ব্যয় সম্পূর্ণরূপে করিতে পারেন। ভামিনীকুল কুৎসিত পুস্তক পাঠ করিলে যে নির্লজ্জ, নিঘৃণ, নির্দ্দয় হইয়া অসচ্চরিত্রা হয়েন ইহা অনেক স্থানে দেখা গিয়াছে, এক্ষণে মহিলাগণের প্রতি এই বক্তব্য যে তাঁহারা যদি বিদ্যাভ্যাস করিতে চাহেন তবে যাহাতে জ্ঞানোন্নতি হইতে পারে এমন উত্তম উত্তম পুস্তক পাঠ করিবেন।

একি দেখি বিপরীত, নারী হল সুপণ্ডিত,
পুরুষেরে আর নাহি মানে।
নির্লজ্জ নির্ঘৃণ অতি, ব্যভিচারী কুলবতী,
কুল মান কিছু নাহি মানে॥
পাঠ করে 'কবানান', পতি প্রতি নাহি চান,
সন্তানেরে নাহি দেখে ফিরে।
ভ্রমান্ধ বারণ প্রায়, ধর্ম্ম প্রতি নাহি চায়,
হীরে ফেলে অঞ্চলেতে গিরে॥
ভোজন হইলে পরে, পুস্তক লইয়া করে,
চলে যান সঙ্গিনীর কাছে।
অবিদ্যাতে অহঙ্কার, শ্লাঘা করে আপনার,
মম তুল্য কেবা আর আছে॥
শুন যত যোষাগণ, এ যে বিদ্যা অলক্ষণ,

এতপেক্ষা মূর্খ বলি ভাল।
ধন্য ধন্য দাশরথি, তোমার মহিমা অতি,
বটতলা করিয়াছ আল ॥
শাস্ত্র প্রতি প্রীত নন, পাঁচালি জীবন ধন,
'কখ' পাঠে এই শেষে হল।
বর্ণ নহে পরিচয়, দেন কত পরিচয়,
এমত বিদ্যাতে কিবা ফল ॥
ওগো সব কুলবতী, যদি হও বিদ্যাবতী,
ধর্ম্ম প্রতি রেখসদা মন।
জ্ঞানদ পুস্তক যত, তাহাতেই হও রত,
বৃথা লজ্জা ত্যজ সর্ব্ব ক্ষণ ॥

শ্রীমতী লক্ষ্মীমণি দেবী।

—০ঃ০ঃ০—

মান্যবর শ্রীযুক্ত বামাবোধিনী সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সায়ংকালের প্রার্থনা।

হে করুণাময় পরমেশ্বর! আমি এক্ষণে তোমাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুলচিত্ত হইয়াছি, তুমি কৃপা করিয়া একবার দর্শন দিয়া আমার তাপিত চিত্তকে সান্ত্বনা প্রদান কর। আমি সমস্ত দিবস কেবল বিষয়ের বিষাক্তবাণে ক্ষত বিক্ষত হইয়াছি, একবারও তোমাকে কায়মনোবাক্যে স্মরণ করি নাই। নাথ! সমস্ত দিবসের মধ্যে সংসারের ক্ষুদ্র চিন্তা ও সাংসারিক শোক দুঃখে নিমগ্ন রহিয়াছি, আমি কি অকৃতজ্ঞ নরাধম ও পাপিষ্ঠ। আমি তোমাহইতে সকল সুখ প্রাপ্ত হইয়া তোমাকেই বিস্মৃত হইয়াছিলাম। হা! আমা অপেক্ষা ঘোর পাপী আর এ জগতে কে আছে? আমি সর্ব্বসুখদাতা পরমপিতা পরমেশ্বরকে বিস্মৃত হইয়া সামান্য সংসারিক সুখের জন্য ব্যাকুলিত ও চিন্তিত হই। আর আমি সংসারিক শোক দুঃখে কাতর হইতে ইচ্ছা করি না,

আমি এতকাল কেবল শোক রোগ ভোগ করিতেছি; আমার উন্নতি কিছুই করিতে পারি নাই। এক্ষণ আমি উত্তম রূপে জানিতে পারিলাম যে সাংসারিক সুখ কেবল অনিত্য পদার্থ মাত্র এবং যন্ত্রণাদায়ক। কেবল তুমি মাত্র নিত্য ও সারপদার্থ। নাথ! তুমি কৃপা করিয়া যেমন আমাকে এই জ্ঞানটি প্রদান করিলে সেই রূপ তুমি কৃপা করিয়া আমাকে ধর্ম্মশিক্ষা ও সাধুশিক্ষা প্রদান কর এবং যাহাতে তোমার প্রিয়-কার্য্য সাধন করিয়া জীবনে তোমার পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে পারি, তুমি কৃপা করিয়া এই বল প্রদান কর। নাথ! তোমার অসাধ্য আমি কিছুই দেখি না। আমাদের যত কেন অভাব থাকুক না, তাহা তুমি অবশ্যই মোচন করিবে ইহা আমি নিশ্চয় জানি। নাথ! তোমার করুণার কি সীমা আছে, আমি যত পাপে বিকৃত হইয়া তোমাহইতে দূরে পতিত হই, ততই তুমি বাহু প্রসারিত করিয়া তোমার প্রেম ময় ভুজপাশে বদ্ধ করিতে থাক। নাথ! তোমার দয়াময় নামটি সাধুমুখে শুনিয়া তোমাকে দয়াময় বলিয়া ডাকিতেছিলাম। এক্ষণে নাথ! তোমার সেই দয়াময় নামের মহিমা আমি প্রত্যক্ষ দেখিতেছি এবং আমি নিশ্চয় জানিতেছি যে দুর্ব্বল সন্তানদিগের প্রতি তোমার অপার দয়া। তুমি দুর্ব্বল সন্তানদিগকে ধর্ম্মবল প্রদান করিয়া স্বর্গরাজ্যের অনন্ত সুখ দিবে বলিয়া আশা দিতেছ। তোমার দয়াতে তোমার ভক্তেরা তোমার উপাসনায় আনন্দলাভ করিয়া তোমাকে আনন্দময় দয়াময় নাম দিয়াছেন। নাথ! তোমার এই অসীম দয়া দেখিয়া কোন্ পামরমতি মনুষ্য তোমাকে দয়াময় না বলিয়া থাকিতে পারে? নাথ! এক্ষণে তোমার দয়ার বিষয় ভাবিয়া আমি স্তব্ধ হইয়াছি এবং তুমি দুর্ব্বল কন্যাদিগের প্রতি অধিক দয়া প্রকাশ কর তাহাও প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। নাথ তুমি আমাদিগকে ধর্ম্মবিষয়ে শিথিল দেখিয়া কৃপা করিয়া আমাদিগকে সাধু সঙ্গ দিতেছ। গতবৎসর তোমার সাধু পুত্রদিগকে এই দূরদেশে প্রেরণ করিয়া আমাদের শুষ্ক হৃ-

দয়ে ধর্ম্ম বীজ রোপণ করাইয়াছিলে। আবার এ বৎসরে আর এক সাধু পুত্রকে প্রেরণ করিয়া সেই বীজ অঙ্কুরিত করিতেছ। ইহা নাথ! তোমার কম করুণার চিহ্ন নহে। কি আশ্চর্য্য! আমরা নিজে নিজে আপনার উন্নতির বিষয় আপনি কিছুই ভাবিতেছিলাম না, কিন্তু তুমি দয়া করিয়া কোথা হইতে তোমার এই সাধু পুত্রকে আনাইয়া দিয়া আমাদের উন্নতির সোপান করিয়া দিলে ইহা দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হইয়াছি এবং তোমার মহিমা ঘোষণা করিয়া তোমাকে স্তব করিতেছি। কিন্তু নাথ! ইহাতেও আমার মনের ক্ষোভ নিবারণ হইতেছে না। পিতা, আমার মনে এক্ষণে এই ইচ্ছা হইতেছে যে তোমার এই মহিমাটি নগরে নগরে দেশে দেশে ও পথে পথে সকল ভ্রাতা ও ভগিনীদিগের নিকট প্রকাশ করিয়া বলি এবং সকলেই তোমার নামটি উচ্চারণ করিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করি। নাথ! আমি যত তোমার নামামৃত পান করিতেছি, ততই আমার তৃষ্ণা বৃদ্ধি হইতেছে, এই নামামৃত পান করিবার অধিকারী হইলাম এ কেবল তোমার কৃপাতে এবং তোমার সাধু পুত্রের সাধু দৃষ্টান্তেতে। নাথ! তুমি যেমন কৃপা করিয়া এই অমূল্য সাধু সঙ্গ দিলে তেমনি নাথ কৃপা করিয়া আমাদিগকে সাধক কর, আমরা সাধক হইয়া তোমার সাধনা করিয়া জীবনের তৃপ্তি লাভ করি। নাথ! ইহার পূর্ব্বেত আমরা এরূপ সাধু হইতে ইচ্ছা করি নাই। এক্ষণে তোমার কৃপাবলে এই সাধু ভ্রাতাকে প্রাপ্ত হইয়া ইহাঁর সাধুদৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া আমরা সাধু হইতে ইচ্ছা করিতেছি। এক্ষণে জানিলাম নাথ! তোমার সাধু সন্তানের উপর তোমার কত করুণা। দয়াময়! তুমি যেমন দয়া করিয়া সাধুসঙ্গ দিতেছ সেইরূপ তুমি আমাদিগকে ধার্ম্মিকা কর। আমরা যেন ধার্ম্মিকা হইয়া চিরদিন তোমার সাধু পুত্রকন্যাদিগের সঙ্গে থাকিয়া তোমাকে ডাকিতে পারি, অসাধু ইচ্ছা যেন আর আমাদের নিকট আসিতে না পারে।

মোজফ্ফরপুর।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

"কন্যৈবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৫৮ সংখ্যা। | জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১২৭৫। | ৪র্থ ভাগ।

প্রাণি-বিদ্যা।

স্তনধারী।

(১ পৃষ্ঠার পর।

৭ বর্গ। স্থূলচর্ম্মী।

হস্তী, অশ্ব, গর্দ্দভ, শূকর প্রভৃতি প্রাণির গাত্র-চর্ম্ম বন্ধুর ও অত্যন্ত স্থূল একারণ তাহাদের নাম স্থূলচর্ম্মী। ইহারা তৃণাশী।

স্থূলচর্ম্মী নয় জাতি ও ৪০ প্রকারে বিভক্ত। এই জাতিমধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদাকার চতুষ্পদ সকল আছে। ইহারা কেবল ক্রান্তি প্রদেশেই বাস করে। অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপে এই জাতীয় একটি জন্তুকেও প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

আমরা সচরাচর যে সকল হস্তী দেখিতে পাই তাহারা ভারতবর্ষ অথবা আফরিকাদেশীয়। ব্রহ্মদেশে শ্বেত হস্তী পাওয়া যায়। হস্তীর মুখের পার্শ্বদিয়া দুইটি দীর্ঘ দন্ত বহির্গত হয় তন্নিমিত্ত তাহাদিগের একটি নাম "দ্বিরদ"। মনুষ্যের ঐরূপ দন্ত উদ্ভিন্ন হইলে তাহাকে লোকে তজ্জন্য "গজদাঁত" বলে। হস্তী বৃক্ষপত্র ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা ভক্ষণ করে। অধিকাংশ অশ্বত্থবৃক্ষ তাহাদিগের প্রিয় আহার তন্নিবন্ধন অশ্বত্থবৃক্ষকে "কুঞ্জরাশন" বলিয়া পণ্ডিতেরা উক্ত করিয়া-

ছেন। হস্তীকে যেমন কাষ্ঠ পর্য্যন্ত চর্ব্বণ করিতে হয়, তাহার দন্তও সেই রূপ উপযোগীরূপে সৃষ্ট হইয়াছে; উহাতে তিন প্রকার পদার্থ আছে; এক প্রকার অত্যন্ত কঠিন, অপর তদপেক্ষা কোমল এবং আর এক প্রকার আরও কোমল এবং আঠাবৎ; উহা পূর্ব্বোক্ত ভিন্ন ভিন্ন পরমাণুকে সংযোগ করে। এই রূপ ভিন্ন ভিন্ন কঠিনতা থাকাতে দন্তরাজী ক্ষয় হইলেও বন্ধুর থাকে; সুতরাং যাঁতার ন্যায় পেষণ কার্য্যের অত্যন্ত উপযোগী হয়। ইহাদিগের জীর্ণদন্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া নবদন্ত উদ্ভিন্ন হওয়া অতীব অপূর্ব্ব বিষয়। যেমন ইন্দুরাদি চর্ব্বকের দন্তমূলে নব নব দন্তময় পদার্থ সংযুক্ত হইয়া জীর্ণদন্তের সংস্কার করে, কিম্বা বালকদিগের পতিত দন্তের গহ্বর হইতে যেমন নবদন্ত উদ্ভিন্ন হয়, হস্তীর সেরূপ নহে। ইহাদিগের প্রত্যেক চোয়ালে ক্ষুদ্র বৃহৎ অন্যূন দ্বাদশটী করিয়া দন্ত বহির্গত হয়, তন্মধ্যে চারিটি চর্ব্বণোপযোগী পরিপক্ব দন্তেরন্যায় অপরাপর এক এক স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অস্থিময় কোষমধ্যে পরিবৃত থাকে, পূর্ব্বোক্ত দন্তের মধ্যে কোনটি স্খলিত হইলে নিকটস্থগুলি ক্রমশঃ তাহার অগ্রসর হয়; অর্থাৎ প্রথম দন্ত পতিত হইলে দ্বিতীয়টি তাহার স্থানে, তৃতীয়টি দ্বিতীয়ের স্থানে এবং চতুর্থটি তৃতীয়ের স্থানে অগ্রসর হয়, কিন্তু চোয়ালের পার্শ্বে এক একবার দুইটি দন্তের অধিক অনাবৃত হয় না, এইরূপে হস্তীর সমস্ত জীবনের মধ্যে চব্বিশটি দন্তের অধিক উদ্ভিন্ন হয় না।

হস্তীর দন্ত অত্যন্ত স্থূল এবং তাহার এক এক স্থানে বিশেষ বিশেষ কার্য্য সম্পন্ন হয়। প্রথম অংশদ্বারা সামান্যরূপ চর্ব্বণ হইয়া যেমন ভক্ষ্য বস্তু কণ্ঠাভিমুখে গমন করে অমনি দ্বিতীয়াংশ দ্বারা খণ্ডখণ্ডরূপে কর্ত্তন, তৎপরে কতিপয় অস্থিবর্ত্তুলদ্বারা পেষণ হইয়া গলাধঃকরণ হয়। এই বৃহৎ জীবের জীবন রক্ষার জন্য জগদীশ্বর কি সুবৃহৎ কৌশল সকলই সৃষ্টি করিয়াছেন!

ইংলণ্ডদেশে হস্তী, জলহস্তী, গণ্ডার প্রভৃতি স্থূলচর্ম্মীর মৃত কঙ্কাল ভূস্তর মধ্যে নিহিত দেখা গিয়াছিল। সাইবিরিয়া প্রদেশীয় লিনা নামক নদীমুখে মামথ নামক পূর্ব্বকালজ একজাতীয় হস্তীর সচর্ম্ম মৃতদেহ

তুষার নিহিত প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ দেহ এমনি অবিনষ্ট ছিল যে তুষার মুক্ত হইবা মাত্র মাংসাশী পশুদল আসিয়া ভক্ষণ করে। কঙ্কালটা সেণ্টপিটারসবার্গ নগরীতে অদ্যাবধি রক্ষিত আছে। উক্ত জন্তুর গাত্র দ্বিস্তবক রোমাবৃত; একস্তবক কোমল, অপর কঠিন। উহার গ্রীবাদেশে সিংহের ন্যায় কেশরশ্রেণী উদ্ভিন্ন হইত। হিমাচল শৃঙ্গে একপ্রকার হস্তীকঙ্কাল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, উহার চারিটী সুদীর্ঘ দন্ত।

জলহস্তী কেবল আফিরিকানিবাসী। ইহারাও প্রায় হস্তীর ন্যায়। জলহস্তী উভচর। যখন জলে বাস করে, কুম্ভীরাদি তাহাদিগের উদরস্থ হয়; স্থলে উদ্ভিজ্জ ভোজন করে; তজ্জন্য ইহাদিগকে উভাশী বলিলেও অসঙ্গত হয় না।

আসিয়া ও আফরিকা খণ্ডে অন্যূন সাত জাতি গণ্ডার আছে। হস্তীর সহিত ইহাদিগেরও আকারের অনেক সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। গণ্ডারের নাসিকা উপরে একটি সুকঠিন শৃঙ্গ বিশেষ উদ্ভিন্ন হয়, লোকে উহাকে খড়্গ বলিয়া থাকে। পণ্ডিতেরা গণ্ডারের এক নাম খড়্গী রাখিয়াছেন।

আমাদিগের দেশে বনশূকর আছে, ইউরোপেও তদ্রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রণ শূকরদিগকে কেবল আফ্রিকা খণ্ডে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহাদিগের গাত্রে ব্রণাকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাংস বর্ত্তুল জন্মে বলিয়া এরূপ নাম হইয়াছে। আমেরিকা খণ্ডে আর এক প্রকার শূকর বাস করে তাহাদিগকে পিকেরী কহে। অশ্ব, গর্দ্দভ, অশ্বতর, প্রভৃতি জন্তুও স্থূলচর্ম্মী। ইহাদিগকে আসিয়া ও আফ্রিকা খণ্ডেই অধিকাংশ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

৮ বর্গ। রোমন্থী।

অপরাপর স্তন্যপায়ীর অননুরূপ রোমন্থীদিগের চারিটি উদর-কোষ্ঠ আছে। ভক্ষ্যদ্রব্য সামান্যরূপে চর্ব্বিত হইয়া প্রথমতঃ একটি বৃহৎ কোষ্ঠমধ্যে প্রবেশ করে, তথা হইতে মধুক্রমবৎ অপরৈককোষ্ঠে যাইয়া পিণ্ডাকার হয়। রোমন্থীরা বিশ্রাম সময়ে ঐ পিণ্ডগুলিকে একে২মুখমধ্যে

উদ্বমন করত পুনশ্চর্ব্বণ পরে তৃতীয় গর্ব্তে নিঃক্ষেপ করে। ঐ দ্বিচর্ব্বিত খাদ্য পরিশেষে চতুর্থ গর্ব্তমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সুজীর্ণ হয়। রোমন্থীগণ উদ্ভিদাশী। ইহাদিগের পায়ের খুর খণ্ডিত ও মস্তকে দুইটি শৃঙ্গ আছে। সমস্ত স্তন্যপায়ীবর্গের মধ্যে রোমন্থীরা আমাদিগের অতীব প্রয়োজনীয়। উহারা আমাদিগকে দুগ্ধ, ক্ষীর, নবনী, ঘৃত প্রভৃতি সুস্বাদু আহার, সুন্দর ঊর্ণাবস্ত্র ও পাদুকা প্রদান, এবং ক্ষেত্রকর্ষণ ভার-বহন প্রভৃতি মহদুপকার সম্পাদন করিতেছে। উহাদিগের হইতেই আমারদিগের এক প্রকার সমুদায় গ্রাসাচ্ছাদন বলিলেও হয়। তন্নি-মিত্ত পরমেশ্বর সর্ব্বাপেক্ষা তাহাদিগের সংখ্যাও অধিক করিয়া দিয়াছেন। যেখানে মনুষ্যের বাস সেইখানেই তাহাদিগকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিষুব রেখার দক্ষিণ প্রদেশ অপেক্ষা উত্তরে অধিক মনুষ্যের বাস তজ্জন্য তাহাদিগকেও তথায় অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। তদভাবে মনুষ্যের শিল্পকার্য্য, কৃষিকার্য্য, বাণিজ্যকার্য্য সম্পন্ন হওয়া দুরূহ হইয়া উঠিত। পরমকারুনিক পরমেশ্বর জন্তুরাজ্য রক্ষা করিবার জন্য কি সুন্দর সামঞ্জস্যই করিয়াছেন, এক জন্তুকে অপরের কার্য্যোপযোগী করিয়া কি শৃ-ঙ্খলাই রক্ষা করিতেছেন। এক জন্তুরাজ্য হইতেই দেখ তিনি আমাদিগের কত উপকার করিতেছেন, তাঁহার দয়ার অন্ত নাই। এক খানি অস্থি হইতে এক গাছি লোম পর্য্যন্ত ব্যবহার্য্য করি-য়াছেন, মশক হইতে হস্তী পর্য্যন্ত অত্যাবশ্যক করিয়াছেন।

রোমন্থীবর্গকে ৬ ছয় জাতিতে বিভক্ত করা যায় যথা,—১ উষ্ট্র-জাতি, ২ মৃগজাতি, ৩ জিরাফজাতি, ৪ ছাগজাতি, ৫ মেষজাতি ৬ গো-জাতি। ১ উষ্ট্রজাতি।—আমেরিয়া ও আফরিকা প্রদেশই উষ্ট্রের জন্ম স্থান। জগদীশ্বর উষ্ট্রকে দুস্পার বালুকাক্ষেত্র উত্তীর্ণ হইবার উপায়স্বরূপ করিয়া দিয়াছেন। আরবেরা উষ্ট্রকে "মরুযান" বলিয়া থাকে। কি আশ্চর্য্য। আরব সিরিয়া এসিয়া মাইনর, এবং মিসর, আবসিনিয়া, বার্বারি প্রদেশ ও মধ্য আফরিকা প্রভৃতি বালু-কাময় মরুক্ষেত্র বিশিষ্ট দেশ ব্যতীত উষ্ট্রকে আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয়

না। হে কোমলহৃদয়া পাঠিকাগণ! এতদ্দর্শনেও কি পরমেশ্বরকে করুণা-ময় বলিয়া সম্বোধন করিতে সঙ্কুচিত হইবে? ভারতবর্ষের কোন কোন প্রদেশেও উষ্ট্র জন্মে। স্বাধীনতাতারের দক্ষিণ দেশে (বাকট্রিয়া প্রদেশে) এক প্রকার উষ্ট্র আছে তাহাদিগের দুইটী ঝুঁটি থাকে। উষ্ট্রের পদতল স্পঞ্জের ন্যায় কোমল এবং বালুকাবিহারের উপযোগী। তাহারা কঠিন ভূমিতে ওরূপ দ্রুতবেগে ও স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে না। যিনি বালুকা বিহারী উষ্ট্রের পদকে বালুকার উপযোগী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন তিনিই ধন্য ও পরম জ্ঞানবান্। আমেরিকা প্রদেশে এণ্ডিস পর্ব্বতের সন্নিকট লামা নামে এক জাতীয় উষ্ট্র আছে। তাহারা সাধারণ উষ্ট্রাপেক্ষা ক্ষুদ্রকায় ও তাহাদের ঝুঁটি নাই, এবং তাহারা সর্ব্বক্ষণ তুষার রাশি মধ্যে বিচরণ করে। ইহারা বন্য অবস্থায় অনেকে একত্র দলবদ্ধ হইয়া বেড়ায়।

২। মৃগজাতি অতি প্রিয়দর্শন ও দ্রুতচারী। ইহাদিগের চক্ষুর চপলতা চির প্রসিদ্ধ। কবিরা সুন্দর চক্ষু বর্ণন করিতে হইলেই মৃগ লোচনের সহিত তাহার উপমা দিয়াছেন। অনেক প্রকার মৃগ আছে, তাহাদিগের বিবরণ প্রয়োজন মত নিম্নে প্রকটন করা যাইতেছে। তন্মধ্যে কস্তূরী মৃগ এক প্রকার। ইহাদিগের পুঞ্জা-তির নাভিস্থলে এক প্রকার গন্ধময় গুটিকা জন্মে তাহাকে "কস্তূরি" বলে, পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইলে মৃগ ঘর্ষণ দ্বারা তাহাকে পরিত্যাগ করে। কস্তূরী মৃগের শৃঙ্গ নাই। এসিয়ার মধ্য ও দক্ষিণ প্রদেশীয় পর্ব্বত ইহাদি-গের বাসস্থান। আমেরিকা মহাখণ্ডে এল্ক নামে একজাতীয় হরিণ আছে তাহারা আপাত বর্ত্তমান সকল হরিণাপেক্ষা দীর্ঘকায়। আল্প ও পিরানিস্ পর্ব্বতে এক প্রকার হরিণ বাস করে, তাহাদিগকে শামস্ নামে বর্ণন করা যায়। এই জাতিকে এণ্টিলোপ কহে। আফরিকা দেশে গেজেল নামে এক প্রকার এণ্টলোপ আছে। আমেরিকা খণ্ডে এক-জাতি, ইউরোপে দুইজাতি, আসিয়ায় দশজাতি, এবং আফ্রিকায় চৌত্রিশ জাতি এণ্টিলোপ আছে। ভারতবর্ষ তিব্বত প্রভৃতি প্রদে-শীয় পর্ব্বতে কৃষ্ণসার নামে এক জাতীয় হরিণ দেখিতে পাওয়া যায়।

ইহারা দেখিতে খর্ব্বকায়। লাপলাণ্ড গ্রীনলাণ্ড ইত্যাদি শীতপ্রধান দেশে বল্গাহরিণ নামে এক প্রকার হরিণ আছে তাহারা তত্তৎপ্রদেশীয় লোক দিগের অত্যন্ত উপকারে আইসে। ঐ সমস্ত প্রদেশ সর্ব্বদা তুষারাবৃত। নিবাসিগণ উক্ত মৃগারোহণ পূর্ব্বক স্থানান্তরে গমন করে, এবং তাহার দুগ্ধ পান, মাংস ভক্ষণ, রোমাদিতে বস্ত্র নির্ম্মাণ প্রভৃতি করিয়া থাকে। এমন কি বল্গাহরিণ তাহাদিগের জীবনোপায় বলা যাইতে পারে।

৩। জিরাফদিগকে কেবল আফরিকা খণ্ডেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাদিগের দুই জাতি জানিত আছে। উষ্ট্রের ন্যায় ইহারাও শাখা পল্লব ভক্ষণ করিয়া থাকে। ইহারা অত্যন্ত ভীরুস্বভাব।

৪। ছাগ জাতি অনেক প্রকার, তন্মধ্যে আমরা সচরাচার দুই প্রকার দেখিতে পাই, এক প্রকারকে রাম ছাগল কহিয়া থাকে, ইহারা সামান্য ছাগাপেক্ষা দীর্ঘকায় দীর্ঘরোম, দীর্ঘ-স্তন এবং দীর্ঘ-কর্ণ। আল্পাইন প্রদেশে এক জাতীয় ছাগ বাস করে।

৫। মেষজাতিকে আমরা গৃহপালিত অবস্থায় দেখিয়া থাকি। কিন্তু চারি খণ্ডের পার্ব্বতীয় প্রদেশই তাহাদিগকে বন্যাবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমাদিগের হিমালয় পর্ব্বতে এক প্রকার মেষ আছে তাহাদিগকে "বারেল কহে।"

৬। আমরা সচরাচার যে সকল গো বৃষ দেখিয়া থাকি তদ্ব্যতীত আর এক প্রকার গো আছে তাহাদিগকে আমেরিকা খণ্ডে * বিসন" কহে। ইহারা পুঞ্জে পুঞ্জে পরিভ্রমণ করে।

মহিষ জাতিও এক প্রকার গো! ইহারাও অনেকে একত্রবদ্ধ হইয়া বন্য প্রদেশে বিচরণ করে। ইহাদিগের যে দুই শৃঙ্গ আছে তাহা উহাদিগের ভয়ানক অস্ত্র। আফ্রিকা দেশের দক্ষিণ বিভাগে অনেক মহিষ বাস করে।

প্রণয় সুখ।

মানুষের মনে যত প্রকার ভাব আছে, প্রণয়ের অপেক্ষা সুখকর আর কিছুই নয়। ফলতঃ প্রণয় ভিন্ন সুখ নাই, একথা বলিলেও অধিক বলা হয় না। প্রণয়ের ভাব অতি উচ্চ, উদার ও বিশুদ্ধ ইহা হইতেই ধর্ম্মের পরিপক্বতা সাধিত হইয়া অনন্ত প্রেম সাগর ঈশ্বরে সমুদায় হৃদয়, মন, প্রাণ, সমর্পিত হয়, ইহা হইতেই যাবতীয় মনুষ্যগণকে ভ্রাতা ভগিনী বলিয়া আলিঙ্গন করিতে শিক্ষা করা যায়, ইহা হইতেই নিঃস্বার্থ ভাবে প্রিয় ব্যক্তির প্রিয় কার্য্য সাধনে কোন পরিশ্রমকে পরিশ্রম জ্ঞান হয় না। প্রীতি নীরস হৃদয়কে সরস করে, দরিদ্রকে রাজা অপেক্ষা অধিক সুখে সুখী করে, নির্জন স্থানকে সজন করিয়া দেয় এবং ঘোরবিপদ, ও শোকেরও মধ্যে আশার সঞ্চার করিয়া হৃদয়কে উৎসাহিত ও প্রফুল্লিত করিতে থাকে। প্রণয় সুখ বর্ণন করা দুঃসাধ্য, যাঁহার হৃদয় ইহাদ্বারা যতটুকু পরিশুদ্ধ হইয়াছে, তিনি ইহার ততটুকু আস্বাদ গ্রহণ করিতে পারেন।

আনন্দ লহরী যাহা হৃদয় গোচর,
চিত্রকরি দেখাতে না পারে চিত্রকর,
বাক্য হারে বর্ণিবারে, কৌশল যতন
গোপন করিতে নারে প্রণয় রতন।
অন্ধজনে আলোকের ভাব কি বুঝিবে,
বস্তু নাই ছায়ায় কল্পনা কি হইবে;
তেমনি না পারে কেহ করিয়া বর্ণন
দেখাতে, কেমন ধন প্রণয় রতন।
কেমন সুখেতে দিন প্রতিদিন গত,
দিবায় আনন্দ, নিশি স্বপনে জাগ্রত!
মহানন্দে থাকি সর্ব্বভূতে দয়াবান্,
প্রণয় এ নীতি শিক্ষা করয় প্রদান।

প্রেমের সাগরে মগ্ন হই যে সময়,
পাসরি আপনা, দেখি সব প্রেমময়,
সূর্য্য চন্দ্র প্রেমধারা, করে বরিষণ,
প্রেমানন্দে নাচে হৃদি, নাচে ত্রিভুবন।

প্রণয়ের মূল মনুষ্য হৃদয়ে অতি গভীররূপে নিহিত আছে। যাহা কিছু মনের নিকট সুন্দর বলিয়া বোধ হয়, তাহাতেই প্রীতি করিতে মন স্বভাবতঃ ব্যগ্র হয়। মনের অবস্থা অনুসারে ধন, মান, প্রভুত্ব বা বিশেষ মনুষ্যকে সুন্দর বলিয়া বোধ হয় এবং তাহার প্রতি মন আকৃষ্ট হয়। কিন্তু পৃথিবীর কোন বস্তুকে প্রতি করিয়া আত্মা পরিতৃপ্ত হইতে পারে না, কেননা পৃথিবীর সকল বস্তুই অস্থায়ী এবং তাহাদের সৌন্দর্য্য অতি ক্ষীণ ও আরও অস্থায়ী। এরূপ পদার্থকে সম্পূর্ণ প্রীতি করিতে গেলে পরে বিচ্ছেদ যাতনা ভোগ করিতে হয় এবং হৃদয় অত্যন্ত গ্লানিতে পূর্ণ হয়। এইজন্য তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন "পরমাত্মাকেই একমাত্র প্রিয়রূপে উপাসনা করিবেক।" "ইনি পুত্র হইতেও প্রিয়, বিত্ত হইতেও প্রিয় এবং আর আর সকল বস্তু হইতে প্রিয়।" "পরমাত্মা অপেক্ষা যে অন্যকে প্রিয় করিয়া বলে, সত্য সত্যই তাহার প্রিয় মরণশীল হয়।"

পরমেশ্বরে প্রীতি সাধন চিরজীবন করিতে হইবে এবং তাহাতেই প্রীতি বিশুদ্ধভাবে চিরদিন বর্দ্ধিত হইয়া স্বর্গীয় আনন্দ বিধান করিবে। কিন্তু পরমেশ্বরের এরূপ নিয়ম দেখা যায় যে নর নারীতে সেই বিশুদ্ধ প্রণয় ভাব অঙ্কুরিত হয় এবং ইহাদিগের হইতে তাহার দৃষ্টান্ত ও গূঢ়ভাব শিক্ষা করা যায়। পতিপ্রাণা সতী ও সতীপ্রাণ পতির যে পবিত্র প্রণয়, ভক্তের ঈশ্বর প্রীতি তাহারই উন্নত ভাব। পারস্য দেশীয় ধর্ম্মাত্মা মহাকবি হাফেজ আপনার ও ঈশ্বরের মধ্যে প্রণয় বর্ণনার জন্য আপনাকে স্ত্রী এবং ঈশ্বরকে স্বামী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। অতএব প্রণয়ের নিগূঢ় ভাব হৃদয়ঙ্গম করিবার নিমিত্ত স্ত্রী পুরুষের বিশুদ্ধ প্রণয় শিক্ষা করা আবশ্যক।

প্রথমতঃ, প্রণয় কাহাকে বলে? গ্রীশ দেশের সুবিখ্যাত পণ্ডিত প্লেটো বলেন "মনের সহিত মনের এবং ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির এক ভাবকে প্রণয় বলা যায়। ইহা ক্ষণস্থায়ী সামান্য ইন্দ্রিয় সুখ হইতে অনেক উৎকৃষ্ট, পরস্পরের সহিত মিলন যত অধিক দিন হইবে, প্রকৃত প্রণয় ততই বৃদ্ধি পাইবে, এবং কেবল মৃত্যুতে ইহার বিচ্ছেদ হইতে পারে।" একজন কবি এত দূর বলিয়াছেন যে "মৃত্যুতে প্রণয়ের বিনাশ হয় যাঁহারা মনে করেন তাঁহারা ভ্রান্ত। প্রণয় ভাব পরলোকেও আত্মার সঙ্গে সঙ্গে থাকে এবং পরলোকেও প্রণয়ীদিগের মিলন হইবে।" বস্তুতঃ দুই ব্যক্তিতে ঠিক্ প্রণয় হইলে তাহাদের শরীর কেবল ভিন্ন ভিন্ন থাকে, কিন্তু মনএক হইয়া যায়। উভয়েরই এক লক্ষ্য, এক ভাব, এক চেষ্টা এবং এক কার্য্য হইয়া যায়। পরস্পরের প্রিয় কার্য্য করিতে পরস্পরের যতই অনুরাগ হয়, ততই তাহাদের একীভাব সম্পন্ন হইতে থাকে।

দ্বিতীয়তঃ, প্রীতির ভাব অতি আশ্চর্য্য। ইহাতে কপটতা থাকিতে পারে না। প্রকৃত প্রণয়ী না হইলে প্রকৃত প্রণয়ের ভান কেহই করিতে পারেন না। মনের আর আর ভাব গোপন রাখা যায়, অথবা সহস্র প্রকারে তাহা প্রকাশ করা যায়। কিন্তু প্রণয়ের সঞ্চার হইলে তাহা গোপন করে কাহার সাধ্য? এবং একমাত্র হৃদয় দ্বারা তাহা ব্যক্ত হয়। ঘৃণা, তাচ্ছিল্য, রাগ, দ্বেষ কতপ্রকারে মনের মধ্যে ক্রীড়া করে এবং বাহিরে প্রকাশ হইতে যায় কিন্তু আমি তোমাকে ভাল বাসি একথা হৃদয় না দিয়া বুঝান যায় না। প্রীতি হৃদয়ে আসিলে অন্য কোন ভাব তথায় তিষ্ঠিতে পারে না।

প্রীতির কটাক্ষ পাত হলে একবার,
সকল মনের বৃত্তি হয় ছার খার,
সতর্কতা, দৃঢ়তা, জ্ঞানের পরিচয়,
সকলে ইহার কাছে মানে পরাজয়।

প্রভাত সমীরণের হিল্লোলে যেমন পুষ্প কলিকা সকল প্রস্ফুটিত হয়, তেমনি প্রীতির প্রভাবে হৃদয়ের সমুদায় সদ্ভাব

বিকসিত হয়। দুই তরুণ প্রণয়ীর অঙ্গ ভঙ্গী ও মুখশ্রীতে কেমন সরলতা, নম্রতা, সাধুতা, নির্ভীকতা, বিশুদ্ধতা, পবিত্র বিশ্বাস এবং ধর্ম্মানুরাগের চিহ্ন প্রকাশ পায়। প্রণয় তাঁহাদের হৃদয়ে ধর্ম্মের অনুরূপ বেশ ধারণ করে। তাঁহারা কোলাহলপূর্ণ জনসমাজ এবং ধন, মান ও প্রভুত্ব স্পৃহার অকল্যাণকর পথ পরিত্যাগ করিয়া বিজন প্রদেশ অন্বেষণ করেন। সেখানে তাঁহারা তৃণশয্যোপরি উপবেশন পূর্ব্বক অবাধে পরস্পরের সহিত হৃদয় পরিবর্ত্তন করিয়া নিত্য প্রেমের লক্ষণ প্রদর্শন করিতে পারেন। প্রস্রবণ, কানন, নবোদিত সূর্য্য চন্দ্র এবং তারকাগণ তাঁহাদের পবিত্র প্রণয়ের সাক্ষ্য প্রদান করে। কখন কখন তাঁহারা আনন্দে উল্লম্ফিত হইয়া পৃথিবীকে স্বর্গ এবং আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ লোকনিবাসী জীব বলিয়া মনে করেন। যে তৃণ তাঁহাদের পদদ্বারা নিপীড়িত হয়, যে সমীরণ তাঁহাদের শ্বাস প্রশ্বাস সাধন করে, যে ছায়ায় তাঁহারা বিশ্রাম লাভ করেন, সে সমুদায়ই তাঁহাদের নেত্রে পবিত্র বোধ হয়। এই অসীম জগতে তাঁহারা একত্র জীবন ধারণ এবং একত্র লোকান্তর গমন ভিন্ন আর কোন সুখ দেখিতে পান না। অথবা মৃত্যু তাঁহাদের নেত্রগোচর হয় না। প্রীতি তাঁহাদিগকে অনন্ত জীবন প্রদান করে এবং মৃত্যু কেবল নিত্য মিলনের উপায় বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

তৃতীয়তঃ, প্রীতি সাধনের উপায়। প্রীতির সাধন অতি কঠিন সাধন। প্রীতি যদি ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার হইত, তাহাহইলে তাহা অনায়াসে সাধন করা যাইত। কিন্তু প্রকৃত প্রণয় সম্পূর্ণ অন্তরের ব্যাপার। উভয়ের হৃদয় মার্জ্জিত, উদার এবং সদ্ভাবসম্পন্ন না হইলে এ প্রণয় উৎপন্ন হইতে পারে না। এই জন্য সংসারে প্রকৃত প্রণয়ের দৃষ্টান্ত অতি বিরল। অধিকাংশ ব্যক্তি প্রণয় কথা মুখেই শিখিয়াছে, হৃদয়ে তাহার অর্থ বুঝিতে পারে না, এবং তাহাদের ভাব এত জঘন্য যে হয়ত তাহারা পশুবৎ ইন্দ্রিয় সুখ ভোগকে পবিত্র প্রণয় সুখ মনে করে। ইহার জন্য সম্পূর্ণ হৃদয়ের পরিবর্ত্তন চাই। আপনার সুখের জন্য যতটুকু ইচ্ছা থাকিবে

এবং ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য যে পরিমাণে বিরাজ করিবে, প্রণয় সাধনের সেই পরিমাণে ব্যাঘাত নিশ্চয়ই হইবে। এই নিমিত্ত ইহাতে তরুণ বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে দৃঢ়তা চাই; জ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষে অনুরাগ চাই; উগ্র প্রকৃতি ব্যক্তির মনঃসংযম, সরল ব্যক্তির চতুরতা, অলসের পরিশ্রম, ঋষির কামনা এবং ভোগবিলাসীর ত্যাগস্বীকার আবশ্যক। অর্থাৎ আপনার সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতাকে বলিদান দিতে হইবে; মনকে নিয়মিত ও প্রকৃতিস্থ করিতে হইবে। ইহাতে অন্যের সুখে সুখ ও অন্যের দুঃখে দুঃখ অনুভব করিতে হইবে। কায়মনোবাক্যে সত্য ব্যবহার আবশ্যক। ধর্ম্ম ও গৌরবের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া কার্য্য করিতে হয়। ভোগবিলাস বা কোলাহলের মধ্যে ইহা থাকিতে পারে না এবং বহুসংখ্যক সভ্যদলের আড়ম্বর ও বিবাদবিষম্বাদের মধ্যেও ইহা তিষ্ঠিতে পারে না। ইহাতে সরল ব্যবহার এবং বিজনাবাসের প্রয়োজন।

প্রকৃত প্রেমের সঙ্গে সঙ্গে মহত্ত্ব দৃষ্ট হয়। প্রকৃত প্রেমিক প্রণয়াস্পদের ধর্ম্ম এবং সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া যায়।

প্রেমালোক স্বর্গলোক হইতে নামিয়া
প্রথমে দীপিল যবে মানুষের হিয়া,
মনের প্রত্যেক ভাব পবিত্র, সরল,
"সুখীকরি, সুখীহই-বাসনা কেবল।"
পরস্পরে পরস্পরে করি সুখদান,
লভিতে বিমলানন্দ যতন সমান।

স্বর্গীয় প্রণয় নীচলক্ষ্য ব্যক্তিদিগের ভাগ্যে ঘটে না। তাহারা দৈত্য বলিয়া বর্ণিত হয়।

কোথা অর্থের দাস করিছ ভ্রমণ?
তমোময় পেতালয় কর অন্বেষণ!
ধনের উপরে চক্ষু ঘোরেঅনুক্ষণ,
আত্মার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ না হল কখন,
চিন্তার সেবায় গেল জনম তোমার,
লোকালয়ে দগ্ধমুখ দেখাও না আর।

কিন্তু সমুৎসুক নেত্রে আশ্বাসিত মনে
হৃদয় উদ্গত শ্বাস ফেলিয়া সঘনে,
লোভকর ধনে ঘৃণা করি যেই জন,
বিশুদ্ধ ভাবেতে করে প্রণয় সেবন,
সৌন্দর্য্য সাগর সেই দেখিবারে পায়,
তাহার কারণ সৃষ্ট সুখ সমুদায়।

গুণ সৌন্দর্য্যের প্রধান এবং দৃঢ়তর কারণ। পুরুষদের অপেক্ষা স্ত্রীলোকদের সৌন্দর্য্য অধিক বটে এবং তাহাতে আপাততঃ মনকে আকর্ষণ করিতে পারে কিন্তু অন্তরে গুণ না থাকিলে প্রণয় বদ্ধ হইতে পারে না। ইংরাজদিগের প্রসিদ্ধ লেখক আডিসন স্ত্রীলোকের প্রকৃত সৌন্দর্য্য একস্থানে বর্ণন করিয়াছেন।

ঐ রূপবতী কুমারীর প্রতি দৃষ্টিপাত কর। উহার শরীরের সৌন্দর্য্য মনের পবিত্রতা দ্বারা কত না উজ্জ্বল ও বিশুদ্ধ হইয়াছে। সতীত্ব, সারল্য এবং সুশীলতা উহার মুখশ্রীতে দীপ্তি পাইতেছে। ইনি আপনাকে যেমন সুন্দরী বলিয়া জানেন, তেমনি সাধু চরিত্রা বলিয়াও জানেন। রূপ ও গুণ উভয়ই নিজের জ্ঞান গোচর। উহার চক্ষুদ্বয়ে কেমন জ্যোতিঃ। উহার শরীরের কি বিমল কান্তি! উহার আকৃতি উহার প্রকৃতির পরিচয় দিতেছে!

ধাত্রি বিদ্যা

(৮ পৃষ্ঠার পর)

তৃতীয় অবস্থা।

১ম। ফুল জরায়ুমধ্যে আছে, কি বাহ্য জন ইন্দ্রিয়ের মুখে আসিয়াছে, তাহা অভ্যন্তর পরীক্ষা দ্বারা জানা উচিত।

২য়। কি প্রকার প্রণালীতে ফুল বাহির করা আবশ্যক, এবং ফুল পড়িতে বিলম্ব হইলে অন্যূন এক ঘণ্টা কাল বিলম্ব করা উচিত।

৩য়। ফুল নির্গত হইলে তাহা পরীক্ষা করা উচিত।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত ফুল না নির্গত হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত প্রসূতির বিপদের বিলক্ষণ সম্ভাবনা। ফুল বাহির করিবার জন্য দাইদিগের একটুও পরিশ্রম করিতে হইবে না; স্বাভাবিক প্রসবে ফুল আপনা আপনিই পড়িয়া যাইবে।

অনেকের এরূপ মত যে ফুল জরায়ু হইতে বাহ্য জনন ইন্দ্রিয়ের মধ্যে আসিলে, হাত দ্বারা তাহা বাহির করা ভাল কিন্তু স্বাভাবিক প্রসবে হস্তক্ষেপ করাই মূর্খতা মাত্র।

শিশু ও ফুল নির্গত হইলে পর, প্রসূতির পরিধেয় বস্ত্র পরিত্যাগ করাইয়া আর একখান নূতন বস্ত্র পরিধান করান উচিত। এবং বিছানার অপরিষ্কার চাদর সকল এক একখান করিয়া টানিয়া লইবে। যদি "অয়েলক্লথ" পর্য্যন্ত অপরিষ্কার হইয়া থাকে, তবে তাহা পরিষ্কার করিয়া দিবে।

আনুষঙ্গিক কর্ত্তব্য।

প্রসূতির শয্যা ও বস্ত্র পরিষ্কার করিয়া বাহ্য জনন ইন্দ্রিয়ের মুখে একখান ৪ অঙ্গুলী প্রমাণ নেকড়া দুই তিন ভাঁজ করিয়া দিবে; তখন যে সকল রস নির্গত হইবে তাহাতে পরিধেয় বসন অপরিষ্কার হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। ঐ নেকড়া মধ্যে মধ্যে পরিবর্ত্তন করিয়া দিবে।

প্রসূতির পেটের উপর ৪ অঙ্গুলী প্রমাণ চৌড়া এবং ৪ হাত লম্বা একখান কাপড় জড়াইয়া দিবে।

অনেক ডাক্তারের এরূপ মত যে প্রসবের পর শরীর সুস্থ এবং সুস্থ হইবার জন্য ঔষধ সেবন বিধেয়; কিন্তু স্বাভাবিক প্রসবে ঔষধ সেবন যুক্তিসঙ্গত নহে এবং সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার রামস্‌বোটামও ঔষধ সেবন নিষিদ্ধ বলিয়া গিয়াছেন।

প্রসব ক্রিয়া সম্পূর্ণ হইলে অন্যূন একঘণ্টা কাল ধাত্রীর প্রসূতির নিকট অবস্থিতি করা আবশ্যক। প্রসূতিকে পরিত্যাগ করিয়া

যাইবার পূর্ব্বে একবার জরায়ু পরীক্ষা করা উচিত, যদি সমুদয় ভাব স্বভাবতই থাকে অর্থাৎ যদি জরায়ুর সংকোচ হইতে থাকে, রক্ত অধিক নিঃসৃত না হইতে থাকে, তাহা হইলে প্রসূতির কোন বিপদের আশঙ্কা নাই। তখন ধাত্রী প্রসূতির নিকটস্থ পরিচারিকাকে আবশ্যক কর্ত্তব্য গুলি নির্দ্দেশ করিয়া গৃহে গমন করিতে পারেন। প্রথম তিন দিবস দুইবার করিয়া প্রসূতিকে দেখা আবশ্যক, এবং শেষ পাঁচদিবস একবার করিয়া দেখিলে যথেষ্ট হইবে।

পরিচারিকারপ্রতি উপদেশ।

১ম। যদি রক্তস্রাব বা মূর্চ্ছা না হয়, তবে প্রসবের পর প্রসূতি অন্যূন একঘণ্টাকাল প্রসব শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিবে।

২য়। প্রসূতি আপন ইচ্ছানুসারে শয্যা পরিত্যাগ করিয়া বসিতে বা দাঁড়াইতে পারিবে না।

৩য়। বস্ত্র পরিধানের সময় যাহাতে প্রসূতির শরীর না নড়ে এরূপ ভাবে বস্ত্র পরিধান করাইবে।

ঈশ্বরের এমনি নিয়ম যে পরিশ্রমের পর শ্রান্তি অপহারিণী নিদ্রা আপনিই আসিয়া উপস্থিত হয়। নিদ্রা আনিবার জন্য কোন প্রকার ঔষধ সেবন উচিত নহে।

ধাত্রী যখন দ্বিতীয়বার প্রসূতিকে দেখিতে যাইবেন তখন প্রসূতির নিকটস্থ পরিচারিকার নিকট হইতে নিম্নলিখিত বিষয় গুলি জ্ঞাত হইবেন।

১ম। প্রসূতির ঘুমের কোন ব্যাঘাত হইয়াছিল কি না?

২য়। প্রসূতি মল মূত্র পরিত্যাগ করিয়াছে কি না!

৩য়। রক্ত কি প্রকার নিঃসৃত হইতেছে?

যখন জ্ঞাত হওয়া হইল যে প্রসূতির ঘুমের কোন ব্যাঘাত জন্মে নাই, চারি পাঁচবার ঘুম হইয়াছে; রক্ত অধিক নিঃসৃত হয় নাই, প্রস্রাব হইয়াছে; মল নির্গত হয় নাই। তখন জানা গেল যে শরীরগত সমুদায় ভাব স্বভাবতই চলিতেছে। উদরাময় না হইলে প্রসবের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রায় মলত্যাগ হয় না।

এই সকল বিষয় জ্ঞাত হইলে পেটের উপর হাত দিয়া নিম্ন লিখিত বিষয়গুলি পরীক্ষা করিবে।

১ম। জরায়ুর সম্পূর্ণরূপে সংকোচ হইয়াছে কি না?

২য়। পেটের উপর চাপ দিলে কোন রূপ বেদনা অনুভব হয় কি না?

৩য়। পেটবন্ধনীর যদি গোলমাল হইয়া থাকে, তবে তাহা পুনরায় ভাল করিয়া জড়াইয়া দিবে।

৪র্থ। প্রসূতির নাড়ী, জিহ্বা ও মুখশ্রীর প্রতি দৃষ্টি করিবে। যদি নাড়ী এক মিনিটে ৯০। ১০০ বার চলিতে থাকে, জিহ্বা রসাল ও পরিষ্কার হয় এবং মুখশ্রী স্বাভাবিক হইতে থাকে, তাহা হইলে কোন ভয়ের সম্ভাবনা থাকিল না।

প্রসূতিকে কেবল নিরাপদ দেখিয়া গৃহে যাওয়া উচিত নহে। শিশুর প্রতি একবার দৃষ্টি করিবে। শিশু মল মূত্র পরিত্যাগ করিয়াছে কি না জানিবে; যদি না করিয়া থাকে তবে যাহাতে মল মূত্র পরিত্যাগ করে এরূপ উপায় গ্রহণ করিবে। স্বাভাবিক প্রসবে প্রসূতির বা শিশুর কোনরূপ বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না। (প্রসূতি ও শিশুর চিকিৎসা বিষয় স্থানান্তরে লেখা হইবে।)

ধাত্রী গৃহে যাইবার পূর্ব্বে "সূতিকাগারে প্রসূতির শুশ্রূষা" বিষয়ে কতকগুলি নিয়ম করিয়া দিবেন।

পিপাসু চাতকের প্রতি আশ্বাস।

তীক্ষ্ণ-রবি-তাপে দগ্ধ হতেছে হৃদয়,
কাতরো চাতক! বটে, হয়েছ নিশ্চয়;
মিছা কিন্তু কাতরতা তব অসময়,
নীরবে অপেক্ষা কর, পাইবে সময়।
দেখ চাহি, অসময়ে কোন্ কাজ হয়?
বীজ বোন অমনি কি হয় ফলোদয়?

প্রেম-পুষ্পে পূর্ণ জি বিভু ধার্ম্মিক সুজন
যথা কালে যায় চির সুখের ভবন।
"সীমা নাহি যাঁর দয়া, তাঁহার কৃপায়,
আসে সুখ, দুঃখে নাহি চির দিন যায়।"
মান কি চাতক! ইহা? হয় কি বিশ্বাস?
রবে তব চির তৃষ্ণা? নাহি হবে নাশ?

ব্যাকরণ।

(১৪ পৃষ্ঠার পর)

সংজ্ঞা—বচনভেদ।

৯৭। একবচনের কোন বিশেষ আকার নাই। বিশেষ বিশেষ প্রত্যয় দ্বারা একবচনান্ত শব্দ বহুবচনান্ত হয়। সংজ্ঞাপদের বচন ভেদের নিয়ম নিম্নে প্রকটিত হইল।

প্রথম নিয়ম। ব্যক্তিবাচক সংজ্ঞা-পদের বহুবচনে কর্ত্তাকারকে (৫৬) 'রা' এবং অন্য কারকে 'দিগ' প্রত্যয় যোগ হয় (৫৭)। যথা;

কারক	একবচন	বহুবচন
কর্ত্তা	... . রাজা	..... রাজা-রা
কর্ম্ম	..... রাজা-কে	... রাজা-দিগ-কে
কর্ত্তা	..... বালক	... বালক-রা (*)
সম্বন্ধ	বালকে-র (*)	বালক-দিগে-র (*)
কর্ত্তা	.. .. সিংহী	.. .. সিংহী-রা
অধিকরণ	-- সিংহীতে	সিংহী-দিগে-তে (*)

৯৮। দ্বিতীয় নিয়ম। বস্তু বাচক সংজ্ঞার পর বহুবচনে প্রায় গুল (গুলা ঘৃণার্থে, গুলি বা গুলিন্ আদরার্থে) প্রত্যয় হয়; যথা, গাছগুল; পাথর গুলা; গৃহ-গুলি, পুস্তক গুলিন্ ইত্যাদি।

ক। অবজ্ঞা বা আদরার্থে প্রাণী বাচক শব্দের পরও গুলাদি প্রত্যয় হয়; যথা ভাই গুলা; পাখি গুলি ইত্যাদি।

৯৯। তৃতীয় নিয়ম। প্রাণী বাচক ও বস্তু বাচক সংজ্ঞা "সকল" শব্দ যোগে প্রায় বহুবচনান্ত হয় (৫৮)। যথা পক্ষীসকল, প্রজাসকল, অলঙ্কারসকল।

ক। সংস্কৃত শব্দের পর 'সকল' পরিবর্ত্তে 'সমূহ' এবং কেবল ব্যক্তি বাচক সংজ্ঞার পরে 'গণ' ইত্যাদি যোগে বহুবচন ভেদ হয় (৫৮) যথা দ্রব্য সমূহ, দেবগণ ইত্যাদি।

---

(৫৬) লিঙ্গ যে রূপ বচন ও কারক সাপেক্ষ নহে, বচন তদ্রূপ নহে; ইহা কারক সাপেক্ষ। কিন্তু কেবল কর্ত্তা কারক অন্য কারকাদি হইতে প্রভেদ করিলেই ইহার কার্য্য সিদ্ধ হয়। সংজ্ঞার লিঙ্গভেদ প্রথমে হয়, তৎপরে বচন ভেদ এবং অবশেষে কারক ভেদ হয়; অর্থাৎ ইহাদের প্রত্যয় যোগ পর পর হয়। যথা সিংহ (শব্দ) + ঈ (স্ত্রী প্রত্যয়) + দিগ (বহুবচন প্রত্যয়) + কে (কারক-কর্ম্ম) = সিংহীদিগকে।

(৫৭) মনুষ্য বাচক সংজ্ঞা সচরাচর এইরূপে বচন ভেদ হয়। ইতর প্রাণী বাচক সংজ্ঞা কোন বিশেষ কার্য্যের কর্ত্তা বুঝাইলে এবং জ্ঞান-বিশিষ্ট ব্যক্তি রূপে ব্যবহৃত হইলে এইরূপে বচন ভেদ হয়; নচেৎ প্রায় তৃতীয় নিয়মে নিয়মিত।

(*) প্রত্যয়ের 'র' ত' পরে থাকিলে শব্দের অন্তস্থ অকার স্থানে, এবং ব্যঞ্জন বর্ণের পর, 'এ' হয়; এবং 'র' পরে 'দিগ' স্থানে 'দ' হয়। যথা বালক-রা = বালকেরা; সৎ + রা = সতেরা; দর্শক + দিগ + র = দর্শক + দ + র = দর্শকদের বা দর্শকদিগের।

(*) ইহা 'টা' আদি ক্লীবলিঙ্গ প্রত্যয়ের ন্যায় একটি চলিত বাঙ্গালা প্রত্যয়। ব্যাকরণ (৫০) টীকা দেখ।

(৫৮) সকল, সমূহ, গণ—ভিন্নভিন্ন শব্দ; সচরাচর সমাসে যোগ হইয়া বহুত্ব বোধক প্রত্যয় রূপে পরিচিত হইয়াছে। এইরূপে সমাসে নিম্নলিখিত শব্দ যোগেও বাঙ্গালায় বহু বচন ভেদ হয়।

সমুদায়, সমস্ত, সব (সর্ব্ব) (বিশেষণ) বর্গ, বৃন্দ, (সংজ্ঞা) জাত, সঙ্কুল, নিচয় বা চয় (সংস্কৃত বহুত্ব বোধক)। সূক্ষ্ম বিবেচনায় তৃতীয় নিয়ম বাঙ্গালা বহুবচন ভেদের প্রকৃত নিয়ম নহে।

১০০। যাহা সংখ্যা করা যায় না বা আবশ্যক বোধ হয় না, তদ্বোধক শব্দের বচন ভেদ নাই, একবচনান্ত রূপে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বিভিন্ন প্রকার বুঝাইলে যথানিয়মে বহুবচনান্ত হয়। অতএব;—

ক। যাহা ওজন বা পরিমাণ করা হয়, সংখ্যা করা যায় না তাহার বহুবচন নাই; যথা জল, বায়ু, স্বর্ণ ইত্যাদি। অন্যথা স্বর্ণ সমূহ = স্বর্ণ খণ্ড সমূহ।

খ। দয়া, ধর্ম্ম, সুখ, দুঃখ, জ্ঞান, চিন্তাদি মানসিকভাব এবং রূপ, রস জ্যোতিঃ ইত্যাদির বহুবচন নাই। অন্যথা সুখ সমূহ = ভিন্ন ভিন্ন সুখ, চিন্তা গুলি = ভিন্নভিন্ন চিন্তা।

গ। গুণবাচক ও ক্রিয়াবাচক সংজ্ঞার বহুবচন নাই। যথা দীর্ঘতা, গমন, স্বাস্থ্য ইত্যাদি।

১০১। বিশেষ সংজ্ঞার বহুবচন নাই কিন্তু উহার পর অন্য অর্থে বহুবচন প্রত্যয় হয়: যথা

গোপালেরা = গোপাল এবং অন্যেরা,
রাখালদিগের = রাখাল এবং অন্যের।

১০২। বহুত্ব বোধক বিশেষণযুক্ত

পদের রূপ এক বচনান্ত থাকে; যথা 'চারি পুত্র' (চারি পুত্রেরা নহে), অনেক গৃহ (গুলি নহে)

বামাগণের রচনা।

(২০ পৃষ্ঠার পর।)

নাথ! কতবার আমি তোমার এই নামামৃত পান করিয়া সাধু হইতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম কিন্তু আমি দুর্ব্বলমতি কোথাহইতে প্রবল পাপ আসিয়া আমাকে প্রলোভন দেখাইয়া আমার ইচ্ছাকে পূর্ণ করিতে দেয় নাই। তুমি দুর্ব্বলের বল ও অনাথের নাথ, আমার দুর্ব্বলতা জানিতে পারিয়া এবং আমার দুরবস্থা দর্শন করিয়া কৃপা করত এই সাধু ভ্রাতার দ্বারায় ধর্ম্মের সোপান দেখাইয়া দিলে। তুমি যাহা দিয়াছ নাথ তাহা যথেষ্ট হইয়াছে, এক্ষণে আমরা, নিজ নিজ চেষ্টাতে যেন দিন২ তাহার উপার্জ্জন বৃদ্ধি করিতে পারি এই আমার প্রার্থনা। নাথ! তুমি আমার এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। নাথ! আমি নিশ্চয় জানি যে তুমি ভক্তবৎসল। তোমার ভক্তেরা যে যাহা ইচ্ছা করে, তুমি তাহার সেই ইচ্ছা পূর্ণ কর। নাথ! ইহাতে আর আমার সন্দেহ নাই, আমি নিজের হৃদয়েই উহা জানিতে পারিয়াছি. আমি যে এত ঘোর পাপী তাহাতেও তুমি আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিতেছ, ইহা তোমার কম মহিমার কথা নহে। আমি যে ইচ্ছা মনে মনে করিতেছিলাম তাহাতো মনুষ্য মণ্ডলীতে কেহই কিছু জানিতে পারেন নাই কিন্তু নাথ তুমি অন্তর্যামী তুমি আমার অন্তরের ব্যাকুলতা জানিতে পারিয়া তাহা পূর্ণ করিলে। হে নাথ! তোমার বাঞ্ছাকল্পতরু নামের মহিমা আজি আমার নিকট প্রকাশ করিলে, এক্ষণে নাথ তোমাকে আমার প্রতি আর একটি দয়া প্রকাশ করিতে হইবে। আমি এই প্রার্থনাসনে বসিবার পূর্ব্বেই তোমাকে পাইবার জন্য কাতর হইয়াছিলাম. এখন কি আবার পিতা সেইরূপ কাতর হইয়াই তোমার দ্বার হইতে-তোমার অমৃত ভাণ্ডারের দ্বার হইতে ফিরিয়া যাইব? না কখনই না। পিতা এক্ষণে তোমাকে একবার আমি আমার হৃদয় মধ্যে না দেখিয়া

শুষ্ক হৃদয়ে তোমার নিকট হইতে ফিরিয়া যাইব না। তোমাকে একবার আমার মনোমধ্যে আবির্ভূত হইতে হইবেই। অতি কাতর হইয়া আসিয়াছি একবার দয়া কর, দয়া করিয়া দেখা দেও, দেখা দিয়া এই দুঃখিনীকে কৃতার্থ কর, সান্ত্বনা দান কর। আমি আর কিছু চাহি না, নাথ তোমার নিকট আর কিছু চাহি না। কেবল তোমাকে দেখিতে চাই। একবার মাত্র নাথ দর্শন দেও. তাহা হইলেই আমার যথেষ্ট হইবে, এখন আমি অনন্যমনা হইয়া তোমার দিকে হৃদয় দ্বার মুক্ত করিলাম তুমি এই অপবিত্র হৃদয় আসনে উপবিষ্ট হইয়া আমাকে পবিত্র কর এবং এই হৃদয়কে তোমার চির আসন করিয়া লও।

মোজাফরপুর,

শ্রীমতী সা-

এতদ্দেশীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাভাব।

হে পরম পিতঃ অখিল মাতঃ! এই হত ভাগা বঙ্গবাসিনী গণের প্রতি একবার কৃপা কটাক্ষ বিক্ষেপ কর. নতুবা আর আমাদের পরিত্রাণ নাই। আমরা কি তোমার কন্যা হইয়া, যাবজ্জীবন এই পরাধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিব? পশুর ন্যায় আহার, নিদ্রা, ভয়, ক্রোধে, কাল ক্ষেপণ করিয়া, আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য লাভে বঞ্চিতা থাকিব? অতএব হে নাথ! যদ্যপি আমরা নানাবিধ উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া পশু অপেক্ষা নীচ কর্ম্মে প্রবৃত্তা থাকিব, তবে আর আমাদের মনুষ্য নামেই বা কি প্রয়োজন? তদপেক্ষা আমাদের মৃত্যুই শ্রেয়। হায়! আমরা এমনই হতভাগা, যে যদিও কাহার সদাশয় পিতা আপনার কন্যাকে বিদ্যানুশীলনে প্রবৃত্তা করান, তবে তাহাতে তাহাদের কিছুই শ্রেয় সাধন হয় না। কারণ তাঁহারা কন্যার বর্ণজ্ঞান হইতে না হইতেই, বিবাহরূপ প্রবল তরঙ্গ দ্বারা উক্ত জ্ঞানাঙ্কুর সমূলে উন্মূলিত করিয়া দেন। পরে যদিও কেহ কেহ বিদ্যানুশীলনে যত্নবতী হয়েন, কিন্তু তাহাতে প্রায় কোন শুভ ফল দর্শেনা। কেননা শিক্ষকের নিকট সুরীতিক্রমে বিদ্যাশিক্ষা না করিলে, ও সদুপদেশ

প্রাপ্ত না হইলে, কখনই ভ্রম রূপ কণ্টকী সমূলে বিনাশিত হইতে পারে না। বরং অল্প বিদ্যাভ্যাস জন্য হিতাহিত বিবেচনা করিতে না পারিয়া প্রায় সকলেই কুপুস্তক পাঠ দ্বারা আপনাদের ভ্রমান্ধতা আরো শতগুণে বৃদ্ধি করেন। অতএব হে পতিত পাবন দুঃখ বিনাশন পরমেশ! একবার কৃপাবলোকনে এই হত ভাগিনী গণের দুরবস্থা দুর কর। নহিলে আর আমাদের উপায়ান্তর নাই। পিতঃ! আমরা তোমা বিনা আর কাহার নিকটেইবা আমাদের দুরবস্থা প্রকাশ করিব? নাথ! আমরা এমনি দুরদৃষ্টা, যে যদি কোন মহাত্মা ব্যক্তি আমাদের দুঃখ দর্শনে দুঃখিত হইয়া তৎ প্রতীকারোদ্যোগী হয়েন, তাহা হইলে দেশাচার পিশাচ এমনি বিভীৎস রূপ ধারণ করে, যে উক্ত মহদিচ্ছা বলবতী হওয়া দূরে থাকুক, উহাকে একেবারে গ্রাস করিতেই উদ্যোগ করে। অতএব নাথ! তোমা বিনা আর আমাদের এ দুঃখ পারাবারে আশ্রয় তরণী কেহই নাই। হায়! আমরা কি হতভাগা, যে শৈশবাবধি চরম কাল পর্যন্ত কেবল নীচ কর্ম্মেই সময় ক্ষেপণ করি। কি প্রকারেই বা না হইবে? বিদ্যা রসে বঞ্চিতা থাকিলে মন পশুর ন্যায় হয়। হায়! আমরা বুঝি কেবল নীচ কর্ম্মের নিমিত্তই এদেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম। নহিলে কেনইবা আমরা বিদ্যারসে বঞ্চিতা থাকিব? কেনইবা পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় গৃহ কারারুদ্ধা থাকিব? হায়! কি পরিতাপের বিষয়।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য

শ্রী র, সু, দা,

সাং কোন্নগর।

নূতন সংবাদ।

আমাদিগের পাঠিকাগণের স্মরণ থাকিতে পারে, আমরা কিছু দিন হইল, লিখিয়াছিলাম, আমাদিগের নাননীয়া মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া তাঁহার পরলোকগত স্বামীর জীবনচরিত লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ঐ বিষয়ক দুই খানি পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছে। তাহা পাঠ করিলে রাজ্ঞীর স্বামি-ভক্তির বিলক্ষণ দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৫৯ সংখ্যা। আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১২৭৫। ৪র্থ ভাগ।

স্ত্রীজাতির বিশেষ কার্য্য।

(৫৮৪ পৃষ্ঠার পর)

যখন প্রতি গৃহবাসিনী জননীর হৃদয়ের প্রীতিকর কোমল শক্তি সন্তানের প্রকৃত উন্নতি সাধনের প্রধান উপায় বলিয়া প্রতীত হইল, তখন জনসমাজের যথার্থ শ্রীবৃদ্ধি রমণী কুলের সাহায্য সাপেক্ষ হইতেছে তাহাতে আর সন্দেহ কি?

এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনাভিপ্রায়ে বিশ্বনিয়ন্তা মাতা ও সন্তানের মধ্যে কেমন আশ্চর্য্য সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিয়াছেন! সন্তানের প্রতি মাতার কি অনুপম স্নেহ! তাহাদিগের পরস্পরের হৃদয় পরস্পরের প্রতি কেমন স্বাভাবিক প্রীতিতে অনুরক্ত! একের যেমন চঞ্চলতা, ঔদ্ধত্য; অপরের তেমনই সহিষ্ণুতা, নম্রতা। মাতা কখন স্বীয় বিজ্ঞতার গৌরব প্রকাশ করিয়া সন্তানের অজ্ঞতার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন না। প্রীতির বিশুদ্ধ ও কমনীয় শক্তির প্রভাবে তাঁহার উন্নত বিদ্যা বুদ্ধির প্রখর ভাব অদৃশ্য হইয়া যায়। ফলতঃ স্ত্রীস্বভাবের যে সমস্ত ভাবকে তাহাদিগের দুর্ব্বলতা বলিয়া সচরাচর উল্লেখ করা হয়, সেই সমস্ত ভাব থাকাতেই এইরূপ ভিন্নপ্রকৃতি উভয় আত্মার এমন দৃঢ় সম্মিলনের উপায় হইয়াছে।

শিশুর অন্তঃকরণ মধ্যে প্রথমতঃ ভাবের সঞ্চার হয় এবং তৎ

পশ্চাৎ জ্ঞানোদয় হইয়া থাকে। জননীর সহাস্য আনন দর্শনে শিশুর যে প্রথম হাস্য, তাহাই তাহার জ্ঞানরূপ আলোকময় দিবাগমের পূর্ব্ববর্ত্তী উষাস্বরূপ। মাতার প্রসারিত কোমল বাহুর আলিঙ্গনে শিশুর প্রথম আলিঙ্গন দানই তাহার ভাবানুভব করিবার নিদর্শন।

ভাবের সঞ্চার হইতে জ্ঞানের অভ্যুদয় হইতে আরব্ধ হয়, তজ্জন্য যিনি প্রথমতঃ মনোমধ্যে ভাবের ও কোমলতার উদ্দীপন করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ শক্তি সমূহের অধিকারিণী হইয়াছেন। পুণ্য কি ইহা শিক্ষা দেওয়া মনুষ্যের কার্য্য নহে কিন্তু সেই পুণ্যের ভাবকে মনোমধ্যে উদ্দীপিত করিয়া দেওয়াই স্ত্রীজাতির বিশেষ কার্য্য।

মাতা সন্তানকে যেরূপ পথে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন, এক মাত্র প্রীতি দ্বারা তিনি তাহাই সাধন করিতে সমর্থ হয়েন। প্রথমে তাঁহার প্রীতিতে বশীভূত হইলে, প্রিয় ব্যক্তির অনুকরণ করিতে স্বতঃই মন ধাবিত হয়, সুতরাং অনেক সময়ে স্বয়ং না জানিয়াও তাঁহারির ইচ্ছার অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতে হয়।

একজন শিক্ষকের সহিত তাহার শিশু ছাত্রের সম্বন্ধ কিরূপ?

শিশু একটী অজ্ঞ জীব, শিক্ষক তাহার জ্ঞানশিক্ষাদাতা।

এক জন মাতার সহিত তাহার শিশু ছাত্রের সম্বন্ধ কিরূপ?

শিশু একটী অমর আত্মা, মাতা তাহার সেই আত্মাকে অমরত্বের উপযুক্ত করিয়া প্রস্তুত করিবার ভার গ্রহণ কর্ত্রী।

উপরে যেরূপ শিশুর সহিত শিক্ষকের ও মাতার সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করা হইল, তাহাতে ইহাই সুস্পষ্টরূপে প্রতীতি হইতেছে যে শিক্ষক শিশুকে কেবল নানা বিষয়ের জ্ঞান শিক্ষা দেন, কিন্তু মাতা শিশুকে এরূপে শিক্ষা দেন যাহাতে তাহার সেই শিক্ষিত জ্ঞান তাহাকে ধর্ম্ম পথে লইয়া যায়। উত্তম শিক্ষকের যত্নে 'উত্তম ছাত্র' প্রস্তুত হয়, কিন্তু উত্তম মাতার যত্নে 'উত্তম মনুষ্য' প্রস্তুত হয়। সংক্ষেপে, এই বাক্য দ্বারা শিক্ষকের ও মাতার কার্য্যের বৈষম্য বুঝা যাইতেছে। অতএব মাতাই শিশুর প্রকৃত শিক্ষা লাভের স্থল।

শিশুকে প্রকৃত অর্থে মনুষ্যের ন্যায় উন্নত করিবার জন্য তৎপ্রতি যত্ন ও মনোযোগ প্রকাশ করা; আর শিশুর মনোভাণ্ডার বিবিধ বিষয়ের জ্ঞান দ্বারা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত পরিশ্রম স্বীকার করা; এই দুইটী বিভিন্ন কার্য্য। প্রথমটীকে যথার্থ শিক্ষা দান কার্য্য বলা যায় এবং দ্বিতীয়টীকে তাহার আংশিক কার্য্য মাত্র বলিতে হইবে। একটীর প্রধান লক্ষ্য যাহাতে শিশুর সমুদয় মানসিক বৃত্তি সমঞ্জসরূপে ক্রমশঃ উন্নত ও পরিবর্দ্ধিত হয় তাহারই উপযোগী শিক্ষা প্রণালী গ্রহণ করা, অপরের লক্ষ্য যাহাতে শিশু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ বিষয়ের জ্ঞানরাশি লাভ করিয়া জনসমাজে আপনাকে বহুজ্ঞ বলিয়া পরিচয় দিতে পারে তাহারই উপযুক্ত বিষয় সকল শিক্ষা দেওয়া।

যে মাতা এই দুইটীর প্রভেদ বুঝিতে না পারিয়া স্বীয় সন্তানের শিক্ষা দান ভার অন্যের হস্তে সমর্পণ করেন, তিনি নিশ্চিতরূপে জানিবেন তাঁহার শিশুর প্রকৃত শিক্ষা লাভ পক্ষে অধিক বিড়ম্বনা উপস্থিত হইবে।

ফলতঃ শিক্ষকের যত্নে তাঁহার শিশু নানাবিষয়ের জ্ঞান লাভ দ্বারা "উত্তম ছাত্র" বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত হইতে পারে, কিন্তু সে উত্তম মনুষ্য বলিয়া গণ্য হইবে কি না তৎপক্ষে অধিক সন্দেহ রহিয়াছে। "প্রকৃত শিক্ষা" দানের ভার অর্থাৎ যাহাতে শিক্ষার্থীর জ্ঞান, ভাব, নীতি, ধর্ম্ম প্রভৃতির সমঞ্জসীভূতরূপে উন্নতি হয়, তদ্রূপ শিক্ষা দান কার্য্য ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে না, তাহা চির দিন এক ব্যক্তির হস্তে থাকা নিতান্ত আবশ্যক। সে শিক্ষার কোন সময়ে বিরাম হইবে না, যখনই তাহা স্থগিত থাকিবে বা হস্তান্তরে অর্পিত হইবে তখনই তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির ব্যাঘাত হইবে। তাহার বিদ্যালয় ও গৃহভেদে কোন প্রভেদ হইবে না, তাহা সকল স্থানে ও সকল সময়ে অবিশ্রামে চলিবে।

যাঁহার চরিত্র বিশুদ্ধ এবং যাঁহার অন্তঃকরণ ধর্ম্মভাবে শোভিত

এবং যিনি অনায়াসে আপনার শিক্ষাধীন শিশুগণের মনের ভাব বুঝিতে সমর্থ, তিনিই উত্তম শিক্ষক নামে খ্যাত হয়েন।

এই সকল গুণের মধ্যে কোন্‌টী না স্ত্রীস্বভাবসুলভ বলিয়া বোধ হয়? বস্তুতঃ মাতা অপেক্ষা কে আমাদিগকে ধনের প্রতি সম্মাননা, মনুষ্যের প্রতি প্রীতি, শিক্ষা দান এবং সকল মঙ্গলের নিদান ও অনন্তের উৎসের প্রতি আত্মাকে সমুন্নত করিতে অধিক সমর্থ?

সাধারণ শিক্ষক নীতি বা অপর কোন সদ্বিষয় লইয়া আমাদিগকে উপদেশ প্রদান করেন; যাহা তিনি আমাদিগের স্মৃতি কোষে রক্ষা করিতে দেন, মাতা তাহা আমাদিগের হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া দেন। শিক্ষক যাহাতে আমাদিগের বিশ্বাস আনয়ন করিতে সমর্থ হয়েন, মাতা তাহাতে আমাদিগের অনুরাগ আনয়ন করেন। সেই প্রীতির গুণেই আমরা পুণ্য পথে পদার্পণ করিতে প্রবৃত্ত হই। রাজ্য সংক্রান্ত বিষয়ের শ্রীবৃদ্ধি সাধন হউক বা অন্য কোন বিষয়ের সংস্থিতি হউক, সকল বিষয়েরই উন্নতি সাধন আমাদিগের বিবেক শক্তির বিশুদ্ধতা ও প্রকৃতিস্থতার উপর নির্ভর করিতেছে।

স্ত্রীজাতি অপেক্ষা কে আমাদিগের বিবেককে স্বাভাবিক বিশুদ্ধ ভাবে রক্ষা করিতে অধিক সমর্থ?

মাতৃহৃদয়ের এই মহোপকারিণী শক্তি সর্ব্ব স্থানে সুপ্রাপ্য। রাজ প্রাসাদে বা দরিদ্রের কুটীরে, সকল স্থানে ইহা অবস্থিতি করিয়া মনুষ্যের মনোবৃত্তি সকলের সুশাসন এবং চরিত্র সংগঠন করিতেছে! ফ্রান্সের অধিপতি নেপোলিয়ন বলিয়াছিলেন "সন্তানের সৌভাগ্য দুর্ভাগ্য কেবল মাতার উপর নির্ভর করে।" তিনি সর্ব্বদা আহ্লাদপূর্ব্বক কহিতেন, তাঁহার মাতাই তাঁহার উন্নতি লাভের এক মাত্র কারণ।

আশ্চর্য্য কৌশলময় মাতার হৃদয়,
মহত্ত্বের উৎস ঐ প্রেমের নিলয়!

ধাত্রীবিদ্যা।

(৩৫ পৃষ্ঠার পর)

সূতিকাগারে প্রসূতির শুশ্রূষা।

১। এক সপ্তাহ কাল সূতিকাগৃহে আবদ্ধ থাকা উচিত। যাহা ইচ্ছা তাহা ভক্ষণ করা উচিত নহে।

(ক) একস্থানে এক সপ্তাহ কাল আবদ্ধ না থাকিয়া যথা ইচ্ছা গমনাগমন করিলে রক্ত পাতের সম্ভাবনা; সুতরাং মৃত্যু হওয়াও সম্ভব।

(খ) প্রথম দুইদিন চিড়ে ভাজা, গরম ঘৃত ও মরিচ গুঁড়া; ৪।৫ দিন রুটী, তৎপরে কই, মাগুর মাছের ঝোল এবং দুধ ভাত খাওয়া বিধেয়। ডাল বা অন্য কোন গুরু-পাক তরকারী ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ।

২য়। সূতিকাগারে অগ্নি রক্ষা করা এককালে নিষিদ্ধ নহে। ঋতু বিশেষে আগুন উপকারী।

(ক) সূতিকাগারে এপ্রকার আগুন রাখা উচিত যাহাতে কোন অপকার না হয়; ধোঁয়া হইলে শিশুর চক্ষু নষ্ট হইতে পারে এজন্য গুলের আগুন সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

৩য়। মধ্যাহ্ন কালে সূতিকাগৃহের জানেলা খুলিয়া দেওয়া ভাল; বাহিরের বিশুদ্ধ বায়ু ভিতরে প্রবেশ করে, এবং ভিতরের দূষিত বায়ু বহির্গত হইয়া যায়। রাত্রের বায়ু অপকারক এজন্য তাহা সেবন করা উচিত নহে।

৪র্থ। দুইটী পরিষ্কার শয্যার প্রয়োজন।

(ক) ক্রমাগত এক পার্শ্বে শয়ন করিতে বিরক্তি অনুভব হয় এজন্য কখন বাম পার্শ্বে কখন বা দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করা ভাল। এবং অধিক ক্ষণ এক শয্যায় শয়ন করিলে বিছানা গরম হইয়া উঠে এজন্য স্বতন্ত্র বিছানায় শয়ন করা বিধেয়।

৫ম। সেক তাপ লওয়া ও ঝাল খাওয়া মন্দ নিয়ম নহে।

(ক) সেক তাপ দ্বারা বেদনার অবসান হয়; এজন্য মধ্যে মধ্যে বাহ্য জননইন্দ্রিয়ের মুখের নেকড়া আগুনে সেকিয়া বসাইয়া দিবে। মধ্যে মধ্যে পেটেও সেক আবশ্যক। শিশুর নাভিতে সেক দিবে নতুবা নাড়ীর বেদনা দূর হইতে কাল বিলম্ব হইবে। প্রসূতি ও শিশুকে সর্ব্বদা সেক তাপ না দিলে ইহার পরিবর্ত্তে অন্য কোন

প্রকার উপায় গ্রহণ করা উচিত, গরম কাপড়ের জামা গাত্রে দেওয়া উভয়েরই কর্ত্তব্য। গরম ঘৃতের সহিত মরিচ চূর্ণ খাওয়া আবশ্যক নতুবা ইহার পরিবর্ত্তে (ব্রাণ্ডী) সুরা সেবন করাইতে হয়।

এক সপ্তাহ কাল আহারাদি ও গমনাগমনের নিয়ম থাকিলে একপ্রকার ভবিষ্যৎ বিপদ হইতে মুক্ত হইবার অধিক সম্ভাবনা থাকে; তথাপি এক মাস পর্য্যন্ত সাবধান হইয়া থাকা উচিত। সূতিকাগারে এক সপ্তাহ কাল অবস্থিতি করিবার যে প্রথা প্রচলিত আছে এটী অতি উত্তম নিয়ম। এবং দেখাও যায় যে কেবল এক সপ্তাহ নহে, ক্রমাগত একমাস কাল প্রসূতিকে নিয়মাধীন থাকিতে হয়।

সূতিকাগারের অনিয়ম হেতু দেশীয় শিশুদিগের "পেচোয়" পাওয়া প্রভৃতি নানা প্রকার সংকট রোগ উপস্থিত হয়, সে সকল রোগের চিকিৎসা নিজে না করিয়া বা মূর্খ রোজাদিগকে না ডাকিয়া বিজ্ঞ ডাক্তরদ্বারা চিকিৎসা করাইবে।

স্বভাবতঃ সকল প্রসূতি স্বীয় স্বীয় শিশুকে স্তন পান করাইয়া থাকে, এজন্য সে বিষয় কিছু বলিবার আবশ্যকতা নাই। স্তন পান করাইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রথম দুই বার স্তনের দুগ্ধ গালিয়া ফেলিবে।

প্রাণি-বিদ্যা।

নবম বর্গ। অদন্তী।

এই জাতীয় সকল প্রাণিরই যে একেবারে দন্তাভাব এমত নহে, কাহার কাহার পার্শ্বে দুই একটী দন্ত আছে কিন্তু সম্মুখে একটী মাত্রও নাই।

আমাদিগের দেশে অদন্তী নাই, সকলেই বিদেশীয়, তন্মধ্যে আর্ম্মেডিলো, শ্লথ ও পিপীলিকাশীই সর্ব্ব প্রধান।

পিপীলিকাশীরা দক্ষিণ আমেরিকা নিবাসী। তাহাদিগের একটীও দন্ত নাই, ভেকদিগের ন্যায় একটী সুদীর্ঘ আটাল জিহ্বা আছে

তাহা কীটাদির গাত্র স্পর্শ মাত্রেই তাহাদিগকে জড়িত করিয়া মুখ মধ্যে নীত করে।

আর্ম্মেডলোদিগকে আমেরিকা মহাদেশেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। উত্তরে ওরিনাকা নদী পর্য্যন্ত তাহাদিগের বাস সীমা। অপরাপর স্তন্যপায়ীর ন্যায় ইহাদের গাত্রে রোমনাই, মৎস্য শল্কের অনুরূপ দৃশ্যমান এক প্রকার অস্থিময় আবরণ আছে। ফল মূল মাংস উদ্ভিদ সকলই ইহাদের আহার্য্য। বৃহৎ আর্ম্মেডিলো দুই হস্ত দীর্ঘ হইয়া থাকে।

শ্লথ বা অত্বরপদীও আমেরিকা মহাখণ্ডেই থাকে। মেক্সিকো হইতে রায়োজেনিরো পর্য্যন্ত ইহাদিগের বিচরণসীমা। ইহারা ফল পত্রাশী। কোন কোন অদূরদর্শী জন্তুবিৎ কহিয়াছেন যে শ্লথদিগের শরীর ও জীবন ভারবহ। কিন্তু শ্লথদিগের স্বভাব পর্য্যালোচনা করিলেই এই ভ্রম দূরীকৃত হইতে পারে। তাহাদিগকে ভূচর করিয়া পরমেশ্বর সৃষ্টি করেন নাই, ভূমিতে তাহারা এক পদও স্বচ্ছন্দে চালনা করিতে পারে না। তাহারা শাখাচর; কিন্তু শাখার উপরে উপবিষ্ট হইতে অথবা বানরদিগের ন্যায় এক শাখা হইতে অপর শাখার উপরে লম্ফ প্রদান করিতে সক্ষম নহে, স্বীয় পদাগ্রস্থ সুদীর্ঘ-সনখরাঙ্গুল দ্বারা বৃক্ষ শাখা অবলম্বন করিয়া ঝুলিয়া থাকে এবং তদবস্থায় শাখান্তরে গমন করে। এইরূপে উহারা অতি সত্বরবেগে বৃক্ষাগ্রে উদ্গমন করিতে পারে। কোন কোন শ্লথের দুইটীমাত্র পদাঙ্গুল আছে, তাহাদিগকে "দ্ব্যঙ্গুল" শ্লথ বলাযায়। ওয়াটার্টাণ সাহেব দ্ব্যঙ্গুল শ্লথের এক মনোহর বৃত্তান্ত প্রদান করেন। তিনি লিখিয়াছেন "একদা আমি এসিকুইবো নদীতটে একটা বৃহৎ দ্ব্যঙ্গুল শ্লথ ভূতলশায়ী দেখিতে পাইলাম। তাহার অনতিদূরেই এক বিস্তীর্ণ অরণ্য ছিল, কিন্তু অনেক কষ্ট স্বীকারেও শ্লথ তাহার সন্নিকটবর্ত্তী হইতে পারিল না। আমরা তাহার নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র, সে পৃষ্ঠশায়ী হইয়া স্বরক্ষণার্থ আপনার সম্মুখের পদদ্বয় উত্তোলন করিল। অনন্তর, তুমি অদ্য বিপদে

পতিত হইয়াছি বলিয়া আমি কখনই তোমার অনিষ্টের সুযোগ অন্বেষণ করিব না অতএব আইস তোমাকে তোমার ক্রীড়া কাননে লইয়া যাইতেছি, এই বলিয়া এক গাছি যষ্টি লইয়া তাহার সম্মুখে ধরিবা মাত্র সে স্বীয় নখর দ্বারা উহা আকর্ষণ করিল। আমি সযত্নে তাহাকে সম্মুখস্থ বৃক্ষকুঞ্জে সমর্পণ করিয়া বিদায় প্রার্থনা করিলাম। সে ত্বরায় একটী বৃক্ষের মস্তকে আরোহণ করিয়া দেখিতে দেখিতে অরণ্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অদৃশ্য হইল।"

এই জাতীয় কতিপয় আদিমবাসী জন্তুর মৃত কঙ্কাল প্রাপ্ত হওয়াগিয়াছে তন্মধ্যে একটীর কঙ্কাল অতিশয় প্রকাণ্ড বলিয়া তাহাকে বৃহন্মৃগ বলা হইয়াছে। তাহার আলাঙ্গুল দৈর্ঘ্য প্রায় দশ হস্ত হইবে, ঔচ্চ পাঁচ হস্তের অধিক। হস্তীর উরুদেশের অস্থির অপেক্ষা ইহাদিগের ঊর্ব্বস্থি দ্বিগুণ স্থূল। সম্মুখের পদ দুই হস্তের অধিক দীর্ঘ এবং দ্বাদশ বুঙ্গল বা একফুট প্রসর; তদাগ্রে কতিপয় বৃহদাকার সনখরাঙ্গুল আছে। উহার লাঙ্গুলের মূলদেশ দুইফুট স্থূল হইবে।

এতদ্ব্যতীত আর এক প্রকার পুরাবাসী জন্তুর কঙ্কাল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহার নাম "মাইলোদন"। ওয়েন নামক সুপ্রসিদ্ধ জন্তুবিৎ পণ্ডিত পশ্চাল্লিখিত সুতর্কদ্বারা কি পাণ্ডিত্যেরই পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তিনি বৃহন্মৃগ এবং মাইলোদনের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিতে করিতে কহিয়াছেন যে তদুভয়ের দন্তের গঠন দেখিলে তাহাদিগকে পত্রাশী বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু তাহাদিগের গ্রীবাদেশ এমনি ক্ষুদ্র যে সামান্য বৃক্ষাগ্র পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে পারিত। কুভীয়ার প্রভৃতি পণ্ডিত স্থির করিয়াছিলেন যে উভয়েই ভুকর্ষক ছিল, এবং ডাক্তার লাণ্ড নামা একজন দিনামার পণ্ডিত কহিতেন যে উক্ত জন্তু শ্লথের ন্যায় একপ্রকার উদ্গামী। কিন্তু ওয়েন পণ্ডিত উভয়েরই সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। তিনি কহেন যে ভূকর্ষণ বা উদ্গমন জন্য উহাদিগের এবম্প্রকার স্থূল ও সবল লাঙ্গুল ও পশ্চাৎপদ প্রদত্ত হয়

নাই, যেহেতু সকল ভুকর্ষক ও উদ্গামী পশু পক্ষীরই পশ্চাদঙ্গ সকল লঘুতর দৃষ্ট হয়। ইহারা প্রথমতঃ স্বীয় তীক্ষ্ণ নখর দ্বারা বৃক্ষমূলের মৃত্তিকা উত্তোলন করে, পরে পশ্চাদের পদদ্বয় ও লাঙ্গুলের যোগে একটী ত্রিপদ প্রস্তুত দ্বারা তদুপরি উপবিষ্ট হইয়া সম্মুখের পদদ্বয় সহকারে বৃক্ষকাণ্ড আকর্ষণ করত তাহাকে ভূতলশায়ী করিয়া পরমসুখে তাহার পত্র পল্লবাদি ভক্ষণ করে।

ঈশ্বরের কার্য্য সকলই অচিন্ত্য, তিনি কত কি উপায়ে যে জীব সকলকে আহার প্রদান করিতেছেন কে বলিতে পারে? পূর্ব্বোক্ত প্রাণিদ্বয়কে ঐ সমস্ত উপায় নির্দ্ধারিত করিয়া না দিলে অমন বৃহৎ বৃহৎ জন্তু প্রচুর খাদ্যাভাবে প্রাণত্যাগ করিত। তাঁহার জ্ঞান ও করুণার পার নাই। দেখ ইহাতে কি তাঁহার অনন্ত মহিমা প্রকাশ পাইতেছে না?

দশম বর্গ। চর্ব্বক

এই জাতি মধ্যে অনেক গৃহস্থিত জন্তুই দেখিতে পাওয়া যায়। কাষ্ঠ মার্জ্জার, মূষিক, খরগোশ, গিনিপিগ, মর্ম্মট, বীবর প্রভৃতি জন্তু এই জাতির অন্তর্গত। ইহারা অপরাপর জন্তুর ন্যায় খাদ্য বস্তু কর্ত্তন বা ছিন্ন না করিয়া চর্ব্বণ করিয়া থাকে তজ্জন্য তাহাদিগের "চর্ব্বক" নাম হইয়াছে। এই জাতীয় জন্তু মাত্রেরই পশ্চাদের পদদ্বয় সম্মুখের পদ অপেক্ষা দীর্ঘতর, তাহাতে লম্ফন কার্য্যের অনেক সাহায্য হয়। প্রত্যেক চোয়ালে দুইটা করিয়া কর্ত্তক দন্ত এবং পদাঙ্গুলিতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণ নখর আছে।

চর্ব্বকদিগকে মধ্যরেখার দক্ষিণে অর্থাৎ দক্ষিণ অক্ষাংশে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অনেকে পর্ব্বতনিবাসী সুতরাং সে স্থলে তাহারা উত্তর বা দক্ষিণ অক্ষাংশ বিবেচনা না করিয়া কেবল পর্ব্বত শ্রেণীরই অনুসরণ করে। যথা এণ্ডিস পর্ব্বত শ্রেণী বাসী কাষ্ঠমার্জ্জার জাতি চর্ব্বকদিগের সর্ব্ব সামুদায়িক জাতি সংখ্যা ৬০৪ছয় শত চারি। স্তন্যপায়ীবর্গে যত জাতি আছে এই বর্গে তাহার প্রায় অর্দ্ধেক

প্রাপ্ত হওয়া যায়। তন্মধ্যে প্রায় ১৫৩ জাতি কাষ্ঠ মার্জার।

কাষ্ঠমার্জারেরা পশ্চিম ও পূর্ব্বগোলার্দ্ধের দক্ষিণ বিভাগে অতি বিরল। মূষিকদিগের ৩০৬ জাতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দেশ ব্যাপী।

পকুপাইন জাতি কেবলই আমেরিকা বাসী। ইহাদিগের ৮৭ জাতিমধ্যে ৭ জাতিমাত্র দক্ষিণআমেরিকা বাসী।

পোলিনেসিয়া দ্বীপ পুঞ্জে পূর্ব্বে এই বর্গীয় একটী জন্তুও ছিল না, সম্প্রতি পোত গমনাগমন দ্বারা যাহা কিছু উপনিবিষ্ট হইয়াছে। ইংলণ্ড প্রভৃতি দ্বীপে ১৪ জাতি চর্ব্বক আবিষ্কৃত হইয়াছে। চর্ব্বকদিগের আশ্চর্য্য দন্ত প্রভৃতির বিষয় একবার আলোচনা করা যাউক। ইহাদিগের চর্ব্বক-দন্তের কঠিনতার তারতম্য থাকায় কোন ভাগ শীঘ্র কোন ভাগ বিলম্বে ক্ষয় হইয়া থাকে এবং তন্নিবন্ধন দন্তের বন্ধুরতা সম্পাদিত হইয়া কার্য্যের সুবিধা হয়। ইহাদিগের কর্ত্তকদন্ত প্রকৃতি আরও বিস্ময়জনক। সূত্রধর কি কোন শিল্পীরই এরূপ অস্ত্র নাই যাহা কখনই ক্ষয় বা অতীক্ষ্ণ হয় না, কিন্তু অনেকের এরূপ প্রার্থনা হইতে পারে বটে। সুতরাং সেই অস্ত্রের এরূপ গুণ থাকা আবশ্যক যে কোন অংশ ক্ষয় হইলে সন্নিহিত পরমাণু সকল আসিয়া তাহাকে পূরণ এবং তদ্ভাগকে স্থানোপযোগী তীক্ষ্ণতাদি প্রদান করে। এইরূপে পূর্ব্ব পরমাণু সকল যে পরিমাণে ক্ষয় হয় তদনুসারে যদি পূরণ হইতে থাকে তাহা হইলে ঐ অস্ত্রের কোন স্থান বিস্ফারিত বা কুঞ্চিত হইবার সম্ভাবনা নাই। মনুষ্যের এ রূপ শক্তি নাই। সেই অদ্ভুত শক্তি অদ্বিতীয় শিল্পী সকলই করিতে পারেন। চর্ব্বকদিগের কর্ত্তক দন্তে তিনি সেই শক্তির কতক পরিচয় দিয়াছেন। দন্ত যে পরিমাণে ক্ষয় হয় সেই পরিমাণে নব নব পরমাণু পুঞ্জ তাহাতে সংযুক্ত হইয়া আজীবন বর্দ্ধিষ্ণু রাখে। এই স্বাভাবিক নিয়মে কোন ব্যাঘাত উপস্থিত হইলে অত্যন্ত ভয়াবহ হইয়া উঠে। ওয়েন পণ্ডিত লেখেন যদি অকস্মাৎ নিম্নের একটী কর্ত্তক পতিত হয় অথবা কোন অঙ্গ বৈকল্য দ্বারা নিম্নের কর্ত্তক দন্ত উপরের কর্ত্তকের সহিত স্পর্শ

না হয়, তাহা হইলে নিম্নচোয়ালস্থ কর্ত্তক ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া গজদন্তাকারে উদ্বক্র হইতে থাকে এবং পরিশেষে মস্তকাভিমুখে গমন করে। কি আশ্চর্য্য! ঐ দন্ত মস্তকভেদ দ্বারা পুনর্ব্বার মুখ মধ্যে প্রবেশ করিয়া চর্ব্বণশক্তি একবারে বিনাশ করিয়া ফেলে, সুতরাং নিরুপায় প্রাণির তজ্জন্য প্রাণ হানি হয়। বিশ্বকার্য্যের এমনি পরিপাটী শৃঙ্খলা যে তাহার কিঞ্চিন্মাত্র অন্যথা হইলে মহান্ অনিষ্টোৎপত্তি হয়।

এই বর্গীয় কোন কোন জন্তু অচেতন ভাবে শীত কাল যাপন করিয়া থাকে, ইহাকে তাহাদিগের শীতবিরাম বলা যায়। আল্প পর্ব্বত নিবাসী মমর্ট সমস্ত শীত ঋতু নিদ্রায় অতিবাহিত করিয়া এপ্রেল মাসের গ্রীষ্ম ও বারি ধারা প্রাপ্ত হইলে তবে পুনরুত্থান করে। ইন্দুর জাতীয় কোন কোন জন্তু শস্য সময়ে ক্ষেত্রের প্রচুর শস্য সংগ্রহ করিয়া পরম সুখে শীতাপনয়ন করে। প্লুত মূষিক নামে এক প্রকার মিসরীয় মূষিক আছে তাহারা শরতে শস্য সংগ্রহ করিয়া পরমানন্দে গ্রীষ্ম বিরাম করে। এই মূষিকগণ উল্লম্ফন দ্বারা গমন করে বলিয়া তাহাদিগকে প্লুত মূষিক বলা হইয়াছে।

সকলেই সমস্বরে স্বীকার করিবেন যে এই বর্গান্তর্গত কোন কোন জন্তু আমাদিগের অনেক অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে। ইহা সত্য বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা আমাদিগের যে কত ইষ্ট সাধিত হইতেছে তাহাও একবার বিবেচনা করা ইচিত। যদি কেহ প্রশ্ন করেন যে ইষ্ট ভাগ অধিক কি অনিষ্টের সংখ্যা অধিক? তাহার উত্তর সহজেই প্রদান করা যায়। এক দেশ, এক জাতি বা এক কাল নিরীক্ষণ করিলে হইবে না, কুসংস্কার রহিত প্রশস্ত নেত্রে অনুধাবন করিলে এবং আপনাদিগের অল্পজ্ঞতা ও অদূরদর্শীতার বিষয় হৃদয়ে অনুক্ষণ জাগরূক থাকিলে উপলব্ধি হইবে যে সুদূরদর্শী ত্রিকালজ্ঞ পুরুষ আংশিক অনিষ্ট দ্বারা জগতের সাধারণতঃ ইষ্ট সাধন করিতেছেন। কত কত দেশে ইন্দুরগণ মনুষ্যের গ্রাসাচ্ছাদন বিষয়ে সাহায্য করিতেছে। "ইংলণ্ড দেশে এক কক্তি ইন্দুরের চর্ম্ম লইয়া আপনার পাজামা, চাপকান,

প্রাপ্ত হওয়া যায়। তন্মধ্যে প্রায় ১৫৩ জাতি কাষ্ঠ মার্জার।

কাষ্ঠমার্জারেরা পশ্চিম ও পূর্ব্বগোলার্দ্ধের দক্ষিণ বিভাগে অতি বিরল। মূষিকদিগের ৩০৬ জাতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দেশ ব্যাপী।

পকুপাইন জাতি কেবলই আমেরিকা বাসী। ইহাদিগের ৮৭ জাতিমধ্যে ৭ জাতিমাত্র দক্ষিণআমেরিকা বাসী।

পোলিনেসিয়া দ্বীপ পুঞ্জে পূর্ব্বে এই বর্গীয় একটী জন্তুও ছিল না, সম্প্রতি পোত গমনাগমন দ্বারা যাহা কিছু উপনিবিষ্ট হইয়াছে। ইংলণ্ড প্রভৃতি দ্বীপে ১৪ জাতি চর্ব্বক আবিষ্কৃত হইয়াছে। চর্ব্বকদিগের আশ্চর্য্য দন্ত প্রভৃতির বিষয় একবার আলোচনা করা যাউক। ইহাদিগের চর্ব্বক-দন্তের কঠিনতার তারতম্য থাকায় কোন ভাগ শীঘ্র কোন ভাগ বিলম্বে ক্ষয় হইয়া থাকে এবং তন্নিবন্ধন দন্তের বন্ধুরতা সম্পাদিত হইয়া কার্য্যের সুবিধা হয়। ইহাদিগের কর্ত্তকদন্ত প্রকৃতি আরও বিস্ময়জনক। সূত্রধর কি কোন শিল্পীরই এরূপ অস্ত্র নাই যাহা কখনই ক্ষয় বা অতীক্ষ্ণ হয় না, কিন্তু অনেকের এরূপ প্রার্থনা হইতে পারে বটে। সুতরাং সেই অস্ত্রের এরূপ গুণ থাকা আবশ্যক যে কোন অংশ ক্ষয় হইলে সন্নিহিত পরমাণু সকল আসিয়া তাহাকে পূরণ এবং তদ্ভাগকে স্থানোপযোগী তীক্ষ্ণতাদি প্রদান করে। এইরূপে পূর্ব্ব পরমাণু সকল যে পরিমাণে ক্ষয় হয় তদনুসারে যদি পূরণ হইতে থাকে তাহা হইলে ঐ অস্ত্রের কোন স্থান বিস্ফারিত বা কুঞ্চিত হইবার সম্ভাবনা নাই। মনুষ্যের এ রূপ শক্তি নাই। সেই অদ্ভুতশক্তি অদ্বিতীয় শিল্পী সকলই করিতে পারেন। চর্ব্বকদিগের কর্ত্তক দন্তে তিনি সেই শক্তির কতক পরিচয় দিয়াছেন। দন্ত যে পরিমাণে ক্ষয় হয় সেই পরিমাণে নব নব পরমাণু পুঞ্জ তাহাতে সংযুক্ত হইয়া আজীবন বর্দ্ধিষ্ণু রাখে। এই স্বাভাবিক নিয়মে কোন ব্যাঘাত উপস্থিত হইলে অত্যন্ত ভয়াবহ হইয়া উঠে। ওয়েন পণ্ডিত লেখেন যদি অকস্মাৎ নিম্নের একটী কর্ত্তক পতিত হয় অথবা কোন অঙ্গ বৈকল্য দ্বারা নিম্নের কর্ত্তক দন্ত উপরের কর্ত্তকের সহিত স্পর্শ

না হয়, তাহা হইলে নিম্নচোয়ালস্থ কর্ত্তক ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া গজদন্তাকারে উদ্বক্র হইতে থাকে এবং পরিশেষে মস্তকাভিমুখে গমন করে। কি আশ্চর্য্য! ঐ দন্ত মস্তকভেদ দ্বারা পুনর্ব্বার মুখ মধ্যে প্রবেশ করিয়া চর্ব্বণশক্তি একবারে বিনাশ করিয়া ফেলে, সুতরাং নিরুপায় প্রাণির তজ্জন্য প্রাণ হানি হয়। বিশ্বকার্য্যের এমনি পরিপাটী শৃঙ্খলা যে তাহার কিঞ্চিন্মাত্র অন্যথা হইলে মহান্ অনিষ্টোৎপত্তি হয়।

এই বর্গীয় কোন কোন জন্তু অচেতন ভাবে শীত কাল যাপন করিয়া থাকে, ইহাকে তাহাদিগের শীতবিরাম বলা যায়। আল্প পর্ব্বত নিবাসী মর্মট সমস্ত শীত ঋতু নিদ্রায় অতিবাহিত করিয়া এপ্রেল মাসের গ্রীষ্ম ও বারি ধারা প্রাপ্ত হইলে তবে পুনরুত্থান করে। ইন্দুর জাতীয় কোন কোন জন্তু শস্য সময়ে ক্ষেত্রের প্রচুর শস্য সংগ্রহ করিয়া পরম সুখে শীতাপনয়ন করে। প্লুত মূষিক নামে এক প্রকার মিসরীয় মূষিক আছে তাহারা শরতে শস্য সংগ্রহ করিয়া পরমানন্দে গ্রীষ্ম বিরাম করে। এই মূষিকগণ উল্লম্ফন দ্বারা গমন করে বলিয়া তাহাদিগকে প্লুত মূষিক বলা হইয়াছে।

সকলেই সমস্বরে স্বীকার করিবেন যে এই বর্গান্তর্গত কোন কোন জন্তু আমাদিগের অনেক অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে। ইহা সত্য বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা আমাদিগের যে কত ইষ্ট সাধিত হইতেছে তাহাও একবার বিবেচনা করা ইচিত। যদি কেহ প্রশ্ন করেন যে ইষ্ট ভাগ অধিক কি অনিষ্টের সংখ্যা অধিক? তাহার উত্তর সহজেই প্রদান করা যায়। এক দেশ, এক জাতি বা এক কাল নিরীক্ষণ করিলে হইবে না, কুসংস্কার রহিত প্রশস্ত নেত্রে অনুধাবন করিলে এবং আপনাদিগের অল্পজ্ঞতা ও অদূরদর্শীতার বিষয় হৃদয়ে অনুক্ষণ জাগরূক থাকিলে উপলব্ধি হইবে যে সুদূরদর্শী ত্রিকালজ্ঞ পুরুষ আংশিক অনিষ্ট দ্বারা জগতের সাধারণতঃ ইষ্ট সাধন করিতেছেন। কত কত দেশে ইন্দুরগণ মনুষ্যের গ্রাসাচ্ছাদন বিষয়ে সাহায্য করিতেছে। "ইংলণ্ড দেশে এক কক্তি ইন্দুরের চর্ম্ম লইয়া আপনার পাজামা, চাপকান,

মোজা প্রভৃতি সমুদায়ই পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ঐ কার্য্যে ৬৭০ ছয় শত সত্তর ইন্দুর লাগিয়া ছিল। প্লাসলি নগরে এক বিবির এক যোড়া পাদুকা ছয়টী "ইন্দুরের পৃষ্ঠদেশের চর্ম্ম লইয়া প্রস্তুত হইয়াছিল, সুতরাং "পাদুকা যোড়াটী অতিশয় চিক্কণ ও কোমল হইয়াছিল, "এবং শিল্পকার তাহাতে অত্যন্ত আশ্চর্য্য শিল্প নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছিল। "ডেমেকা দ্বীপে লোকেরা ইন্দুর মাংস ভক্ষণ "করিয়া প্রাণ ধারণ করে। চীন দেশীয়া কোন স্ত্রী কতিপয় শুষ্ক ইন্দুর বিক্রয় করিতে আনিয়াছিল, এক জন দুই আনা পয়সা দিয়া একটী লইল। চীনেরা শুষ্ক ইন্দুর উষ্ণ জলে সিদ্ধ করিয়া উপাদেয় খাদ্য জ্ঞান করে"। ইন্দুরদিগের অত্যচার নিবারণের অনেক নৈসর্গিক ও উদ্ভাবিত উপায়ও আছে। যিনি ইন্দুরের সৃজন করিয়াছেন তিনিই তন্নাশক বিড়াল সৃষ্টি করিয়া এবং পদার্থ বিশেষকে তন্নিবারণের গুণ প্রদান করিয়া আমাদিগের অনিষ্ট দূর করিতেছেন। "আলকাতরা ও তারপিন তৈল ইন্দুরেরা সহ্য করিতে পারেনা। উহার গন্ধে তাহারা ভয়ে পলায়ন করে"। সুতরাং তাহাদিগকে দূরীভূত করিবার এই এক মহদুপায় বলিতে হইবে।

ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ড দেশীয় শশকের লোম তত্রস্থ শিরস্ত্র-কারদিগের নিকটে সাতিশয় সমাদৃত হইয়া থাকে। এই রূপে চর্ব্বকগণ আমাদিগের বড় সামান্য উপকার করিতেছে না*। বীবরদিগের কথা উল্লেখ করিয়া আমরা এই চর্ব্বকবর্গের উপসংহার করিতেছি। বীবরের গৃহ নির্ম্মাণ ও সেতুবন্ধন নিপুণতার বিষয় প্রায় যুবা বৃদ্ধ সকলেই বিদিত আছেন অতএব তদ্বিবরণ প্রদর্শন করিয়া আমরা আর প্রস্তাব বাহুল্য করিতে ইচ্ছা করি না। এই মাত্র বলিলে যথেষ্ট হইবে যে ইহারা কোন স্রোতস্বতী তটস্থিত বৃক্ষাদি ছেদন করিয়া তাহা স্রোতবেগে বাহিত করণানন্তর কোন অভিলষিত স্থানে কুটীর নির্ম্মাণ করে।

* যে সকল পদার্থ কিয়ৎকাল থাকিলে গলিত ও প্রাণনাশক হইয়া উঠে, চর্ব্বকগণ তাহা বিদূরিত করিতেছে, এবং আপনারাও কত কত পশু পক্ষীর একমাত্র আহার স্বরূপ হইয়াছে।

শীতকালে মনুষ্যের ন্যায় সমাজবদ্ধ হইয়া তথায় বাস করিয়া থাকে। আমেরিকা এবং ইউরোপের কোন কোন প্রদেশে ইহাদিগকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ওয়েন পণ্ডিত, পূর্ব্বকালে ব্রিটন দ্বীপে বীবরের অধিবাস ছিল ইহা স্থির করিয়াছেন।

বাক্য।

পরুষ বচনে কিম্বা সামান্য কারণে,
অপমান করি, কারো ব্যথা দেয়া মনে,
কখন কাহারো তাহা সমুচিত নয়,
করিলে, তাহার শত্রু পদে পদে হয়।
রূঢ় ভাষী, বিষধর অহির সমান,
লোকালয়ে উভয়ের সমান সম্মান।
মুখ দোষে বিষধরে কেহ না আদরে,
থাকিতে ইচ্ছুক সবে তাহার অন্তরে।
সেইরূপ যেই জন রূঢ় ভাষী হয়,
তাহারো অহির দশা নাহিক সংশয়।
নিঃসঙ্গ হইয়া যথা সর্প বিলে রয়,
কটু ভাষী জন তথা সঙ্গ শূন্য হয়।
প্রিয় কথা কহিবারে হবে সযতন,
দেখো কিন্তু মিথ্যা তাহা না হয় কখন।
প্রিয় হবে অথচ যা মিথ্যা কভু নয়,
প্রশংসিত সেই বাক্য জানবে নিশ্চয়।
প্রিয়, হিতকর, মৃদু, সত্য যে বচন,
তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বুধ গণ কন।
হংস ও শূকর ধর্ম্ম করি দরশন,
বিবেচিয়া দেখ দেখি কে সাধু কুজন।
কাহার সদৃশ কাজ করা সমুচিত,
উপযুক্ত কাহারি বা করা বিপরীত?

অসার সরায়ে কুলা সার যথা লয়,
সেই রূপ সাধুজন সার গ্রাহী হয়।
সাধুর সকল কাজ সম্মুখে রাখিয়া,
অনুরূপ করা তার মনোযোগ দিয়া।
সত্য বটে কিন্তু যাহা অপ্রিয় বচন,
প্রয়োজনাভাবে তাহা কবেনা কখন।
রসনাগ্রে না আনিবে কর্কশ কচন,
প্রিয় বাদী হতে সদা করিবে যতন।
কাল পেঁচা কিম্বা যদি দাঁড় কাক ডাকে,
বল দেখি কোন্ জন আদরে তাহাকে?
কিন্তু কোকিলের সুধা স্বর শুনি কাণে,
এ জগতে কোন্ জন তারে না বাখানে?
রাখিতে সবার মান করিবে যতন,
যে যেমন জন, তারে, কহিবে তেমন।
সন্তুষ্ট হবেন কেহ বলিয়া, তাঁহার
চাটু কার হয়া নহে উচিত কাহার।
সতত যাহারা কহে কর্কশ বচন,
তা চেয়ে ঘৃণিত হয় চাটুকার জন।
কাহার কাহারু আছে এই রূপ রোগ,
মিথ্যা দোষ গুণ কারো করিয়া প্রয়োগ
অন্যকে করিতে তুষ্ট যত্নপর হয়,
অথচ অজ্ঞাত নহে প্রকৃত বিষয়।
এরূপো আছেন কেহ অন্য দোষ গুণ,
বস্তুতঃ যা পরিমিত তিল কিম্বা ঘুণ;
বাড়ায়ে তাহারে করে পর্ব্বত আকার,
চাটু কার চেয়ে তারা ঘৃণ্য সবাকার।
যাবৎ অন্যের কথা সমাপ্ত না হয়,
তত ক্ষণ কথা কহা উপযুক্ত নয়।

কথার উপরে কথা যেইজন কয়,
কারে বলে সভ্যতা সে অবগত নয়।

ব্যাকরণ।

(৫৮ পৃষ্ঠার পর)

সংজ্ঞা—কারক।

১০৩। সংজ্ঞা ও প্রতিসংজ্ঞার যে আকার ভেদ দ্বারা (৫৯) ক্রিয়াপদ, সম্বন্ধ বাচক পদ ও অন্য এক সংজ্ঞা পদের সহিত উহাদের যোগ স্থাপন হয়, তাহার নাম কারক। (৬০)

বিশেষণের কারক ভেদ হয় না, কিন্তু সংজ্ঞার ন্যায় ব্যবহৃত হইলে অর্থাৎ বিশেষ্য অনুক্ত হইলে, যথা নিয়মে কারক প্রত্যয় যুক্ত হয়। যথা জ্ঞানী-র=জ্ঞানী ব্যক্তির; ভাল- র=ভাল ব্যক্তির; ভাল-তে =ভাল বিষয়েতে; নীচ কে =নীচ লোককে।

(৫৯) আকার ভেদ কারকের প্রধান লক্ষণ, ইহা স্মরণ না করিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণানুকরণে বাঙ্গালায় 'দ্বারা' 'হইতে' যোগে ভিন্ন ভিন্ন কারক অনুমান করা হয়। কিন্তু ভিন্ন পদের যোগে কারক ভেদ স্বীকার করিতে হইলে, প্রতি, সহিত, উপর, জন্য ইত্যাদি সম্বন্ধ বাচক পদ যোগে অসংখ্য কারক গণনা করিতে হয়!

যে শব্দ পৃথক ব্যবহার হয় তাহা প্রত্যয় নহে। 'দ্বারা' 'হইতে' আদি সম্বন্ধ বাচক পদ যোগে সম্বন্ধ কারক হয়; যথা নর-দ্বারা=নরের দ্বারা; ব্রাহ্মণ-হইতে=ব্রাহ্মণের হইতে, যেরূপ গৃহমধ্যে বা গৃহের মধ্যে, বৃক্ষোপরি=বৃক্ষের উপরি ইত্যাদি। 'হইতে' এবং কখন কখন 'দ্বারা' যোগে সম্বন্ধ কারক চিহ্ন র-কারের, উচ্চারণসুবিধা সমাস বা ব্যবহারানুরোধে, লোপ হয় মাত্র। যদি তজ্জন্য ভিন্ন কারক স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে 'পর্য্যন্ত' 'বিনা' যোগেও কারক ভেদ করিতে হয়? যথা কাশীপর্য্যন্ত, অস্ত্রবিনা। সংস্কৃত ভাষার আকার ভেদ দ্বারাই করণ ও অপাদান কারক গ্রাহ্য হইয়াছে (যথা নরেণ, ব্রাহ্মণাৎ)

(৬০) আধুনিক ভাষায় উক্তরূপে কারক ব্যবহৃত হয়; সংস্কৃত

১০৪। বাঙ্গালা ভাষায় শব্দের চারি প্রকার রূপে কারক পরিচয় হয়।

কারক-রূপ।

প্রথমরূপ ,, ,, প্রকৃতরূপ (৬১) অথবা লিঙ্গ ও বচনান্ত শব্দ।
দ্বিতীয় ,, ,, 'কে' বা 'রে' প্রত্যয় যোগ।
তৃতীয় ,, ,, 'তে' বা 'য়' প্রত্যয় যোগ।
চতুর্থ ,, ,, 'র' প্রত্যয় যোগ।

রূপান্তর নিয়ম। প্রত্যয়ের 'ত' কিম্বা 'র' পরে থাকিলে পদান্ত অ-কারের পরিবর্ত্তে এবং ব্যঞ্জন বর্ণের পর এ-কার হয় (৬২)। যথা মনতে= মনেতে, নর-র= নরের, সৎ-তে= সতেতে, মহৎ-র= মহতের। তৃতীয় কারক রূপের চিহ্ন 'তে' অনেক স্থলে লোপ হইয়া উক্ত উৎপন্ন এ-কার মাত্র চিহ্ন থাকে, যথা মনেতে বা মনে।

উপরোক্ত 'ত' 'র' পরে থাকিলে স্বরান্ত এক ব্যঞ্জন বর্ণ বিশিষ্ট শব্দের পরও এ-কার হয়, কখন কখন 'য়ে' এইরূপে লিখিত হয়। যথা দে- তে= দৈতে বা দৈএতে দৈয়েতে বা দৈয়ে ('তে' লোপ); ক-র= কএর বা করের।

ভাষায় কারক সূদ্ধ ক্রিয়া পদের সহিত যোগ প্রকাশ করে, সুতরাং সংজ্ঞার সহিত যোগ প্রকাশক সম্বন্ধ কারক কারক বলিয়া গণ্য নহে। বাঙ্গালা, ইংরাজী আদি আধুনিক ভাষায়ই সম্বন্ধ বাচক পদ পৃথক পদ বলিয়া গ্রাহ্য এবং তৎ সংযোগে কারক ভেদ হয়, যথা ইংরাজী ভাষায় কর্ম্ম কারক ও বাঙ্গালায় সম্বন্ধ কারক হয়।

(৬১) প্রত্যয় বিহীন রূপই শব্দের প্রকৃত রূপ। তদুত্তর লিঙ্গ বচন কারক প্রত্যয় যুক্ত হইয়া সংজ্ঞা পদ বাক্যান্তর্গত হয়। প্রতিসংজ্ঞা, বিশেষণ, ক্রিয়া ইত্যাদি পদও বিশেষ বিশেষ প্রত্যয় যোগে পদ বলিয়া গ্রাহ্য হয়। শব্দ মাত্রেই নাম, এবং এক ভাবে সংজ্ঞাপদ বলা যায়; অতএব তাবৎ বাঙ্গলা শব্দ এই প্রথম রূপেই থাকে। যথা ঘর, সিংহ, করা, দৈবাৎ, অগ্র, উত্তম, হাঁহা, না ইত্যাদি। প্রতিসংজ্ঞা ও ক্রিয়া-পদের প্রকৃত রূপ প্রায়ই ভাষায় ব্যবহার হয় না।

বিশেষ বক্তব্য।

প্রথম রূপ। যাহাতে কোন প্রকার কারক চিহ্ন নাই, তাহা অন্য হইতে প্রভেদ করিতে গেলেই একটি বিশেষ রূপ বলা যায়, যেমন বর্ণাভাবকে কৃষ্ণবর্ণ নামে একটি পৃথক বর্ণ কল্পনা করা হয়। ইহারই পর কারক প্রত্যয় যোগে দ্বিতীয়াদি রূপ হয়। প্রতিসংজ্ঞায় প্রথম রূপ 'ই' প্রত্যয় যোগে হয়; কিন্তু সংজ্ঞাপদে প্রথম রূপে কোন প্রত্যয়, প্রকাশিত বা অপ্রকাশিত নাই। ব্যক্তিবাচক সংজ্ঞার বহুবচন প্রত্যয় 'রা' কারক সাপেক্ষ বলিয়া কারক চিহ্ন জ্ঞান করিলে উহাকে প্রথম রূপের প্রত্যয়ও কহা যায়।

দ্বিতীয় রূপ। সম্প্রদানে এবং কোন কোন স্থলে শ্রুতিলালিত্য

ভাষান্তরিত শব্দের যে রূপের উত্তর বাঙ্গালা প্রত্যয় যোগ হয় তাহাই বাঙ্গালায় প্রকৃতরূপ বলিয়া গ্রাহ্য। যথা, ভ্রাতা, গুণী (সংস্কৃত) আদালৎ (পারসী) কুইন, জজ্ (ইংরাজী) বাঙ্গালায় প্রকৃত শব্দ। ভাষান্তরিত শব্দ প্রায়ই পূর্ব্ব ভাষার প্রকৃতরূপ অথবা কারকের একবচনান্ত প্রথম রূপ হইতে গৃহীত। কখন কখন কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত হয়। যথা সংস্কৃত প্রথমা এক বচনের (অং) ও (অঃ) বাঙ্গালায় লোপ হয়; যথা নরঃ= নর, ধনং= ধন। পারসীর পদান্ত হ-কার অ-কারে পরিণত হয় বা লোপ হয়, বাদশাহ= বাদশাহা বা বাদশা। ইংরাজী পদান্ত সংযুক্ত বর্ণের পর অ-কার যোগ এবং উচ্চারণের অপভ্রংশও হয়, যথা গবর্ণ্‌মেণ্ট্ = গবর্ণমেন্ট, ডেস্ক্= ডেক্‌স। ইত্যাদি পরিবর্ত্তন কারকের প্রথম রূপ প্রত্যয়ের ফল নহে। (পদোৎপত্তি খণ্ডে দেখ)

ভাষান্তরিত শব্দে পূর্ব্বভাষার লিঙ্গ প্রত্যয় যুক্ত হইয়া বাঙ্গলায় চলিত হয়; কিন্তু বচন ও কারক প্রত্যয় বাঙ্গালা নিয়মেই হইবেক। যথা সিংহী, মিস্‌ট্রেস্।

(৬২) উচ্চারিত অ-কারান্ত কতিপয় বিশেষ শব্দ এবং অন্য কতিপয় শব্দের 'র' 'ত' পরে কোন পরিবর্ত্তন হয় না। যথা বড়-র, ভাল-তে, গরুগুল-তে।

জন্য 'কে' পরিবর্ত্তে 'রে' প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। যথা যমকে বা যমেরে দিলেন; সীতাকে বা সীতারে বলিলেন।

তৃতীয় রূপ। অ-কার ভিন্ন স্বরবর্ণান্ত শব্দের পর কখন কখন 'তে' পরিবর্ত্তে 'য়' যোগ হয়। ই-কারাদি স্বরের পর ঐ প্রকার রূপ বাচনিক ভাষা মাত্রে ব্যবহৃত হয়, পুস্তকে লেখা যায় না। যথা রাজাতে বা রাজায়; (ই-কারাদি) 'গরুয় কি না খায়' বা 'গরুতে কি না খায়'।

চতুর্থ রূপ। হইতে, দ্বারা, পর্য্যন্ত, বিনা ইত্যাদি কতিপয় শব্দ পরে থাকিলে 'র' কার প্রায় লোপ থাকে। যথা বৃক্ষ হইতে, অর্থ দ্বারা, সীমাপর্য্যন্ত, ধনবিনা।

নূতন সংবাদ।

১ম। আমরা সাতিশয় আহ্লাদের সহিত পাঠিকাদিগকে জ্ঞাত করিতেছি যে বোম্বাই, মান্দ্রাজ এবং বাঙ্গালা এই তিন স্থানের তিন প্রধান নগরে এক একটী শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় সংস্থাপনার্থে গবর্ণমেণ্ট পাঁচ বৎসরের নিমিত্ত বার্ষিক ১২০০০ করিয়া টাকা দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। এবং কলিকাতার শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের সুপ্রশস্ত ও সুন্দর অট্টালিকার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্কল্পনা হইয়াছে।

২য়। "আমেরিকায় এক প্রস্তাব হইতেছে যে, লণ্ডনে গটাপারচার চোঙ্গের দ্বারা গ্রাম হইতে বিশুদ্ধ বায়ু যোগান হইবে। বাষ্পের শক্তিতে সারি পাহাড় হইতে চোঙ্গ দিয়া বায়ু টানিয়া আনা হইবে।"

বামাগণেররচনা।

(৪০ পৃষ্ঠারপর)

পশু হইতেও পৃথিবীর যে রূপ হিত সাধন হয়, এই হতভাগিনীদের হইতে বুঝি তাহাও সিদ্ধ হয় না। কিন্তু যদিও তাঁহাদের উপর একটি মহৎকর্ম্মের ভার সমর্পিত আছে, অর্থাৎ সন্তানকে উত্তমরূপে লালন পালন করা ও তাহাদের সুশিক্ষা প্রদান করা, কিন্তু তাঁহারা তদ্বিষয়ে সুনিপুণা হওয়া দূরে থাকুক, উক্ত কার্য্যের তিল মাত্র বিষয়ও সুন্দররূপে সম্পন্ন করিতে পারগ হয়েন না। আমরা এমনই হতভাগা, যে আমাদের মধ্যে যদি কেহ তোমার কৃপায় ব্রাহ্মধর্ম্মের নির্ম্মল নীরে অবগাহন করিতে উদ্যোগ করে, তবে তাহার সে আশা সম্পন্ন হওয়া দূরে থাকুক, ভূজঙ্গিনী সমা প্রাচীনা গৃহিনীগণ অজ্ঞান ফণা

বিস্তীর্ণ করিয়া একেবারে তাহাকে দংশনে উদ্যতা হয়েন। যদি কেহ উক্ত ভয়ানক প্রতিবন্ধক লঙ্ঘন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের নির্ম্মল জ্যোতিঃ উপভোগ করিতে সমর্থা হন তিনিই আপনার জীবনের উদ্দেশ্য লাভ করিয়া পরম কৃতার্থ হয়েন। কিন্তু ইহা অতি বিরল। কারণ বিদ্যা শিক্ষা না করিলে, ধর্ম্মজ্ঞান হওয়া অতিশয় সুকঠিন। অতএব হে অনাথ বন্ধো! কৃপা সিন্ধো! একবার কৃপাদৃষ্টে আমাদের এই রূপ ক্ষমতা দেও, যাহাতে আমরা এই সকল দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া, তোমার কন্যা নামের বাচ্য হইতে পারি, ও যাহাতে তোমার অমোঘ নিয়ম সকল কায়মনোবাক্যে প্রতিপালন করিয়া মনুষ্য নামের গৌরব রক্ষা করি।

শ্রী রা, সু, ঘো।
কোন্নগর।

বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ক শিশুদিগের প্রতি উপদেশ।

শুন ওহে শিশুগণ, শুন ওহে শিশুগণ,
শৈশব অবধি কর, বিদ্যা উপার্জ্জন।
কর যতন এখন, কর যতন এখন,
যাহাতে পাইবে সবে বিদ্যা মহাধন॥
যদি এমন সময়, যদি এমন সময়,
আলস্য বা আমোদেতে, অবসান হয়।
তবে না পাবে কখন, তবে না পাবে কখন,
বিদ্যাধন হয় যাহা, অমূল্য রতন।
ক্রমে সংসার অনল, ক্রমে সংসার অনল,
তাপিত করিবে সদা, হইয়া প্রবল।
ইথে বুঝ শিশুগণে, ইথে বুঝ শিশুগণে,
এই বেলা চেষ্টা কর, বিদ্যা উপার্জ্জনে॥
দেখ মূর্খ যেইজন, দেখ মূর্খ যেইজন,
মনুষ্য নামেতে সেই, না হয় গণন।
শুদ্ধ বিদ্যাহীন নরে, শুদ্ধ বিদ্যাহীন নরে
সকলে তুলনা করে, বনের বানরে।
যায় জীবন বৃথায়, যায় জীবন বৃথায়,
কাহারো নিকটে নাহি, সমাদর পায়।
হিতাহিত বিবেচিতে, হিতাহিত বিবেচিতে,
নাহি পারে মূর্খ নর, আপন বুদ্ধিতে॥

আর বিদ্যাহীন জন, আর বিদ্যাহীন জন,
ধর্ম্ম জ্ঞানী প্রায় সেই, না হয় কখন।
যদি দেখিয়া এসব, যদি দেখিয়া এসব,
তথাপি না হয় ওহে, জ্ঞানের উদ্ভব॥
তবু সময় রতন, তবু সময় রতন.
আমোদে মাতিয়া যদি, করহে ক্ষেপণ।
তাহা হলে শিশুগণ, তাহা হলে শিশুগণ,
জানিতে পারিবে নাহি, ঈশ্বর সৃজন।
কত আছয়ে কৌশল, কত আছয়ে কৌশল,
যাহার কারণ হয়, শোভিত ভূতল॥
কিবা নদ নদী গণ, কিবা নদ নদী গণ,
পর্ব্বত সাগর আর, নির্জ্জন গহন।
কিবা তারা অগণন, কিবা তারা অগণন,
নিশীথ কালেতে করে, আকাশ শোভন।
ফলফুলে বৃক্ষগণ, ফলফুলে বৃক্ষগণ,
কেমন সুন্দর শোভা, করয়ে ধারণ।
কেবা রচিল এমন, কেবা রচিল এমন,
কি কৌশলে এ সকল, হয়েছে সৃজন।
কিছু বুঝিতে নারিবে, কিছু বুঝিতে নারিবে,
পশুর সমান নীচ, হইয়া থাকিবে।
দেখ জলের কারণ, দেখ জলের কারণ,
কেমন বাষ্পেতে তাহা, হয়েছে সৃজন।
পরে সেই জল হতে, পরে সেই জল হতে,
পুনরায় বাষ্প হয়ে, উঠে আকাশেতে।
এই জল ও বাষ্পেতে, এই জল ও বাষ্পেতে
কেমন অদ্ভুত যান, চলেছে ত্বরিতে।
দেখিয়া হে এ সকল, দেখিয়া হে এ সকল,
বুঝিতে পারিবে নাহি, ইহার কৌশল।
কিবা শারীর বিধান, কিবা শারীর বিধান,
গণিত ভূগোল কিবা, পদার্থ বিজ্ঞান।
কোন বিদ্যা না জানিবে, কোন বিদ্যা না জানিবে,
অজ্ঞান তিমিরে মন, আচ্ছন্ন থাকিবে।
তাই বলি হে এখন, তাই বলি হে এখন,
শৈশব অবধি কর, বিদ্যা উপার্জ্জন।

শ্রীমতী রমাসুন্দরী ঘোষ।

কলিকাতা ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে মুদ্রিত ৫৩ নং কালেজষ্ট্রীট।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

বঙ্গাব্দ ১২৭৫ শ্রাবণ হইতে

আশ্বিন পর্য্যন্ত।

৬০।৬১।৬২

সংখ্যা।

কলিকাতা বামাবোধিনী সভা হইতে

প্রকাশিত।

কলিকাতা।

বামাবোধিনী কার্য্যালয়, কলেজ ষ্ট্রীট, ৫৩ সংখ্যক ভবন।

মূল্য ।৶০

সূচীপত্র।

শ্রাবণ-৬০ সংখ্যা

১। প্রাণিবিদ্যা ৬১
২। ধর্ম্ম সাহস ৬৫
৩। কুমুদিনী নাটক ... ৬৮
৪। বিজ্ঞানবিষয়ক কথোপকথন ৭৭
৫। নূতন সংবাদ ... ৭৯
৬। বামাগণের রচনা ... ৮০

ভাদ্র-৬১ সংখ্যা

১। বামাবোধিনীর পঞ্চম সাম্বৎসরিক জন্মোৎসব ... ৮১
২। সত্যের মহিমা ... ৮৩
৩। বিদেশীয়ের পরিভ্রমণ ৮৬
৫। কুমুদিনী নাটক ... ৯৩
৫। নূতন সংবাদ ... ১০০

আশ্বিন-৬২ সংখ্যা

১। বীজের অঙ্কুরোৎপত্তি ১০১
২। ধাত্রী বিদ্যা ১০৩
৩। কুমুদিনী নাটক ১০৫
৪। গৃহিণীর সঞ্চয়ী হওয়া উচিত (পদ্য) ১১৪
৫। ব্যাকরণ ১১৫
৬। নূতন সংবাদ ১১৭
৭। বামাগণের রচনা ১১৮

বামাবোধিনী পত্রিকা।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৬০ সংখ্যা | শ্রাবণ, বঙ্গাব্দ ১২৭৫ | ৪র্থ ভাগ

প্রাণি-বিদ্যা।

১১শ বর্গ। দ্বিগর্ভা।

অপরাপর শুন্যপায়ী যেমন হস্ত পদ চক্ষু কর্ণাদি সমুদায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট না হইলে মাতৃগর্ভস্থিত জরায়ু শয্যা পরিত্যাগ করে না, দ্বিগর্ভা প্রাণিরা সে রূপ নহে। ইহারা অত্যন্ত অসম্পূর্ণাবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়। কিন্তু এই রূপ অপূর্ণাবস্থ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিলে অনেক অনিষ্ট সম্ভাবনা; এমনকি অল্পেই প্রাণ বিনাশ হওয়া অসম্ভব নহে। যিনি তাহাদিগকে উল্লিখিত রূপ অস্বাভাবিক জন্ম দিতেছেন, তিনি তাহাদের সৃষ্টি করিবার পূর্ব্বেই তাহার প্রতিবিধান চিন্তা অবশ্যই করিয়াছেন। তিনি তাহাদের মাতাকে একটী অতিরিক্ত মাংশ কোষ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতেই ঐ অপক্ব শাবকগণ সংরক্ষিত ও লালিত পালিত হয়; কখন কখন ভয় প্রাপ্ত হইলে তাহারা ঐ মাতৃকোষে পলায়ন করিয়া নির্ভয় হয়। সুতরাং ঐ কোষটী গর্ভকোষের ন্যায় কার্য্য করে, তন্নিমিত্তই এই বর্গকে দ্বিগর্ভা উপাধি প্রদত্ত হইয়াছে। অতিরিক্ত কোষটী

বহির্ভাগে অবস্থিত। আমরা তাহাকে "শাবক কোষ" "পরিত্রাণ কোষ" "বাহ্য কোষ" প্রভৃতি শব্দে বাচ্য করিলাম। দ্বিগর্ভা বর্ণান্তর্গত যে সমস্ত জন্তু আছে তন্মধ্যে "কাঙ্গারু" এবং "অপোসাম" এই দুই প্রসিদ্ধ। তাহাদিগকে আস্ত্রেলিয়া, বণিকদ্বীপ প্রভৃতি দ্বীপে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এবং অপোসামদিগকে কেবল অমেরিকা খণ্ডেই দেখিতে পাওয়া যায়।

কাঙ্গারুদিগের সকলেরই এক একটী 'বাহ্য কোষ' আছে। অপোসামগণের কাহার আছে কাহার নাই। শাবকগণ কিরূপে কোষ মধ্যে গৃহীত ও রক্ষিত হয় অধুনা তাহা বলা যাইতেছে। জন্তু রাজ্য মধ্যে যে কত কত অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপারই সংঘটিত হইতেছে তাহা আপাততঃ উপন্যাস বলিয়া বোধ হয়। পণ্ডিত "ওয়েন" একটী কাঙ্গারু শাবক প্রসূত হইবার দ্বাদশ দিবস পরে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন যে উহার নাসাগ্র হইতে পুচ্ছাগ্র পর্য্যন্ত ১।০ বুরুল মাত্র পরিমাণ হইয়াছিল। কিন্তু একটী পূর্ণ বয়স্ক কাঙ্গারুকে এইরূপে পরিমাণ করিলে ৮।৯ ফিট (প্রায় ৬ ছয় হস্ত) হয়*। এরূপ রক্ত পিণ্ডবৎ প্রাণি শাবক স্বয়ং কখনই 'পরিত্রাণ কোষ' মধ্যে প্রবেশ বা আহার গ্রহণ করিতে পারে না। মাতা সেই পরম গুরুর নিকট শিক্ষিত হইয়া প্রসবের পরেই স্বীয় সম্মুখের হস্ত দ্বয় সহকারে শাবকটীকে গ্রহণ করিয়া উক্তকোষ মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দেয়। যেমন জননীগর্ভে থাকিয়া মনুষ্যশিশু আপনার উদ্যোগ ব্যতীতও পুষ্টিরস প্রাপ্ত হয়, কাঙ্গারু শিশুও তদ্রূপ দ্বিতীয় গর্ভমধ্যে মাতৃস্তন সন্নিকট সংস্থাপিত হওয়ায় নিশ্চেষ্ট থাকিয়া পুষ্ট হইয়া থাকে। শাবকটী যতদিন অক্ষম থাকে, কোষ দ্বারও এক প্রকার আঠাবৎ পদার্থ বিশেষ দ্বারা রুদ্ধ থাকে;

* "ওয়াটারহাউস" সাহেব লবেন. পূর্ণাবস্থ প্রাণির দেহ নাসাগ্র হইতে পুচ্ছমূল পর্য্যন্ত ৬৩ বুরুল এবং পুচ্ছমুল হইতে পুচ্ছাগ্র পর্য্যন্ত অর্থাৎ সমস্ত পুচ্ছ ৪২ বুরুল। সমুদায় শরীর ৮৫ ফুট।

শাবক বর্দ্ধিত হইলেই ঐ পদার্থ বিলীন ও কোষদ্বার মুক্ত হয়, এবং শাবকও কোষ পরিত্যাগ করে। ইচ্ছা না হইলে তথায় প্রত্যাগমন করে না।

দ্বিগর্ভাদিগের আকার এবং স্বভাবের অনেক বৈলক্ষণ্য আছে। অপোসামগণ সামান্য ইন্দুরের ন্যায় ক্ষুদ্র, কাঙ্গারু ৫।৬ হস্ত পরিমিত, এবং পূর্ব্বকালে গণ্ডারের ন্যায় বৃহৎও ছিল।

ইহারা কেহ তৃণাশী, কেহ মাংসাশী, কেহবা কীটাশী। কোন কোন দ্বিগর্ভাকে পশু বলিয়াই বোধ হয় না। পক্ষী ও সরীসৃপের সহিত তাহাদিগের অধিকতর সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়। কোনটীর আকার শজারুর ন্যায় তন্নিমিত্ত তাহাকে "শল্যদেহী" বলা যাইতে পারে। এক জাতির শরীর পশুর ন্যায়, কিন্তু ওষ্ঠ বিহঙ্গচঞ্চু সদৃশ, তাহাদিগকে "খগচঞ্চু" বলা যায়. ইহারা ১৮ বুরুল দীর্ঘ। আস্ত্রেলিয়াতে ইহাদিগকে জলমূষিক বলে, কারণ ইহারা স্রোতশূন্য জলে জললতাদি মধ্যে আহার অন্বেষণার্থ সন্তরণ করিয়া বেড়ায় এবং তীরস্থ জঙ্গল মধ্যে বিবর খনন করিয়া বাস করে। মরালকুল খাদ্যান্বেষণ সময়ে যেরূপ চঞ্চু চালনা করিয়া থাকে ইহারাও তদনুরূপ করে। আস্ত্রেলিয়ার কাঙ্গারুকে ইউরোপীয়েরা "দীর্ঘপদী" বলিয়া থাকেন। ইহারা উদ্ভিদাশী, এবং রোমন্থকদিগের ন্যায় কখন কখন রোমন্থন করিয়া থাকে। ইহাদিগের আকার কাহার কাহার অত্যন্ত দীর্ঘ; সরলভাবে দণ্ডায়মান হইলে মনুষ্য তুল্য হইবে। কেহ কেহ আবার এমনি লঘুকায় যে সামান্য খরগোশের ন্যায়। লাপলণ্ড, ফিনলণ্ড, বর্জ্জিনিয়া, এবং এসিয়ার কোন কোন স্থানে "ফ্লাইং স্কুইরেল" নামে যে একপ্রকার কাঠবিড়াল আছে, প্রাণি বিদ্যাবিৎ পণ্ডিতেরা তাহাদিগকে এই বর্গ মধ্যে স্থান দিয়াছেন। কাঠবিড়াল অপেক্ষা ইহাদের শরীর লম্বে ছোট, এবং পশ্চাতের পা অবধি সম্মুখের পা পর্য্যন্ত শরীরের দুই পার্শ্বে দুই খানি চর্ম্ম আছে; এই চর্ম্ম পাতলা, প্রায় বাদুড়ের পাখার ন্যায়। জন্তুটী উক্ত চর্ম্মের সহায়তা দ্বারা ষাট সত্তর হাত অন্তরে লাফাইয়া পড়ে, এবং প্রয়ো-

জন হইলে জলে সাঁতার দিয়া থাকে। এই প্রকৃতি অনুসারে ইহাদিগকে "পত্রী-মার্জ্জার" বলা হইল।

অপোসামদিগকে আমেরিকা খণ্ডেই বাস করিতে দেখা যায়। কেনেড়া হইতে চিলি ও পেরেগোয়ে পর্য্যন্ত ইহাদিগের বিচরণ-সীমা। অধিক দূরে বা দক্ষিণে শীতাতিশয্য জন্য গমন করে না। সর্ব্বাপেক্ষা বৃহজ্জাতি সামান্য বিড়ালের অপেক্ষা বড় হইবে না এবং সর্ব্বক্ষুদ্র জাতি প্রায় ইন্দুরের ন্যায়। অধিকাংশ অপোসামই এইরূপ। ইহাদিগের পা গুলি মনুষ্যহস্তের ন্যায়, এবং পশ্চাৎ পদদ্বয়ের অঙ্গুষ্ঠও মনুষ্য হস্তাঙ্গুষ্ঠের ন্যায়। কোন কোন বানরের এইরূপ অঙ্গলক্ষণ থাকা প্রযুক্ত কোন প্রাণিবিদ্যাবিৎ পণ্ডিত অপোসামদিগকে তজ্জাতি মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। তিনি উভয়কেই "পদ-ভুজা" নাম প্রদান করেন।

কোন কোন অপোসামের স্থলী নাই। তাহাদিগের শাবকগণ শৈশবকালে কিছুদিন স্তনের নিকট সম্বদ্ধ থাকিয়া, কিঞ্চিৎ সক্ষম হইলে মাতা তাহাদিগকে স্বীয় পৃষ্ঠদেশে বহন করেন। প্রথমতঃ সন্দেহ হইতে পারে যে এইরূপে অনেক শাবক একত্র পৃষ্ঠে কি প্রকারে স্থির থাকিতে পারে? এবং মাতা বৃক্ষশাখা উল্লম্ফন করিবার সময় কেনই না পতিত হয়? শাবকগণ স্ব স্ব লাঙ্গুল মাতৃলাঙ্গুলে জড়াইয়া সকল আশঙ্কা হইতে মুক্ত থাকে। সুতরাং মাতার শাবককোষ অভাব বশতঃ শাবকদিগের পরিত্রাণের কিঞ্চিৎ মাত্রও অসদ্ভাব হয় নাই। কাঙ্গারু আপন সন্তানকে কোষমধ্যে লইয়া রক্ষাকরে; অপোসাম পৃষ্ঠ দেশের সহায়তায় সেই স্নেহময় কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে।

সৃষ্টির সর্ব্বদেশেই পরমেশ্বরের সমান করুণা প্রকাশ পাইতেছে, একের অসদ্ভাবে অন্য কৌশলে তৎকার্য্য সুসাধন হইয়া থাকে। তাঁহার সকল সন্তানই তাঁহার উদার সদাব্রত ভোগী। দেখ যেন এমন পরম ন্যায়বান্ পিতাকে ভুলিয়া থাকিয়া স্বীয় অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দিও না। তাঁহাকে প্রীতি করিয়া প্রীতি লাভ কর। এই সমস্ত অত্যদ্ভুত বিশ্ব

কার্য্য দ্বারা তিনি তোমাদিগকে তাঁহার দিকে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছেন, তোমাদিগকে তাঁহার অনন্ত মঙ্গলভাবের পরিচয় দিতেছেন, নানা প্রকার উপদেশ দিতেছেন, তোমাদিগকে সর্ব্বদাই সুখী করিবার জন্য ব্যস্ত রহিয়াছেন, তোমরা জাগিয়া সুষুপ্ত হইও না, বুঝিয়াও অসাড়মনা হইও না, তাঁহার প্রতি মনদ্বার মুক্ত করিয়া দেও।

স্ত্রীজাতির সৎকীর্ত্তি।

ধর্ম্ম সাহস।

ধর্ম্মের প্রতি পুরুষদিগের অপেক্ষা স্ত্রীজাতির যে আস্থা অধিক তাহা আমাদিগের দেশের বর্ত্তমান দুরবস্থার মধ্যেও প্রত্যক্ষ করা যায়। স্ত্রীলোকেরা ভক্তি পূর্ব্বক কেবল কতকগুলি ধর্ম্মের আদেশ পালন করিয়া থাকেন এমত নহে, যে সত্যে তাঁহাদিগের বিশ্বাস, তাঁহারা কপটতা করিয়া তাহা গোপন করিতে জানেন না; প্রত্যুতঃ সত্যের অনুযায়ী কার্য্য করিতে যদি প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে হয়, তাহাতেও তাঁহারা কিছুমাত্র ভীত নহেন। যাঁহারা 'কুমুদিনী চরিত' পড়িয়াছেন, তাঁহারা ভীরু বঙ্গীয়-রমণীদিগের মধ্যেও এখনও যে কতদূর আশ্চর্য্য ধর্ম্মতেজ হইতে পারে দর্শন করিয়াছেন। যে সকল বিদেশীয়া ভগিনী ধর্ম্মের জন্য অশেষ তাড়না সহ্য করিয়াছেন এবং অবশেষে অকাতরে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জন দিয়াছেন, তথাপি কপট হইয়া অসত্যের সেবা করেন না, আমরা তাহাদিগের গুটি কত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিব।

খৃষ্টের জন্মের ২০০ বৎসর গত হইতে না হইতেই তাঁহার ধর্ম্ম আফ্রিকা খণ্ডে প্রচারিত হইয়াছিল। সেখানকার পৌত্তলিক ধর্ম্ম অপেক্ষা খৃষ্টীয় ধর্ম্ম যে অনেক অংশে উৎকৃষ্ট তাহার সন্দেহ নাই। এই জন্য সত্যের প্রতি যাঁহাদিগের অনুরাগ ছিল, তাহারা এই ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে লাগিলেন। তৎকালে রোমান জাতি এই দেশ শাসন করিতেন, তাঁহাদের একজন শাসনকর্ত্তার আদেশে খৃষ্ট ধৃত

হইয়াছিলেন। এখানেও তাঁহারা ঘোরতর অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। যাহারা কিঞ্চিৎ মাত্র ভক্তি প্রকাশ করিত, তৎক্ষণাৎ তাহাদিগের শিরশ্ছেদন হইত। এই সময়ে পার্পেচুয়া নাম্নী একটী অবলার প্রতি তাহাদিগের কোপ পড়িল। তাঁহার বয়স ২৬ বৎসর, এবং কোলে একটী সন্তান। তিনি কারারুদ্ধ হইলেন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। তিনি কারাগারে গিয়া কন্যাকে দর্শন করিলেন এবং ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবার জন্য নানা সাধ্য সাধনা করিতে লাগিলেন। পার্পেচুয়া কোনমতে সম্মত হইলেন না। ইহাতে পিতা এরূপ রাগান্ধ হইলেন যে তাহাকে ঘোরতর প্রহার করিলেন এবং কিছুদিন আর দেখা করিলেন না। কন্যা ইতি মধ্যে অবলম্বিত ধর্ম্মে সম্পূর্ণ রূপে দীক্ষিত হইলেন।

মিনুসিয়স্ সেই দেশের শাসন কর্ত্তা ছিলেন। তিনি পার্পেচুয়াকে নিকটে আনিয়া পুত্তলিকার পূজা করিতে বলিলেন, কিন্তু কিছুতেই তিনি স্বীকার করিলেন না। ইহাতে প্রহরীরা তাঁহার সন্তানটীকে কাড়িয়া লইল এবং তাঁহাকে অন্ধকারময় কারাগারে নিক্ষেপ করিল। স্ত্রীলোকটী দুইজন পুরোহিতের জিম্মায় ছিলেন, তাঁহারা সদয় হইয়া প্রতিদিন বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিতে তাহাকে একটু একটু অবকাশ দিতেন, সেইসময়ে তিনি সন্তানটীকে স্তনপান করাইয়াও সুখী হইতেন। কিন্তু তিনি জানিতে পারিলেন যে শিশুটী অধিককাল তাঁহার স্নেহ লাভ করিতে পারিবে না, অতএব তাহার মাতার হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিলেন। তৎপরে তাঁহার পিতা আর একবার সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে বলিলেন। তিনি এখন যত দূর স্নেহ দয়া প্রদর্শন করিতে হয় করিলেন, পার্পেচুয়া তাঁহার অনুরোধে সকল পরিত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু ধর্ম্মকে ত্যাগ করিতে পারেন না বলিলেন। অবশেষে স্পষ্টাক্ষরে এই কথাটী বলিলেন "ঈশ্বরের ইচ্ছা অবশ্যই সম্পন্ন হইবে।" পিতা ভগ্নহৃদয় হইয়া ফিরিয়া গেলেন।

পার্পেচুয়া এই পরীক্ষা কালে সাহস ও দৃঢ়তার দৃঢ় প্রমাণ প্রদর্শন করিলেন। বিচার কর্ত্তা তাঁহার নিকটে তাঁহার পিতার শোক, সন্তানের অসহায় অবস্থা এবং নিজের প্রাণ নাশ বর্ণন করিলেন, কিন্তু তিনি পরলোকে অনন্ত সুখ লাভ করিবেন এই বিশ্বাসে ইহলোকের সকল চিন্তা বিস্মৃত হইলেন। দর্শকগণ তাঁহাকে দেখিয়া দুঃখ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়া তাঁহার পিতার স্নেহ প্রবল হইল এবং যেমন তিনি কন্যাকে ছাড়াইয়া লইতে গেলেন, একজন প্রহরী তাঁহাকে গুরুতর প্রহার করিল। তাহাতে কন্যা ক্রন্দন করিয়া বলিলেন, আমার নিজের পৃষ্ঠে এ আঘাত পড়িলে এত ব্যথিত হইতাম না। পুনরায় তিনি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন এবং অল্পদিন পরে ঘাতকের হস্তে প্রাণত্যাগ করিলেন।

এই সময়ে 'কেলিসিটান্' নামে একটী গর্ভবতী রমণী পৌত্তলিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করাতে কারাবদ্ধ হইয়াছিলেন। বন্ধন অবস্থায় তিনি একটী কন্যা প্রসব করিলেন, কিন্তু অনতিবিলম্বে তাঁহারও শিরশ্ছেদ হইল।

সিলিসিয়া নাম্নী রোমনগরের একটী মান্য বংশীয় যুবতী বসিরিয়ান নামে একটী ভদ্রলোকের পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্ত্রীলোকটী নিজে খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বিনী ছিলেন, স্বামীকেও সেই ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। ক্রমে তাঁহার স্বামীর ভ্রাতাও সেই ধর্ম্মাক্রান্ত হইলেন। এই সংবাদ বিচারকদিগের গোচর হওয়াতে তাঁহারা দুই ভ্রাতার প্রাণ দণ্ড করিলেন। তাহাদের ঘাতকও তাঁহাদের ধর্ম্ম অবলম্বন করাতে তাহারও মস্তক ছিন্ন হইল। স্ত্রীলোকটী যত অনিষ্টের মূল, এই জন্য তাহার নিমিত্ত বিশেষ যন্ত্রণার সৃষ্টি হইল। তাহাকে উলঙ্গ করিয়া উত্তপ্ত জলের উপর বসাইয়া জ্বালাইয়া ফেলিল, পরে ২২২ খৃষ্টাব্দে তাহার শিরশ্ছেদন হইল।

—০—

কুমুদিনী নাটক।

সত্যাভিনয়।

—o—

যেপর্য্যে গীতিসুরে নান্দী পাঠ।

বন্দি হে তেজাংশু ধর্ম্ম, শুভ্র জ্যোতির্ম্ময়;
যে রশ্মি পরশে, ভস্মসার পাপচয়।
যে প্রভা প্রভাবে, পুণ্য নিধি উজলয়
অজ্ঞাতমণ্ডল কিম্বা দারিদ্র আলয়॥

বন্দি সত্য দেবী, ধর্ম্ম সখি বরাননা;
রূপে গুণে তব সম নাহিক তুলনা;
সত্যের সমীপে ন্যূন মানব কল্পনা;—
আদর্শ স্বভাব সম কভু শিল্প নয়॥

নমি তোমা, ধর্ম্মাসন ভক্তি শতদল,
সহ তত্ত্বজ্ঞান, তব মৃণাল সরল।
হৃদিসরে পরা বিদ্যা একা সকমল!——
একাকী শোভিছ ভক্তি উজলি হৃদয়॥

অপূর্ব্ব অমৃত আছে তব অভ্যন্তর।
বিন্দুমাত্র পিয়ে, লভি দিব্য চক্ষু, নর
মর্ত্তলোকে, দেখে প্রেমপূর্ণ এ অম্বর।—
হেন ভক্তি সুধা করি কেমনে সঞ্চয়?

দুর্গম সে স্থল! আছে তরী-প্রযতন,
বিবেক—কাণ্ডারী, দাঁড়ী-মনোবৃত্তিগণ।
ভাগ্যবলে লভে সে অমৃত নিকেতন,——
প্রার্থনার পালে যবে দৈব বায়ু* বয়॥

* দৈববায়ু—দেবদত্ত অনুগ্রহ, ঈশ্বর প্রসাদ।

নটের প্রবেশ।

নট। নাট্য প্রথাবলম্বন পূর্ব্বক উপস্থিত অভিনয়ের পরিচয়ার্থ রঙ্গরঙ্গ ভূমে প্রবেশ করি।

(সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া)

অহো! আমি প্রস্তুত হইতে না হইতেই সম্মুখে সোৎসুক দর্শকবৃন্দ অনুগ্রহ করিয়া সমাগত! তা কি করিয়া বা অধ্যাসীন সুধীগণ ও সুদূরস্থ পাঠক সমূহের মনোরঞ্জন করি?

(কিঞ্চিৎ ভাবিয়া)

কল্পিত উপন্যাস, অথবা কল্পনার জাদুবিদ্যায় সম্পূর্ণ নূতন বেশ প্রাপ্ত কোন পুরাতন ইতিহাস ভাগই রঙ্গভূমিতে সচরাচর লোক রঞ্জন করে। দেখি, প্রত্যক্ষ গোচর জীবন্ত কৃত্যাভিনয়ে সফল হই কি না।——

নটীর প্রবেশ।

——এই যে প্রিয়ে ডাকিবার পূর্ব্বেই উপস্থিত।

নটী। না ডাক্‌লে কি আস্‌তে নাই?——সে যা হউক নাথ। এখন আমায় কি কর্‌তে হবে বল দেখি।

নট। যুদ্ধ করিতে হইবে।

নটী। ওমা! তা পারবো না। একহাতে ঢাল ধর্‌বো, এক হাতে তরওয়াল, তা মার্‌বো কোন হাতে?

নট। মার্‌তে হবেনা, মার্ খেতে হবে।

নটী। তাইত! কিসের বাড়ীগা?

নট। কিল, চাপড় আর বল্‌ব?—শতমুখী।

নটী। থাক্ তোমার রঙ্গভূমি, ও রঙ্গে আমার কাজ নাই, আমি রণে ভঙ্গ দিলাম।

(প্রস্থানোন্মুখ)

নট। প্রিয়ে! দাঁড়াও দাঁড়াও (আঁচল ধরিয়া) তোমায় বঙ্গাঙ্গনা সাজিতে হইবে।

নটী। তা হলে এঁরা আমায় হাততালি দে তাড়িয়ে দেবেন্! একে বাঙ্গলা দেশকে সকলে ঘৃণা করে, তায় স্ত্রীলোক—যাকে এদেশে জন্তু বিশেষ মনে করে!

——না আমি এ সাজিব না, হয় রাণী সাজিব, নয় দেবী, যে ইহাঁরা ঘৃণা না করিয়া মান্য ও ভক্তি করিবেন। অথবা প্রেমিকা সেজে এঁদের চিত্ত হরণ করিব।

নট। প্রিয়ে! তুমি অভিনয় করিয়া দেখাও। যে বঙ্গাঙ্গনা তাচ্ছিল্য যোগ্য নহে। তোমায় "কুমুদিনী নাটক' অভিনয় করিতে হইবেক।

নটী। হয়েছে! একে বঙ্গাঙ্গনা, তায় ব্রাহ্মধর্ম্ম! এদেশের লব্যেরা ত ধর্ম্মকেই আকাশ কুসুম বলে উড়িয়ে দেন; আমি নিশ্চয় বল্‌তে পারি অর্দ্ধেক লোক ধর্ম্মই মানে না। আর ব্রাহ্ম ত না হিঁদু না মোসলমান, সকল ধর্ম্মের চোর, সকল ধর্ম্মের শত্রু। আর অধিক ক্ষণ থাকিলে আমাকে এঁরা মেরে তাড়িয়ে দেবেন! তা আগেই পলাই, বলে "আপনার মান আপনার ঠাঁই।" (গমনোন্মুখী)

নট। ভয় নাই ভয় নাই। (গতিরোধ) ব্রাহ্মিকার অভিনয় দেখে ওঁরা আমাদের উপর কেন বিরক্ত হবেন? না, আমরা নাট্য কারী, বইত নয়!

নটী। ভাল, এজীবন চরিতের মধ্যে অসামান্য ও অসম্ভব আমোদ কর কতগুলি মিথ্যা গল্প সাজায়ে দিয়াছত?

নট। না প্রিয়ে! এবার সত্য অভিনয় করিব।

নটী। বেঁশ! তুমি যে আমারই মত নূতন। কবিগণের দেবী মধুমুখী কল্পনা নহিলে কখন কি লোকরঞ্জন হয়, না রঙ্গভূমি সাজে? আমি কটকটে সত্যকে বিষ মনে করি। আর বাঙ্গালা ভাষা, সজ্জন রঞ্জক হওয়া দূরে থাকুক, কবিতার অযোগ্য "চাষাড়ে বুলী"। তোমার চলিত বাঙ্গালা ভাষায় সত্যাভিনয় ঠিক যেন মাটীর ভাঁড়ে বিষ! সংস্কৃত ভাষা, সাধুভাষার দাঁত ভাঙা সমাস, চির প্রসিদ্ধ অসম্ভব উৎপ্রেক্ষা ও পৌরাণিক কথা পূর্ণ হইলে কথঞ্চিৎ ডাক্তর খানার ভেরণ্ডার তৈলের ন্যায় তোমার জীবন চরিতটি চালয়ে দিতে পারিতাম।

নট। হে ত্রিভুবন মোহিনি, রতি-কটাক্ষ-বিজয়িনি, গোকুল-বিপিন-বিহারি-মনোহারিণি, শশিপ্রিয়া--রমাসন-শরদিন্দু নিভ-ননে! বটপত্রশায়ী-কেশব! বিলাসিনি শতত্র তুমনোরমা-হরকোপানলভস্মানঙ্গপ্রীতিদায়িনি--রত্নাকরমন্থনার্দ্ধাংশী--সসাগরাধরাবলম্বিনী সহস্রফেণাকর্ষী—দিতিজ—শ্রমাংশলব্ধামৃতভাণ্ডাপহারিণি—কামোন্মত্তশশি-শেখরবীভৎস কামোৎসাহিনি-মোহিনীমুর্ত্তি-বর্ণোৎকর্ষা বরাঙ্গনে। তোমার——

নটী। ওমা এ সাড়ে সাতহাত রূপ বর্ণনা কি আমারই। নাথ তুমি কি ক্ষেপেছ।

নট। কেন প্রিয়ে। তুমি "চাষাড়ে" বাঙ্গালা ভাষায় কটকটে সত্য ভাল বাস না। তাই বাঙ্গলা সত্যদেবী ছাড়িয়া একবার সংস্কৃত কাব্য সরস্বতীর শরণ হইতে ছিলাম।

নটী। আর কাজ নাই। বলে "ঢাকের বাদ্য লাগে ভাল, যখন করে চুপ।" তোমার সঙ্গে কথায় কে পারবে? "পাখির মধ্যে কাক, আর জন্তুর মধ্যে শিয়াল, নরের নাপিত" আর রঙ্গভূমে নট।

নট। তোমারই জিহ্বায় যে চাষাড়ে সরস্বতী অধিষ্ঠান!——প্রিয়ে। সত্য সকল সময় অপ্রিয় নহে।

নটী। তোমার আমার প্রিয় হলে কি হবে? নাথ। লোক রঞ্জন করা শক্ত কথা।

নট। প্রিয়ে।

করহ যতন তুষিতে সবে।
এ সত্যাভিনয়ে সফলা হবে॥

এ নব উদ্যম যদি না ফলে,
পরিশ্রম বৃথা না যাবে চলে;—
আসিবে হে পুনঃ কল্পনা বলে।

নটী। এ কি ছন্দ নাথ?

নট। একাবলী।

নটী। আমি মনে করি আগ্‌ডুম্‌ বাগ্‌ডুম ছন্দ, যথা "বাজাতে বাজাতে চলিল চুলী।"

নট। হাঁ তা হবে না? ষষ্ঠীবুড়ী যে কবিতা দেবীর মাসি।

নটী। নাথ, আমি আশ্চর্য্য হই আজ কেন তুমি আমাকে আমার স্বাভাবিক লঘুতা প্রকাশে বাধা দেচ্ছ না।

নট। প্রিয়ে! এ নাটকে গাম্ভীর্য্য অধিক, লঘুতার স্থলাভাব। তাই একবার তোমাকে দিয়া—— নাচাইয়া——

নটী। কি বাঁদর নাচুয়ে?

নট।—যেমন তোমরা কাদা মাখাইয়া চুলের ময়লা ছাড়াও, তেমনি কিছু লঘুতায় লঘুতা ঝাড়্‌য়ে লইলাম।

নটী! না খারাব আতর অবাধে বেচ্‌বে বলে এক ফোঁটা ভাল আতরে মগজ ভরয়ে দিলে?

নট। তুমি যে এত রসিকা, তা আমি এতদিন জানিতাম না। এস এখন প্রস্তুত হইগে।

(প্রস্থান)

নটী। চল, পিছন পিছন যাচ্ছি।—

(সভা দিকে ফিরিয়া)

স্বামী ডাকুছেন যেতে হলো!—তবে সভাসদগণকে আমার একটি সদ্য রচিত সাপের মন্ত্র ছন্দ কবিতা শুনিয়ে যাই, যে আমি চলে গেলেও সেটা কানের কাছে ঝিঁ ঝিঁ পোকার ন্যায় খানি কক্ষণ রীরী করিবে।

এস, সত্য বাদী, সরস্বতী, সহসখি, কল্পনা।
এবে, বীররসে, গাব ভেসে, করেছিগো বাসনা॥
দেখ, বঙ্গাঙ্গনা, গুণ পণা, করি ধর্ম্ম অর্চ্চনা।
সহে, কত জ্বালা, কুলবালা, আর কত লাঞ্ছনা॥
পারে, বঙ্গযোষা, হতেখাষা, ইচ্ছা যদি ললনা।
নচেৎ, বিবিএনে, টেনেটুনে, হয় না কিছু সাধনা॥

হায়! গোবরডাঙ্গায়, শামুক গোঁড়ায়, হলো মতি সুনা!
ওই, দেখ সতী, ঘরে বসি, বিষাদিত আননা॥

(প্রস্থান)

ইতি প্রস্তাবনা।

——০——

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য

(কুমুদিনীর শয়ন গৃহ)

কুমু। (চিন্তিত ভাবে বসিয়া, স্বগত)
এখনি আসিবে কান্ত! চিত্ত চিন্তাচয়ে,
চঞ্চল দুর্জ্জয়—নারি প্রশমিতে একা,
নারী আমি, তাহে ক্লান্ত,—অর্পিয়া তাঁহার
সুবিচারে, মনোশান্তি পাইব এখনি।

(কিঞ্চিৎ ভাবিয়া)

কি হেতু সন্দিগ্ধ মন? পালিব তাহায়,
লয়েছি যে ধর্ম্মব্রত—যাথাকে কপালে।

(কিঞ্চিৎ ভাবিয়া)

কিন্তু গুরু জনভয় জাগিছে অন্তরে।
শ্বশ্রূ কুল পিতৃকুল ভক্তির ভাজন,
হেন জন প্রতিকূলে, যাইবে কেমনে
কুল বধূ? —কি কর্ত্তব্য, জানি আমি। তাহে
সাধিব কিরূপে, যাহে হইব নির্দ্দোষী
সুগুরু হেলন দোষে? কিরূপে —জিজ্ঞাসি
সুবিজ্ঞ হৃদয় কান্তে।——

স্বামীর প্রবেশ।

(স্বগত) এস এস প্রাণনাথ! হৃদয় জুড়ুন!
উদ্বেলিত চিত্ত মম কর প্রশমন।

স্বামী। কি হেতু প্রেয়সি! আজি বিরস বদন?
গুরু চিন্তা ভার, বুঝি, করিছে বহন
ক্ষীণতনু তব?—এবে ঈশ্বর কৃপায়,
সুচারু সন্তান সহ, সফল কামনা,
পেলে পুনর্জ্জন্ম। হায়! দেশ রীতি দোষে
নারিনু তুষিতে তোমা সে সঙ্কটে, যবে
ভূয় ভূকম্পনে প্রসবিল এ কোমল
দেহ ক্ষেত্র, মহারত্ন;——যথা উদ্গীরয়ে
অগ্নি সহ স্বর্ণরাশি, আগ্নেয় পর্ব্বত,
দহি ক্ষত দেহ কালমূর্ত্তি।—কালীমূর্ত্তি
প্রিয়ে! সে উত্তাপে। তব এ কোমল বপু
কান্তিহীন হীন বাসে, যথা অল্প পর্শে
ধাতু। মাস গতে বিরাজিলা পূর্ণ চন্দ্র।

প্রিয়ে! তোমার বিস্ফারিত চক্ষুদ্বয় যেন কোন বিশেষ কথা বলিবে প্রয়াস করিতেছে।

কুমু। নাথ! জাননা কি? নবকুমারের ষষ্ঠীপূজোপলক্ষে মহা ঘটা হইতেছে। কল্য প্রাতঃকালে বামড় তীরস্থ ষষ্ঠীতলায় আমার ষষ্ঠী পুজা করিতে অনুরোধ করিবে। সকলই প্রস্তুত; কি করি, মহা বিপত্তি?

স্বামী। শুনিলাম! এক্ষণে তোমার অভিপ্রায়?

কুমু। নাথ! যে ধর্ম্মে বিশ্বাস নাই তদনুষ্ঠানে ইচ্ছাও নাই। বিশ্বাসের প্রতিকূলে ভণ্ডের ন্যায় কপটতাচরণে আমার কদাপি প্রবৃত্তি হয় না। সহস্র বিপদসত্ত্বেও আমি ষষ্ঠীপূজার কোন সংস্রবে থাকিব না।

স্বামী। প্রিয়ে, তোমার ধর্ম্ম সাহস দেখিয়া আমি আহ্লাদিত হইলাম। নিজাভিপ্রায় মত কার্য্য কর।

উন্নত হৃদয় তব যে ধর্ম্মের, ভাবে,
ত্রিদিব সম্ভব মহাভাব। রক্ষ তাহে,

কায়মনোবাক্যে এবে;—রক্ষে ভাগ্যধর,
যথা সযতনে গুপ্ত ধন রাশি; যবে,
স্বর্ণ বা রতনখনি দেখে ভাগ্যবলে,
নিজক্ষেত্র অভ্যন্তর।——অথবা যেমনি,
ভীম প্রভঞ্জন প্রতাড়িত রত্নাকর,
উদ্বেলিত অতি, কভু উগরে কি তবু,
গর্ভস্থ অমূল্য মতি? দেখিও সুমতি,
বাহ্য বিভীষিকা নানা দেখাবে অসত্য,
সত্য যবে ক্ষিতি তলে পূজে সত্যব্রতী,
—সে ভয়ে হয়োনা ভীতা। পড়িবে ভীষণ
সঙ্কটে, হেলিবে যবে এ পূজানুরোধী,
গুরুবাক্য। না জানি কি বিষম বিপত্তি,
ঘটিবে! সহিবে কত কষ্ট কালি কুষ্ট,
পৌরজন হতে, যবে জনশ্রুতি পথে,
পশিবে বারতা নব—"ভাঙ্গিল প্রস্থতি,
চিরকুল প্রথা আজি! নূতন ভারতে,
শুনিনু এ কথা কুলাঙ্গারা কুলবধূ।
কি কুক্ষণে হেন হিন্দুকুলে প্রবেশিল
মজাতে একুল! "—যথা দৈত্যপতি রোষে,
যবে গায় কৃষ্ণনাম প্রহ্লাদ ধীমান,
দৈত্যকুলে, শ্বশ্রূ তব কষিবে ভেমতি।
ঈশ্বর উপরে, আর প্রযত্ন অন্তরে,
কুরীতি বিরুদ্ধে, পশ ধর্ম্মের সমরে।

কুমু। অবলা সলজ্জা, নাথ, কুলবালা আমি,
পারি কি যুঝিতে কভু পৌরজন সহ,
মহামান্য? কিন্তু হায়! কর্ত্তব্য না মানে,
লজ্জা, ভয়, ইচ্ছা। এবে বিবেকানুরোধে,
গুরুজন প্রতিকূলে যাইবে রমণী।—

কখন যে নারী নহে অবিনয়ে দোষী।
কি কাল ঘটিবে কাল, না বুঝি এখন।
না পূজিবে স্রষ্ট লোকে এ নারী কখন॥
"কি ভয় হে লোক ভয়ে?" রক্ষক ঈশ্বর।
যে লয় শরণ, তার কালে কিবা ডর?

(কর যোড়ে ঈশ্বরের প্রতি প্রার্থনা।)

হে প্রভু দুর্ব্বল বল। হীন বঙ্গাঙ্গনা
পারে কি করিতে দেব! তোমার সাধনা॥

বিনা তব কৃপাবল?—পুরাণে যে গায়,
ভিক্ষুক শ্রীরাম দমে, দেবের কৃপায়,
দুর্জ্জয় অমর রণে, রাবণ রাজায়।

সে দেব কল্পিত, নাথ! কবির সে কথা।
কিন্তু ঈশ বলে, নর বিজয়ী সর্ব্বথা॥
দশমুখী নিন্দা দমি, সদা ধর্ম্ম রণে।
এসংসারে, আর শত ভুজ প্রপীড়নে।

এ পামর জনে দেহ তব দৈব শক্তি,
ভ্রান্ত কৃষ্ণনামে যথা প্রহ্লাদ সুমতি,
ব্রহ্মনামে ততোধিক সহিবে অবলা।

করিনু সংকল্প স্থির ষষ্ঠী প্রতিবাদে।
করিব, শিখাবে যাহা, মনের আহ্লাদে।
——শান্ত সমাহিত মন তোমার প্রসাদে॥

ইতি প্রথমাঙ্ক প্রথম দৃশ্য।

(ক্রমশঃ)

বিজ্ঞান বিষয়ক কথোপকথন।

মাতা, সুশীলা ও সত্যপ্রিয়।

যোগাকর্ষণ।

মাতা। তোমরা জড়পদার্থের একটী প্রধান গুণের কথা এখনও অবগত হও নাই। তাহা আকর্ষণ। সুশীলে! ইহার অর্থ কি বলিতে পার?

সু। আকর্ষণের অর্থত টানা। তা জড়পদার্থের কি হাত আছে যে টানিতে পারিবে?

সত্য। কেবল হাত দিয়াই যে টানিতে হয় এমত নয়। বাতাস, গাছ সকল টানিয়া ফেলে, স্রোতের টানে কত জিনিষ ভাসিয়া যায়। কেমন মা! আকর্ষণ কি এইরূপ?

মা। এ সকল আকর্ষণের কার্য্য বটে, কিন্তু জড়ের যে গুণ আকর্ষণ, তাহা চক্ষে দেখা যায় না। সে অতি সূক্ষ্ম এবং তাহার কার্য্য দেখিয়াই কেবল তাহা বুঝিতে হয়। চুম্বক পাথরের কাছে একটু লোহা রাখিলে চুম্বক পাথর লোহাকে টানে জান?

সু। হাঁ মা! আমার একটা কাচের হাঁস আছে, তাহার মুখে লোহা দেওয়া; একপাত্র জলে হাঁসকে ভাসাইয়া যখন একখান চুম্বক পাথর তাহার মুখের কাছে ঘুরাই, হাঁসও ঘুরিয়া ঘুরিয়া চরিয়া বেড়ায়। চুম্বক কেমন করিয়া টানে দেখা যায় না অথচ দেখিতে বড় আমোদ হয়।

মা। চুম্বক যে লৌহকে আকর্ষণ করে ইহার নাম চুম্বকাকর্ষণ। ইহা ছাড়া আরও অনেক প্রকার আকর্ষণ আছে। তন্মধ্যে যোগাকর্ষণ, মাধ্যাকর্ষণ, রাসায়ন আকর্ষণ, এবং তাড়িত আকর্ষণ এই কয়েকটী প্রধান।

সত্য। তুমি এক এক করিয়া এই সকল গুলি আমাদিগকে বুঝাইয়া দেও। প্রথমে বল যোগাকর্ষণ কি?

মা। তোমরা বলিতে পার একটা মাটীর ডেলা কিরূপে তৈয়ার হয়?

সত্য। তুমি পূর্ব্বে বলিয়াছ যে জড় পদার্থ সকলের পরমাণু আছে। সেই পরমাণু সকল একত্র হইয়া এক একটী বস্তু হয়। মাটীর ডেলাও সেইরূপ কতক গুলি পর-

য়াতে অনেকে কন্যাদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠাইতেন না, কিন্তু এই গুণবতী শিক্ষয়িত্রীর আগমনে সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

২য়। ফ্রান্সে এক প্রকার কামান প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাতে প্রতি মিনিটে ৫০।৫৫ বার কামান ছুড়া যায় এবং গোলা ৩৪০০ হস্ত যায়। এইরূপ এক প্রকার বন্দুকও হইয়াছে, তাহা দ্বারা দশ পল মধ্যে বিংশতিবার গুলি চলে এবং গুলি ৪০০০ হস্ত দূরস্থিত মনুষ্যকে বধ করিতে পারে।

বামাগণে বরচনা।

হে জগৎ-পিতা পরমেশ্বর! আপনি সর্ব্বদা আমাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন। হায়! আমরা কি পামরী কি পাপীয়সী! যে সেই জগৎ-পিতার নাম একবারও মুখাগ্রে আনি না। মন সর্ব্বদা অজ্ঞান জড়তায় আবদ্ধ হইয়া পরনিন্দা পরহিংসা প্রভৃতি নানা প্রকার কুচিন্তায় আমাদিগকে পাপ কূপে নিমগ্ন করিতেছে। অতএব হে পরমপিতা পরমেশ্বর! আপনি আমাদিগকে এই পাপান্ধকার হইতে উদ্ধার করুন। অসৎ হইতে সৎসমীপে লইয়া চলুন। আমাদিগের এই অজ্ঞান কৃত পাপ সকল মার্জ্জনা করিয়া হৃদয় আকাশে জ্ঞান চন্দ্রের ন্যায় উদয় হউন। হায়! আমাদিগের কি এমন দিন হইবে যে সেই পরম কারুণিক ঈশ্বরের আরাধনা করিয়া হৃদয়ের, শরীরের সার্থকতা সম্পাদন করিব। হে স্বপ্রকাশ! আমাদিগের মোহকৃত পাপ সকল ক্ষমা করিয়া এ দুর্ব্বলদিগের হৃদয়ে প্রকাশিত হউন। হে পৃথ্বী রক্ষক! জ্যোতির জ্যোতি! আমাদিগের এই দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছাকে আপনার সেই সৎইচ্ছার অনুগামী করুন। আপনার সেই আলোকময় সুনির্ম্মল পথে মন যেন সতত স্থির হইয়া থাকে। আর যেন সে ভয়াবহ পাপান্ধকারময় কণ্টকাকীর্ণ পথে পদার্পণ করিতে না হয়। আমাদিগের সকলের মধ্যে এমন সদ্ভাবাপন্নকরুণ যে যেন আমরা সমলে একত্রিত হইয়া আপনার সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া জীবনের সার্থকতা সম্পন্নকরি।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৬১ সংখ্যা। ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১২৭৫। ৪র্থ ভাগ।

বামাবোধিনীর পঞ্চম সাম্বৎসরিক জন্মোৎসব।

অতি গ্রীষ্ম হলে হয় বারি বরিষণ,
স্নিগ্ধ হয় ধরাতল যুড়ায় জীবন।
বামাগণ! অতি দুঃখে হয়েছ কাতর,
স্থির হও, শান্তিজল দিবেন ঈশ্বর।

আমাদের প্রিয় বামাবোধিনী পাঁচ বৎসর কালের বিচিত্র ঘটনা সকল অতিক্রম করিয়া এই ষষ্ঠ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। এই মাস বামাবোধিনীর জন্ম মাস।

যখন বামাবোধিনী লোক সমাজে প্রথম প্রকাশিত হইল, তখন ইহাকে সকলেই উৎসুক চিত্তে গ্রহণ করিতেন এবং প্রীতি নয়নেও দেখিতেন। কিন্তু ইহার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহার প্রতি লোকের অনাস্থা জন্মিতেছে।

এই অনাস্থার দুইটী কারণ লক্ষিত হয়। প্রথমতঃ—কন্যা সন্তান; দ্বিতীয়তঃ দেশীয় কন্যা সন্তানদিগের ন্যায় কুসংস্কারাপন্ন না হইয়া কুসংস্কার শূন্য ও স্বাধীন এবং স্ত্রী কুলের দৃষ্টান্ত স্থল।—

যদিও এই বাঙ্গালা দেশে স্ত্রীলোকদিগের পাঠোপযোগী আর দ্বিতীয় পত্রিকা নাই, তথাপি চির কুসংস্কার বশতঃ কন্যা সন্তান বলিয়া অধিকাংশ লোকই ইহাকে হতাদর করিয়া থাকেন। প্রথমে কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করিলে সকলেই প্রীতি চক্ষে দৃষ্টি করেন বটে, কিন্তু কন্যার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ সেই প্রীতির ভাব বিলীন হইয়া যায়; সুতরাং বামাবোধিনীর এখন যে এরূপ দুরবস্থা ঘটিবে তাহা এদেশে কখনই অসম্ভব নহে।

এই বামাবোধিনীর দ্বারা কত স্ত্রীলোকের কুসংস্কার তিরোহিত হইয়াছে, কত স্ত্রীলোক স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিতেছেন, কার্য্য করিতে পারিয়াছেন! কত স্ত্রীলোক "জ্ঞান" কার্য্যে পরিণত করিতে সমক্ষ হইতেছেন। বামাবোধিনী তাহাদিগকে শিক্ষকের ন্যায় কুসংস্কার শূন্য উপদেশ সকল প্রদান করিতেছেন—এই সকল আবার সাধারণ লোকের পক্ষে অনাস্থার প্রধান কারণ হইয়া উঠিয়াছে। একে কন্যা সন্তান, তাহাতে আবার কুসংস্কার শূন্য হইয়া জ্ঞান কার্য্যে পরিণত করিলে যে দেশীয় সকল লোকের অপ্রীতির ভাজন হইতে হয় তাহাতে আর সন্দেহ কি?

কিন্তু চিরকাল এক অবস্থা কখনই থাকিবে না; কাল ক্রমে অবশ্যই স্ত্রীলোকদিগের আদরের সঙ্গে সঙ্গে এই বামাবোধিনীর আদরও বাড়িবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

ঈশ্বরের ইচ্ছায় আজও পর্য্যন্ত যেমন ইহা জীবিত রহিয়াছে, ইহার উপদেশ সকল যেন পাঠিকাগণের অন্তঃকরণে অমৃত ফল উৎপাদন করে।

মহাভারত শান্তিপর্ব্ব।

(সংগৃহীত)।

সত্যের মহিমা।

কুরুবংশ ধ্বংস হইলে যুধিষ্ঠির শর শয্যায় শয়ান ভীষ্মের নিকট নানাবিধ হিতোপদেশ শ্রবণ করিতেছিলেন। এক দিন ধর্ম্মরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতামহ! ব্রাহ্মণ, ঋষি, পিতৃকুল ও দেবগণ সত্য ধর্ম্মেরই প্রশংসা করিয়া থাকেন। অতএব সত্য কি? উহা কিরূপে লাভ করা যায়? আপনি বর্ণন করুন। শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! কোন মহাত্মাই অসত্যের প্রশংসা করেন না। সত্য অতি পরিশুদ্ধ, সত্যই সাধু ব্যক্তিদিগের সনাতন ধর্ম্ম ও পরম গতি। অতএব সত্যকে সতত নমস্কার করিবে। সত্য তপ, যোগ, যজ্ঞ ও পরব্রহ্ম স্বরূপ। এক মাত্র সত্যের উপরেই সমুদায় স্থিতি করিতেছে। এক্ষণে সত্যের লক্ষণ ও অনুষ্ঠান কিরূপ ও কিরূপে সত্য লাভ করা যাইতে পারে তাহা সবিশেষ বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর।—

সত্য ত্রয়োদশ প্রকার। যথা—

১—অপক্ষপাতিতা। লোভ, হিংসা, কাম ও ক্রোধ থাকাতেই লোকে অজ্ঞান মোহে জড়িত হয় এবং অন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে। যখন এই সকল কুপ্রবৃত্তি দমন হয়, যখন মনুষ্য নির্লোভ, হিংসা শূন্য, নিষ্কাম ও ক্রোধ বিহীন হন, তখন তাঁহার স্বার্থ থাকে না, কোন শত্রু থাকে না; সুতরাং তাহার পক্ষপাত ও মিথ্যা ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না। এইরূপ ব্যক্তিই সত্যপরায়ণ হইতে পারেন।

২—ইন্দ্রিয় নিগ্রহ। যাহারা ইন্দ্রিয়ের দাস, তাহারা চঞ্চল ও ভীরু হইয়া পাপে পতিত হয় এবং পাপের সেবা না করিয়া দৃঢ় থাকিতে পারে না। ইন্দ্রিয় দমন করিতে পারিলে গাম্ভীর্য্য, ধৈর্য্য, সাহস ও অরোগিতা লাভ হয়, সুতরাং সত্যের আলোক স্থির ভাবে দর্শন করিয়া তাহার অনুযায়ী কার্য্য অনুষ্ঠান করা যায়।

৩—অমৎসরতা। আপনাকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান এবং অন্যের প্রতি অবজ্ঞা যত দিন থাকে তত দিন মনুষ্য মোহে মুগ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু অন্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও দয়া করিতে শিখিলে যথার্থ জ্ঞানের উদয় হয়। মনুষ্য যত্ন পূর্ব্বক যাহাতে দান ও ধর্ম্মে মতি হয় এরূপ চেষ্টা করিবেন।

৪—ক্ষমা। সুখে দুঃখে, শত্রুতে মিত্রে, প্রিয় ও অপ্রিয় বিষয়ে তুল্য দৃষ্টির নাম ক্ষমা। ক্ষমা গুণ না থাকিলে কখনই সত্যের তত্ত্ব পাওয়া যায় না।

৫—লজ্জা। সত্যে প্রীতি থাকিলে অসত্যের প্রতি ঘৃণা হইবেই হইবে। সত্যপরায়ণ ব্যক্তি নম্রতা ও লজ্জা প্রভাবে পাপ হইতে দূরে থাকেন এবং শান্ত ভাবে ধর্ম্ম ভয় করিয়া সকল কার্য্য করেন।

৬—তিতিক্ষা। ধৈর্য্য হইতে তিতিক্ষা উৎপন্ন হয়। সংসারে বিপদ আপদ অসংখ্য, ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক সে সকল বহন করিতে হয়। অস্থিরচিত্ত ব্যক্তিগণ সত্যের আদি অন্ত দেখিতে পায় না এবং একটু দুঃখ তাপ পাইলেই সত্যকে পরিত্যাগ করে। বিপদেতেই সত্যের পরীক্ষা। অগ্নিতে স্বর্ণের পরীক্ষা করিলে যেমন তাহা আরও উজ্জ্বল হয়, সেইরূপ বিপদে সত্যের পরীক্ষা হইলে তাহা আরও উজ্জ্বল বেশ ধারণ করে।

৭—ত্যাগ। বিষয় ও স্নেহ পরিত্যাগই ত্যাগ। ধন, মান ও সংসারের সুখ ভোগেচ্ছায় যতক্ষণ দৃঢ় অনুরাগ থাকে, অথবা পুত্র কন্যা ও প্রিয় পরিজনের প্রতি একান্ত প্রীতি থাকে, ততক্ষণ সম্পূর্ণরূপে সত্যকে অবলম্বন করা যায় না। এই জন্য ত্যাগকে ধর্ম্মের প্রাণ বলা যায়। ধর্ম্ম রক্ষার্থ ধন, মান, কি, যদি প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে হয়, তাহার জন্যও কিছুমাত্র কাতর হইবে না। মনের কুভাব সকল ত্যাগ করা বিশেষ আবশ্যক। এই জন্য সত্যের শরণাপন্ন হইতে হইলে রাগদ্বেষ বর্জন করিতে হয়, এবং সাধু ভাব সম্পন্ন হইয়া অন্যের মঙ্গল সাধনে কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিতে হয়।

৮—ধৈর্য্য। সুখ বা দুঃখের সময় কিছুমাত্র মনের চাঞ্চল্য না হওয়াই ধৈর্য্যের লক্ষণ। বিপদের সময় যেমন স্থির চিত্ত হইয়া কার্য্য করিতে

হয়, সম্পদের সময়ও সেইরূপ আবশ্যক। দুঃখের সময় ধৈর্য্য বরং সহজে আসিতে পারে, কিন্তু সুখের সময় মন এরূপ মত্ত হইয়া উঠে, যে মুহূর্ত্তের মধ্যে সহস্র অজ্ঞান ও পাপের কার্য্য কৃত হইতে পারে। অতএব সুখের সময় উন্মত্ত ও দুঃখের সময় অবসন্ন না হওয়াই প্রকৃত সত্যদর্শী জ্ঞানীর লক্ষণ।

৯—ধ্যান। সত্য জানিবার জন্য জ্ঞান যোগ আবশ্যক, সুতরাং গভীর ধ্যানে মগ্ন হইয়া সত্যের মূল অন্বেষণ করিতে হয়। ভ্রম সকল জ্ঞান সমুদ্রের উপরে তৃণের ন্যায় ভাসিতে থাকে, কিন্তু সত্য-রত্ন মুক্তার ন্যায় গভীর জলে পাওয়া যায়। ধ্যানহীন স্থূলদর্শী লোক পদে পদে ভ্রম-প্রমাদে পতিত হয়।

১০—সরলতা। মনে বাক্যে ও কার্য্যে এক হওয়ার নাম সরলতা। খলেরা মনে এক প্রকার, বাক্যে এক প্রকার এবং কার্য্যে আর এক প্রকার করিয়া থাকে। তাহারা সত্য হইতে ক্রমে ক্রমে দূরে গিয়া পড়ে, এবং আপনাদের জালে আপনারা বদ্ধ হইয়া বিনষ্ট হয়। সরল ব্যক্তিদিগের কোন ভয় ও ভাবনা নাই। তাঁহারা অনায়াসে সাধু পথে থাকিয়া সকল কার্য্য সাধন করেন ও ক্রমে ক্রমে উন্নতি লাভ করিয়া থাকেন।

১১—দয়া। কায়মনোবাক্যে কাহারও অনিষ্ট চিন্তা না করা এবং সকলের প্রতি অনুগ্রহ ও দান করাই সাধুদিগের নিত্য ধর্ম্ম। সকল সত্যের মধ্যে ঈশ্বরের অনন্ত দয়া পরম সত্য বলিয়া মানিতে হইবে এবং সেই দয়া সর্ব্বক্ষণ হৃদয়ে রাখিয়া যাবতীয় জীবের প্রতি দয়া প্রকাশ করিতে হইবে। যে স্থান অজ্ঞানে অন্ধকার হইয়া থাকে, হৃদয় দয়াতে পূর্ণ হইলে সেখানে সত্যের পূর্ণ আলোক দর্শন হয়।

১২—অনসূয়া। মনের মধ্যেও কাহার অনিষ্ট চিন্তা না করা। সত্য পরায়ণ ব্যক্তির মন সরল ও সাধু, সুতরাং কেন তিনি কুচিন্তা নরকে মনকে কলুষিত করিবেন?

১৩—অহিংসা। সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিরা যেমন মনে কাহারও অনিষ্ট কামনা করেন না, সেইরূপ তাঁহাদের কার্য্য দ্বারা কাহার অনিষ্ট না হয়,

এ নিমিত্ত সতত সতর্ক থাকেন। তাঁহারা কাহার ধনের, মানের, ধর্ম্মের বা সুখের বিঘ্নকারী হয়েন না।

সত্যের এই মহৎ গুণ থাকাতেই সাধু লোকেরা তাহার আশ্রয় গ্রহণ করেন। সত্যের মহিমার পরিসীমা নাই। সত্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম ও মিথ্যা অপেক্ষা মহাপাতক আর কিছুই নাই। সত্যই ধর্ম্মের আধার, অতএব সত্য বিলুপ্ত করা নিতান্ত গর্হিত কার্য্য সন্দেহ নাই। মানদণ্ডের এক দিকে সহস্র অশ্বমেধ ও এক দিকে সত্য রাখিয়া পরিমাণ করিলে সহস্র অশ্বমেধ অপেক্ষা এক সত্য গুরুতর হইবে।

"অশ্বমেধ সহস্রেণ সত্য মেকঞ্চ তুলয়েৎ।
অশ্বমেধ সহস্রাত্তু সত্যমেকং বিশেষ্যতে॥"

বিদেশীয়ের পরিভ্রমণ।

(উপন্যাস।)

গল্পে শুনা যায় যে পূর্ব্বকালের লোকে অসম্ভব ঘটনা সকলও সম্ভব বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। তখন পশু পক্ষী মনুষ্যের সহিত কথা কহিত এবং বৃক্ষ নদীও মনুষ্যের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বেড়াইত। এই সময়ে ভারতবর্ষের মথুরা নগরে একটী অদ্ভুত পুরুষ উপস্থিত হইয়া কৌতূহল সহকারে চারিদিকের পদার্থ সকল নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। নগর বাসীরা তাঁহার পরিচয় জানিবার জন্য নিতান্ত উৎসুক হইল, কিন্তু তিনি তাঁহাদের ভাষা জানিতেন না, সুতরাং তাহারা নিরাশ ও নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। বিদেশীয় পুরুষ তাঁহাদের ভাবভঙ্গী দ্বারা বুঝিতে পারিলেন যে তিনি কোথা হইতে আসিয়াছেন তাহারা জানিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়াছে। তখন তিনি আকাশের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন। মনুষ্যগণ তাঁহাকে দেবতা নিশ্চয় করিয়া পূজা করিতে উদ্যত হইল। তিনি তাহাদিগের অভিপ্রায় বুঝিবা মাত্রই ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন এবং নিজে হাঁটু গাড়িয়া ঊর্দ্ধে হস্ত তুলিয়া প্রকাশ করিলেন যে তিনিও স্বর্গস্থ দেবতার একজন উপাসক।

পরে সেই অজ্ঞাত পুরুষ নগরের

কোন প্রধান লোকের গৃহে অতিথি হইলেন এবং দেশীয় ভাষা শিখিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার এ প্রকার অসাধারণ মেধা, যে অল্পদিনের মধ্যে সেই ভাষায় পরিশুদ্ধ রূপে কথোপকথন করিতে শিখিলেন। তখন গৃহস্বামী অতিথির নাম, ধাম প্রভৃতি জানিয়া কৌতূহল চরিতার্থ করিবার বাসনা করিলেন। অতিথি বলিলেন সূর্য্যাস্ত হউক, সায়ংকালে সকল পরিচয় দিব। সায়ংকাল উপস্থিত হইলে তাঁহারা উভয়ে এক উচ্চ অট্টালিকার উপর উঠিলেন। তথা হইতে সেই ঐশ্বর্য্যশালী জনাকীর্ণ নগরীর সর্ব্বস্থান দৃশ্যমান হইতে লাগিল। নগরের বর্ত্ম ও প্রতিবিম্ব কালিন্দী নদীর বক্ষে পড়িয়া যার পর নাই শোভা ধারণ করিল। বিদেশীয় মহাপুরুষ কিছুক্ষণ একদৃষ্টে সেই উজ্জ্বল দৃশ্য সন্দর্শন পূর্ব্বক চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। পরে হঠাৎ তারকাপূর্ণ নভোমণ্ডলের দিকে চাহিয়া মনোহর শুক্রতারকের প্রতি স্থির দৃষ্টি হইয়া রহিলেন। অনন্তর গৃহস্বামীকে বলিলেন 'আমি এই শুভ্রতারককে যে মুগ্ধ হইয়া দর্শন করিতেছি ইহাতে আশ্চর্য্য হইবেন না। অল্পদিন পূর্ব্বে আমি ঐ শান্তি নিকেতন গ্রহের অধিবাসী ছিলাম। কতবার ঐ স্থান হইতে তোমাদিগের এই উজ্জ্বল পৃথিবী দর্শন করিয়াছি ইহা আকাশমণ্ডলের একটী অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্ররূপে প্রকাশ পাইয়াছে। ইহার অবস্থা জানিবার নিমিত্ত আমার বহুদিনের প্রায়স ছিল এবং তাহা অকস্মাৎ পূর্ণ হইল। আমার ঐকান্তিক আগ্রহ দেখিয়া স্বর্গীয় দেবতা আমাকে বৃহৎ আকাশ পার হইয়া এই সুদূরবর্ত্তী পৃথিবীতে আসিতে অনুমতি ও ক্ষমতা প্রদান করিলেন। কিন্তু এই অনুমতির সঙ্গে সঙ্গে এই নিয়ম করিয়া দিলেন যে এই পৃথিবীর নিবাসী হইয়া আমি এখানকার সকল অবস্থার অধীন হইব। আমি পৃথিবী দর্শনের জন্য এত ব্যগ্র হইয়াছিলাম যে এই নিয়ম দ্বারা আমার ভাল হইবে, কি মন্দ হইবে কিছুই ভাবিলাম না। অতএব মনুষ্যের অবস্থা কিরূপ এবং চারিদিকে যাহা দেখিতেছি শুনিতেছি তাহার প্রকৃত মর্ম্ম কি? অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে সবিশেষ বলিয়া কৃতার্থ করুন।

গৃহস্বামী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া

উত্তর করিলেন, "মহাশয়! যদিও আপনার দেশের সুখস্বচ্ছন্দতার বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, তথাপি এ পৃথিবীতে বিশেষতঃ এমন ধনসম্পন্ন সভ্য নগরে আপনার আগমন পরম সুখের বিষয় বলিতে হইবে। এ প্রদেশে আশ্চর্য্য পদার্থ যে কিছু আছে আমি আনন্দ সহকারে আপনাকে তাহা জ্ঞাত করিব।

বিদেশীয় পুরুষ নগরের সৌখীনতা ও ভোগবিলাস বিলক্ষণ জ্ঞাত হইলেন। তাহার আশ্রয়দাতা তাঁহাকে লইয়া ক্রীড়া কৌতুক স্থান ও কার্য্যশালা প্রভৃতিতে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে তিনি এ পৃথিবীর রীতি নীতির অনুরাগী হইতেছিলেন এমত সময়ে একটী আকস্মিক ঘটনা উপস্থিত হইয়া তাহার মনের গতি পরিবর্ত্তিত করিল। কয়েক সপ্তাহ মাত্র এই পৃথিবীতে বাস করিবার পর এক দিবস তিনি গৃহস্বামি-সমভিব্যাহারে নগরের বহির্ভাগে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। ভ্রমণ পথের পার্শ্বে একটী বৃহৎ আবেষ্টিত ভূমিখণ্ড দেখিতে পাইলেন। তিনি উহার উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করিলেন।

গৃহস্বামী বলিলেন, ইহা শ্মশান ভূমি। বিদেশীয় বলিলেন আপনার কথা বুঝিতে পারিলাম না। তাহার বন্ধু পুনর্ব্বার বলিলেন এস্থানে আমরা মৃত ব্যক্তিদিগকে দাহন করিয়া থাকি। বিদেশীয় বলিলেন আমি এখনও তোমার বাক্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি না। আমাদিগের গ্রহে এরূপ কোন স্থান নাই বোধ হইতেছে। ভদ্র মনুষ্য বলিলেন, বন্ধো! শীঘ্র কিম্বা বিলম্বে আমাদিগের সকলকেই মরিতে হইবে এবং এই ভয়ঙ্কর স্থানে শয়ন করিতে হইবে, ইহা যদি না জানেন তবে আপনি নিতান্ত অনভিজ্ঞ দেখিতেছি। যাহা হউক 'সকলকেই মরিতে হইবে' এই অবস্থাটী আমাদিগের যে নিতান্ত শোচনীয় তাহা অস্বীকার করিতে পারি না। যে গ্রহ হইতে আপনি আসিয়াছেন যদি সেখানে এ বিপদ্ না থাকে তবে আমি পরামর্শ দিতেছি দ্রুতবেগে সেই স্থানে প্রস্থান করুন্। নিশ্চয় জানিবেন এখানে থাকিলে মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ নাই এবং আমি এক ঘণ্টাকালও আপনাকে নিরাপদে থাকিবার আশা দিতে পারি না।

বিদেশীয় পুরুষ বলিলেন হায়! আমার ভাগ্য যেরূপ হইয়াছে তাহারই অনুবর্ত্তী হইতে হইবে। ইতি পূর্ব্বে ইহার মর্ম্ম বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু সবিনয় প্রার্থনা করি, এই আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনের কিছু স্বভাব ও ফলাফল আমাকে জ্ঞাত করুন্ এবং মনুষ্যের কত বয়সে ইহা সচরাচর ঘটে বলিতে আজ্ঞা হউক। এই কথা বলিতে বলিতে তাহার স্বরভঙ্গ হইল এবং সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তাহার বন্ধু এইরূপ দুর্লক্ষণ দর্শন করিয়া মৃত্যু বিষয়ক কথোপকথন পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইলেন এবং বলিলেন, আমি এ বিষয়ের অধিক জ্ঞাত নহি, ধর্ম্মযাজক দিগকে জিজ্ঞাসা করিলে সবিশেষ জানিতে পারিবেন। বিদেশীয় উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, সে কি! তবে আমি আপনার কথা বুঝিতে পারিতেছি না;—ধর্ম্মযাজকেরাই কি কেবল মরিয়া থাকেন?—আপনাকে কি মরিতে হইবে না? তাহার বন্ধু এ প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া তাহার জিজ্ঞাসু সহচরকে সত্বর একটী বৃহৎ মন্দিরে লইয়া গেলেন, এবং পুরোহিতদিগের উপদেশ শুনিতে অনুরোধ করিলেন।

আত্মার অমরত্ব এবং ইহ-জন্মের কৃতকর্ম্ম অনুসারে পরলোকে সুখ বা দুঃখ ভোগ করিতে হয়, এই কথা ধর্ম্মোপদেশক দিগের মুখে শুনিবা মাত্র তাহার মনে যেরূপ কষ্ট হইল, তাহার তুলনায় প্রথম মৃত্যু সংবাদজনিত যন্ত্রণা অতি সামান্য কিন্তু যখন শুনিলেন যে ইহ জীবনে কতক গুলি নিয়ম পালন করিলে চির সুখের অধিকারী হওয়া যায়, তখন তাঁহার মন বিষাদের পরিবর্ত্তে মহানন্দে পরিপূর্ণ হইল। কিন্তু যখন তিনি সেই নিয়ম গুলি অবগত হইবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইলেন, তখন যাজকেরা তাহার প্রতি আশ্চর্য্য ও ঘৃণা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।

তাঁহারা বলিলেন এখন যাহা পাইয়াছ তাহাতেই সন্তুষ্ট হও, অবশিষ্ট শিক্ষা কল্যকার জন্য রাখ। আগন্তুক উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন 'কি! আপনারা কি বলেন না, মৃত্যু যে কোন সময়ে হউক আসিতে পারে? ইহা কি এইক্ষণে আসিতে পারে না?

নিয়ম গুলি পালন না করিয়াই যদি আমাকে মরিতে হয়। তবে

আমার গতি কি হইবে। হা! এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও এই মহামূল্য সত্যদানে আর আমাকে বঞ্চিত করিবেন না।

যাজকেরা তখন ধর্ম্মশাস্ত্রের উপদেশ তাঁহাকে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। তিনি যখন জানিলেন যে নিয়মগুলি পালন করা যার পর নাই সুসাধ্য এবং সুখকর, তখন তাঁহার আনন্দের পরিসীমা রহিল না। আরও তিনি জানিলেন যে যদিও ধর্ম্ম সাধনে কঠোরতা সহ্য করিতে হয় পার্থিব জীবন ক্ষণিক, সুতরাং সে কঠোরতাও অল্পকালের নিমিত্ত।

সেই সময় হইতে বিদেশীয় ভাবি সুখের সোপান ধর্ম্ম-নিয়ম সকল পালনে কায়মনোবাক্যে যত্নশীল হইলেন। যদি কখন ভ্রম বা মোহবশতঃ একটী কর্ত্তব্য সাধনে ত্রুটী করিতেন, তিনি অকপট অনুতাপ পূর্ব্বক আপনার অপরাধ স্বীকার করিতেন। যখন লোকে তাহাকে কোন বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে অনুরোধ করিত, তখন তিনি এই একমাত্র উত্তর দিতেন—'হায়! আমাকে মরিতে হইবে, আমাকে মরিতে হইবে।'

কুমুদিনী নাটক।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

অন্তঃপুরস্থ এক গৃহ।

কুমুদিনীর প্রবেশ।

কুমু। পশিছে ভবনে, এবে, যত নিমন্ত্রিত
প্রতিবাসী কুলবালা, আত্মীয় স্বজন
সশিশু; উল্লাসে মাতি আনন্দ উৎসবে;—
যথা সন্ধ্যাকালে ক্রমে প্রকাশে বিমানে,
নক্ষত্র নিচয় সহ জোনাকি চঞ্চল।
বিবেকানুরোধে হায়! নারিব তুষিতে;

তেঁই ত্যজি শিষ্টালাপ, এনু এ বিজন
গৃহে। মুহূর্ত্তেক জন্য এবে লভি শান্তি,
যদিচ আসন্ন, হায়, কাল শান্তি হর!—
দেবী বলি ছাগ যথা, সম্মুখে শমন,
তবু ইচ্ছে করিবারে নৈবেদ্য ভোজন!
(উপবেশন—নেপথ্যে বাদ্যধ্বনি)
কাঁপিল হৃদয় মম এ উৎসব বাদ্যে;—
কাঁপে যথা গৃহবাসী উপায় রহিত,
শুনি দস্যুদলকৃত হুহুঙ্কার রব।
ইন্দ্রিয় বিষয়, মনোভাব অনুরূপ;
যার যথা ভাব, দেখে শুনে সে তদ্রূপ।
ভাবী ভয়ে ভীত মনে ভয় উপজিল,
আনন্দ ধ্বনিতে যাহে নাচিছে বালক
বৃন্দ মহোল্লাসে। বুঝি হইল সময়?
কি করি এখন?—কেন করিব কি আর?
পরাধীনা আমি, কিন্তু ইচ্ছা ত স্বাধীন;—
হেন স্বাধীনতা নারে কাড়িবারে কেহ!
হয় কি কখন কার্য্য ইচ্ছার বিরুদ্ধে?
নিশ্চেষ্ট হইব এবে জড়পিণ্ড মত।
নাড়ুক আমায় যার বল আছে যত॥

কমলিনীর প্রবেশ।

কমল। এই যে! হ্যাঁলা কুমুদ! তুই যে উপরে এসে একলা বসে রয়েছিস্? তোরে খুঁজে খুঁজে আমার পার নলি ছিঁড়ে গেল!

কুমু। এখন ত পেয়েছ, বস।

কম। বস্‌ছি ব্যানে———(বসিয়া) কিন্তু তোর কি আক্কেল লা? আজ তোর ছেলের ষষ্ঠী পূজো, কত আহ্লাদের দিন, পাঁচ জন ভদ্দর লোকের মেয়ে ছেলে আস্‌ছে! তুই কোথা তাঁদের আহ্বান করবি—না তোকেই তাঁরা দেখতে পান না!—"যার বে তার মনে নাই, পাড়া

পড়সীর ঘুম নাই!" তুই কি বন্, ছেলের মা বলে অহঙ্কারে ডুমুরের ফুল হয়েছিস্?

কুমু। আমি কি পৃথিবীতে একলা ছেলের মা, যে অহঙ্কারী হব?

কম। তেমনি ত দেখ্‌ছি লো!!—তুই মাটির মানুষ, তোর ত ঠ্যাকার নেই, তুই বুঝি গোলমাল ভাল বাসিস্ নে? তা আয়! আমরা দুজনে একটু গপ্পসপ্প করি। সকলে তয়ের্ হলে আমাদের ডাক্‌বে এখন।—হ্যাদে! তোর চেহারাটা যেন চাঁদে গেরোন্ লেগেচে!—কৈ বন্ সেই গেরোনের কথা আমায় বল্লি নি? আমি তোর চারুপাঠ পড়তে গেছিলাম, কিন্তু বুঝ্‌তে পারিনে বলে ফেলে রেখেছি।—ঐ তোদের পাড়ার সেই আমুদে মুরলা ঠাক্‌রুণ্ আস্‌ছেন, উনি আমার সঙ্গে মকর পাত্‌রেছেন।

মুরলা ঠাকুরাণীর প্রবেশ।

মুর। এই যে আমার মকরের সঙ্গে বউ গপ্প করছে! হ্যাঁলা বউ, আমি কি কেউ নই? হ্যাঁলো মকর কুমুদিনী কি তোর জন্যেই ফোটে?

কম। ফুল ফোটে কি এক জনের জন্যে?—তবে যদি কেউ না দেখে!

মুর। দেখ্‌ছি ত ভাই!—দেখ্‌লে ফোটে কৈ!

কুমু। (ঈষদ্ধাস্য করিয়া) বস ঠাকুরঝি।

কম। (ভূমিষ্ঠ হইয়া) পেন্নাম। কুমুদ স্যাবা দিলি নি?

মুর। (বসিয়া) ওযে বিস্কি! তা হোক্ আমি অম্‌নিই ওকে আশীর্ব্বাদ করি!—বৌ তোর আজ কি আনন্দ!

মনের মত বেটা ছেলে,
আদরে তায় কোলে ফেলে,
ওলো, মাই দিবি তার গালে।
মনের সাধে হাতে তুলি,
সকল দুঃখ কষ্ট ভুলি,
ওলো, চুমো খাবি তার ভালে!!

হলে সতী, পুত্রবতী, স্বামী সোহাগ বাড়ে;
—ওলো, স্বামী সোহাগ বাড়ে।
স্ত্রী প্রসূতি, দেখ্‌লে পতি, না যায় চখের আড়ে;
—ওলো, না চায় চখের আড়ে।।
শ্বশুর ঘরে, আদর বাড়ে, বিয়ে যবে পো;
—ওলো, বিয়ে যবে পো।
ঘর যুবতী, নব পোয়াতি, বড় সুখী লো।।
—ওলো, বড় সুখী লো।।
বাপ এসে, খাবে হেসে, বেয়ের বাড়ী লো;
—ওলো, বেয়ের বাড়ী লো।।
যবে বিধি, পুত্র নিধি, ঝি কে দেয় লো।
—ওলো, ঝি কে দেয় লো।।

কম। বেশ্ বলেছিস্, আমি যা মনে করেছিলাম তাই! তুই অনেক দিন বাঁচ্‌বি।—কুমুদ যে বড় কথা কচ্ছিস্ নে?

কুমু। কি কব?

কম। মুরলা কেমন বলেছে?

কুমু। রমণী লতার শোভা যে সন্তান-কুসুমলয়, তা চিরকালই প্রসিদ্ধ।

মুর। ভাই, আমাদের কেবল চখে কাণে সুখ?

কুমু। কেন?

মুর। তা বৈ কি! ছেলেত হয় নি, হবার যোও নেই। তা তোদের সুখ দেখে শুনেই আমরা সুখী হই।—তোর ত 'পাথরে পাঁচ কিল!' ছোট কর্ত্তার এক মাত্র ছেলের বৌ তুই, তায় তাঁকে পৌত্রের চাঁদ মুখ দেখালি! তিনি যে তোরে কি দিয়ে সন্তুষ্ট কর্‌বেন বলতে পারিনে।—

কুমু। (স্বগত) আমিও বলিতে পারি না!

মুর।—বলেচেন্ আজ এমনি খাওয়াবেন, যে গ্রামস্থ লোকদের অনেক দিন মনে থাক্‌বে।——

কুমু। (স্বগত) মিথ্যা নয়, এ ঘটনা মনে থাকিবে!

নেপথ্যে। খোকার মা কোথায়, খোকার মা কোথায় রে?

মুর। এই যে এখানে।

নেপ। ওখানে কি হচ্চে? বেলা বেড়ে যাচ্চে চণ্ডী তলায় যাবার জন্যে সকলেই প্রস্তুত, কিন্তু পোয়াতি নাকে তেল দে ঘুমুচ্চে!—শিগ্‌গির নেম্নে আস্‌তে বল, এক্ষনি।

কম। সত্যিত, কথায় কথায় ভুলে গেছি! চল চল নীচে চল।

(কমলিনী ও মুরলা দণ্ডায়মানা)।

মুর। বৌ বসে যে? আহ্লাদে উঠ্‌তে পারিস নে না কি?—নতুন ছেলের মা যেন বের কনে! লজ্জায় বেরোয় না, লোকের সাম্‌নে ছেলে কোলে করে মাই দিতে যেন বাধ বাধ ঠেকে; হাসি হাসি মুখ, কিন্তু হাস্‌তে লজ্জা হয়!

কম। কুমুদের ত হাসি হাসি মুখ নয়!

মুর। ও ঢাক্‌ছে।—নে ব্যানে, আর ঠাটে কাজ নেই চল যাই।

(সকৌতুকে কুমুদিনীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক উত্তোলন চেষ্টা।)

নেপ। তোরা আস্‌ছিস্ রে?

মুর। (উচ্চস্বরে) যাচ্ছি।——চল না বন্!

কুমু। আমি চণ্ডীতলায় যাব না।

কম। ওমা! সে কি গা?

মুর। ওমা! সে কি, সে কি, ষষ্ঠী পূজো করবে না?

কুমু। না।

কম। কেন ষষ্ঠী পূজোয় তোমার কি হলো? ছেলের কল্যেণ মান না?

মুর। পোয়াতি হলে ষষ্ঠী পূজো কর্‌তে হয় জাননা?

নেপ। এখনও এলিনি?

মুর। যাব কি! বৌ যাবে না!

নেপ। কেন? সে কি!

একটি বৃদ্ধার প্রবেশ।

বৃ। কি হয়েছে?—কৈ পোয়াতি কৈ?—চল্। এখন বসে রৈলি?

কম। ও ষষ্ঠী পূজো করবে না।

বৃ। করবে না ত কি?—ছেলে বিউতে পারে?

একজন পুরবাসিনীর প্রবেশ।

১ম পুর। উপরে এসে সব জটলা কর্‌ছ কেন? কর্ত্তা এসে আমাদের ধম্‌কে গেলেন—"তোমরা গুচ্ছির মেয়েতে জটলা করে কি গোলমাল কর্‌ছ, কখন কি হবে? চণ্ডীতলায় যেতে এত বিলম্ব কেন?"—আমরা ত সব প্রস্তুত, তাঁর বৌ এদিকে খোদার খাসি বসে রয়েছে!—ওঠ না বৌ।

মুর। বৌ ষষ্ঠী পূজো করবে না।

১ম পুর। আমি অনেকক্ষণ বুঝেছি!—ডাকুব সকলকে?—এই যে ওর বাপের বাড়ীর সব আস্‌ছে।

একজন প্রতিবাসিনীর প্রবেশ।

১ম প্রতি। "যে যায় লঙ্কায়, সেই হয় রাক্ষস।" উপরে এসে কেউ আর নাব্‌তে চায় না!

কম। ব্যাপারটা কি দেখ না।—কুমুদ ষষ্ঠি পূজো করবে না।

১ম প্রতি। কর্‌বে বৈ কি!—এস ত মা! তোর মা নীচে রয়েছেন, তোকে ডাক্‌ছেন্।—উঠ্‌লি নে?

১ম পুর। ও তেমন মেয়ে নয়, বড় ঢ্যাঁটা!

কম। (জনান্তিকে) ছি কুমুদ! লোকে কি বল্‌ছে! ঐ দেখ সকলে তোর তামাসা দেখ্‌তে আস্‌ছে!

কতিপয় পুরবাসী ও প্রতিবাসীগণের ক্রমে ক্রমে প্রবেশ।

(একে একে কুমুদিনীকে বেষ্টন)

বৃ। (কুমুদিনীর হস্ত ধরিয়া) নক্সী মা আমার, চল ত!—(হস্ত ছাড়িয়া) আঃ যেন শেকড় গেড়ে বসেছে! আমার সাধ্যি নয়!

২য় পুর। ওকি লা বৌ! পেটে পোয়ে যা নেম্‌টেম্ না করিছিস,

নেই করিছিস্, কেউ ত দেখ্‌তে আসে নি!—এখন পাঁচ জনের সামনে আমাদের অপমান করিস কেন?—লোক হাসাস্‌নে!

কম। তোমায় কিছু কর্‌তে হবে না, আমাদের সঙ্গে যেতে তোমার কি হয়?

২য় পুর।———এ কি দেখি হায়!

কখন যে মেয়ে নাহি করেছে উত্তর
কিছু ছেলে কালে বাপ মায়ের কথায়।
করেছে সুখ্যাতি সবে বলি "শান্ত মেয়ে"।
বিবাহ অবধি যবে এসেছে এ পুরে,
শুনি নাই উচ্চ কথা কভু এর মুখে।
আজি দেখি বিপরীত, লাজবতী এবে
জলাঞ্জলি দিয়ে লাজে, হাসাইছে লোক!
অশোক বনের সীতা, প্রশান্ত সুশীলা,
মায়ার প্রভাবে বুঝি হইল রাক্ষসী!
একি মায়া হায়!———

২। একে যেন ভূতে পেয়েছে! লজ্জা নেই, ভয় নেই, আবার জোর দেখ উঠান যায় না!

মুর। সত্যি বৌ মায়ায় বদ্‌লে গেছে, ওকে ভূতেই পেয়েছে।

এ মায়া নাহিক ছাপা, জানি এ কি ভূত চাপা,
—ব্রহ্মদৈত্য করেছে আশ্রয়!
নাস্তিক ইহার পতি, তাহার আদেশে সতী,
হয়েছে অবাধ্য অতিশয়॥
নহিলে এ শান্ত মেয়ে, লজ্জার মাথাটি খেয়ে,
করিত কি হেন আচরণ।
দুধেতে তেঁতুল দিলে, থাকে কি গুণ দৈ হলে?
হয়েছে বৌ বদল তেমন॥

১ম পুর। স্বামীর সব কথা কি শুন্‌তে হয়? স্বামী যদি পাগল হয় স্ত্রীকে কি তার কথা শুন্‌তে হবে?—যদি পুরুষের সব কথা মেয়ে মানুষে

শুন্‌ত, সংসার এত দিনে ওলট পালট হতো।—যে মেয়ে মানুষের লজ্জা ভয় নেই, তার বাঁচলেই কি আর মলেই বা কি?

মুর। ওর ত স্বামীর ভাত খেতে হবে না, ওর এত স্বামীর খোসা-মোদে দরকার কি?—রাজা শ্বশুর! এমন রাজ সংসারে বিয়ে হলে কি আমাদের এত ভাবনা হতো!

২য় প্রতি। যাবিনা? (সক্রোধে)

ওমা! এমন মেয়ে ত কখন দেখিনি!—

করিলি খাঁকারী তুই হেন হীন কাজ
ভূভারতে, যাহা হয় নাই কভু হিন্দু
কুলে! এ পবিত্র কুলে পাড়িলি কলঙ্ক,
তুই কলঙ্কিনী। হয়ে কুলবালা
হাঁসাইলি লোকে নির্লজ্জ বেহায়ী!
হাঁসিবে জগতে শুনি তোর রে এ রীতি,
কালামুখী সর্ব্বনাশী নারী হতচ্ছারী!
মা বাপের মুখ, হায়, উজলে সন্তান
হতে; রে কুল অঙ্গারী! তো হতে হইল
তাঁদের মস্তক হেঁট। নচ্ছারী চলানী।
করিলি কুকীর্ত্তি, দেখে নাই শুনে নাই
কেহ হেন পাপ কলিযুগে! রে যবনী!
উড়ালি কুকীর্ত্তি ধ্বজা তুই!

১ম প্রতি।———হায় বিধি!———

কেন রে গড়িলি দুষ্টে—পাপের কলসি?
হায়! আগে থেকে যদি জানিত, এ মেয়ে
করিবে এ কীর্ত্তি, খাইয়ে লবণ
ফেলিত মারিয়ে এরে আঁতুড়ে অমনি!
কার ইচ্ছা দেখিবারে হায়! হেন পোড়া
মেয়ের আনন?—মান সম্ভ্রম সকল
গেল যাহা হতে—মরণ ভাল রে তার।

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

নেপথ্যে। (ক্রোধ ও আস্ফালনের সহিত) কি? এত বড় আস্পর্দ্ধা যাবে না?——আজ দেখ্‌বো ও কেমন মেয়ে!

কম। (সভয়ে) কুমুদ! ঐ তোর শ্বশুর রেগে হুম্‌কে আস্‌ছেন! চল না বন্!—তোর ভয় নাই লা? আমাদের বুক কাঁপছে।

(নেপথ্যে দ্বার জানালার ঝনঝনি শব্দ)

মুর। আশ্বিনে ঝড়ের মত কর্ত্তা রেগে উপরে আস্‌ছেন! তুই আমাদের মাথা খেলি!

কর্ত্তার প্রবেশ।

কর্ত্তা। (গৃহ দ্বারে দাঁড়াইয়া) আস্তে আস্তে এক্ষণে বাহির হও মা! নয় ত অপমান হবে।

(সত্রাসে স্ত্রীলোকেরা সম্মুখ হইতে অপসৃত ও কতিপয় কুমুদিনীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক আকর্ষণ)।

সর্ব্বনাশ করিলি! এখনও বেরো।

কর্ত্তা। কি? এত বড় আস্পর্দ্ধা মেয়ে মানুষের! দেখ্‌ব কেমন—

(গৃহ প্রবেশোদ্যত ও কতিপয় স্ত্রীলোক দ্বারা প্রতিরোধিত)।

—ভাল চায় ত এখনি বাহির হউক, ভাল কথায় বাহির হউক।

মুর। (জনান্তিকে) যাবি না?—পাহাড়ে মেয়ে!

কর্ত্তা। বেরুচ্ছে না বটে? (গৃহ প্রবেশোন্মুখ।)

মু। না না এই যাচ্ছে—এই যাচ্ছে।—বেরোনা মা!

কর্ত্তা। বেরোয় কি না দেখি, কি! ছেলের বৌ হয়ে আমার এত অপমান করে? আমার কথা তুচ্ছ জ্ঞান?—

(গৃহ প্রবেশ ও কুমুদিনীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক গল দেশে হস্ত প্রদান।)

সকলে। কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! বৌমার গায়ে হাত দেবেন না, গায়ে হাত দেবেন না!

(কর্ত্তার প্রতিরোধে গমন ও তদঙ্গ সঞ্চালনে আহত ও অপসৃত।)

কর্ত্তা।—মারবে না, 'যেমন কুকুর, তেমনি মুগুর, আঃ কেটে ফেল্লে ও রাগ যায় না। (কুমুদিনীকে গলদেশে হস্ত প্রদান পূর্ব্বক গৃহ বহিষ্করণ।)

(কমলিনী ও মুরলা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।)

কম। (দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া) আমার বুক কেমন করছে, কেনই যায় এলেম!—ওর মা বেশ্ করেছে, নীচে থেকে বাড়ী পাল্‌য়েছে।

মুর। ভাই, আমি যে খণ্ডা মেয়ে, আমারও হাত পা পেটের ভিতর সেঁদিয়ে গেছে!

কম। মেয়ের ত কম সাহস নয়, যেন পাহাড়! কোট ত কম নয়! কিন্তু কর্ত্তাও কম নন।

মুর। যেমন বুনো ওল, তেমনি বাগা তেঁতুল!

নেপথ্যে। যেখানে দাঁড়িয়ে সেখানে?—শ্যাল কুকুরের মত তাড়িয়ে নে যাই চল!

কম। ভাই! আবার ধাক্কা মারছেন, কর্ত্তাও ত কম নন?—(কাঁদ কাঁদ) আহা বনের কোমল অঙ্গে ওর মাও কখন মারে নাই—(ক্রন্দন) আহা চোরকেও এমন ব্যাভার করে না! সবে আঁতুড় থেকে উঠেছে তার উপর এই?—(অশ্রু মোচন করিয়া) এখন ওর ব্যামো না হলে বাঁচি।

মুর। কর্ত্তার বৌকে মারাটা ভারি অন্যায় হয়েছে—মেয়ে মানুষকে মারতে নেই—তা কি করবে? রাগ চণ্ডাল! বৌ যে কাণ্ড করেছে এতে কি রক্ত মাংসের শরীর চুপ করে থাকতে পারে?

কম। (সজল নয়ন) নয় ষষ্ঠী পুজো নাই করতো, তাই বলে কি চোরের সাজা!—ওর ছেলের কল্যাণ ও যদি না চায়।—

মুর। তা ভাই অপমান ত কর্ত্তার হলো।

নেপ। যাচ্ছে ত?—আমার কপছে বেহ্মগিরি! মারের চোটে ভূত পালায়।—আর সেই সকল অনিষ্টের মূল, সকল ভিট্‌কিলিমীর গোড়াচ্ছে ছেলেটা কোথায়? আজ তাকে এমন শিক্ষা দেব, যে হয় সে বেহ্ম নাম মুছে ফেলিবে, নয় আমি আঁটকুড়ো হবো। আমার ত অপমান হয়েইছে, নয় গোঁয়ার বলে নিন্দে হবে? এ পোড়া মুখ কোন লজ্জায় লোককে দেখাই?—আমার মনের সাধ মিট্‌লো না, তা সেই কালা-মুখোর রক্তে মেটাইগে!

সামনে

মুর। শুন্‌লে ভাই আবার খোকার বাপের উপর কি হয়। স্পর্দ্ধা!

কম। কর্ত্তা ত দালান থেকে গেলেন, তা চল আমরা যমপুরে এক দণ্ড থাক্‌তে সাধ নেই!

(নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি।)

মুর। ঐ যে সব যাচ্ছে। চল চণ্ডীতলায় কি হয় দেখি গে।

কম। আমি অমনি ওখান থেকে বাড়ী পালাব।

(উভয়ে প্রস্থান।)

ইতি প্রথমাঙ্ক—দ্বিতীয় দৃশ্য।

নূতন সংবাদ।

গত ৩রা ভাদ্র যে সূর্য্য গ্রহণ হইয়াছিল, শোলাপুরে প্রায় সর্ব্ব-গ্রাস হইয়াছিল। ঐ স্থানে অনেক গুলি তারা দেখিতে পাওয়া যায়। জীবজন্তু সকল ভয় পাইয়া লুকাইবার চেষ্টা পায়। বিজয়পুরে সম্পূর্ণ অন্ধকার হইয়াছিল। এমন কি কেহ কাহার মুখ দেখিতে পান নাই। ঐ সকল স্থানে গ্রহণের সময়ে মেঘ ছিল না। সূর্য্য গ্রহণ কি কারণে হয়, আমাদিগের অধিকাংশ পাঠিকা তাহা বামাবোধিনী ও চারুপাঠ ইত্যাদিতে পাঠ করিয়া থাকিবেন। যাঁহারা ইহার কারণ অবগত নহেন, উল্লিখিত প্রকার কোন পুস্তক তাহা পাঠ করিবেন। সংক্ষেপে এই বলা যাইতে পারে যে সূর্য্য ও পৃথিবী মধ্যে চন্দ্র সমসূত্রপাতে উপস্থিত হইলে সূর্য্য চন্দ্র কর্ত্তৃক ঢাকা পড়ে তাহাতে সূর্য্য গ্রহণ হয়। আমাদের দেশে যে রাহুতে গ্রাস করে বলে তাহা বস্তুতঃ রাহু বলিয়া কোন পদার্থ নয়, ছায়াকে রাহু বলা হয়।

Printed at J. G. Chatterjea & Co's Press. No. 34, Amherst Street.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৬২ সংখ্যা | আশ্বিন, বঙ্গাব্দ ১২৭৫ | ৪র্থ ভাগ

বীজের অঙ্কুরোৎপত্তি।

একটী মটর কলাই আর হাঁসের ডিম একই প্রকার বস্তু, বিজ্ঞান শাস্ত্র যাহারা জানে না একথা শুনিলে তাহারা ভারি আশ্চর্য্য হয়। ফলতঃ ইহাদের গন্ধ কিম্বা স্বাদ যে এক রকম তাহা নয়, কিন্তু ডিমের খোলার ভিতর যেমন গঠন ও কারিকুরি আছে, কলাইয়ের খোসার ভিতরেও ঠিক্ সেইরূপ দেখাযায়।

ডিমের মধ্যে হরিদ্রা রঙের কুসুম আছে, তাহার উপরিভাগে ভাবী পক্ষীর অঙ্কুর সঞ্চার হয়, এবং এক প্রকার শাদা পদার্থ তাহার চারিদিকে বেড়িয়া থাকে। ডিম যখন হইতে ফুটিতে আরম্ভ হয়, তখন হইতে ঐ শাদা পদার্থ পক্ষীর ছানাকে আহারদিয়া বর্দ্ধিত করে, ক্রমে ক্রমে মজ্জা রক্তস্থলী, পাকস্থলী এবং পালকের সঞ্চার হইতে থাকে। প্রথম দিন হইতেই কুসুমের উপরে রক্ত-প্রণালী অর্থাৎ নাড়া সকল সরু জালের সূতার ন্যায় বিস্তারিত হয়। যত দিন গত হয়, ততই সেই শাদা পুষ্টিকর পদার্থ এই সকল রক্তপ্রণালীতে মিসিয়া যায় এবং হাড় মেদ উৎপাদন করে। অবশেষে ২০।২১ দিনপরে যখন পক্ষিশাবক ডিম হইতে বাহির

PAGE CONTAINS TWO COLOUR

হইবার চেষ্টা করে, তখন সমুদায় কুসুম অর্থাৎ রক্তবর্ণ ভাগটী তাহার শরীরে জমিয়া যায়, এবং যে পর্য্যন্ত খুঁটিয়া খাইতে শিক্ষা না করে, সে পর্য্যন্ত তাহার পুষ্টি সাধন করিয়া থাকে। ইহাতে সৃষ্টি কর্ত্তার কি অপার জ্ঞান, কৌশল ও দয়া প্রাকাশিত হয়।

কলাইয়ের বিষয়ও ঠিক এইরূপ। যদি সাবধানে আমরা মটরের খোসাটী ছাড়াইয়া ফেলি, ভিতরে কাণ চক্ষুর মত একটী অংশ দেখিতে পাই, ইহাই ভাবী বৃক্ষের অঙ্কুর। মটরের দুই দল অথবা দাল যেখানে মিলিয়াছে, ইহা ঠিক্ সেইখানে অতি সুন্দররূপে স্থাপিত। এই দুই দল ক্ষুদ্র অঙ্কুরের আহার। ডিমের শাদা ও রাঙা পদার্থের ন্যায় ইহাই মটরের সার, ইহাতে গুঁড়া চিনি ও এক প্রকার আঠা আছে, পাক করিলে উত্তমরূপে আহার হইতে পারে কিন্তু এখানে তাহার প্রয়োজন দেখা যায় না। যে মূল পদার্থ বৃক্ষাদিগকে পোষণ করে, তাহাই আবার পক্ষী ও মনুষ্যদিগকে বর্দ্ধন করিয়া থাকে, কিন্তু ভাল পাক না হইলে পক্ষী ও মনুষ্যের রুচি হয় না, এই জন্য জগদীশ্বর তাহার অন্যরূপ আকার করিয়া দেন। মটরের অঙ্কুর তত সৌখীন নয়, মোটা মুটি আহারেই বর্দ্ধিত হয়। মাটীতে পুতিবা মাত্রই তাহাতে তাপ ও রস লাগিয়া আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া দেয়। তখন শুষ্ক নির্জ্জীব কলাই উৎসাহিত হইয়া উঠে, উত্তাপ তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া মটরের দুটী দলকে পৃথক করিয়া ফেলে, এবং তাহারা রসপূর্ণ দুটী বাটীর ন্যায় হইয়া যায়। অঙ্কুরে আর এক প্রকার আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। অঙ্কুরের ছিদ্র সকলের মধ্যে জীবনীশক্তি প্রবিষ্ট হইয়া দল হইতে আহার যোগাইয়া তাহাদিগকে পুষ্ট করে, বীজ ভাঙ্গিয়া একদিকে শিকড় ও অন্যদিকে পত্র বহির্গত হয়। ডিম ভাঙ্গিয়া যেমন পক্ষিশাবক বাহির হয়, ইহা ঠিক্ তাহারই মত, শিকড় সকল শাখা প্রশাখা সহিত মাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া আহার অন্বেষণে ধাবমান হয় এবং পত্র ঊর্দ্ধমুখ হইয়া যেন সূর্য্য দেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অগ্রসর হইতে থাকে।

ধাত্রী বিদ্যা।

ধাত্রীবিদ্যার অধ্যাপক ডাক্তর সিম্‌সন সাহেব স্বাভাবিক প্রসবের যে সমুদয় নিয়মবদ্ধ করিয়াছেন তাহা যথাক্রমে নিম্নে লেখা যাইতেছে।

প্রসবের প্রথম অবস্থা।

১ম। প্রসূতির গর্ভ, প্রসব বেদনা, শিশুর আকার ও অবস্থিতির স্থান পরীক্ষা দ্বারা নির্দ্দেশ করিবে।

২য়। এ অবস্থায় বারম্বার পরীক্ষা বিধেয় নহে।

৩য়। প্রসব বেদনার সময়ই পরীক্ষার উপযুক্ত।

৪র্থ। এ অবস্থায় গর্ভবতীকে একস্থানে আবদ্ধ করা উচিত নহে।

৫ম। গর্ভিণীর মল মূত্র পরীক্ষা করিবে।

৬ষ্ঠ। প্রসূতিকে মধ্যে মধ্যে লঘুপাক অথচ পুষ্টিকর খাদ্য ভক্ষণ করিতে দিবে।

৭ম। যে গৃহ শীতল ও প্রশস্ত, যাহাতে বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চারিত হয়, সেই গৃহই সূতিকাগারের উপযুক্ত।

৮ম। যাহাতে প্রসূতি শারীরিক বা মানসিক কষ্ট না পায় এরূপ চেষ্টা করিবে।

৯ম। এই প্রথম অবস্থাতে বমনেচ্ছা, বমন ও অবসন্নতা হইলে, তাহা নিবারণ করিতে চেষ্টা করিবে।

দ্বিতীয় অবস্থা।

১ম। প্রসূতির গৃহ ও অবস্থিতি সম্বন্ধীয় যাহা কিছু প্রথম অবস্থায় বলা হইল সে সমুদয় গুলি এ অবস্থাও করনীয়।

২য়। "পান মুচি" ভাঙ্গিবার পরক্ষণেই পরীক্ষা বিধেয়।

৩য়। শিশুর মস্তকের অগ্রসর নির্ণয় করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে পরীক্ষা করা উচিত।

৪র্থ। পৃষ্ঠে বেদনা বা পদ দ্বয়ে আক্ষেপ হইলে, শীঘ্র নিবারণ করিবে।

৫ম। গুহ্য প্রদেশ রক্ষার আবশ্যকতা।

৬ষ্ঠ। শিশুর মস্তক নির্গত হইলে, নাভি নাড়ী গলদেশে জড়াইয়া আছে কি না পরীক্ষা করিবে; যদি থাকে তবে শিথিল করিয়া দিবে।

৭ম। শিশুর মস্তক নির্গমনের পর অবশিষ্ঠ শরীর বাহির করিবার জন্য হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে। স্বভাবের উপর নির্ভর করাই ভাল।

৮ম। শিশুর স্কন্ধদেশ বহির্গত হইবার সময় গুহ্যদেশ রক্ষা করিবে।

৯ম। শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে তাহাকে প্রসূতির নিকট রক্ষা করিবে।

১০ম। পেটের উপর হাত দিয়া পরীক্ষা করিবে——

(ক) জরায়ু মধ্যে দ্বিতীয় শিশু আছে কি না।

(খ) জরায়ু সঙ্কোচ হইতেছে কি না।

১১শ। নাভি নাড়ীর দুইদিকে দুইটী গির বাঁধিয়া মধ্য ভাগ ছেদন করিবে।

তৃতীয় অবস্থা।

১ম। দশ পনের মিনিট অপেক্ষা করিয়া দেখিবে যে ফুল আপনা আপনি নির্গত হয় কি না।

২য়। ফুল জরায়ু মধ্যে কি বাহ্য জনন ইন্দ্রিয় দ্বারে, তাহা পরীক্ষা দ্বারা নির্দ্দেশ করিবে।

৩য়। যদি ফুল বাহ্য জনন ইন্দ্রিয়ের মুখে আসিয়া থাকে, তবে আস্তে আস্তে অঙ্গুলী দ্বারা বাহির করিবে।

৪র্থ। ফুল বাহির হইলে তাহা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিবে যে কোন অংশ জরায়ু বা বাহ্য জনন ইন্দ্রিয়ের মধ্যে আছে কি না।

আনুসঙ্গিক কর্ত্তব্য।

১ম। পেটের উপর বন্ধনি জড়াইয়া দিবে।

২য়। বাহ্য জনন ইন্দ্রিয়ের মুখে একখান নেকড়া দিবে।

৩য়। প্রসবের পর অন্যূন এক ঘন্টাকাল প্রসূতির গৃহে থাকা উচিত।

৪র্থ। প্রসূতিকে পরিত্যাগ করিয়া গৃহে যাইবার পূর্ব্বে নিম্নের বিষয় গুলির প্রতি দৃষ্টি করিবে।——

(ক) জরায়ু সম্পূর্ণ রূপ সঙ্কোচ হইয়াছে কি না।

(খ) রক্ত অধিক নিঃসৃত হইতেছে কি না।

(গ) কোন প্রকার শারীরিক বেলক্ষণ্য আছে কি না।

৫ম। প্রসূতির গমনাগমন বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হওয়া উচিত।

৬ষ্ঠ। যদি প্রসূতির মূর্চ্ছা, রক্ত স্রাব বা কোন প্রকার বেদনা উপস্থিত হয়, তবে পুনরায় সংবাদ পাঠাইবার কথা বলিয়া যাওয়া উচিত।

——০——

এইসকল স্বর্ণময় নিয়ম গুলি এত উপকারী যে কেবল মাত্র এই গুলি স্মরণ থাকিলে সুন্দর রূপ ধাত্রীর কার্য্য নিষ্পন্ন করা যাইতে পারে।

কুমুদিনী নাটক।

তৃতীয় দৃশ্য।

চণ্ডীতলার পথপার্শ্ববর্ত্তী উদ্যান।

অম্বিকা ও প্রতাপের প্রবেশ।

অম্বি। তোমায় ত কিছু বলবে না ভাই?

প্রতা। আমায় কেন? আমিত ব্রাহ্ম নই!

অম্বি। তুমি যে বৌয়ের গুরু!

প্রতা। আমিত তাঁহাকে ব্রাহ্মধর্ম্ম শিখাই নাই। আগে আগে কিছু পড়া বলে দিতাম বটে, কিন্তু তাও কর্ত্তার অগোচরে। আর অনেক দিন অবধি ঐ পড়ানতেও ক্ষান্ত দিয়াছি।

অম্বি। তোমার এত ভয়ে ভয়ে লুকিয়ে পড়াতে যাওয়ার প্রয়োজন কি ছিল?

প্রতা। রোদ্দুর বৃষ্টি খেয়ে লোকে মাছ ধরে কেন?

অম্বি। হাতের সুখ।

প্রতা। আমারও পড়াবার সুখ।——ভাই এরূপ ছাত্রী কোন শিক্ষকেরই ভাগ্যে ঘটে না! যেমন স্মৃতি তেমনি মেধা!

কভু শুনিয়াছে যাহা, সেই বুদ্ধিমতী—
শিখিতে নূতন সত্য সদা তার মতি,
রাখে মনে সযতনে না ভুলি তাহায়;
রাখে যথা,——আহা, সুখী যে শিখায় তায়!—
মুষ্টি ভিক্ষা, দীন ভিক্ষু, ঝুলির ভিতর।
একবার মাত্র তার মন অভ্যন্তর
পশে যে প্রসঙ্গ, নারে পলাতে কখন;
বেদের আঠায় বাঁধা বিহঙ্গ যেমন।

বুদ্ধি তার চমৎকার, দুর্ব্বোধ যে স্থল
বুঝে সে অমনি, পেয়ে ঈষারার বল;
স্পর্শ মাত্র লাগে যাথা করাতিয়া কল।

অথবা যেমতি ফাটে, আঙুলের ঘায়,
দোপাটীর পরিণত বীজকোষচয়।

অম্বি। ভাল! তোমায় লুকিয়ে যাইতে হইত কেন?

প্রতা। তুমি কি জান না, তোমাদের জাতিরা লেখাপড়া অনাবশ্যক বিবেচনা করেন। তাঁহারা মনে করেন, বালকেরা দুই একটি অঙ্ক শিখিলে ও যৎকিঞ্চিৎ লিখিতে পারিলেই ব্যবসায়ের যোগ্য হইবে এবং তাহাই যথেষ্ট। বিশিষ্টরূপ বিদ্যাশিক্ষা বিশেষতঃ ইংরাজী বিদ্যা শিক্ষা অনিষ্টকর বিবেচনায়, তাহার প্রতি বরং বিরাগ প্রকাশ

করেন। তাঁহাদের বোধে ইহাতে ব্যবসায়ের প্রতি অমনোযোগ হয় এবং ধর্ম্মত্যাগও সম্ভাবনা যদি ** বাবুরা মনোযোগ না করিতেন, আমাদের এই যৎসামান্য বাঙ্গলা আদর্শ বিদ্যালয়ের শ্রী থাকিত না। তাঁহারাও যাহাতে ইংরাজী শিক্ষা ত্যাগ করেন, তাহার জন্য অনেক চেষ্টা হইত, কিন্তু তাঁহাদের কেহ নিষেধ করিতে পারেন নাই। স্ত্রীলোকের লেখা পড়ার ত কথাই নাই।—"তাহারা কি, পাগড়ী বেঁধে চাকরী করবে"?——এই সকল ভাব ছোট কর্ত্তারই অধিক, তিনিই সকল অপেক্ষা বিদ্যাবিদ্বেষী। এই জন্য তাঁহাকে গোপন করেই স্ত্রীলোকদিগকে লেখা পড়া শিখিতে হইত।

অম্বি। বরাবর কি এই রকম লুকিয়ে পড়া হত? কর্ত্তা কি জানতেও পারেন নাই?

প্রতা। তিনি কিছুকাল পরে জানিতে পারিয়া বরং উৎসাহ দিয়াছিলেন।

অম্বি। সে কি?

প্রতা। অল্পদিন গোপনে লেখা পড়া শিখিয়া কুমুদিনী নিয়মিত রূপে স্বামীকে কলিকাতায় পত্র লিখিতে আরম্ভ করিলেন। একদিন তাঁহার লিখিত পত্র দৈবাৎ কর্ত্তার হস্তে পড়াতে তিনি তাহার শিরোনাম লেখা দেখিয়া বলিলেন "বৌমা এমন সুন্দর লিখিতে শিখিয়াছেন!" কখন কখন প্রাতে বা রাত্রিতে শয়নাগার হইতে তাঁহার পড়া শুনিতে পাইয়া বলিতেন "বৌমা ত বেশ্ পড়েন।" প্রাচীনেরা মনে করেন স্ত্রীলোকেরা বিদ্যা শিক্ষা করিলে বিলাসী অহঙ্কারী ও প্রগল্‌ভা হইয়া উঠে। কিন্তু বৌএর বিদ্যার্জ্জনের সহিত সুশীলতা দর্শনে বিদ্যাবিদ্বেষী ছোটকর্ত্তাও সন্তুষ্ট হইলেন এবং আপনার কন্যাদিগকেও বৌমার ন্যায় পড়িতে বলিতেন। তদবধি মেয়েরা সকলেই উল্লাসিত হইয়া বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করিল। তাঁহারা চিরাভ্যস্ত দিবসনিদ্রা পরনিন্দা ও সামান্য বিষয়ের বৃথা আলোচনা পরিত্যাগ করিলেন।

অম্বি। এখনও কি সকলে পড়ে?

প্রতা। না প্রায় সকলেই বিদ্যাচেষ্টা ত্যাগ করিয়াছেন। কেবল দুই একটি, বৌএর অনুরোধে ও সাহায্যে পড়ে।

অম্বি। কৈ এখনও ত মেয়েরা চণ্ডীতলায় এল না! তাহাদের কত পরে আসিয়াও আমরা এত পূর্ব্বে উপস্থিত! তাহারা কি আমাদের কাছে চলিতে পারে?

প্রতা। তাহাদের বিলম্ব হবেইত। বোধ হয় পথে পথে প্রতিবাসিনীদের সহিত এই আশ্চর্য্য ব্যাপারের পরিচয় দিতে দিতে আস্‌ছে। তাদের আসিতে আরও বিলম্ব আছে, ততক্ষণ এস গল্প করি।

অম্বি। চলনা চণ্ডীতলায় যাই।

প্রতা। না, এস্থল বেশ নির্জ্জন! তাহারা নিকটে আসিলে আমরা সেথায় যাব এখন।

অম্বি। ভাল। তবে ঐ মেয়েদের পড়ার ধুম টা গেল কেন?

প্রতা। ভাই! চারুপাঠ ও অক্ষয়দত্তের অন্যান্য পুস্তকের মত পড়িয়া কুমুদিনীর স্বদেশীয় নানা প্রথাকে কুসংস্কার বলিয়া ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা হইল। অবলাসুলভ সরলতা ও নির্ব্বুদ্ধিতা প্রযুক্ত তিনি যাহা পড়িলেন সত্য বলিয়া বুঝিলেন, তদনুসারে কার্য্য করিতে সচেষ্ট হইলেন। তাহাতে তিনি পুরবাসীর নিকট স্বেচ্ছাচারিণী নাম প্রাপ্ত হয়েন। মৎস্য মাংসাহার শরীরের নিতান্ত প্রয়োজন নহে, পরন্তু দয়াদি ভাবের বিপরীত ও জিঘাংসা বৃত্তির উত্তেজক, অক্ষয়দত্তের পুস্তক পাঠে ইহা স্থির করিয়া তিনি মৎস্য ত্যাগ করিলেন।

অম্বি। তার পর।——

প্রতা। তার পর, সধবা স্ত্রীলোক নিরামিষাহারী দেখাতে সকলে রুষ্ট হইয়া তাঁহার শ্বশুরের কর্ণগোচর করিল। কর্ত্তা একদিন দাঁড়াইয়া থাকিয়া, তাঁহার ভোজন পাত্রে মৎস্য দেওয়াইলেন; কিন্তু তিনিও চলিয়া গেলেন, মৎস্যও পড়িয়া রহিল। এই সময় বিদ্যাশিক্ষার উপর আবার হতাদর ও পীড়ন আরম্ভ হইল। কিন্তু সেই

অসামান্য অধ্যবসায় সম্পন্না রমণী নির্জনে রাত্রি জাগরণ পূর্ব্বক অভিধানের সাহায্যে পড়িতে লাগিলেন।

অম্বি। তার পর।—

প্রতা। স্বামীর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকাদি গৃহে পাইয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন, ও স্বীয় পতির পত্র দ্বারা উৎসাহ পাইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম শিক্ষা করিলেন এবং আচরণেও এক প্রকৃত ব্রাহ্মিকা হইয়া উঠিলেন। ইহাতে কর্ত্তা সাতিশয় কুপিত ও দুঃখিত ছিলেন। এই ঘটনায় দেখিলেন যে তাঁহার পুত্র যেরূপ অবাধ্য বৌমাও তদ্রূপ।

অম্বি। আপনাপনি পুস্তক পড়িয়া ব্রাহ্ম হইয়া পড়িল।—বই পড়ে যদি ব্রাহ্ম হত, তা হলে যত স্কুলের ছাত্র সব ব্রাহ্ম হয়ে যেতো। আমরা ত ওসব বহি পড়িয়াছি, তবে ব্রাহ্ম হইনা কেন?

প্রতা। আমরা কি ও সব মত জানি না, না আমরা সত্য সত্য হিন্দুধর্ম্ম মানি? আমরা এক পরমেশ্বর মানি, একজন যে হোক সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন। কিন্তু চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তাঁর উপাসনা করে কি হবে! ক্ষুধার সময় অন্ন চেষ্টা না করিয়া তাঁহাকে ডাকিলে কি ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়? তিনি যা নিয়ম করে দিয়েছেন, তদনুসারে চলিলেই সুখী হওয়া যায়। আর সামাজিক কার্য্য সামাজিক নিয়মেই করা উচিত, তাহাতে এমত সেমত করে গোল কর্‌লে কেবল অমঙ্গলই হয়। দেখনা ষষ্ঠীপূজাতে কত গোলোযোগ। লোক দেখান দুটো ফুল ফেলিলে কি লোক পচে যায়। আমরা মানি, কিন্তু বড়াই কর্‌তে চাই না।

অম্বি। ব্রাহ্মেরা বলেন উহা কপটতা, ভণ্ডতা —জঘন্য পাপ।

প্রতা। ব্রাহ্মেরা কি কপটতাচরণ করেন না?

অম্বি। সত্যইত তাঁহারা ধুতিচাদর পরেন কেন? ভাত খান কেন?

প্রতা। ওদের যখন যার প্রতি যে ভাব হয় তাহা কি স্পষ্ট

প্রকাশ করেন? যখন যা মনে ভাবেন কথায় কি ব্যক্ত করেন? ভিতরে একটা বাহিরে একটা থাকেই থাকে। পাগলেরাই যখন যাহা ভাবে তাহা প্রকাশ করে। পশুরাই যখন যাহা ইচ্ছা তাহা করে। অন্তর ও বাহ্য সম্পূর্ণ ঐক্য হইলে সভ্যতা থাকে না। অতএব এরূপ অকপটতা অসভ্যতা ও পশুভাব।

অম্বি। যখন ভিতর আর বাহির দুইটার প্রভেদ আছে, তখন মনুষ্যের আচরণে দ্বিভাব থাক্‌বেই থাক্‌বে। ভাই! পরকাল, আত্মা, ঈশ্বর কেহ কখন দেখে নাই, আছে কি না আছে কে জানে! ব্রাহ্মেরা সেই অনুপস্থিত আশায় উপস্থিত সুখ ত্যাগ করিয়া কি মূর্খের মত কাজ করে!

প্রতা। ঈশ্বর, পরকাল যদি না থাকে ব্রাহ্মেরা সকল সুখ নষ্ট করিল, যদি ও থাকে তথাপি তাহাদের পরকালে সুখ হইতে পারে না। কারণ ঈশ্বর আমাদের ইহলোকে পাঠাইয়াছেন, তাঁহারা ইহলোকের উপযুক্ত না হওয়াতে দোষী ও পাপী। আর আমরা ইহকালের সুখে রত হইয়া ইহকালে সুখ এবং পরকালে ঈশ্বরের নিয়ম পালন জন্য পুরস্কার স্বরূপ সুখ পাইব।

পুরোহিতের প্রবেশ।

অম্বি। এই যে পুরুত মশাই, প্রণাম!

(প্রণাম)

পুরো। আর, এখন প্রণাম করছ! আর কিছুদিন বাদে মাথায় পা তুলে দেবে! বাপুহে! তোমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা আমাদের দেবতা জ্ঞান করিত, কালের বিড়ম্বনায় তোমরা এখন আমাদের উপর হতে চাও!

অম্বি। কৈ?

পুরো। তা বৈ কি! আমরা কোথায় অধ্যাপক গুরুপুরুত হবো, না দাস দাস শুদ্র আমাদের সন্তানদিগের অধ্যাপক হচ্ছে! হায় রে কলি! আবার ব্রাহ্মেরা আমাদের গুরু পুরুত হতে চায়!

প্রতা। আমাদের সারদা পুরুত ব্রাহ্মদের যজমান হয়েছে!

পুরো। দূর হোক্ গে, আমাদের যে কাজ আমারা করবো, যতদিন আমরা আছি কলিকে সম্পূর্ণ প্রবেশ করতে দেব না। হায়! সময়ে কি না হচ্ছে! যে ব্রহ্মশাপের ভয়ে অর্জ্জুন প্রতিজ্ঞা হেলন করে বনবাসী হলেন, যাহার ভয়ে সুবিজ্ঞ লক্ষ্মণ ভ্রাতৃহস্তে নিজ মৃত্যু স্বীকারও করিয়াছিলেন, তাহা আর কেহ গ্রাহ্যই করে না।—আমাদের এখন শূদ্রের নীচে থাকিতে হয়!

অম্বি। ব্রাহ্মণের ব্রহ্মাগ্নি এখন নিবে গেছে।—(প্রতাপের প্রতি জনান্তিকে) তোমাদের মুখ পুড়িয়ে।

প্রতা। কোথায় যাচ্চেন পুরুত মশাই?

পুরো। বিষ্ণু! ভুলে গেছি, যাই, শীঘ্রকরে চণ্ডীতলায় গিয়া সেই বিস্মিকে দিয়ে ষষ্ঠীপূজা করাই গে! আঃ মেয়ে গুলাও অধঃপাতে গেল! (প্রস্থান।)

প্রতা। (সকৌতুক) তোমাদের এত অহঙ্কার সয় না। তোমরা আমাদের পদসেবক, তোমরা আবার আমাদের সমান হতে চাও? পার জুতা মাথায় উঠতে চাও? পূর্ব্বে একজন শূদ্র একটি মাত্র বেদবাণী উচ্চারণ করিয়াছিল বলিয়া, তাহার জিহ্বা কেটে ফেলা হইয়াছিল। হায়! এখন অনায়াসে প্রকাশ্যে শূদ্রেরা ওঁ শব্দ গায়িত্রী পর্য্যন্ত পাঠ করিতেছে।

অম্বি। তোমাদের ব্রাহ্মণত্বের গৌরব এখন তুলে রাখ। ব্রাহ্মণত্বের প্রাদুর্ভাব কেবল রন্ধন শালায়ই দেখা যায়। ব্রাহ্মণঠাকুর বলিলে রন্ধনীই বুঝায়।

প্রতা। আর কি হবে? তোমরা আমাদের বৃত্তি হরণ কর্‌ছ, তা আমরা আর কি করি। কালের যে গতি!

সময় আশ্চর্য্য অতি, খেলে অপরূপ।
উচ্চে নীচে ফেলে তোলে করিয়া বিদ্রূপ!
উচ্চ গিরি শৃঙ্গ যায় পয়োনিধিতল,
পয়োনিধি তল হিমশেখর ধবল।

হিমালয় শিরে দেখ গ্রানিট্ প্রস্তর
প্রকাশে সর্ব্বোচ্চ সেই নীচতম স্তর।
সূর্য্যবংশ চন্দ্রবংশোদ্ভব রাজপুত,
সামান্য শূদ্রের বাটী দ্বারবান দূত।
নিজ কর্ম্ম ত্যজি, এবে ভূদেব ব্রাহ্মণ
লভে দাস শূদ্র হতে ধর্ম্ম জ্ঞান ধন।

অম্বি। সময় আশ্চর্য্য অতি, খেলে অপরূপ।
কিন্তু নারে করিবারে গুণের বিরূপ!
উল্‌টে যদি পড়ে বীজ ভিতরে মাটির;
নীচু হতে অঙ্কুর সে উঠে তুলি শির,
উচ্চ মুখ নীচে নামে শিকড় বিচির;—
গুণ হীন জন কভু নহে উচ্চে স্থির!
অন্য বলে ঊর্দ্ধমুখে তেজে তীর ধায়,
তেজোহীনে অধোমুখে পড়ে পুনরায়।

সময়কে কেন দোষ দাও? যাহাদের যথার্থ গুণ আছে তাহারা কি সময়ে নির্গুণ হয়? সময় তুষ হইতে তণ্ডুল বাহির করিয়া তুষকে উড়াইয়া দেয়। সময়ে সামান্য ব্রাহ্মণজাতির মান হানি হয় বটে, কিন্তু গুণী সুধীগণের কি অবমাননা হয়? কালিদাস ভবভুতি, বেদব্যাস, বাল্মিকি পরাশর ইহাদের ত আদর কমে না?

প্রতা। ঈষ্ বড় বলেছ!

(নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি।)

অম্বি। ঐ তারা আসছে চল যাই।

প্রতা। ওঁরা বাগান ঘুরে পৌঁছিতে পৌঁছিতে আমরা যাব এখন, ভয় কি?

অম্বি! ভাল!—

কুমুদিনীকে তুমি যে বুদ্ধিমতী বলে এত সুখ্যাতি করিলে আবার কেন বলিলে তাঁহার নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য তিনি বিধর্ম্মী হইলেন?

প্রতা। স্মৃতি ও মেধা এক প্রকার এবং বিষয় বুদ্ধি অন্য

প্রকার। যাহার দ্বারা সংসারে সুন্দর রূপে বিচরণ করা যায়, কুমুদিনীর এরূপ বুদ্ধি অল্পই।

(নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি।)

অম্বি। ঐ ভাই তারা আসছে! চল যাই।

প্রতা। তোমায় একটা সার কথা বলে যাই। যাহাতে তুমি বুঝিতে পারিবে কেন সকলে বই পড়ে ব্রাহ্ম হয় না।

অম্বি। শীঘ্র শীঘ্র বল, আমি শুনিয়াই দৌড়িব।

প্রতা। স্রোত ভাসি দেয় সুদ্ধ লাঘবাশ্রিতায় হে।
সার বস্তু নাহি দেখি ভাসিতে কদাপি হে॥
পুস্তকের ভাবপুঞ্জ, কার্য্য মধ্য লয় সে,—
অল্প বুদ্ধি সারবত্ত্ব, দেখি যার মানসে!
তাড়য়ে তুষাদি বায়ু, রাখি শস্য ভূমিতে;
চালয়ে অবোধ লোক দার্শনীয় বুদ্ধিতে!
স্বীয় লাভ ইচ্ছি বিজ্ঞ কার্য্য সাধনা করে।
রাখি দেয় সত্য, ঢাকি পুস্তকের অন্তরে!
সত্য বোধ-রাজ্য রাজ, লাভবুদ্ধি কার্য্যতে,——
অল্পবুদ্ধি লোক ভ্রান্ত, হেন' পষ্ট সত্যতে!
আপখোষ খাদ্য আর অন্য খোষ পিন্ধনা।
আপ-ইচ্ছ ধর্ম্ম আর লোক-ইচ্ছ অর্চ্চনা।

(উভয়ে প্রস্থান)

ইতি প্রথমাঙ্ক তৃতীয় দৃশ্য।

(ক্রমশঃ)

গৃহিণী সঞ্চয়ী হওয়া আবশ্যক।

মিত ভাষী, মিত ব্যয়ী, নিয়ত হইবে,
বহু ভাষী, অপব্যয়ী অসার জানিবে।
অকারণে—বহুকথা – কহে যেই জন,
তাহার সকল সত্য না হয় কখন।
যেমন ধনীই হক, অপব্যয়ী জন,
অবশ্যই কষ্ট পায় নিশ্চয় বচন।
পুরুষের কার্য্য যথা— করা উপার্জ্জন,
গৃহিণীর কাজ তথা ব্যবস্থা করণ।—
স্ত্রী পুরুষ দুই জনে এই সদুপায়,
করিলে, কাহারো কিছু নাহি লাগে গায়।
গৃহিণী যে পরিবারে লক্ষ্মী ছাড়া হয়,
তার দুঃখ চিরকাল জানিবে নিশ্চয়।
সংসারে যাহাতে নাহি অপব্যয় হয়,
ইহাতে যে গৃহিণীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রয়;
অসময় তবে তার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ
ব্যয় বাদে হতে পারে অবশ্য সঞ্চিত।
গৃহস্থ জনের পক্ষে এরূপ সঞ্চয়,
অবশ্য উচিত তার নাহিক সংশয়।
সময়েতে, অসময় না করি স্মরণ,
সঞ্চয়েতে অবহেলা করে যেই জন,
অবশ্য করিতে হয় তারে অনুতাপ,
পরেতে উপায় কিবা বিনা মনস্তাপ।
অতএব সবাকার সময়ে সঞ্চয়,
পরিমিত ব্যয় বাদে, উপযুক্ত হয়।

ব্যাকরণ।

(৫০৪ পৃষ্ঠার পর)

কারক প্রত্যয়।

১০৫। লিঙ্গ ও বচন প্রত্যয়ান্ত শব্দের পর উক্ত কারকরূপ প্রত্যয় হইলে 'পদ' বলা যায়। প্রকৃত শব্দ বাক্যান্তর্গত ব্যবহৃত হইলে প্রথম রূপান্ত জ্ঞান করিতে হইবেক।

উপরোক্ত নিয়মানুসারে শব্দের পর কারক রূপ প্রত্যয়ের দৃষ্টান্ত।

ক।

অ-কারান্ত 'বালক' শব্দ।

	এক বচন।	বহু বচন।
প্রথম রূপ ...	বালক (৬৩)	বালকেরা, বালকগণ *
দ্বিতীয় রূপ ...	বালক-কে, বালকে-রে	কালকদিগকে +
		বালকদিগে-রে
তৃতীয় রূপ ...	বালকে-তে, বালকে ...	বালকদিগে-তে
		বালকদিগে

(৬৩) স্ত্রী-লিঙ্গ প্রত্যয় ও টা আদি প্রত্যয়ান্ত শব্দ এবং সকল, গণ, গুলা ইত্যাদি বহুত্ব-বোধক শব্দ সংযুক্ত শব্দের পর ও শেষবর্ণ দৃষ্টে উপরোক্ত নিয়মে কারক প্রত্যয় হয়। যথা বালিকা-কে, কাপড় খানা-র, বালক সকলে-তে।

(*) 'রা' কারক চিহ্ন রূপে কখন কখন বহুবচনান্ত শব্দের পর ও ব্যবহার হয়। যথা বালকগণে-রা, বালিকা সকলে-রা ইত্যাদি।

(†) বালকের-দিগকে এরূপ ও কখন কখন হয়। এ স্থলে দিগ প্রত্যয়মাত্র হইলেও গণ আদি বহুত্ববোধক শব্দের ন্যায় হইয়াছে অর্থাৎ বালকের সমূহকে।

চতুর্থরূপ ... বালকে-র ... বালকদিগর, বালকদে-র (৬৪)

এক ব্যঞ্জন বিশিষ্ট শব্দ ব্যতীত তাবৎ অ-কারান্ত শব্দের রূপ 'বালক' শব্দের ন্যায়।

খ।

আ-কারান্ত 'রাজা' শব্দ।

	এক বচন।	বহুবচন।
প্র	রাজা	রাজারা
দ্বি	রাজা-কে রাজা-রে ...	রাজাদিগ-কে, রাজাদিগে-রে
তৃ	রাজা-তে, রাজা-য় ...	রাজাদিগেতে, রাজাদিগে
চ	রাজা র	রাজাদিগে-র, রাজাদে-র, রাজা-র-দের

এক ব্যঞ্জন বিশিষ্ট শব্দ ব্যতীত তাবৎ অ-কার ভিন্ন অন্য স্বরান্ত শব্দের রূপ 'রাজা' শব্দের ন্যায়। কেবল অ-আ ভিন্ন স্বর বর্ণান্ত শব্দের পর লিখিত ভাষায় তৃতীয় রূপ 'য়' প্রায় ব্যবহার হয় না। 'ছেলে-য় ছেলে-য় খেলে।'

ভাল, বড়, ছোট, কাল, গুল, ধরান, বেড়ান এবং উচ্চারিত অ-কারান্ত প্রকৃত শব্দ ইত্যাদি যে সকল বাঙ্গালা শব্দের পদান্ত অ-কার চলিত ভাষায় ও-কারের ন্যায় উচ্চারিত হয় তাহার রূপ ও-কারান্ত শব্দের ন্যায়, সুতরাং রাজা শব্দের ন্যায় হয়। যথা ভাল-য়, ছোটর বড়রা, পাখিগুল-র পড়ান-র, প্রকৃত শব্দ—'কখগ-র' 'কখ-র'

গ।

স্বরান্ত এক ব্যঞ্জন বিশিষ্ট শব্দ।

'মা' শব্দ।

	এক বচন।	বহু বচন।
প্র...	মা	মা-রা, মা-এরা, মায়েরা
দ্বি...	মা-কে; মা-রে, মা-এরে, মায়েরে	মাদিগ-কে, মাদিগে-রে
তৃ...	মা-তে, মা-এতে, মায়েতে; মা য়ে; মা য়	মাদিগে-তে
চ...	মা র; মা-এর, মায়ের	মাদিগে-র, মা-র-দের মায়েরদের ইত্যাদি

স্বরান্ত এক ব্যঞ্জন বিশিষ্ট তাবৎ শব্দ এইরূপ। যথা, ক-র ক-এর, ক-য়ের; দৈ-এতে, দৈ-তে, দৈ-য়ে। উচ্চারণ অসুবিধা জন্য দৈ য়, জৌ-য় এরূপ হয় না। কখন কখন অ-কারান্ত প্রকৃত শব্দের রূপও এই প্রকার; যথা কখপফ-য়ের।

ঘ।

ব্যঞ্জন বর্ণান্ত শব্দ।

ত-কারান্ত 'মহৎ' শব্দ।

	এক বচন।	বহু বচন।
প্র	.....মহৎ.....	মহতে-রা,
দ্বি	.....মহৎকে, মহতে-রে	মহদ্দিগ-কে, মহদ্দিগে-রে
তৃ	.....মহতে-তে, মহতে,	মহদ্দিগেতে
চ	.....মহতে-র ..	মহদ্দিগের, মহদ্দের, মহতের-দের

তাবৎ ব্যঞ্জন বর্ণান্ত শব্দ এইরূপ। যথা, শ্রীমানের রেলেতে বা রেলে।

(৬৪) চতুর্থ রূপে কখন কখন এক বচনান্ত রূপের পর কারক প্রত্যয়ান্ত বহুবচন যোগ হয়। যথা 'বালকের—দিগের' বালকের-দের'।

নূতন সংবাদ।

১ম। এডুকেশন গেজেটে নিম্ন লিখিত সংবাদগুলি দৃষ্ট হইল। রাসায়ণ বিদ্যার বলে সোডাকলের আবর্জ্জনা হইতে গন্ধক বাহির হইতেছে। জর্ম্মণি দেশীয় কোন সোডার কারখানায় এইরূপে অনেক গন্ধক প্রস্তুত হইয়াছে।

লঙ্কাদ্বীপের রত্নপুর প্রদেশে একটী সুবর্ণ-খনি প্রকাশিত হইয়াছে।

ঐ স্থানের বালুকা হইতে ৪ রতি স্বর্ণ পাওয়া যায়।

লক্ষ্ণৌ টাইমস্ নামক সংবাদ পত্রের এক জন পত্র প্রেরক লেখেন, ভারতবর্ষে এক প্রকার গাছ আছে যাহার কাথ হইতে ঠিক্ নীলের বড়ির মত সবুজ রঙ্গের বড়ি প্রস্তুত করা যায়। ঐ বড়ি দিয়া রঙ্গ করিলে নীল পীত মিশাইয়া সবুজ রঙ্গ প্রস্তুত করিতে হয় না।

২য়। সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র পাঠে জানা গেল স্পেনের স্ত্রীলোকেরা প্রতিনিধি মনোনীত করিবার ক্ষমতা পাইয়াছেন।

হস্তলিখিত সংস্কৃত পুস্তক সকল সংগ্রহ ও মুদ্রিত করণার্থে গবর্গমেণ্ট বার্ষিক ২৪ হাজার টাকা দিতে সম্মত হইয়াছেন।

৩য়।—মিস্ মেরি কার্পেণ্টার তাঁহার আগমনের বিষয়ে বম্বেতে একটী দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছেন। আহম্মদাবাদ নগরে তিনি আপাততঃ একটী স্ত্রীনর্ম্মাল বিদ্যালয় স্থাপন করিবেন।

৪র্থ।—পঞ্জাবে জেল সকলের স্ত্রীলোক বিভাগ করিবার জন্য এক এক জন স্ত্রীলোক তত্ত্বাবধায়িনী নিযুক্ত হইয়াছে।

বামাগণের রচনা।

আহা! জলের কি গুণ, কি রমণীয় ভাব, কি শীতল শক্তি, দেখ মনুষ্যেরা প্রচণ্ড রবি কিরণে উত্তাপিত হইয়া নির্ম্মল জলাশয়ে অবগাহন করিলে দেহ প্রাণ সুস্থ হইয়া পরে লোমকূপদিয়া বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম নির্গত হইতে থাকে সেই ঘর্ম্ম বায়ু দ্বারা শুষ্ক হইলে শরীর যেমত সুশীতল হয় এমত আর কিছুতেই হয় না। তৃষ্ণার্ত্ত হইলে জল পান করিলে এক প্রকার জীবন রক্ষা হইতে পারে আমাদিগের জীবন রক্ষার নিমিত্ত জগদীশ্বর এই জলের সৃষ্টি করিয়া আপনার অনন্ত গুণের মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন। হা নাথ! তোমার সৃজিত জীব সকল কিরূপ সুখে কালাতিপাত করিতে পারিবে সেই চিন্তা দিবা নিশি করিতেছ। এই পৃথিবীতে কত শত জলাশয় আছে তাহা কেহই সংখ্যা করিতে সক্ষম নহে। নদী পুষ্করিণী সমুদ্র প্রভৃতি স্থানে স্থানে করিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে পার নাই; আবার সময় সময় শূন্য

পথ হইতে বারি বর্ষণ করিয়া জীবের কত শত উপকার সম্পাদন করিতেছ তাহা কে বলিতে পারে। যদ্যপি শূন্য পথ হইতে বারি বর্ষণ না হইত তাহা হইলে মনুষ্যেরা কি রূপে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিত কিরূপেইবা বৃক্ষলতা ফল পুষ্প ও শস্য সকল উৎপন্ন হইত। এই জল দ্বারা জীবের সমুদয় আহারীয় দ্রব্য জন্মাইতেছে। ফলতঃ যে দেশের জল এবং বায়ু পরিষ্কার ও উত্তম সে দেশের লোকের পীড়া অতি অল্প মাত্র হইয়া থাকে। আমাদিগেরও যদ্যপি কোন পীড়া হয় তবে ডাক্তরেরা ঐ জলপথে ভ্রমণ করিতে বিধি দিয়া থাকেন। বাস্তবিক্ জলপথে ভ্রমণ করিলে যে পীড়া নিবৃত্তি হয় ইহা সকলেই জ্ঞাত আছেন। আহা! এমন যে জলের গুণ ইহা পূর্ব্বের মনুষ্যেরা কিছুই জানিতেন না। আমরা শুনিয়াছি তাহাদিগের সন্তান সন্ততি কিংবা আত্মীয় ব্যক্তি কঠিনাবস্থায় পতিত হইলে তাঁহারা অগ্রেই জল বারণ করিয়া কদর্য্য দ্রব্য পথ্য দিয়া রাখিতেন। অর্থাৎ যে সকল দ্রব্য আহার করিলে পিপাসা বৃদ্ধি হইতে পারে, সেই সকল দ্রব্য রুগ্ন ব্যক্তিকে আহার করাইয়া শীতল জলে কতক গুলি বেনিয়া মশলা মিশাইয়া সিদ্ধ করিয়া একটী মৌরির পুটালি সেই জলে ভিজাইয়া উক্ত রোগীকে পান করিতে দিতেন সেই উষ্ণ জল পান করাতে ক্রমে পিপাসা বলবতী হইলে তাহাকে সেই জল না দিয়া মানকচুর পাতার রস পান করিতে দিতেন। ঐসকল কদর্য্য জল পান করাতে পীড়িত ব্যক্তি ত্বরায় বিকার পাপ্ত হইয়া যখন নিদারুণ পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া একে বারে মৃত প্রায় হইত তখন কেঁচো লবণে জরাইয়া তাহারই রস পান করিতে দেওয়া বিধি হইত, তথাপি নির্ম্মল জল এক বিন্দু উল্লেখিত রোগীর বদনে দিতে সাহস হইত না; পাছে নির্ম্মল সুশীতল জল পান করিলে পীড়াতুর ব্যক্তির জীবন নষ্ট হয়। কিন্তু যে ভয় প্রযুক্ত রোগীকে জল দিতে বঞ্চিত করিতেন পরে তাহাই ঘটিত। হা! তখন রোদনের ধ্বনিতে পৃথিবী কম্পমান হইয়া উঠিত। অনন্তর কতক গুলি প্রতিবেশিনী স্ত্রীলোক আসিয়া

তাহার পরকাল নিস্তারের নিমিত্ত গঙ্গা যাত্রার পরামর্শ দিতে তিল মাত্র সঙ্কুচিত হইতেন না। আহা! নিষ্ঠুর পরি জন বর্গ ও সেই উপদেশ যুক্তিসিদ্ধ ও উচিত মত বোধ করিয়া ক্রন্দন ও বিলাপ করিতে করিতে তাহাকে জাহ্নবীর তীরে লইয়া ৩ বার জলে চোবাইয়া জলীয় বায়ুতে মৃত্তিকার ঢেলা মস্তকে দিয়া শয়ন করাইতেন। হায়! পূর্ব্বের মনুষ্যদিগের আচার ব্যবহার পিশাচের তুল্য এবং মায়া দয়া রাক্ষসের তুল্য ছিল। কারণ যাহার মৃত্যুর আশঙ্কায় পিপাসায় একবিন্দু জল দিতে সক্ষম হইতেন না, কোন্ প্রাণে সেই প্রিয় ব্যক্তিকে এমত ঘৃণিত স্থানে শয়ন করাইতেন? আহা! যদিও তাহার প্রাণ কিঞ্চিৎ বিলম্বে বহির্গত হইত কিন্তু উক্ত প্রকার অবস্থা করাতে পীড়িত ব্যক্তির প্রাণ বায়ু একেবারে বিনষ্ট হইত। আরও আমাদিগের শ্রুত আছে যে পূর্ব্বে যদি কোন বিধবা রমণীর একাদশীর দিবসে ঐরূপ ঘটনা হইত? তাহাহইলে তাহার কষ্টে পাষাণও গলিত হইত, সেই কামিনী হা জল দে জল করিলেও কেহই তাহাকে জল দিতে চেষ্টা করিতেন না, পরে তুলসী পত্র জলে ভিজাইয়া কর্ণমূলে প্রদান করিতেন, পাছে তাহার ধর্ম্মের কোন হানি হয়, এজন্য বদনে দেওয়া হইত না। হা! জগদীশ্বর তোমার সৃজিত ব্যক্তির মন এমত ঘৃণিত ও অপকৃষ্ট ছিল তাহাদিগের নাম ও আচার বিচার স্মরণ করিলেও পাপে পতিত হইতে হয়, এক্ষণে সভ্য মহোদয় গণের অনির্ব্বচনীয় গুণে এসকল কদাকার নিষ্ঠুরতা একেবারে দুরীভূত হইতেছে সন্দেহ নাই।

শ্রীমতী লক্ষ্মী মণি দেবী

বিজ্ঞাপন।

কোন বিশেষ কারণ বশতঃ এই আশ্বিন মাসের পত্রিকার সহিত ৪র্থ ভাগ বামাবোধিনীর সূচিপত্র দেওয়া হইল না। আগামী আষাঢ় মাসের পত্রিকার সঙ্গে পাঠাইতে চেষ্টাকরা যাইবে।

কলিকাতা বামাবোধিনী সভা
২৫।১।৭৬ সাল

সম্পাদক।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৬৩ সংখ্যা। } কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ১২৭৫। { ৪র্থ ভাগ।

সূচী।

সিন্দূর	১২১	কোন্‌নগর বালিকা বিদ্যালয়	১৩০
সূক্ষ্মবস্ত্র	১২৩	নূতন সংবাদ	১৩২
স্ত্রী ও স্বামীর কথোপকথন	১২৮	বামাগণের রচনা	১৩৫

কলিকাতা বামাবোধিনী সভা হইতে
প্রকাশিত।

কলিকাতা।

৬৫ বামাবোধিনী কার্য্যালয়, কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট, ৫৩ সংখ্যক ভবন।

মূল্য ৵০ আনা।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৬৩ সংখ্যা। } কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১২৭৫। { ৪র্থ ভাগ।

সিন্দূর।

বিদ্যাশিক্ষার উন্নতি ও সভ্যতার সহিত দেশীয় মন্দ আচার ব্যবহারও ক্রমে ক্রমে উঠিয়া যায়। অসভ্য লোকেরা মনের সৌন্দর্য্যের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া যাহাতে শরীরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পায় সেই রূপ নানা প্রকার উপায় গ্রহণ করে। শরীরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য শরীরে নানা প্রকার চিত্র বিচিত্র করে, মস্তকে সিন্দূর ব্যবহার করে, এবং অলঙ্কার পরিধানের নিমিত্ত নাসিকা ও কর্ণে ছিদ্র করে।

এদেশে যত প্রকার মন্দ আচার ব্যবহার আছে তন্মধ্যে কতকগুলির ধর্ম্মের সহিত যোগ থাকাতে অধিকতর গুরুতর হইয়া পড়িয়াছে; কর্ণবেধ ও সিন্দূর পরিধান ইহার মধ্যে প্রধান। হিন্দুশাস্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে "যাহারা হরিদ্রা, কাজল, সিন্দূর প্রভৃতি দ্বারা শরীর ও বেশ সজ্জিত করে তাহারাই কেবল সতী স্ত্রী" ধর্ম্মশাস্ত্রে এরূপ আজ্ঞা থাকাতে লোকের সিন্দূর পরিধানের অপকারিতার প্রতি দৃষ্টি পড়ে নাই। আমাদিগের পাঠিকাগণের মধ্যে যাঁহাদিগের হৃদয়ে জ্ঞানের আলোক কিছু পরিমাণে প্রবেশ করিয়াছে,

স্ত্রীলোক প্রচলিত কুসংস্কারবিশিষ্ট আচার ব্যবহারের প্রতি তাঁহাদিগের ঘৃণা জন্মিতেছে। আমরা জানি আমাদিগের কতকগুলি পাঠিকা কপালে সিন্দূর দেওয়া, হাতে খাড়ু পরা প্রভৃতি অনেক কুসংস্কারাপন্ন ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু কুসংস্কারের বশীভূত হইয়া সিন্দূর ব্যবহার করাতে মনের অনিষ্ট ভিন্ন যে তদ্দ্বারা শরীরের কোন অনিষ্ট হয়, বোধ করি তাঁহারা তাহা অবগত নহেন। "মেডিকেল জরনাল" নামক ইংরাজী চিকিৎসাপত্র লিখিয়াছেন সিন্দূর ব্যবহার দ্বারা স্ত্রীলোকদিগের শরীরে স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত জন্মিয়া থাকে। সিন্দূর পারা মিশ্রিত এক প্রকার ঔষধ বিশেষ। শিশুরা ইহা ভক্ষণ করিলে বোবা হয়, তজ্জন্য স্ত্রীলোকেরা তাহাদিগকে সিন্দূর স্পর্শ করিতে দেয় না।

সিন্দূর ব্যবহার করিলে শরীর মধ্যে নানা প্রকার রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে; কিন্তু ইহাতে গন্ধক সংযুক্ত থাকাতে শরীরের মধ্যে আপাততঃ ঐ পারার কোন কার্য্য দেখা যায় না। কিন্তু সময় ক্রমে যখন সেই গন্ধক নষ্ট হইয়া যায়, তখন পারার অনিষ্টকারী গুণ শরীর মধ্যে প্রকাশ পাইতে থাকে। বিধবারা যেমন সরল ও সুস্থকায় সধবাদিগের যে সেরূপ দেখা যায় না, তাহার যত গুলি কারণ আছে তন্মধ্যে এটীও একটী কারণ যে তাঁহারা সিঁদূর ব্যবহার করেন।

সধবা স্ত্রীলোকদিগের মস্তকের লোম কূপ দিয়া প্রতি দিন দুই তিনবার করিয়া পারা বিষ শরীর মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, তাহাতে তাহাদিগের শরীরের সুস্থতা বিধবাদিগের ন্যায় কি প্রকারে থাকিতে পারে। সিন্দূর দ্বারা যে কেবল শরীর অসুস্থ হয় এরূপ নহে, মস্তকের শোভারও ক্ষতি হয়। ইহার দ্বারা মস্তকের কেশ উঠিয়া গিয়া মস্তকের শোভারও হ্রাস হয়। এ দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের মস্তকের যে স্থানে "টাক" দেখা যায়, সেই রূপ "টাক" পুরুষ বা ভিন্ন দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের মস্তকে দেখা যায় না, ইহার কারণ কেবল সিন্দূর ব্যবহার*। যাহারা বাল্যকালে বিধবা হয়, তাহাদের মস্তকে

* খোপা বাঁধিবার সময় চুল কসিয়া বাঁধাও সিন্দূরের সহায়তা করে।

প্রায় "টাক" পড়ে না; এবং যাহারা বিধবা হইয়া সিন্দূর পরিধান পরিত্যাগ করে, তাহাদের পূর্ব্ব টাকে ক্রমে ক্রমে চুল উঠিতে থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে সিঁদূর ব্যবহার দ্বারা, কোন উপকার হয় না কেবল অসভ্যতা, ও কুসংস্কারের সেবা এবং স্বাস্থ্যভঙ্গ করা হয়, এবং অবশেষে সিঁদূর মস্তকের শোভারও ক্ষতি করে।

সূক্ষ্মবস্ত্র।

সম্বোধিয়া গুরু কন, প্রিয়তম বামাগণ!
শুন আজি বসন বিষয়;
সংক্ষেপে কহিব তার, দোষ গুণ ব্যবহার,
কিবা মন্দ কিসে ভাল হয়।
অতি সূক্ষ্ম পরিধেয়, পরা অতি অবিধেয়,
উভয়েরি পুরুষ রমণী;
ইউরোপ আফরিকা, এস্যা কিবা আমেরিকা,
এ নিয়ম সমস্ত ধরণী।
কোরাণ পুরাণ বেদ, বাইবেল মত ভেদ,
বিবাদ তাদের অতিশয়;
কিন্তু "দীনে দয়া কর," ইহাতে কি মতান্তর,
কাহারো সহিত কারো হয়?
তথা, ভিন্ন দেশাচার, হক ভিন্ন ব্যবহার,
ভিন্ন মত ভিন্ন সমুদয়;
সভ্য জাতি আছে যত, সবাকার এক মত,
সূক্ষ্মবস্ত্র পরিধেয় নয়।
সভ্য দেশ সাধারণ, করিয়াছে নির্ব্বচন,
যাহা, তাহা অকারণ নয়;
কর সবে দরশন, বসনের প্রয়োজন,
সূক্ষ্মতার সিদ্ধ নাহি হয়।

শীত বাত নিবারণ, সভ্যতার সম্পাদন,
আর লজ্জা করা নিবারণ ;
এই কয় প্রয়োজন, প্রধানতঃ সুসাধন,
করিবারে বসন ধারণ।
আনুষঙ্গী শোভা তার, নহে শোভা মূলাধার,
বঙ্গে দেখি বিপরীত তার ;
বসনে যা প্রয়োজন, সব দিয়া বিসর্জ্জন,
শোভাকেই ভাবিয়াছে সার !
সূক্ষ্ম যে বসন যত, তারি সমাদর তত,
মোটা নামে সবে চটা হয় ;
দেখি তন্ত্রবায়গণ, সবে হয়ে সযতন,
সূক্ষ্মবস্ত্র বোনে অতিশয়।
কোন দেশভাগ্য ধর, দেখি না এমন তর,
কোথা আছে ঢাকা শিমুলিয়া ;
কোথা আছে শান্তিপুর, চন্দ্রকোণা সুরপুর—
মর্ত্ত্য লোকে না পাই খুঁজিয়া।
শান্তিপুরে, শিমুলিয়া, সূক্ষ্মধূতি পরিধিয়া,
এ দেশীয় মূর্খ জনগণ ;
আপনাকে ভাগ্যধর, মনে করে শ্রেষ্ঠতর,
তাহাতেই সুখের গণন।
শান্তিপুর সূক্ষ্ম তার, তুলনা কি দিব আর,
অপরূপ রাজবস্ত্র সম ;
যুবক যুবতীগণ, হয়ে সবে হৃষ্ট মন,
পরি তাই, ভাবে অনুপম।
দেখ দেখি বালাগণ, এত সূক্ষ্ম যে বসন,
করে কি সে অঙ্গ আবরণ ?
বসনে উলঙ্গ হায় ! সভ্যতা কি থাকে তায় ?
নহে সে কি লজ্জার কারণ ?

হায় ! একি লজ্জাকর, যে বসন লজ্জাহর,
তাই এবে লজ্জার কারণ !
সভ্যতা থাকিবে যায়, তাই দেখি লজ্জা পায়,
সদাশয় সভ্য জনগণ।
সত্য বটে বৈশ্বানর, আমাদের হিতকর,
হিতার্থেই হয়েছে সৃজন ;
অযথা রূপেতে তার, কর যদি ব্যবহার,
অবশ্যই করিবে দাহন।
বালক বালিকাগণ, পরে যদি সে বসন,
ক্ষতি নাই, তাহে শোভা পায়,
"বসনের প্রয়োজন, শোভা শুধু কদাচন,
নহে," বোধ আছে যার হায় !
তারা যদি পরি তায়, লোকালয়ে আসে যায়,
সে দৃশ্য কি শোভনীয় হয় ?
শোভা যে কি আছে তায়, তাহাও না বুঝা যায়,
ভিন্ন রুচি লোক সমুদয়।
এক মাত্র সূক্ষ্ম সাটী, পরিচ্ছদ পরিপাটী,
রমণীর হয় মনোনীত ;
হেন দেশে বামাগণ, অবরোধে রুদ্ধ রন,
ইহা কভু নহে অনুচিত।
পরিচ্ছদ বিনিময়, যাবৎ নাহিক হয়,
যাহে এবে লজ্জার উদয় ;
তাবৎ অবলাগণ, বাহিরেতে পদার্পণ,
করিবার উপযুক্ত নয়।
হক যত সুশিক্ষিত, কুসংস্কার বিরহিত,
দূর হক দুষ্ট দেশাচার ;
তবু পরিচ্ছদদোষ, মূর্ত্তিমান অসন্তোষ,
অন্দরের অর্গল আকার।

গৃহে যবে অবস্থান, সরু বস্ত্র পরিধান,
করিলেও তত দূষ্য নয়;
কিন্তু যবে নিমন্ত্রণে, কিম্বা কোন প্রয়োজনে,
স্থানান্তর যাইবারে হয়;
সরু বস্ত্র সে সময়, কখনই যোগ্য নয়,
নিশ্চয় দূষিত অতিশয়।
কিন্তু পরিধান রীত, ঠিক তার বিপরীত,
দেখি হয় ক্ষোভের উদয়।
আছে বামা কতিপয়, লঘুচিত নীচাশয়,
দেখাইতে গায়ের গহনা;
যাহে গাত্র আবরণ, হয় হেন সুবসন,
ঘৃণা করি কখন পরে না।
সূক্ষ্মবস্ত্র পরিধান, অশেষ দোষের স্থান,
বিশেষ কহিতে লজ্জা হয়;
অতএব সবিস্তর, বর্ণনা-অতুষ্টিকর,
সংক্ষেপে বুঝহ সমুদয়।
অসৎ পুরুষ গণ, করি নারী দরশন,
তাঁর দিকে এক দৃষ্টে রয়;
কভু মন্দ গান গায়, সরমেতে মরে যায়,
সাধু শীলা রমণী নিচয়।
কিন্তু কুলোকের মন, কে করে আকরষণ?
"সূক্ষ্মবস্ত্র" উত্তর তাহার;
হায়! কিন্তু বামা গণ, ইহা অবগত নন,
আকর্ষক চুম্বক লোহার।
দেশীয় ভগিনী গণ, শুন মম নিবেদন,
কহিতেছি করিয়া বিনয়;
স্থানান্তর নিমন্ত্রণে, কিম্বা কোন প্রয়োজনে,
এ বসনে যাওয়া যোগ্য নয়।

যেতে হলে কোন স্থান, সূক্ষ্মবস্ত্র পরিধান,
না হইল যদি সমুচিত;
কিরূপ বসন তবে, নিন্দিত নাহিক হবে,
হইতেছে এবে জিজ্ঞাসিত।
আছে এতে নানা মত, অনেকের মতা মত,
বিদেশীয় সভ্যতানুগত;
কিন্তু যাহা বঙ্গ মাঝে, সমাজে অনেক সাজে,
সমধিক তাহাই সঙ্গত।
শুন গো ভগিনীগণ! করিতেছি নিবেদন,
স্থানান্তর করিতে গমন;
হও কিছু সাবধান; পট্টবস্ত্র পরিধান,
করি সবে করিয়া যতন।
থাকিবে পিরাণ গায়, দূষ্য না ভাবিও তায়,
তাহে অঙ্গ করে আবরণ;
আর শুন যে বসন, করে শীত নিবারণ,
শীতে তাহা করিবে ধারণ।
পট্ট বস্ত্র করা ক্রয়, যাঁহাদের সাধ্য নয়,
কহি শুন তাঁদের উপায়;
মোটা বস্ত্র সূত্রময়, পরিবেন সে সময়,
পিরাণ থাকিবে কিন্তু গায়।
গাত্রেতে পিরাণ দান, নহে রীতি বর্ত্তমান,
সত্য বটে, বঙ্গে অঙ্গনার;
কিন্তু যাহে বহু হিত, দূর হয় মন্দরীত,
গ্রহণীয় তাহাই সবার।
গাত্র আবরণ তরে, পিরাণ পরিলে পরে,
তাহে ধর্ম্ম হানি নাহি হয়;
নাহি অন্য কোন ক্ষতি, নাহি দোষ এক রতি,
শুদ্ধ গুণ জানিবে নিশ্চয়।

স্ত্রী ও স্বামীর কথোপকথন।

শিশুপালন।

গর্ভাবস্থায় কি প্রকার নিয়ম প্রতিপালন করিলে গর্ভস্থ শিশু ও প্রসূতির কোন প্রকার অমঙ্গলের সম্ভাবনা থাকে না; এবং প্রসব ক্রিয়া কি প্রকারে সম্পাদিত হওয়া উচিত, সে সকল বিষয় তুমি ধাত্রীবিদ্যা পাঠ করিয়া শিক্ষা করিয়াছ; অতএব সে বিষয় আর পুনরায় উপদেশ দিবার আবশ্যক নাই; এক্ষণে সন্তান সন্ততিকে কি প্রকারে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে, সে বিষয় লইয়া কথোপকথন করা যাউক। সুবিধার জন্য এই বিষয়টী তিন ভাগে বিভক্ত করা যাউক।

১ম ভাগ—শৈশবাবস্থা।

২য় ভাগ—বাল্যাবস্থা।

৩য় ভাগ—কৈশরাবস্থা।

এক্ষণ তোমার জ্ঞাতব্য বিষয়-গুলি আমাকে জিজ্ঞাসা কর, আমি ক্রমে ক্রমে উত্তর প্রদান করি।

প্রথম ভাগ—শৈশবাবস্থা।

স্নান।

১ম। সদ্যপ্রসূত শিশুর গরম না শীতল জলে গাত্র ধৌত করা বিধেয়?

উ।—সাধারণতঃ এইটী দেখা যায় যে শিশুকে বলিষ্ঠ করিবার নিমিত্ত শীতল জলে তাহার গাত্র ধৌত করা হয়। এ প্রকার নিষ্ঠুর ব্যবহার দ্বারা তাহার সুস্থতা লাভ হওয়া দূরে থাকুক, বরং তাহার চক্ষুরোগ, শ্লেষ্মাতে নাসিকা রোধ, কাশি, উদরাময় প্রভৃতি রোগ হইয়া থাকে। আবার অতিশয় গরম জলে গাত্র ধৌত করা বিধেয় নহে, কারণ তাহাতে আবার শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়ে; অতএব ঈষদুষ্ণ বৃষ্টির জলে গাত্র ধৌত করা উচিত। যদি গ্রীষ্মকাল হয়, তবে ঐ অল্প উষ্ণ জলে কিঞ্চিৎ শীতল জল এবং শীত ঋতু হইলে কিঞ্চিৎ গরম জল মিশ্রিত করিবে।

গাত্র পরিষ্কারের জন্য সাবান ব্যবহার উচিত। সচরাচর যে সাবান ব্যবহার হয়, তাহা ব্যবহার না করিয়া "ক্যাস্‌টাইল" নামক সাবান ব্যবহার করা ভাল। সাবান যাহাতে শিশুর চক্ষে না লাগে এরূপ সাবধানের সহিত তাহার গাত্র পরিষ্কার করিয়া দিবে।

যদি শিশুর গাত্রে ফুরকানি বা লোনুঞ্চা হয়, তবে "ক্যাসটাইল" নামক সাবানের পরিবর্ত্তে "গ্লাই সিরিন" নামক সাবান ব্যবহার করিবে। ঐ দুই প্রকার সাবান ইংরাজদিগের ডাক্তরখানা সন্ধান করিলে প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারিবে।

২য়। শিশু কদিনের হলে তাহাকে জলের গামলায় বসাইয়া স্নান করান যাইতে পারে?

উ।—যখন শিশুর নাভির ঘা শুষ্ক হইয়া যাইবে, তখন হইতে তাহাকে জলপূর্ণ গামলার মধ্যে বসাইয়া স্নান করান উচিত। জলে ভয় করা উচিত নহে, ইহাতে শিশুর কিছুমাত্র অপকার না হইয়া বরং দিন দিন বলিষ্ঠ হইতে থাকিবে। কোন কোন ডাক্তর বলেন প্রথম হইতেই জলের গামলায় বসাইয়া স্নান করান ভাল।

৩য়। শিশুর গাত্র পরিষ্কারের জন্য ফ্লানেল ও স্পঞ্জের মধ্যে কোনটী ভাল বোধ হয়।

উ।—যখন শিশুর গাত্র ধৌত করিতে আরম্ভ করিবে তখন আমাদের দেশীয় গামছার পরিবর্ত্তে ফ্লানেল ও সাবান দিয়া পরিষ্কার করিবে, পরে গাত্র পরিষ্কৃত হইলে, একখান বড় স্পঞ্জ জলপূর্ণ করিয়া গাত্রে জল সিঞ্চন পূর্ব্বক স্নানের সমাপ্তি করিবে।

৪র্থ।—সাহেবরা শিশুর শ্লেষ্মা নিবারণ জন্য "ব্রাণ্ডী" নামক সুরা দ্বারা তাহার মস্তক ধৌত করে—এরূপ উচিত কি না?

উ।—যাহারা কিছুই জানে না, তাহারা শ্লেষ্মার ভয়ে "ব্রাণ্ডী" ব্যবহার করিয়া থাকে; কিন্তু "ব্রাণ্ডী" দ্বারা শ্লেষ্মা নষ্ট করা দূরে থাকুক, অধিকন্তু শ্লেষ্মা উৎপন্ন করে।

৫ম। প্রসূতির সূতিকাগারে অবস্থিতির সময় কে শিশুর স্নান করাইবার উপযুক্ত পাত্রী?

উ। প্রসূতির সূতিকাগারে অবস্থিতির সময় ধাত্রী শিশুর স্নান কার্য্য সমাপন করিবে। পরে মা শিশুর ঐ সকল কার্য্য করিবে।

৬ষ্ঠ।—শিশুর স্নান বিষয় আমার আর কিছুই জিজ্ঞাস্য নাই, তবে, আর ও কিছু জানিতে পারিলে বলেন, তাহা হইলে ভাল হয়?

উ।—প্রতিদিন প্রাতঃকালে শিশুকে স্তনপান করাইবার পূর্ব্বেই অর্দ্ধপরিপূর্ণ জল টবে বসাইয়া

মস্তক হইতে পা পর্য্যন্ত সমুদয় অঙ্গ উত্তমরূপ পরিষ্কার করিয়া দিবে। শিশুকে জলের টবে বসাইবার পূর্ব্বে, তাহার মস্তকে জল দিবে, এবং যতক্ষণ স্নান করিবে ততক্ষণ মস্তক আর্দ্র রাখিবে। পরে উক্ত প্রকার সাবান ও ফ্ল্যানেল দ্বারা তাহার সমুদয় শরীর বিশেষতঃ বগল, উরু, হস্ত ও পদ দ্বয় পরিষ্কার করিবে এবং অবশেষে একখান বড় স্পঞ্জ জলপূর্ণ করিয়া তাহার সমুদয় গাত্রে বিশেষতঃ ঘাড় ও কোমরে জল সিঞ্চন করিবে, এই প্রকার নিয়মে প্রতিদিন স্নান করাইলে শিশু দিন দিন বলিষ্ঠ হইতে থাকিবে। স্নানের পর শীঘ্র অথচ নরমে নরমে, একখান কোমল শুষ্ক গামছা বা টোয়ালে দ্বারা গাত্রের জল মুছাইয়া লইবে।

প্রতিদিন স্নানের পর কাণের জল উত্তমরূপে মুছাইয়া দিবে, এ বিষয়ে অমনোযোগী হইলে শিশুর বধিরতা পর্য্যন্তও ঘটিতে পারে। এদেশীয় অধিকাংশ বালকের কর্ণে যে পুঁজ দেখা যায় তাহার একটী প্রধান কারণ কর্ণের জল উত্তম রূপে মুছাইয়া না দেওয়া।

প্রতিদিন বৈকালে আবার জলপূর্ণ স্পঞ্জদ্বারা একবার অল্প পরিমাণে শিশুর গাত্র পরিষ্কার করা আবশ্যক। যদি পরিষ্কার বিষয়ে অমনোযোগী হওয়া হয়, তবে শিশুর গাত্রে "লোম্‌ঝা" এবং "চুল্‌কনা" বাহির হইয়া অধিকতর কষ্ট প্রদান করিবে।

কোন্নগর বালিকা বিদ্যালয়।

প্রায় আট বৎসর হইল এই বিদ্যালয়টী সংস্থাপিত হইয়াছে। অত্র স্থান নিবাসী মাহামান্য শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র দেব মহাশয়ের যত্নে এইটী সংস্থাপিত হইয়া এত দিন জীবিত রহিয়াছে এবং প্রতি বৎসর সুখ-প্রদ ফলও প্রসব করিতেছে। কৃপালু গবর্ণমেণ্ট এই বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থে মাসিক ২৫ টাকা সাহায্য দান করেন।

এখানে একজন শিক্ষক এবং একজন শিক্ষয়িত্রী দ্বারা অধ্যাপনা ও শিল্পকার্য্যাদি সম্পাদন হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন আবশ্যক দ্বারবান, চাকরাণীও আছে।

অপরাপর বালিকা বিদ্যালয় অপেক্ষা এ বিদ্যালয়টীর অবস্থা অনেক উন্নত। এখানকার প্রথম শ্রেণীস্থ ছাত্রীরা চারুপাঠ ৩য় ভাগ, পদ্যপাঠ ৩য় ভাগ, বাঙ্গালা ব্যাকরণ, পদার্থ বিদ্যা, ইতিহাস, ভূগোল ও গণিত শিক্ষা করে, এবং প্রতিবৎসর "উত্তর পাড়া হিতকরী" সভার ছাত্রী বৃত্তির পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তিও প্রাপ্ত হয়। এ বৎসর কুমারী অঘোরময়ী বসু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি প্রাপ্ত হইতেছে।

আমরা এখানে বালিকাদিগের শিক্ষালাভ দেখিয়া অতীব সন্তুষ্টি লাভ করিয়াছি। প্রথম শ্রেণীতে যে কয়েকটী ছাত্রী আছে তন্মধ্যে কুমারী জ্ঞানদাময়ী দেব সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও বুদ্ধিমতী; চারুপাঠ ও পদ্যপাঠ ৩য় ভাগের মর্ম্ম বিশিষ্টরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছে।

বিদ্যালয়স্থ ছাত্রীরা পশমের কুকুর, বিড়াল, টুপী ও জুতা এবং পিরান সেলাই প্রভৃতি সামান্য সেলাইও উত্তমরূপ শিক্ষা পাইতেছে। বর্ত্তমান শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী মহাশয়গণ আপন আপন শিক্ষণীয় বিষয়গুলি যত্ন পূর্ব্বক শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। কিন্তু বিদ্যালয়ে যে পরিমাণে যত্ন ও অর্থ ব্যয় হইতেছে সে পরিমাণে ফল লাভ হইতেছে না। তাহার প্রধান প্রতিবন্ধক ছাত্রীবৃত্তির পরীক্ষা।

বিদ্যালয়ের প্রায় সমস্ত সময় বালিকাদিগকে বালকদিগের ন্যায় অধিক পাঠ অভ্যাস করিতে নষ্ট হয়, সুতরাং তাহাদের বিশেষ স্বভাবোপযোগী কোন বিষয় শিক্ষা হয় না।

পুরুষ শিক্ষক দ্বারা শিক্ষাকার্য্য সম্পাদন করাইলে স্ত্রী শিক্ষার বিষয়ে যে দোষ পড়ে, এখানেও সে দোষ দেখা যায়। তাহার কারণ শিক্ষক মহাশয়ের সর্ব্বদাই এই মন্ত্র থাকে কিসে তাঁহার ছাত্রীরা ছাত্রীবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবে; কিন্তু বালকদিগের অপেক্ষা বালিকাদিগের শিক্ষা যে বিভিন্ন প্রকার সে বিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকাতেই, অর্থ ও যত্নের অনুরূপ ফল এখানে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে না। বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মহাশয়েরা যদি হিতকরী সভার বৃত্তির আশা পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রী লোকদিগের উপযোগী বিষয় শিক্ষা প্রদানে ঐ রূপ যত্ন ও

অর্থব্যয় করেন, তাহা হইলে এক একটী বালিকা অবশ্যই "সৎ-মাতা," "সৎগৃহিণী," "সংস্ত্রী" হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সম্প্রতি এ বিদ্যালয়ের বাৎসরিক পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে, পরীক্ষা ফল ও পরিতোষিক বিতরণ কার্য্য; পাঠিকাগণ! তোমাদিগকে জ্ঞাত করিতে চেষ্টা করিব।

তন সংবাদ।

১ম। আমরা জানিয়া আহ্লাদিত হইলাম টাকীর অন্তঃপাতী শ্রীপুরগ্রাম নিবাসী মৃত চন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী মহাশয়ের পুত্র ব্রহ্মনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ রায় চৌধুরী মহাশয়ের সহিত ২৪ পরগণার ডেপুটী কালেক্টার শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয়ের চতুর্থ কন্যা শ্রীমতী জগমোহিনীর ৯ই কার্ত্তিক ভবানীপুরের অন্তর্গত বেলতলায় ব্রাহ্ম মতে শুভ বিবাহ হইয়াছে। কন্যার বয়ঃক্রম অনুমান পঞ্চদশ বৎসর।

২য়। ১৪ই কার্ত্তিক রবিবারে ঢাকায় ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুসারে একটী বিধবা বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বরের নাম শ্রীযুক্ত নবকুমার বিশ্বাস পাত্রীর নাম শ্রীমতী ভুবনময়ী দেবী। উভয়ই ধামরাই নিবাসী এবং ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভূত। ঢাকাতে বিধবা বিবাহ এই প্রথম হইল। প্রচলিত প্রণালী অনুসারে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইলে নিম্নলিখিত সংগীতটী হইয়াছিল।

রাগিণী—আলেয়া তাল আড়া।

দয়ার সাগর নাথ!
প্রেমের আধার।
কিসেতে কি ঘটাও তুমি
লীলা বুঝা ভার।
বুঝিয়ে সন্তান মন
কর প্রিয় সংঘটন,
সংসারে সুহৃদ হেন,
দেখিনা কাহারে আর।
অবলা দুখিনীগণে
ছায়া দেহ নিজগুণে,
আজ তার পরিচয়
পেলাম ভাল দয়াময়।
এই সুখ সংমিলন,
হয়ে বদ্ধ চির দিন,
তোমার প্রেমেতে যেন,
মগ্ন রহে অনিবার।

৩য়। "সাপ্তাহিক সংবাদ" নামক পত্র লিখিয়াছেন ইংলণ্ডের

'টাইমস্' সম্বাদ পত্রের ন্যায় পৃথিবীতে আর কোন দৈনিক সংম্বাদ পত্র নাই। তাহার রাজনীতি সম্বন্ধীয় ২২ জন সংবাদ দাতা ও অসংখ্য লেখক আছেন। ব্রিটন সাম্রাজ্যের নানা স্থানে অন্যূন একশত ও পৃথিবীর নানা স্থানে প্রায় ৪০ জন সংবাদদাতা নিযুক্ত আছেন। ২২ জন লোক মহাসভার সংবাদ যোগাইয়া থাকেন। ১৩০ জন বর্ণ সংযোজক আছে, তাহাদের মধ্যে ৬০ জন দিবাভাগে ও ৭০ জন রাত্রিকালে কর্ম্ম করে। তৎকালে এগার জন অন্য লোক তাহাদের সাহায্য করিয়া থাকে। ২০ জন লোক নিয়ত ভ্রম সংশোধন করেন। মুদ্রিত হইবার পূর্ব্বে প্রুফ সকল পাঁচবার পড়া হয়। তিন জন লোক কেবল প্রুফ (আদর্শ) ছাপাইবার জন্য নিয়ত নিযুক্ত থাকে। দিনের বেলা সুধু বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হয়, রাত্রিকালে প্রবন্ধ ও সংবাদাদি ছাপা হইয়া থাকে। রাত্রি দুই প্রহরের পর প্রবন্ধ গুলি বর্ণসংযুক্ত ও মুদ্রিত হয়। ইহার মূল্য অতি অল্প। কার্য্যালয়ে কর্ম্মচারিদিগের বাস করিবার স্থান আছে। ইংলণ্ডের নানা স্থানে কর্ম্মচারি আছে, তাহারা প্রাতঃকালে টাইমস্ বিলি করে। এই সংবাদ পত্রের জন্য প্রতি সপ্তাহে ২১০০ শত মন কাগজ ও ৬০ মন কালী ব্যয় হয়। অনেক গুলি মুদ্রা যন্ত্র আছে, তাহার একটী বাষ্পীয় মুদ্রাযন্ত্রে প্রতি ঘণ্টায় ১১০০০ কাগজের দুই পৃষ্ঠা মুদ্রিত হয়। ইংলণ্ডের ন্যায় পৃথিবীর আর কোন স্থানে মুদ্রাঙ্কন কার্য্যে এতাদৃশ উন্নতি হয় নাই।"

৪র্থ। "স্ত্রীনর্ম্মাল বিদ্যালয় লইয়া মান্দ্রাজের শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টরের সহিত গবর্ণরের মতভেদ হইয়াছে। ডিরেক্টর বলেন, অন্য জাতিকে ভদ্র বংশীয় স্ত্রীলোকের সহিত অধ্যয়ন করিতে দিলে ছাত্রী পাওয়া যাইবে না, কিন্তু গবর্ণর জাতি ভেদ করিতে অসম্মত হইয়াছেন।"

৫ম। কোন স্থানে তারের খবর পাঠাইতে হইলে স্থানের দূরত্ব এবং অক্ষরের সংখ্যার নিয়ম অনুসারে মূল্য দিতে হইত। সম্প্রতি এই নূতন নিয়ম হইয়াছে দশটী কথার সংবাদ যে কোন স্থানে পাঠাইলে এক টাকার অধিক খরচ দিতে হইবে না।

৬ষ্ঠ। "নিউইয়ার্কে একটী যন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে নগরস্থ গ্যাসের প্রদীপ সমুদয় একবারে এক মুহূর্ত্তে জ্বালা যাইতে পারে।"

৭ম। "সিমলা পাহাড়ে এক রূপ বৃক্ষ আছে, তাহাকে তথায় "চিড়" গাছ বলে। ইহার কাষ্ঠ বিনা তৈলে মসালের মত উজ্জ্বল হইয়া জ্বলে। এক জন ব্রাহ্ম লিখিয়াছেন, তাঁহারা একখণ্ড কাষ্ঠ জ্বালিয়া প্রায় দুই মাইল পর্য্যন্ত তাহার সমুজ্জ্বল আলোকে গিয়াছিলেন।"

৮ম। বঙ্গ দেশের স্ত্রীলোকেরা শুনুন এক জন আণ্ডামানীয়া স্ত্রীলোক (মেরি আণ্ডামান) কোন ভদ্রলোকের সাহায্যে একটী বালিকা বিদ্যালয় করিতেছেন। ইনি ইংরেজী ও দেশীয় ভাষায় সুপণ্ডিতা।

এডুকেশন গেজেট হইতে।

৯ম। সোমপ্রকাশ বলেন, "মেধাশক্তির উন্নতি সাধন বোধ হয়, যতদূর ইচ্ছা ততদূর করা যাইতে পারে। ভূরি ভূরি দৃষ্টান্তদ্বারা এই বাক্য সপ্রমাণ হইয়াছে। গ্রিফার ফেগেলের নিকট এক ব্যক্তি তাঁহার মেধাশক্তির পরীক্ষা দিতে উপস্থিত হন। তাঁহাকে একখানি সংবাদ পত্র পাঠ করিয়া তাহার সমুদায় কথাগুলি পুনরুক্তি করিতে বলা হয়। তিনি অবলীলা ক্রমে ঐরূপ করিলেন এবং প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার একটী কথাও ভুল হইল না। ফেগেল ইহাতে আশ্চর্য্য প্রকাশ করায় ঐ ব্যক্তি বলিলেন, এত অল্প কথা, ঐ পত্রিকাখানির শেষের শেষ পংক্তির শেষ কথা হইতে আরম্ভ করিয়া গোড়ার প্রথম কথা পর্য্যন্ত আমি পুনরুক্তি করিতে পারি" এবং সত্যই তিনি অতিশয় সহজভাবে ও কিঞ্চিন্মাত্রও ভুল না করিয়া তাঁহার কথানুযায়ি কার্য্য করিলেন।

এডিনবরার উইলিয়াম লাইয়ন্স নামক একজন যাত্রাওয়ালারও অসাধারণতর মেধা ছিল। তিনি "ডেলি য়্যাডভাইসর" নামক সংবাদপত্র একবার পাঠ করিয়া তাহার সমুদায় বিজ্ঞাপন, সংবাদাবলী ইত্যাদি বলিতে পারিতেন। ফল স্মরণশক্তি যে এইরূপ অসাধারণ পরিমাণে উৎকর্ষিত হইতে পারে, তাহার বিস্তর দৃষ্টান্ত স্থল আছে। কেহ বলেন, পদ্য প্রতিদিন মুখস্থ করিলে মেধাশক্তির বিস্তর উৎকর্ষ করা যাইতে পারে।"

বামাগণের রচনা।

স্বপ্নাবস্থা।

এক দিন সাতিশয় ভাবনা যুক্তা হইয়া একাকিনী শয়ন করিয়া না নিদ্রিতা না জাগ্রতা এমত সময় স্বপ্ন দেখিলাম একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক নিকটে বসিয়া মৃদু মন্দ স্বরে আমাকে কহিলেন, তনয়ে! তুমি দিবা নিশি কি ভাবনা ভাব? এরূপ অনর্থক চিন্তানলে দগ্ধ হইয়া এমন যে অমূল্য ধন সময় তাহা বৃথা নষ্ট করিতেছ। আমি তাঁহার সেই স্নেহময় প্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া মূকের ন্যায় এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম। আহা! সেই স্নেহময়ী মূর্ত্তি অদ্যাপি হৃদয়মন্দিরে জাগ্রতা রহিয়াছে। আমি অনিমিষ নেত্রে তাঁহার বদন সুধাকর অবলোকন করিতে লাগিলাম, কিয়ৎক্ষণ পরে সেই বামলোচনা মম মস্তকে হস্ত নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, বৎস! সাহসিক হও, অনর্থক চিন্তা দূর করিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতে বিশেষ চেষ্টা পাও তাহা করিলে সমুদায় দুঃখ এক কালে বিনষ্ট হইবে সন্দেহ নাই। আরও তুমি পরে অনন্ত সুখভাগিনী হইয়া চির-দুঃখ অন্তর্হিত করিয়া অন্তঃকরণ সুশীতল করিতে পারিবে। তখন সেই সুবর্ণময়ীর উপদেশ বাক্যে আমার জ্ঞানারুণোদয় হইয়া অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন মন বোধবারিতে অভিষিক্ত হইল। পরে তাঁহার সুমধুর বাক্যের কিঞ্চিৎ অবসর হইলেই কহিলাম, জননি! আমি নিতান্ত মূর্খ স্ত্রীলোক কিরূপে বিদ্যাভ্যাস করিতে সাহসিক হইব। কেই বা আমার শিক্ষক পদে নিযুক্ত হইবে। বিশেষতঃ আমি অতি দীন ব্যক্তি নিয়মিত অর্থ ব্যয় করিতে পারিব না, সংসারের অন্য অন্য কার্য্যে সর্ব্বদাই লিপ্ত থাকিতে হইয়াছে। আমাকে এতাদৃশ উপদেশ কি জন্য দিতেছেন। আপনার চরণ ধারণ করিয়া বিনয় বচনে কহিতেছি এ বিষয়ে এ হতভাগিনীকে ক্ষমা করিবেন। আমার সেই কথা

শুনিয়া ঈষদ্ধাস্য পূর্ব্বক কহিলেন, কন্যা তুমি যৎকিঞ্চিৎ পুস্তক পাঠ করিতে পার, কেন আমাকে ছলনা করিতেছ, মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিলে কেহই তাহার প্রতি বিশ্বাস করে না, বিশ্বাস করা দূরে যাউক, প্রতারক ব্যক্তিকে দেখিলেই ভয় উপস্থিত হইতে থাকে। অতএব আমার বাক্য অগ্রাহ্য করিও না। আরও দেখ স্ত্রীলোকের অল্প বিদ্যা অতিশয় ভয়ঙ্কর, অল্প বিদ্যা দ্বারা স্ত্রীলোক মহাপাপে পরিলিপ্ত হয় এবং সামান্য বিষয়ে তাহাদিগের রুষ্টি তুষ্টি জন্মে ও অকারণে কলহ বিবাদে প্রবৃত্ত হয়। পূর্ব্বাপর বিবেচনা না করিয়া পরের চাটুবাক্যে ভুলিয়া যায় এবং পিতৃ মাতৃ ও স্বামীকুলে কালী দিয়া কুলটা হইয়া পতির প্রাণ নাশ করে। ফলতঃ অল্প বিদ্যাবতীকে লৌহময় সিন্দুকে পূরিয়া রাখিলেও দুশ্চারিণী হয়। অতএব সাবধান থাক কদাচ অল্পবিদ্যানীরে মগ্ন হইয়া প্রাণ বিনষ্ট করিও না। নির্ম্মলান্তঃকরণে লেখনী ধারণ কর, সকলেই তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়া যত্নপূর্ব্বক শিক্ষা দিবে। আমি সেই সরলা জননীর বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া লেখনী ধারণ করিয়াছি। এক্ষণে সুহৃৎবর্গ অনুগ্রহ প্রকাশ করিলে সার্থক হইব।

হেরি স্বপনেতে যত, হেরি স্বপনেতে যত,
প্রকাশ করিয়ে আমি বলিব বা কত,
হেরি স্বপনেতে যত।
এক প্রাচীনা মহিলা, এক প্রাচীনা মহিলা,
মৃদু ভাবে বসি মোর শিয়রে কহিলা,
এক প্রাচীনা মহিলা॥
কিবা অমৃত বচন, কিবা অমৃত বচন,
আমারে কহেন বাছা স্থির কর মন,
কিবা অমৃত বচন।
তব দুঃখ যাবে পরে, তব দুঃখ যাবে পরে,
কত সুখ পাবে কন্যা বসি নিজ ঘরে,
তব দুঃখ যাবে পরে॥

কর বিদ্যা উপার্জ্জন, কর বিদ্যা উপার্জ্জন,
বিদ্যাতেই পাবে বাছা অমূল্য রতন,
কর বিদ্যা উপার্জ্জন।
তাঁর শুনে উপদেশ, তাঁর শুনে উপদেশ,
মূর্খ প্রতি একেবারে হল কত দ্বেষ,
তাঁর শুনে উপদেশ॥
করি লেখনী ধারণ, করি লেখনী ধারণ,
যাহা ইচ্ছা যায় তাহা লিখি সর্ব্ব ক্ষণ,
করি লেখনী ধারণ।
ওগো মম ভ্রাতাগণ, ওগো মম ভ্রাতাগণ,
অধীনীর লেখা করি দিবে সংশোধন,
ওগো মম ভ্রাতাগণ॥
চির অনুগত হব, চির অনুগত হব,
ইহার অধিক ভাই কিবা আর কব,
চির অনুগত হব।

পরাধীনতা কি কষ্ট!!

যে মনুষ্য পরাধীন তাহার দুঃখ যন্ত্রণা ও ক্লেশ বর্ণন করিলে কোন্ ব্যক্তির অশ্রুপাত না হইতে থাকে, কিন্তু স্বাধীন ব্যক্তি পরাধীনের যন্ত্রণা অনুভব করিতে সক্ষম নহেন। যেহেতু পরের অধীনে অবস্থিতি করিতে হইলে যে সকল কষ্ট পাইতে হয় তাহা তিনি কিঞ্চিন্মাত্রও জানিতে পারেন না। ফলতঃ পরাধীন হইয়া জীবন ধারণ অপেক্ষা মৃত্যু শত শত গুণে শ্রেয়স্কর বলিতে হইবে। অধুনা যেরূপ কালের গতিক হইয়াছে পরাধীন ব্যক্তি কোন প্রকারেই আপন মনোভিলাষ পূর্ণ করিতে পারেন না। কারণ আধুনিক সম্পন্নজনগণ প্রায়ই তোষামোদ জনক বাক্যের বশীভূত, সুতরাং উল্লিখিত পরাধীনগণকে কেবল পরের মন তুষ্টি করিবার কারণ ভূরি ভূরি যত্ন পাইতে এবং মিথ্যা প্রসংশাকেই এক প্রকার ধর্ম্ম

বলিয়াই মানিতে হয়। ফলে তাহার দুঃখেরও শেষ নাই। যেমত পশুকে শৃঙ্খল বদ্ধ করিয়া যথা তথা লইয়া যায় ও কদাকার দ্রব্য ভোজন করিতে দেয়, কিন্তু তাহাতে কোন মতে বিরক্তি প্রকাশ করিলে অমনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে সমুচিত দণ্ড প্রদান করা হয়; পরাধীনকেও তদ্রূপ প্রকার পশুর তুল্য কাল যাপন করিতে হয়। অনন্তর তাহারা আপনার উন্নতি কি ঈশ্বর চিন্তা কি উত্তম অধম বিবেচনা কিছুই করিতে পারে না, কেবল কারাবাসীর ন্যায় চিরকাল যন্ত্রণাই ভোগ করিতে থাকে। আহা! তাহাদের মূর্খতাই কেবল এই সকল ক্লেশদায়ক হইতেছে। যদি দিবা নিশি পরের মুখ নিরীক্ষণ করিয়াই কার্য্য করিতে হইল তবে মনুষ্য জন্মের ফল কি? অনন্তর পরের কার্য্যে তিল মাত্র ত্রুটি করিলে স্বীয় মান বা প্রাণের আশা একেবারে পরিত্যাগ করিতে হয়। আহা! কেবল দেশাচারের জন্যই এই পরাধীনতা-কষ্ট সহ্য করিতে হইতেছে। এই দেশাচার পরিবর্ত্তন না হইলে লোকে কিরূপে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইবে।

পরাধীন যেই জন তার কোথা মান।
দিবা নিশি হয় তার কত অপমান॥
পরাধীন মনুষ্যের কিছু নাহি সুখ।
শয়নে ভোজনে তার সদাই অসুখ॥
আপনার মন নহে আপনার বশ।
কত কষ্টে রহে লোক হয়ে পরবশ॥
তোষামোদ করে থাকা সহজত নয়।
দিবা নিশি নয়নেতে বারি ধারা বয়॥
পরের অধীনে রাখি আপন জীবন।
তথাপি না কোন কালে পায় তার মন॥
পরের রাখিতে মন চক্ষে বহে জল।
সুখসূর্য্য একেবারে যায় অস্তাচল॥

মন প্রাণ সচঞ্চল কখন কি হয়।
পদ্মপত্রবারি যথা স্থির নাহি রয়॥
পরাধীন নর নারী কারাবাসী মত।
সতত মলিন মুখ দুঃখ কব কত॥
প্রভুর বদন হেরে উড়ে যায় প্রাণ।
কি জানি কখন হয় দণ্ডের বিধান॥
কথায় কথায় বলে দূর হতে হবে।
আমার গৃহেতে আর কত কাল রবে॥
পরাধীন লোকে নাহি নিজ কার্য্য পায়।
পরেতে গঞ্জনা করে ছুতায় লতায়॥
পরের যোগাতে মন ওষ্ঠাগত প্রাণ।
ওহে নাথ! পরাধীনে কর পরিত্রাণ॥

শ্রীমতী লক্ষ্মীমণি দেবী।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ।

হে সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বজ্ঞ পরম পিতা পরমেশ্বর তুমি আমার অন্তরের ভাব সকলি জানিতেছ ও দর্শন করিতেছ। এবার আমি যে এই কএক মাস তোমারি কৃপাতে এমন সৎ উপদেশ ও সুমধুর ব্রহ্মসঙ্গীত শ্রবণ করিয়াছি ও পবিত্র উপাসনাতে যোগ দিয়াছি, সেই জন্য তোমাকে ধন্য ধন্য করিতেছি। হে পিতঃ! তোমারি কৃপাতে এই সকল কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। এক্ষণে তোমার কাছে এই প্রার্থনা করিতেছি যে আমাকে এইরূপ সৎসহবাস ও সৎদৃষ্টান্ত স্থানে লইয়া যাও, যেখানে থাকিলে আমার আত্মার ও ধর্ম্মের উন্নতি হইবে। হে পিতঃ! আমি আমার ভ্রাতার দ্বারা যে সকল উপকার লাভ করিয়াছি তাহার জন্য আমার পরম সুহৃৎ ভ্রাতার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞতা ঋণে আবদ্ধ থাকিলাম।

অদ্য আমি ভ্রাতার শ্রীচরণে কৃতজ্ঞতা, ভক্তি, শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত নমস্কার করি

খাঁটুরা বাসিনী অবলা

মনের প্রতি উপদেশ।

শুন শুন ওরে মন, ২
মোহপারাবারে আর, হৈওনা মগন।
তুমি জাননা কি মন, ২
ভব বন্ধু সেই যিনি, জগত কারণ।
যিনি করেন সৃজন, ২
চিরকাল যাঁহা হতে, হইবে রক্ষণ।
আর যাঁহার কৃপায়, ২
দিবা নিশি কত সুখ, পাওহে ধরায়।
তবে কেন ভুল তাঁরে, ২
মগন হইয়া থাকি, মোহ পারাবারে।
কেহ না হবে আপন, ২
"যখন করিবে গ্রাস, নিষ্ঠুর শমন"।
শুদ্ধ সেই নিরাধার, ২
হইবেন ওরে মন, তোমার আধার।
ইথে হওহে চেতন, ২
শেষেতে না হবে সঙ্গী, ভাই বন্ধু জন।
সবে ভ্রাতা জ্ঞান করি, ২
সদ্ভাব করহ সদা, পক্ষ পাত হরি।
কর তাঁহারে স্মরণ, ২
যিনি হন সকলের, দুঃখ বিনাশন
ভাবি মিথ্যা এ সংসার, ২
ধর্ম্মের সঞ্চয় কর, শুন কথা সার।
আর ইন্দ্রিয় সেবায়, ২
মত্ত হয়ে থাকি যেন, ভুলনা তাঁহায়।
তাঁর লহরে শরণ, ২
পাইবে তাহলে তুমি, অমূল্য রতন
হবে আত্মার উন্নতি, ২
যাহাতে পাইবে মন, চরমেতে গতি
এই শুন সদুপায়, ২
তাহলে পাইবে তুমি, পরম পিতায়।

শ্রীরমাসুন্দরী ঘোষ
কোন্‌নগর।

কলিকাতা হিতৈষী যন্ত্রে শ্রীগোবিন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

বিজ্ঞাপন।

বামাবোধিনী পত্রিকার এখন যেরূপ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে তাহা আমাদিগের গ্রাহকগণের মধ্যে অনেকেই জানিতে পারিয়া থাকিবেন। এখন যাহাতে পত্রিকাখানির অস্তিত্বের হানি না হয় তৎপ্রতি প্রধান লক্ষ্য রাখিয়া আমরা কার্য্য করিতেছি। নিয়মিত সময় পত্রিকা প্রকাশ বিষয়ে যেরূপ অনিয়ম হইতেছে, তাহাতে গ্রাহকগণকে আমরা সাতিশয় বিরক্ত এবং দুঃখিত করিতে বাধ্য হইয়াছি। এক্ষণে আমরা এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া কার্ত্তিক মাসের পত্রিকা প্রকাশ করিলাম যে বর্ত্তমান সময়ের পত্রিকা বর্ত্তমান কালেই প্রকাশ করা যাইবে এবং গত বৈশাখ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত যে ৬ সংখ্যক পত্রিকা অবশিষ্ট পড়িয়াছে, তাহা সুবিধা মতে ক্রমে ছাপাইয়া গ্রাহকগণকে দিতে চেষ্টা করিব। আমাদিগের এই বাক্যের প্রতি যাঁহাদিগের বিশ্বাস হইবেক তাঁহারা বর্ত্তমান বর্ষের অগ্রিম মূল্য প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন।

সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

নূতন পুস্তক।

নারীশিক্ষা ১ম ভাগ ১৯ ফরমা
বাঁধা ॥০
ঐ ২য় ভাগ ২৬ ফরমা
বাঁধা ৸০

কুমুদিনী চরিত।

১১ মাঘে প্রকাশিত
মূল্য ।৵০
পাঠিকাগণ! তোমরা সকলেই একবার এই পুস্তকখানি পাঠ কর।
এই পুস্তকগুলি আমাদিগের কার্য্যালয়ে পাওয়া যাইবে। সং

বামাবোধিনী পত্রিকার মূল্য।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য।
বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত।
কলিকাতার জন্য ... ... ১।০
মফঃস্বলের জন্য ... ... ২৲

অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য।
বৈশাখ হইতে আশ্বিন এবং কার্ত্তিক হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত।
কলিকাতার জন্য ... ... ॥৶০
মফঃসলের জন্য ১৴০

বামাবোধিনী পত্রিকা।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতি যত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

১২৭৫ সালের অগ্রহায়ণ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত

৬৪। ৬৫। ৬৬। ৬৭। ৬৮।

কলিকাতা বামাবোধিনী সভা হইতে
প্রকাশিত।

কলিকাতা।

বামাবোধিনী কার্য্যালয় কলিকাতা কলেজষ্ট্রীট, ৫৩ সংখ্যক ভবন।
মূল্য ॥৵০ আনা।

বিজ্ঞাপন।

বামাবোধিনী পত্রিকার এখন যেরূপ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে তাহা আমাদিগের গ্রাহকগণের মধ্যে অনেকেই জানিতে পারিয়া থাকিবেন। এখন যাহাতে পত্রিকাখানির অস্তিত্বের হানি না হয় তৎপ্রতি প্রধান লক্ষ্য রাখিয়া আমরা কার্য্য করিতেছি। নিয়মিত সময় পত্রিকা প্রকাশ বিষয়ে যেরূপ অনিয়ম হইতেছে, তাহাতে গ্রাহকগণকে আমরা সাতিশয় বিরক্ত এবং দুঃখিত করিতে বাধ্য হইয়াছি। এক্ষণে আমরা এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া কার্ত্তিক মাসের পত্রিকা প্রকাশ করিলাম যে বর্ত্তমান সময়ের পত্রিকা বর্ত্তমান কালেই প্রকাশ করা যাইবে এবং গত বৈশাখ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত যে ৬ সংখ্যক পত্রিকা অবশিষ্ট পড়িয়াছে, তাহা সুবিধা মতে ক্রমে ছাপাইয়া গ্রাহকগণকে দিতে চেষ্টা করিব। আমাদিগের এই বাক্যের প্রতি যাঁহাদিগের বিশ্বাস হইবেক তাঁহারা বর্ত্তমান বর্ষের অগ্রিম মূল্য প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন।

সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

নূতন পুস্তক।

নারীশিক্ষা ১ম ভাগ ১৪ ফরমা
বাঁধা ।৵
ঐ ২য় ভাগ ২৬ ফরমা
বাঁধা ৸০

কুমুদিনী চরিত।

১১ মাসে প্রকাশিত
মূল্য ।৵০

পাঠিকাগণ! তোমরা সকলেই একবার এই পুস্তকখানি পাঠ কর।

এই পুস্তকগুলি আমাদিগের কার্য্যালয়ে পাওয়া যাইবে। সং

বামাবোধিনী পত্রিকার মূল্য।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য।

বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত।

কলিকাতার জন্য ... ... ১।০
মফঃস্বলের জন্য ... ... ২৲

অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য।

বৈশাখ হইতে আশ্বিন এবং কার্ত্তিক হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত।

কলিকাতার জন্য ... ... ॥৵০
মফঃস্বলের জন্য ১৴০

বামাবোধিনী পত্রিকা।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতি যত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

১২৭৫ সালের অগ্রহায়ণ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত

৬৪। ৬৫। ৬৬। ৬৭। ৬৮।

কলিকাতা বামাবোধিনী সভা হইতে প্রকাশিত।

কলিকাতা।

☞ বামাবোধিনী কার্য্যালয় কলিকাতা কলেজষ্ট্রীট, ৫৩ সংখ্যক ভবন।
মূল্য ॥৵০ আনা।

সূচীপত্র।

অগ্রহায়ণ—৬৪ সংখ্যা।

১। সীতাকুণ্ড ১৪১
২। স্ত্রী ও স্বামীর কথোপকথন ১৪৭
৩। বনবাসিনী বালিকা (পদ্য) ১৫০
৪। নূতন সংবাদ ১৫২
৫। বামাগণের রচনা ১৫৫

পৌষ—৬৫ সংখ্যা।

১। চিত্তবিনোদিনী ১৬১
২। স্ত্রী ও স্বামীর কথোপকথন ১৬৫
৩। অলঙ্কার (পদ্য) ... ১৭৩
৪। নূতন সংবাদ ১৭৮

মাঘ—৬৬ সংখ্যা।

১। চিত্তবিনোদিনী ১৮১
২। স্ত্রী ও স্বামীর কথোপকথন ১৮৭
৩। অলঙ্কার (পদ্য) ১৯২
৪। নূতন সংবাদ ১৯৭
৫। বামাগণের রচনা ১৯৮

ফাল্গুন—৬৭ সংখ্যা।

১। চিত্তবিনোদিনী ২০১
২। স্ত্রী ও স্বামীর কথোপকথন ২০৩
৩। স্বভাবের শোভা (পদ্য) ২০৯
৪। নূতন সংবাদ ২১৪
৫। বামাগণের রচনা ২১৮

চৈত্র—৬৮ সংখ্যা।

১। চিত্তবিনোদিনী ২২১
২। মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার মাতৃ-সন্নিধানে শিক্ষা লাভ ... ২২৮
৩। বনবাসিনী বালিকা (পদ্য) ২৩১
৪। নূতন সংবাদ ২৩৪

বামাবোধিনী পত্রিকা।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতি যত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৬৪ সংখ্যা। | অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১২৭৫। | ৪র্থ ভাগ।

সীতাকুণ্ড।

এই নামটি সকলে শ্রবণগোচর করিয়াছেন, নামধেয় বস্তুটি অনেকের বোধ হয় দৃষ্টিগোচর হয় নাই। যাঁহারা কেবল শুনিয়াছেন, এই যৎসামান্য বিবরণটি তাঁহাদিগের মনে তদ্দর্শন লাভাকাঙ্ক্ষা জন্মাইবেক এবং যে কিছু অভিলাষ আছে তাহাও বর্দ্ধিত ও উত্তেজিত করিবেক। যাঁহারা দেখিয়াছেন, পূর্ব্ব দৃষ্ট বস্তুর বিবরণ পাঠে বিরক্ত না হইয়া বরং স্মৃতিস্থ চিত্রপটের সহিত ইহার ঐক্য করিয়া সমধিক প্রীতি লাভ করিবেন। মুদ্রাঙ্কণের কি অনির্ব্বচনীয় প্রভাব! এই কলিকাতার দৃশ্য সকলেই দেখিতেছেন তথাপি "হুতুম পেঁচার নক্সায়" তাহা অধিকতর মনোহর বোধ হয়। স্বীয় পরিবারের কণ্ঠস্থ নাম ও বংশাবলী মুদ্রাঙ্কিত দেখিলেও হর্ষোদয় হয়। তবে স্মৃতিস্থ অস্ফুট চিত্রের অনুরূপ মুদ্রাঙ্কিত দেখিলে কেনই বা বিরক্তি জন্মিবে? আর দর্শনার্থী জনের দর্শনযাত্রার পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য বস্তুর বিবরণ জানা আবশ্যক। একদা কোন এক সভাতে একজন পণ্ডিত, সভ্যগণের হস্তে একটি অলপূর্ণ শিশি দিয়া তন্মধ্যে কি আছে জিজ্ঞাসা করিলেন।

সূচীপত্র।

অগ্রহায়ণ—৬৪ সংখ্যা।

১। সীতাকুণ্ড ১৪১
২। স্ত্রী ও স্বামীর কথোপকথন ১৪৭
৩। বনবাসিনী বালিকা (পদ্য) ১৫০
৪। নূতন সংবাদ ১৫২
৫। বামাগণের রচনা ১৫৫

পৌষ—৬৫ সংখ্যা।

১। চিত্তবিনোদিনী ১৬১
২। স্ত্রী ও স্বামীর কথোপকথন ১৬৫
৩। অলঙ্কার (পদ্য) ... ১৭৩
৪। নূতন সংবাদ ১৭৮

মাঘ—৬৬ সংখ্যা।

১। চিত্তবিনোদিনী ১৮১
২। স্ত্রী ও স্বামীর কথোপকথন ১৮৭
৩। অলঙ্কার (পদ্য) ১৯২
৪। নূতন সংবাদ ১৯৭
৫। বামাগণের রচনা ১৯৮

ফাল্গুন—৬৭ সংখ্যা।

১। চিত্তবিনোদিনী ২০১
২। স্ত্রী ও স্বামীর কথোপকথন ২০৬
৩। স্বভাবের শোভা (পদ্য) ২০৯
৪। নূতন সংবাদ ২১৪
৫। বামাগণের রচনা ২১৮

চৈত্র—৬৮ সংখ্যা।

১। চিত্তবিনোদিনী ২২১
২। মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার মাতৃ-সন্নিধানে শিক্ষা লাভ ... ২২৮
৩। বনবাসিনী বালিকা (পদ্য) ২৩১
৪। নূতন সংবাদ ২৩৪

বামাবোধিনী পত্রিকা।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতি যত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৬৪ সংখ্যা। } অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১২৭৫। { ৪র্থ ভাগ।

সীতাকুণ্ড।

এই নামটি সকলে শ্রবণগোচর করিয়াছেন, নামধেয় বস্তুটি অনেকের বোধ হয় দৃষ্টিগোচর হয় নাই। যাঁহারা কেবল শুনিয়াছেন, এই যৎ-সামান্য বিবরণটি তাঁহাদিগের মনে তদ্দর্শন লাভাকাঙ্ক্ষা জন্মাইবেক এবং যে কিছু অভিলাষ আছে তাহাও বর্দ্ধিত ও উত্তেজিত করিবেক। যাঁহারা দেখিয়াছেন, পূর্ব্ব দৃষ্ট বস্তুর বিবরণ পাঠে বিরক্ত না হইয়া বরং স্মৃতিস্থ চিত্রপটের সহিত ইহার ঐক্য করিয়া সমধিক প্রীতি লাভ করিবেন। মুদ্রাঙ্কণের কি অনির্ব্বচনীয় প্রভাব! এই কলিকাতার দৃশ্য সকলেই দেখিতেছেন তথাপি "হুতুম পেঁচার নক্সায়" তাহা অধিকতর মনোহর বোধ হয়। স্বীয় পরিবারের কণ্ঠস্থ নাম ও বংশাবলী মুদ্রাঙ্কিত দেখিলেও হর্ষোদয় হয়। তবে স্মৃতিস্থ অস্ফুট চিত্রের অনুরূপ মুদ্রাঙ্কিত দেখিলে কেনই বা বিরক্তি জন্মিবে? আর দর্শনার্থী জনের দর্শনযাত্রার পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য বস্তুর বিবরণ জানা আবশ্যক। একদা কোন এক সভাতে একজন পণ্ডিত, সভ্যগণের হস্তে একটি জলপূর্ণ শিশি দিয়া তন্মধ্যে কি আছে জিজ্ঞাসা করিলেন।

সকলেই একেএকে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন "নির্ম্মল জল"। পণ্ডিত তখন কতিপয় কীটের আকারাঙ্কিত পট দেখাইয়া কহিলেন "দেখ দেখি এরূপ কীট আছে কি না।" তখন সকলেই দিব্য চক্ষে তদ্রূপ শত শত কীট দেখিলেন! অতএব এই ক্ষুদ্র বিবরণ পাঠ অনর্থক হইবেক না।

সীতাকুণ্ড একটি তীর্থ স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। পূর্ব্বে যখন অদ্ভুত লৌহপথ এ দেশে সংস্থাপিত হয় নাই, যখন পশ্চিম প্রদেশে বহুকাল ব্যাপক ও নানা দেশ ও বিপদাকর ভাগীরথী পথ দিয়া যাইতে হইত, কাশী যাত্রী হিন্দুমহিলাগণ কদাপি এই অদ্ভুত কুণ্ড না দেখিয়া যাইতেন না। অধুনা লৌহপথের সুবিধা ও স্বল্প ব্যয় প্রযুক্ত অধিকতর বঙ্গ রমণীগণ কাশী গমন করিতেছেন বটে, কিন্তু সীতাকুণ্ড লৌহপথ মধ্যবর্ত্তিনী নহে বলিয়া প্রায়ই ইহাকে অবহেলা করা হয়। কাশী, প্রয়াগ, জগন্নাথ, গঙ্গাসাগর ইত্যাদি তীর্থ স্থলে, হিন্দু-ধর্ম্মের মাহাত্ম্য ব্যতীত স্বভাব ও মানব কৌশল অনেককে আকর্ষণ করে। বারাণসীর সুন্দর ঘট্টাবলী ও অগণ্য মন্দির সমূহ, জগন্নাথের বৃহদায়তন মন্দির ও মহাসাগর, প্রয়াগের গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম এবং গঙ্গাসাগরের প্রভূত জলরাশি, মনুষ্য মাত্রেরই মনে দর্শনেচ্ছা উদ্ভাবন করে সন্দেহ নাই। কিন্তু সীতাকুণ্ডের অদ্ভুত ব্যাপার অধিকতর আশ্চর্য্য। মানব কৌশল অপেক্ষা স্বভাব কৌশল কৌতুকজনক এবং স্বভাবের প্রকাশ্য কৌশলাপেক্ষা গোপনীয় কৌশল অধিক কুতূহল প্রদ। আমরা যাহার মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে পারি তাহা আর আশ্চর্য্য বলি না। পুরাকালে স্রোতস্বতী নদী ও অনন্তের ন্যায় উদার গাম্ভীর সমুদ্রের মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে অশক্ত হওতঃ লোকে দেবতা বিশেষ জ্ঞান করিয়া আশ্চর্য্য হইত। এক্ষণে বিজ্ঞান শাস্ত্র জলের গতি নিয়মাদি জ্ঞাত করতঃ উহাদের রহস্য ভেদ করিয়া আশ্চর্য্যতা হরণ করিয়াছে। বালক বালিকাগণও নদী ও সমুদ্রকে এক্ষণে জলাশয় মাত্র জ্ঞান করে, বিজ্ঞান দর্পণ বশতঃই হউক অথবা স্বভাবের নিয়মাদি অবগত হইয়াই হউক, জগতের তাবৎ ব্যাপারকে জ্ঞাত বা অজ্ঞাত ভৌতিক নিয়মে নিয়মিত করিয়াছে। যাহার তাবৎ

কারণ প্রকাশিত হয় নাই তাহা এক্ষণে দৈব না বলিয়া "আশ্চর্য্য ব্যাপার" নামে পরিচিত হইতেছে। সীতাকুণ্ডের উষ্ণজল, প্রস্রবণের কারণ সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ নাই, ইহা একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার। কাশী আদি তীর্থ স্থান হিন্দু, মুসলমান, নাস্তিক আস্তিক ভিন্ন ভাবে দেখে—বিজ্ঞানবিতেরা সামান্য স্থান জ্ঞান করেন। পরন্তু সীতাকুণ্ড অদ্যাপি নাস্তিক আস্তিক মূর্খ পণ্ডিত সকলেরই দ্রষ্টব্য রহিয়াছে। সীতাকুণ্ড অদ্যাপি স্বভাবের এক রহস্য ব্যাপার।

সীতাকুণ্ড বেহার প্রদেশস্থ মুঙ্গের নগরের পার্শ্ববর্ত্তী। তথায় পূর্ব্ববাহিনী গঙ্গা কিঞ্চিৎ উত্তর ভাগে গিয়া মুঙ্গের ও তৎ পূর্ব্বস্থ প্রান্তরকে বেষ্টন করতঃ পুনর্ব্বার পূর্ব্ব পথে গমন করিয়াছে। উক্ত প্রান্তরস্থ "পীর পাহাড়" নামক পর্ব্বতে উঠিয়া দেখিলে ঐ স্থল অতি রমণীয় দেখায়; তিন দিকে প্রশস্ত গঙ্গা নদী ও তাহার শিকাতময় চড়া এবং দক্ষিণ দিকে নিবিড় বনাকীর্ণ জামালপুরের পাহাড়। পুরাণে কহে জরাসন্ধ কৃষ্ণের ভয়ে স্বীয় রাজ্য মগধ দেশের অন্তর্ব্বর্ত্তী এক অলঙ্ঘ্য স্বাভাবিক দুর্গে লুক্কায়িত ছিল, তাহার তিন দিকে গঙ্গা এবং একদিকে দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বত। অধুনিয়া বেহার প্রদেশকে পূর্ব্বে মগধ দেশ বলিত সুতরাং এই স্থলেই জরাসন্ধের গোপন বাস হইলেও হইতে পারে। সীতাকুণ্ড গঙ্গার অতি নিকটে এবং মুঙ্গের হইতে ২৷৷০ ক্রোশ পূর্ব্বে। তথা হইতে নির্গত হইয়াই পরিষ্কৃত উদ্যান সমূহ, বন্ধুর ক্ষেত্র এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৈল ইত্যাদি মনোহর দৃষ্ট নয়নকে পরিতৃপ্ত করে। কিয়দ্দূর গমন করিলে পথের বামপার্শ্বে গঙ্গার উপকূলে যে অপেক্ষাকৃত উচ্চ পর্ব্বত দৃষ্ট হয়, তাহাই "পীর পাহাড়"। তৎ পার্শ্বে একটি অনাবৃত শৈল দেখিতে অতি মনোহর। অবশেষে পথটি কিছু উচ্চ হইয়া এক নিম্ন সমভূমিতে পড়িয়াছে। এই প্রান্তরের মধ্যে সীতাকুণ্ড। রাজপথের দক্ষিণে জলাগম দৃষ্টে তীর্থ স্থান বুঝা যায়, তথায় দেবালয় বসতি বা বাজার মনুষ্য কৌশল চিহ্ন নাই। যদি কেহ শারদীয় দশমী দিবসে (যবে পাণ্ডারা মুঙ্গেরের মেলায় গমন করে) পথ দিয়া গমন করে সীতাকুণ্ডকে জানিতে না পারিয়া সামান্যস্থল বলিয়া ত্যাগ করিতে পারে।

কুণ্ডটি প্রাচীর বেষ্টিত; দ্বার দেশে একটি ক্ষুদ্র গৃহ আছে। উহার পশ্চিমে আর দুই তিনটি দুর্গন্ধ জল বিশিষ্ট ইষ্টক নির্ম্মিত কৃত্রিম কুণ্ড আছে তাহাদিগকে রামকুণ্ড ভরতকুণ্ড ইত্যাদি নামে মান্য করা হয়। দক্ষিণে একটি প্রশস্ত নিম্ন ভূমি তন্মধ্যেও কয়েকটি অনাবৃত শৈল, শিলা রাশির ন্যায় দেখায়। পূর্ব্ব ভাগে কুণ্ড হইতে একটি দুই হস্ত পরিসর বাষ্পময় স্রোত সর্পের ন্যায় বক্রভাবে গঙ্গা মুখে গমন করিতেছে। ধূম দ্বারাই জলের উষ্ণতা বোধ হয়—মধ্যে মধ্যে রজকগণকে বস্ত্র ধৌত করিতেও দেখা যায়। প্রাচীর মধ্য প্রবেশ করিবা মাত্র গন্ধকের গন্ধ অনুভূত হয়। এবং দুই এক সোপানে অবরোহণ করিয়া দেখা যায় একটি ৮ হস্ত পরিমিত জলাশয় চতুর্দ্দিকে ইষ্টক সোপানে এবং জল প্রান্তে লৌহবৃত্তি দ্বারা আবৃত আছে। পূর্ব্বে কুণ্ডে পতিত হইয়া দুই এক জনের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া উক্ত লৌহবৃত্তি দেওয়া হইয়াছে। ঈষন্নীলবর্ণ জল হইতে ক্রমাগত বাষ্প উত্থিত হইতেছে। জল আশ্চর্য্য রূপ স্বচ্ছ; কুণ্ডের গভীরতা ৬।৭ হস্ত তথাপি তল বন্ধুর, ও শিলাময়, স্থানে স্থানে শ্বেত ধূসর ও হরিত বর্ণ। জল এত উষ্ণ যে সহজে স্পর্শ করা যায় না, জল মধ্যে হস্ত মগ্ন করিয়া রাখা দূরে থাকুক, ভেক আদি জলচর পড়িলেই মৃত্যু হয়। (কিন্তু এরূপ জলেও অবগাহন করে এরূপ লোক শুনা গিয়াছে, মনুষ্যের আশ্চর্য্য সহিষ্ণুতা!!) শিলাময় তলদেশ হইতে স্থানে স্থানে অনবরত বুদ্‌বুদ্‌ উঠিতেছে ইহাই জলোচ্ছ্বাসের চিহ্ন। পূর্ব্ব পার্শ্বে যে ছিদ্র আছে তদ্দ্বারা জলনির্গত হইয়া পূর্ব্বোক্ত ক্ষুদ্র স্রোতে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং জলোচ্ছ্বাস হইতে কুণ্ডের জল বৃদ্ধি হওয়া দেখা যায় না। শীতল হইলে জলটি অত্যন্ত সুস্বাদু ও মিষ্ট হয় এবং গন্ধকের গন্ধের লেশও থাকে না। ইহা নির্ম্মল ও স্বাস্থ্যদায়ক। এজন্য কলিকাতার কোন কোন ঔষধালয়ে ঐ জল সর্ব্বতের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং নিকটস্থ লোকেরাও পান করিয়া থাকে। ৬।৭ বৎসর উহার জল অবিকৃত রহিয়াছে দেখা যাইতেছে।

অনবরত ক্ষিতি গর্ভ হইতে উষ্ণ জল উত্থিত হওয়া আশ্চর্য্যের ব্যাপার। ইহাই উষ্ণ প্রস্রবণ। এস্থলে উষ্ণ প্রস্রবণের সাধারণ কারণ

উল্লেখ করা যাইতেছে—ইহাতেই সীতাকুণ্ডের কারণ অনুভূত হইবে।

পরীক্ষা এবং অনুমান দ্বারা প্রকাশ হইয়াছে যে পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ অতি উষ্ণ দ্রব পদার্থময়। মৃত্তিকা যত অধিক খনন করা যায় ততই শীতলতার পরিবর্ত্তে অধিকতর উষ্ণতাই অনুভব হয়। নারিকেলের ন্যায় পৃথিবী কঠিন আবরণে অন্তরে তরল পদার্থ ধারণ করে। কোন অনির্দ্দিষ্ট কারণ বশতঃ উক্ত দ্রবপদার্থের আন্দোলন হয় এবং তজ্জন্য উপরিস্থ দৃঢ় ভূমিরও বিকার জন্মে। অল্প আন্দোলনে ভূমিকম্প হয়। ভূমিকম্পেও কখন কখন ক্ষিতিতল বিদীর্ণ ও বন্ধুর হইয়া যায়; অধিক আন্দোলন হইলে কখন কখন পৃথিবীর ত্বক্ অর্থাৎ উপরিস্থ দৃঢ় ভূমি ভেদ করিয়া উক্ত দ্রবপদার্থ বেগে নির্গত হয় এবং তদুত্তাপে ছিদ্র পথ মধ্যবর্ত্তী ধাতুখনি, জল ও অন্যান্য পদার্থও উত্তপ্ত হইয়া নির্গত হয়। এইরূপ ভয়ঙ্কর ব্যাপারে আগ্নেয়গিরি জন্মে। এবং পুরাতন আগ্নেয়গিরিতেও মধ্যে মধ্যে এরূপ ঘটে। যদি ত্বকের সকল স্তর (থাক্) ছিন্ন না হইয়া উপর উপর দুই একটি স্তর ভেদ করিয়া নিম্নস্থ প্রস্তরময় দৃঢ় স্তর স্ফীত হইয়া উঠে তাহা হইলে পর্ব্বত জন্মে। কখন কখন কোন ভয়ঙ্কর ব্যাপার না ঘটিয়া উপরিস্থ ত্বকে একটি ছিদ্র হয় তন্মধ্য দিয়া অনবরত উত্তাপ ও উত্তপ্ত পদার্থ বেগে নির্গত হয় ইহাই প্রস্রবণের কারণ। কাস্পিয়ান হ্রদের পশ্চিম বেকু প্রদেশে এবং ভারতবর্ষস্থ জ্বালামুখী তীর্থে, ক্ষিতি হইতে ক্রমাগত অগ্নিশিখা নির্গত হয় ইহাকে অগ্নি প্রস্রবণ বলা যাইতে পারে। বেকু প্রদেশের আশ্চর্য্য অগ্নি প্রস্রবণ হইতে পুরাতন পারস্য জাতি এবং আধুনিক পারসীদের অগ্নি পূজা অর্থাৎ অগ্নিকে ঈশ্বর জ্ঞান, জন্মিয়াছে এরূপ কিম্বদন্তী আছে। ছিদ্র মুখে জলস্তর থাকিলে জল প্রস্রবণ হয়। সকলে জানেন পুষ্করিণী বা কূপ খননে মৃত্তিকার কোন বিশেষ অংশ ছেদ করিলেই জল নির্গত হয়। ঐ জলপ্রদ স্তর কোন স্থলে ৩।৪ হস্ত নিম্নে কোথায় বা ২০০ হস্ত নিম্নে থাকে, ইহাকে জলস্তর কহা যায়।

অদ্যাপি কোন বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত সীতাকুণ্ডের গর্ভ পরীক্ষা করিয়া তাহার বিশেষ কারণ প্রকাশ করেন নাই। সুতরাং ইহার কারণ নির্দ্দেশ

না করিয়া যাহা অনুভব হয় বলা যাইতেছে। সীতাকুণ্ডের শিলাময় তলদেশে ছিদ্র থাকা সম্ভব। ঐ ছিদ্র মুখে পূর্ব্বোল্লিখিত রূপে জলস্তর থাকিতে পারে। ছিদ্রমুখে প্রস্তর আছে বলিয়া উচ্ছাসিত জল নির্ম্মল রহিয়াছে এবং ক্ষিতি অভ্যন্তরস্থ উত্তাপ জলস্তর ভেদ করতঃ উষ্ণ জল নিক্ষেপ করিতেছে। গন্ধে অনুভব হয় কোন গন্ধকের খনিও ছিদ্র দ্বারে আছে। দর্শন মাত্রেই অনুভব হয় সীতাকুণ্ড একটি স্রোথিত পর্ব্বত শিখরে স্থিত। বস্তুতঃ নিকটস্থ স্থানে যে শৈলোদ্ভেদ দেখা যায় স্পষ্টই বোধ হয় ঐ প্রান্তরের অভ্যন্তর ভাগ পর্ব্বতময়। যে অংশে সীতাকুণ্ড তথায় পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ হইতে পূর্ব্বোল্লিখিত রূপে একটি ছিদ্র উৎপন্ন হইয়াছে। গন্ধকের সহিত উক্তরূপে যে কুণ্ডের যোগ আছে তাহা আর একটি ব্যাপারে অনুভব হয়। পীর পাহাড়ের পার্শ্বস্থ শৈলের চূড়ার প্রস্তর ভাঙ্গিয়া দেখা গিয়াছে, তাহাতে গন্ধকের গন্ধ নির্গত হয়। ঐ অঞ্চলের শৈল সমূহে গন্ধকের যোগ আছে বোধ হয়। সীতাকুণ্ডের উত্তরে রাজপথের অপর পার্শ্বে একটি কূপ আছে তাহার জলও কিয়ৎ পরিমাণে উষ্ণ।

জলস্তরের এক অংশ উত্তপ্ত হইলে নিকটস্থ ভাগ নৈকট্য অনুসারে কিছু কিছু উত্তপ্ত হয়। মনে কর একটি জলস্তর মৃত্তিকার মধ্যে আছে। তাহার এক অংশ অধঃস্থ উত্তাপে উত্তপ্ত হইয়া নির্গত হইতেছে। সেই উত্তাপ পার্শ্বগত হইয়া যে ২০।২৫ হস্ত দূরস্থ এক কূপাদককে উষ্ণ করিবে সন্দেহ কি। ঐ কূপের পার্শ্বস্থ অপর কূপোদক যে শীতল তাহাতে এ অনুভবের দোষ জন্মে না, কারণ এক স্থলের কূপও ভিন্ন গভীরতায় জলস্তর প্রাপ্ত হয়, এতদ্দৃষ্টে সকলেই বুঝিবেন যে জলস্তর সমভাবে স্থিত নহে এবং জলস্তরও ভিন্ন ভিন্ন আছে; নানা পদার্থে তাহাদের যোগ বন্ধ থাকে।

যাহা হউক ইহা অতি অদ্ভুত ব্যাপার। বিজ্ঞান ইহার তাবৎ কারণ প্রকাশ করিলেও আমরা ইহাকে ঈশ্বরের এক আশ্চর্য্য কৌশল বলিতে ক্ষান্ত না হইয়া বরং কৌশলজ্ঞ হইয়া নির্ম্মাতার অধিকতর প্রশংসা করিব। যে একমাত্র ঈশ্বরের সৃষ্টি কৌশল ভৌতিক নিয়মের কারণ

ভৌতিক নিয়ম যাঁহার কার্য্যের প্রণালী মাত্র। যাঁহাকে বিজ্ঞান "স্বভাব" বলিয়া উদ্দেশ্য করে তাঁহার অচিন্ত্য শক্তি ও কৌশল এই সীতাকুণ্ডে দৃষ্ট হয়। সীতার সহিত সীতাকুণ্ডের যোগের দ্বারা ইহার মাহাত্ম বৃদ্ধির চেষ্টা হইয়াছে কিন্তু এই স্বাভাবিক তীর্থের এরূপ সাহায্য আবশ্যক নাই।

স্ত্রী ও স্বামীর কথোপকথন।

(দ্বিতীয় দিবস।)

শিশুপালন।

নাভিনাড়ী।

৭ ম। পোড়া নেকড়া দ্বারা কি নাভিনাড়ীর ঘা জড়াইয়া দেওয়া উচিত?

উ। পোড়া নেকড়া দ্বারা ঘা জড়ান ভাল নহে; পুরাতন পাতলা নেকড়া দ্বারা ঘা জড়াইবে।

৮ ম। নাভিনাড়ীর মুখে কি প্রকারে নেকড়া জড়াইতে হইবে?

উ। দুই অঙ্গুলী প্রমাণ চৌড়া ও ৬ অঙ্গুলী প্রমাণ লম্বা এক খান পরিষ্কার নরম নেকড়া, এই ভাবে নাভিনাড়ীর মুখে জড়াইবে, যেরূপ অঙ্গুলী কাটিয়া গেলে নেকড়া জড়াইতে হয়।

৯ ম। এই প্রকারে নাভিনাড়ী বাঁধার পরেও যদি রক্ত পড়িতে থাকে (যে সময় ডাক্তর সহজে পাওয়া যায় না) তবে কি করা উচিত?

উ। ধাত্রী কিম্বা প্রসূতির কোন নিকটস্থ পরিচারিকা তৎক্ষণাৎ নাভির সেই নেকড়াটি আস্তে আস্তে খুলিবে; এবং দুই চারিটী শাদা সরু রেশম দ্বারা সেই নাড়ী নরমে ও শক্ত করিয়া বাঁধিয়া পুনরায় পূর্ব্বের মত নেকড়া জড়াইয়া দিবে।

১০ ম। কয়দিন পরে নাভিনাড়ী শিশুর গা হইতে স্বতন্ত্র হইয়া যাইতে পারে?

উ। ভূমিষ্ঠের পর ৫।৭ দিনের মধ্যে নাভিনাড়ী গা হইতে পড়িয়া যায়; কোন কোন শিশুর ১০ দিন, ১৫ দিন এমন কি ২১ দিনও লাগে।

১১ শ। যদি এক সপ্তাহ পরে নাড়ী, নাভি হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়া না যায় তবে টেনে ছাড়ান আবশ্যক কি না?

উ। কখনই নহে। যখন সময়

হইবে তখন আপনা আপনি খসিয়া যাইবে; জোর করিয়া খসাইবার চেষ্টা করিলে শিশুর প্রাণনাশ পর্য্যন্তও ঘটিতে পারে।

১২শ। নাভিনাড়ী শিশুর নাভি হইতে আপনা আপনি খসিয়া গেলেও কখন কখন নাভির উপর ঘা থাকে, সে ঘায়ের জন্য কি করা উচিত?

উ। একটু মোম ও নারকলের তেল একত্র মিশ্রিত করিয়া যে মলম হইবে; তাহা এক খানি ঘার অনুরূপ নেকড়ায় মাখাইয়া সেই নেকড়াখানি ঐ ক্ষত স্থানে বসাইয়া দিবে; এবং পাতলা করিয়া ময়দার পুলটিস ঐ ঘায়ের উপর দিলে সহজেই ঘা শুখাইয়া যাইবে। যতদিন পর্য্যন্ত ঐ ঘা না শুখাইবে, ততদিন পর্য্যন্ত দুইবার পুলটিস ও একবার মলম দিবে।

১৩শ। নাড়ী ছিন্ন হইয়া ঘা হইবার কারণ কি?

ইহার জন্য কি করা উচিত?

ইহা আরাম হইতে পারে কি না?

উ। দাইদিগের অসাবধানতা হেতু ঐ নাড়ী ছিন্ন হইয়া যায়। নাড়ী খসিয়া পড়িবার নির্দ্ধারিত সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলে ব্যাস্ত দাই গুলা, চঞ্চল স্বভাব বশতঃ নাড়ী জোর করিয়া খসাইয়া ফেলে। কখন কখন শিশুর অতিশয় কান্নার ধমকে (তেজে) ঐ নাড়ী ছিঁড়িয়া যায়। যেমন অতিশয় ক্রন্দন হেতু নাড়ী ছিন্ন হয়, আবার নাড়ী ছিন্ন হইলে শিশু অধিকতর ক্রন্দন করে। এজন্য শিশু যখনই ক্রন্দন করিবে, তখনই তাহার নাভি নাড়ী পরীক্ষা বিধেয়।

নাড়ী ছিন্ন হইয়া ঘা হইলে, ইহার চিকিৎসার ভার নিজে না লইয়া, ডাক্তর দ্বারা চিকিৎসা করান ভাল।

শৈশব কালে এই ঘা আরাম হইবার যেরূপ সম্ভাবনা থাকে, বাল্যাবস্থায় সেরূপ থাকে না; এবং যদি ঐ ঘা যৌবনকাল পর্য্যন্ত থাকে, তবে আরাম হইবার কিছুই সম্ভাবনা থাকে না।

বস্ত্র পরিধান।

১১শ। শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পরক্ষণেই কি তাহার মস্তকে একটী ফ্লানেলের টুপী দেওয়া আবশ্যক?

উ। কোন রকম টুপীই মাথায় দেওয়া আবশ্যক নহে। অধিকন্তু

ডাক্তার চারল্‌স লোকক বলেন ফ্লানেলের টুপি মাথায় পরিলে শিশুদিগের চক্ষু রোগের সম্ভাবনা থাকে।

১২শ। শিশুর পেটবন্ধনীর জন্য ফ্লানেল ও কেলিকোর মধ্যে কোন্‌টী উপকারী।

উ। ফ্লানেলের পেটবন্ধনী দুই কারণে ভাল; প্রথমতঃ ফ্লানেল বন্ধনী দ্বারা শিশুর উদর কথঞ্চিৎ উষ্ণ থাকে; দ্বিতীয়তঃ শর্দ্দি লাগিবারও কোন রকম সম্ভাবনা থাকে না।

পেটবন্ধনী অতিশয় জোরে বা ঢিলা করিয়া বাঁধা ভাল নহে।

১৩শ। পেটবন্ধনী পরিত্যাগের উপযুক্ত সময় কখন?

উ। শিশু দুই তিন মাসের হইলে আর পেটবন্ধনীর আবশ্যকতা করে না; কিন্তু আবার এককালেই পেটবন্ধনী পরিত্যাগ ভাল নহে; অতএব প্রতি দিন ঐ বন্ধনীর কাপড় একটু একটু ছিঁড়িয়া কেলিয়া কমাইয়া দিবে অবশেষে আর কিছুই থাকিবে না।

১৭শ। শিশুর পরিধেয় বস্ত্র কিরূপ হওয়া উচিত?

উ। আমাদের দেশের শিশুরা প্রায় কোন রকম বস্ত্রই পরে না, আবার, বিলাতীয় শিশুরা লম্বা ও ভারী বস্ত্র সকল পরিধান করে—এই দুই মন্দ;—আপন আপন রুচি ও অবস্থা অনুসারে হাল্‌কা, গরম এবং কোমল বস্ত্র পরিধান বিধেয়।

১৮শ। শিশুর পরিধেয় বস্ত্র গুলি পরিধান করিবার পূর্ব্বে বাতাস লাগান আবশ্যক কি না?

উ। শিশুর বস্ত্র গুলি, পরিধান করিবার পূর্ব্ব দিন উত্তমরূপে বাতাস লাগান আবশ্যক। প্রতিদিন নূতন নূতন বস্ত্র হইলে অতি উত্তমই হয়; কিন্তু অবস্থা ভেদে সকলের সেরূপ হওয়া কঠিন, এজন্য রাত্রে শিশুর পরিধেয় বস্ত্র গুলি ধৌত করিয়া বাতাসে রাখিলে, পরদিন প্রাতঃকালে সেই সকল বস্ত্র পরিধানের উপযুক্ত হইবে।

১৯শ। শিশুদিগের টুপী পরিধান আবশ্যক কিনা?

উ। মস্তক শীতল রাখাই আবশ্যক*, এজন্য টুপী পরিধান অনাবশ্যক বোধ হয়। শীত ঋতুর প্রথম দুই মাস (কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাস) ভিন্ন টুপী পরিধানের আবশ্যকতা দেখা যায় না।

* বামাবোধিনী পত্রিকার ৩৫১ পৃষ্ঠায় ২য় স্তম্ভের ২১ নিয়ম দেখ।

যদি ক্রমাগত টুপী ব্যবহার অভ্যাস পায়, তবে টুপী পরিত্যাগের সময় সাবধান না হইলে শিশুর শর্দ্দি হইতে পারে; অতএব পরিত্যাগের সময় এককালে টুপী পরিত্যাগ না করিয়া দিন দিন অপেক্ষাকৃত পাতলা টুপী পরিধান করাইলে, অবশেষে একদিন টুপীর অপ্রয়োজন হইবে, সেই সময় হইতে আর ঐরূপ কদর্য্য ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইবে না।

বনবাসিনী বালিকা।

যমুনা পুলিনে এক রম্য উপবন,
বৃন্দাবন জিনি শোভা নয়, বৃন্দাবন।
দেখিলে অমনি ভক্তি মানসে উদয়,
দেবের আবাস স্থান বলি বোধ হয়।
মহা মহীরুহগণ ঊর্দ্ধ করি শির,
ইষ্ট আরাধনে যেন রয়েছে গম্ভীর।
সুগায়ক বিহঙ্গম তাদের শাখায়,
বিরলে বসিয়া মন সাধে গীত গায়।
কুরঙ্গী সুন্দরী, সচঞ্চলা বনচরী,
বিহরে পরম সুখে যথা তথা চরি;
কভু ফল ফুল আশে মুনি পাশে ধায়,
রোমন্থ করয় কভু তৃণের শয্যায়।
কুঞ্জশোভা মনোলোভা মানস মোহন,
স্বভাবের ভাব বুঝে ভাবুক যে জন।
এহেন শোভন বনে ঋত্রিয় নন্দিনী,
বাস করে এক বালা ভুবনমোহিনী।
পিতা মাতা সঙ্গে তার স্নেহের মূরতি,
বিধি পাকে রাজ্য হারা অরণ্যে বসতি।
বালিকা তাহার তত্ত্ব কিছু নাহি জানে,
হাসে খেলে সদা ঋষিবালাগণ সনে।

বন তার জন্মভূমি, সঙ্গী বনচারী,
বনের মাধুরী তার দৃশ্য মনোহারী।
আরক্ত অরুণ-আভা না হতে প্রকাশ,
কুমারীর রূপে আলো হয় দিক্ পাশ।
না ধরিতে পক্ষিগণ প্রভাতী সঙ্গীত,
বালিকার স্বরে কুঞ্জ হয় বিমোহিত।
ডাকে বালা একে একে যত সঙ্গীগণে,
'এসো গো ভগিনি এসো কুসুম চয়নে।
'ঘুচিল আঁধার, দেখ আলোক ভাতিল,
'দেখিতে দেখিতে সূর্য্যদেব প্রকাশিল,
'বহিতেছে সমীরণ মৃদুল হিল্লোলে,
'গাইছে বিহঙ্গগণ সুমধুর বোলে।'
'সুগন্ধেতে দশদিক্ হলো আমোদিত,
'জাগ, মিছা ঘুমে কত থাকিবে মোহিত।'
উঠে ঋষিবালাগণ, সলজ্জ বদন,
প্রেম ভরে পরস্পরে গাঢ় আলিঙ্গন।
চলে সবে আনন্দেতে ফুলাধার করে,
প্রকৃতি সুন্দরী যথা আনন্দে বিহরে,
বিভূষিত সর্ব্ব অঙ্গ কুসুম মালায়,
স্তবকে স্তবকে মরি কিবা শোভা পায়!
স্তবকের হার কণ্ঠে করেছে ধারণ,
স্তবক পাঁতিতে গাঁথে কবরী বন্ধন।
স্তবকের কর্ণ ভূষা স্তবক বলয়,
স্তবকে আবৃত দেহ হেন বোধ হয়।
সহস্র বর্ণেতে সতী সাজে প্রতিক্ষণে,
চাহে আপনার পানে সহস্র নয়নে।
দর দর প্রেম অশ্রু ঝরে অবিরল,
বিশ্বপতি প্রেমে বুঝি হইছে বিহ্বল।

প্রকৃতির রূপ হেরি অনুরূপ ভাব,
বামার কোমল মনে হয় আবির্ভাব,
অমনি নয়নে ঝরে অশ্রু অবিরত,
বিশ্বপতি পদে শির হয় অবনত।
তুলি ফুল বামাকুল ফিরে নিজ বাসে।
গাঁথয় চিকণ মালা মনের উল্লাসে,
পরস্পর অঙ্গ শোভা করয় বর্দ্ধন,
গায় গীত পুলকিত কোকিল কূজন।
সে বালা বাছয় ফুল মনের মতন,
পবিত্র হৃদয়ে করে ইষ্ট আরাধন।
কিবা সুখী গিরিবালা শিবের অঙ্কনে,
হিমালয় গৃহে মিলি সখীগণ সনে!
পার্থিব সুখের আশ না করে ললনা,
চির শান্তি লাভ তার একই কামনা।
বিভুজ্ঞান, বিভুধ্যান, বিভুমাত্র সার,
বিভুর মহিমা কণ্ঠে করয় প্রচার।

নূতন সংবাদ।

ব্রাহ্মদিগের সংস্কৃত বিবাহ।

আমরা এখন ক্রমশঃ ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্বারাই সঙ্কর, বিধবা, গুর্ব্বরন, প্রভৃতি বিবাহ সকলের অধিক অনুষ্ঠান দেখিতেছি। অস্মদ্দেশের কুসংস্কার ও পাপাসক্তি এখন ও চতুর্দ্দিকে যেরূপ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া রহিয়াছে তাহাতে যে সকল উৎসাহশীল পুরুষ শুদ্ধ আপনার আত্মোন্নতি রক্ষার এবং ধর্ম্ম প্রতিপালনের সদভিপ্রায়ে লোকভয় ও সাংসারিক বিঘ্ন বিপত্তি তুচ্ছ করতঃ কেবল একমাত্র মঙ্গলময় ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া ঈদৃশ শুভকর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠানে অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহাদিগের দ্বারা ভারতবর্ষের মহান কল্যাণ সম্পাদিত হইতেছে। হিন্দু পরিবারস্থ চির অনাদৃত, অসম্মানিত ও পশুবৎ হীনাবস্থ দুঃখিনী বিধবাগণের পক্ষে বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন উন্নতিপ্রার্থী পুরুষদিগের আশ্রয় লাভ যে সাতিশয় সৌভাগ্য ও আহ্লাদের বিষয় তাহা বলা বাহুল্য। তাঁহারা এরূপ দুর্ল্লভ আশ্রয় লাভ করিয়া আপনাদিগকে যে পূর্ব্ব হীনাবস্থা হইতে বহুগুণে সমুন্নত করিতে পারেন তাহাতে আর অধিক সংশয় করা যায় না। ফলতঃ তাঁহারা যত্নবতী হইলে জ্ঞানধর্ম্মে সম্যক্‌রূপে উন্নত হইয়া জনসমাজে সমাদৃত এবং ঈশ্বরানুগৃহীত বোধে আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতে পারেন।

কিন্তু তাঁহারা সাংসারিক জীবনের নূতন প্রলোভন সকলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রবল পরীক্ষা স্থলে উপস্থিত হইতেছেন। এ অবস্থায় অধর্ম্মের প্রতিকূলে যাইবার নিমিত্ত তাঁহারা পরস্পরের সহায় হইবেন। অন্যথা, আপনাদিগকে অধঃপাতিত ও অপবিত্র করিয়া ফেলিলে এই শুভ উদ্বাহ বন্ধন তাঁহাদিগের অভীষ্ট ফলদাতা না হইয়া আত্মঘাতী হইবেক। অতএব এতদ্দ্বারা যেমন মঙ্গল প্রত্যাশা করা যায়, তেমনই ভয়ানক অমঙ্গলেরও আশঙ্কা রহিয়াছে।

১ম। ১৪ই অগ্রহায়ণ, শনিবার রজনীতে কলিকাতার ঠনঠনিয়ায় বরাহনগরনিবাসী সম্ভ্রান্ত ও বিখ্যাত মৃত গোপালচন্দ্র চৌধুরীর পুত্র শ্রীযুত বাবু চন্দ্রনাথ চৌধুরীর সহিত বরাহনগরনিবাসী মৃত পার্ব্বতীচরণ মুখোপাধ্যায়ের অষ্টাদশ বর্ষীয়া বিধবা কন্যার শুভ বিবাহ ব্রাহ্মধর্ম্মের মতে সমারোহ পূর্ব্বক সম্পন্ন হইয়াছে। কন্যা ব্রাহ্মণবংশসমুদ্ভূত এবং বর সদ্গোপকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। এক বিবাহে তিন প্রকার সংস্ক্রিয়া সংমিলিত হইয়াছে। এ দেশের অধিকাংশ গৃহস্থ ব্যক্তি অদ্যাপি ঈশ্বরের পূজা করিয়া গৃহানুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে পারেন না, তাহাতে একত্র ব্রাহ্ম, বিধবা ও সঙ্কর বিবাহের অনুষ্ঠান দেখিলে কোন্ হিতৈষী ব্যক্তির আহ্লাদ না হইবে? যে কোন ব্যক্তি এরূপ শুভকার্য্যে শুভাভিপ্রায়ে হস্তক্ষেপ করেন তাঁহার দ্বারা দেশের কল্যাণ প্রত্যাশা করা যায়, কিন্তু স্থানীয় প্রসিদ্ধ ও সম্ভ্রান্ত পরিবার সকলের মধ্যে এরূপ অনুষ্ঠান হইলে তাহার শুভ-

সংবাদ অধিক স্থানে প্রচারিত হয়, তজ্জন্য জনসমাজের অধিক উপকার হইবার সম্ভাবনা থাকে। এবং অনুষ্ঠাতাদিগেরও সামাজিক উচ্চ অবস্থা নিবন্ধন লোকের নিকট অধিক উৎপীড়ন সহ্য করিতে হয়, বলিয়া সর্ব্বমঙ্গলদাতার প্রতি অধিক নির্ভর যায়, তজ্জন্য অত্যোন্নতি হইবার উপায় হয়।

২য়। কিছু দিন হইল মিস্ মেরি কার্পেন্টর তাঁহার অত্রত্য এক জন বাঙ্গালী বন্ধুকে পত্র লিখিয়াছিলেন যে তাঁহার ভারতবর্ষ-গমন বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাঁহাকে এক দিবস নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তিনি ভারতবাসিনী ভগ্নীগণের উন্নতি সাধন বিষয়ে বিলক্ষণ যত্ন প্রকাশ করিয়াছেন এবং ভগ্নীরা স্মরণার্থে মিস্ কার্পেন্টারকে যিনি যে বস্তু উপহার দিয়াছিলেন সেই সমস্ত দ্রব্য বিশেষ আহ্লাদপূর্ব্বক অবলোকন করিয়াছেন।

৩য়। মিস্ কার্পেন্টার এ দেশের জেল প্রণালী সকল দেখিয়া তাহার প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন, তজ্জন্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট প্রণালীর দোষ অপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন।

৪র্থ। ডাক্তার মৌএট সাহেব প্রত্যেক জেলে স্ত্রীলোকদিগের থাকিবার স্বতন্ত্র স্থান করিতেছেন।

৫ম। আমেরিকায় এক ব্যক্তি এক চাকার এক গাড়ী করিয়াছেন। চাকার দুই পার্শ্বে আরোহীদিগের বসিবার স্থান। তাহার মধ্যদেশ আবৃত। অশ্ব ও চালক শকটের মধ্যে থাকে।

৬ষ্ঠ। আমাদিগের পাঠিকাগণ অবগত থাকিতে পারেন ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল মহামান্য সারজন লরেন্স যিনি এতদিন এখানে প্রধান শাসন কর্ত্তার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহার শাসন কার্য্য পাঁচ বৎসর পূর্ণ হওয়ায়, লর্ড মেও নামে এক জন সুযোগ্য ব্যক্তি তাঁহার পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি ইংরাজী বর্ত্তমান মাসে বোম্বে উপনীত হইবেন এবং তাহার এক মাস কাল পরে কলিকাতা রাজধানীতে আসিবেন। শুনা যাইতেছে জন লরেন্সের শাসন কালে যে সকল বিশেষ কার্য্য হইয়াছে, তিনি স্বয়ং তাহার এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিবেন। আগামী ইংরাজী জানুয়ারী মাসে অর্থাৎ পৌষ বা মাঘ মাসে তিনি এখান হইতে বিলাত যাত্রা করিবেন।

৭ম। "পাদরি স্মিথ সাহেব বলেন, দিল্লীতে অন্তঃপুর শিক্ষা-প্রণালী উত্তমরূপে চলিতেছে। কেহই শিক্ষয়িত্রীদিগকে অন্তঃপুরে যাইতে বাধা দেয় না। প্রায় ১০০ শত স্ত্রীলোক শিক্ষা পাইতেছেন।"

৮ম। এডুকেশন গেজেট লিখিয়াছেন "রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ" পত্র বলেন তথায় গোপী নামে এক ব্যক্তি একটা গোক্ষুর সর্প ধরিয়া খেলা করিতেছিল, কোন কোন ভদ্রলোক ঐ সাপটী ছাড়িয়া দিতে তাহাকে অনুরোধ করিল সে তাহা না শুনিয়া মন্ত্রের বল ও নিজ ক্ষমতা দেখাইবার জন্য সর্ব্ব সমক্ষে সর্পের সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সর্পটী ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে দংশন করিল, তাহাতে আঘাতের উপরে বন্ধনাদি করিয়া ঔষধ সেবন করিতে বলায়, ঐ ব্যক্তি উত্তর করিল "ওজায় কদাপি বন্ধন করে না" এবং এই বলিয়া অন্যান্য মন্ত্রবিৎদিগের সাহায্যে এবং আপনি মন্ত্র দ্বারা বিষ ঝাড়াইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে তাহার সমস্ত শরীর বিষে জর্জ্জরীভূত হইয়া উঠিল এবং পরিশেষে সে প্রাণত্যাগ করিল! দুর্ভাগা ব্যক্তির কুসংস্কার এমনই প্রবল যে অন্যের সৎপরামর্শের, প্রতি কর্ণপাত না করিয়া এক মাত্র মন্ত্রের উপর নির্ভর করিয়া রহিল।

বামাগণের রচনা।

পিতা মাতার প্রতি সন্তানের কর্ত্তব্য।

পরম পূজনীয় পিতা মাতার সর্ব্ব প্রযত্নে সেবা শুশ্রূষা করা, এবং তাঁহাদের আজ্ঞাবহ থাকা, সকল মনুষ্যেরই অতীব কর্ত্তব্য। কারণ তাঁহাদিগের ন্যায় এমন হিতৈষীবন্ধু আর এই সংসারে কেহই নাই। আহা! তাঁহারা সন্তানের জন্য যে কত কষ্টই সহ্য করেন, তাহা ভাবিতে গেলে কাহার না "ভক্তিরস প্রকটিত প্রেমাশ্রু নির্গত হয়"? যখন আমরা নিতান্ত অজ্ঞান ও পরাধীন ছিলাম, যখন ক্রন্দন ব্যতীত বাক্য দ্বারা মনের ভাব ব্যক্ত করিতে পারিতাম না; তখন কেবল সেই স্নেহময়ী জননীর দ্বারাই বিনা ক্লেশে লালিত পালিত হই-

য়াছি। ও কোন বিপদে, পতিত হইলে তাঁহারই যত্নে রক্ষা পাইয়াছি। অতএব জননী যেরূপ সন্তানের সুন্দররূপ লালন পালন নিমিত্ত সাধ্য-মতে যত্ন করিতে ত্রুটি করেন না. পিতাও সেইরূপ সন্তানের সুশিক্ষার নিমিত্ত অতিশয় যত্নশীল হয়েন। এবং যদ্যপি ঈশ্বর প্রসাদে সন্তানকে সুবিনীত ও সচ্চরিত্র হইতে দেখেন, তাহা হইলে তাঁহার আর আনন্দের সীমা থাকে না। আপনার বৃদ্ধাবস্থার* যষ্টি-স্বরূপ জ্ঞান করিয়া পরম পুলকিত চিত্তে কালক্ষেপ করেন। এবং সন্তান যদ্যপি তাঁহা হইতেও অধিক জ্ঞানী কিম্বা ধনী হয়, তাহা হইলে তিনি আপনাকে হেয় জ্ঞান না করিয়া বরং গৌরবার্হ জ্ঞান করেন। অতএব জনক জননী সন্তানের প্রতি যেরূপ স্নেহ প্রকাশ করেন, এবং যেরূপ ক্লেশ সহ্য করিয়া সন্তানের মঙ্গলোদ্দেশে কার্য্য করেন; এমন আর কেহই করিতে পারে না। এবং শত বৎসরেও সন্তান তাঁহাদের সাহায্যের পরিশোধি করিতে সক্ষম হয় না। যে ব্যক্তি কায়মনোবাক্যে তাঁহাদের সেবা শুশ্রূষা করেন; ও সর্ব্বদা আজ্ঞাবহ থাকেন, তিনিই যথার্থ মনুষ্য নামের যোগ্যপাত্র হয়েন। যাঁহারা ইতর জন্তুর ন্যায় এমন সুহৃত্তম জনক জননীর প্রত্যুপকার না করেন, তাঁহারা পশু অপেক্ষা নীচ ভিন্ন কখনই জীবশ্রেষ্ঠ মনুষ্য নামের যোগ্য হইতে পারেন না। যে ব্যক্তি বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বিশিষ্ট হইয়াও পশুর ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে, তাহা অপেক্ষা নীচ আর কাহাকে বলিতে পারা যায়? কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয়! কোন কোন লোক "এমনি নরাধম যে, যাঁহাদিগের দ্বারা বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, মান, বল, বীর্য্য সমুদয় প্রাপ্ত হইল তাঁহাদিগকে অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞা করিয়া থাকে। এবং তাঁহারা বৃদ্ধাবস্থায়, কোন উৎপট পীড়ায় পীড়িত হইলে সুচিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করায় না, ও ভক্তি পূর্ব্বক সেবা শুশ্রূষা করে না! ওঃ !!! তাহারা কি অকৃতজ্ঞ! একবার কি মনেও ভাবিয়া দেখে না, যে তাহারা কাহার যত্নের দ্বারা সেই অজ্ঞানাবস্থাতে সুরক্ষিত হইয়া, এক্ষণে যৌবনের সীমায় পদার্পণ করিয়াছে? এবং কাহারই কৃপায় বিদ্যারূপ পীযুষ পানে সমর্থ হইয়াছে? যদ্যপি তাহারা এইরূপ ক্ষণকাল ভাবিয়া দেখে, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে যে জ্ঞানবান জীব হইয়া কিরূপ অজ্ঞানের কর্ম্ম করিয়াছে। কিন্তু যে ব্যক্তি উক্ত আচরণ বিষবৎ পরিত্যাগপূর্ব্বক পিতা মাতার প্রাণপণে প্রত্যুপকার করেন, তিনিই পরমপিতা পরমেশ্বরের কৃপাপাত্র হইয়া অনন্ত সুখ ভোগ করেন। এবং যিনি ইহার বিপরীতাচরণ করেন, তিনি আত্ম-প্রসাদরূপ অমৃতাস্বাদে বঞ্চিত হইয়া যাবজ্জীবন আত্মগ্লানিতেই ক্ষেপণ করেন।

ওহে জ্ঞানী-নরগণ, ওহে জ্ঞানীনরগণ,
পিতা মাতা প্রতি ভক্তি কর সর্ব্বক্ষণ।
আর মনের যতনে, আর মনের যতনে,
জনক জননী সেবা কর প্রাণপণে।।
যাহা দেন উপদেশ, যাহা দেন উপদেশ,
মনোযোগ দিয়া শুনি, বুঝ সবিশেষ।
যদি হও সবে জ্ঞানী, যদি হও সবে জ্ঞানী,
ধনের কারণ আর হও মহা মানী।
তবু তাঁদের সমান, তবু তাঁদের সমান,
কখনই হবে নাক, দেখহ প্রমান।
হন বহুদর্শী তাঁরা, হন বহুদর্শী তাঁরা,
যাঁহাদের করুণায়, দেখিয়াছ ধরা।
যাঁরা করিয়া যতন, যাঁরা করিয়া যতন,
করেছেন তোমাদের লালন পালন।
দিয়া ভক্তি-উপহার, দিয়া ভক্তি-উপহার,
পূজহ চরণ সবে, পিতাও মাতার।
যদি জ্ঞানবান হয়ে, যদি জ্ঞানবান হয়ে,
পশু সম ব্যস্ত থাক, রিপু সুখ লোয়ে।
তবে কি কার্য্য জ্ঞানেতে, তবে কি কার্য্য জ্ঞানেতে,
কলঙ্ক হইবে যদি, মনুষ্য নামেতে।
ইথে বুঝহ সকলে, ইথে বুঝহ সকলে,
পিতা মাতা সম গুরু নাহিক ভূতলে।
কত ক্লেশ সহ্য করি, কত ক্লেশ সহ্য করি,
সন্তানে সুশিক্ষা দেন, দিবস সর্ব্বরী।

পাছে সন্তানের মন, পাছে সন্তানের মন,
পাপে রত হোয়ে করে, ধর্ম্মের বর্জ্জন।
শুদ্ধ এই কারণেতে, শুদ্ধ এই কারণেতে,
ভাবিতে থাকেন সদা, তাঁরা উভয়েতে।
আর কে আছে এমন, আর কে আছে এমন,
প্রাণ পণে করে যে গো, বিপদে রক্ষণ।
শুদ্ধ দেখি তাঁহাদের, শুদ্ধ দেখি তাঁহাদের,
সর্ব্বদা করেন উপকার সন্তানের।
অতএব নরগণ, অতএব নরগণ
দিবা নিশি কর পিতা মাতারে পূজন।
তাহে পাবে ধর্ম্ম ফল, তাহে পাবে ধর্ম্ম ফল,
যাহার নিকটে তুচ্ছ, ঐশ্বর্য্য সকল।

শ্রী, র, সু, ঘো।

ঈশ্বরোপাসনার ফল।

হে পরম করুণাময় পরমেশ্বর! আমাদের এই যে ব্রাহ্মসমাজ বয়োবৃদ্ধি সহকারে ক্রমশ উন্নতির পথেই অগ্রসর হইতেছে, তজ্জন্য তোমাকে বারবার ধন্যবাদ করি! আহা নাথ! যখন আমি ইহার উন্নতির অবস্থা স্মরণ করি তখন আমার মন যে কি অপার আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা রসে মগ্ন হয় তাহা বলিতে পারি না। জগদীশ! এ সকল মঙ্গলের কারণ কেবল তোমারই অপার করুণা! নতুবা আমাদের ক্ষুদ্র বলে কিছুই হইতে পারে না। মনুষ্যের কি এমন সাধ্য আছে যে, সে কেবল আপনার নিজ বলে জগতের কোন মঙ্গল কার্য্য সাধন করিতে সক্ষম হয়? কখনই না। হে পরম পিতঃ! তুমি যে আমাদিগকে তোমার উপাসনায় অধিকারী করিয়াছ, ইহা অপেক্ষা আমাদের সৌভাগ্যের বিষয় আর কি আছে? আহা! এই উপাসনা কি সমাজে কি পরিবারের মধ্যে কি নির্জ্জনে যে স্থানেই করি, সর্ব্ব প্রকারেই আমরা পরম শান্তি প্রাপ্ত হই। যখন আমরা পাপে তাপিত, শোকে আকুল কি অন্য কোন কারণে অস্থিরচিত্ত হই, তখন যদি কোন নির্জ্জন স্থানে গমন পূর্ব্বক একান্ত মনে নম্রভাবে তোমার উপাসনা করি, তাহা হইলে আমাদের সেই সকল দুঃখের আর লেশ মাত্রও থাকে না, এবং মন একেবারে পবিত্র ব্রহ্মানন্দে মগ্ন হয়। সেইরূপ কি বিপদে কি সম্পদে, যদি আমরা প্রতিদিন সপরিবারে তোমার উপাসনায় প্রবৃত্ত হই, তবে আমরা যে কতদূর পর্য্যন্ত উন্নতি লাভ করিতে পারি তাহা বলা যায় না। আহা! তাহা হইলে আমাদের নিকট রাগ দ্বেষ কলহাদি কিছুই স্থান পাইতে পারে না, এবং সকলেই একমনা হইয়া তোমার প্রিয় কার্য্য সাধনে যত্নশীল হই। আর সামাজিক উপাসনায় যে কত দূর পর্য্যন্ত হিতসাধন হয়, তাহা অনেকেই কিছু না কিছু অবগত আছেন। কেন না এই সমাজই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের এবং চরিত্র সংশোধনের এক মহৎ উপায়। কিন্তু হায়! কোন কোন ব্যক্তির এরূপ বিশ্বাস আছে, যে তাঁহারা বল্লেন উপাসনা করার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। ফলতঃ যদ্যপি তাঁহারা পক্ষপাতশূন্য হইয়া বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া দেখেন এবং প্রীতির সহিত এক বারও তাঁহার উপাসনা করেন, তাহা হইলে অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন যে ইহাতে তাঁহাদিগের ভ্রম আছে কি না। আহা! এই উপাসনার দ্বারাই মনুষ্যের সকল দুঃখ নিবারণ ও অনন্ত সুখের উৎপত্তি হয়। যখন কোন রোগী ব্যক্তি তাহার রোগ যন্ত্রণায় নিতান্ত অস্থির হয়, তখন যদ্যপি সে একান্ত মনে প্রীতির সহিত ঈশ্বরের উপাসনা করে, তবে আর তাহাকে সেই যন্ত্রণায় কাতর করিতে পারে না। যখন কোন গৃহী ব্যক্তি নিজ পুত্রের মৃত্যুজনিত একেবারে শোকে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়েন, তখনও যদি তিনি চিত্ত স্থির করতঃ সেই পরমেশ্বরের উপাসনায় মনোনিবেশ করেন, তাহা হইলে তিনি ঐহিক সুখ দুঃখ বিস্মৃত হইয়া ঈশ্বরের প্রেমে মগ্ন হওতঃ পরম সুখ প্রাপ্ত হন। যে সময় কোন দরিদ্রা অবীরা নারী আপনাকে নিতান্ত অসহায় ও নিরুপায় ভাবিয়া বিষাদ সাগরে মগ্ন হন, সে সময়ও যদি তিনি ধৈর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক সেই দুঃখ, বিনাশনের উপাসনায় প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তাঁহার সকল দুঃখ সকল চিন্তা নিবারণ হইয়া অপার আনন্দের উৎপত্তি হয়। কারণ ঈশ্বর আমাদের যে সকল দুঃখ ও শোক প্রদান করেন, তাহা কেবল আমাদিগের মঙ্গলের নিমিত্ত। অতএব ঈশ্বরের উপাসনা দ্বারা, তাঁহার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও প্রীতি জন্মিলে, আর কোন দুঃখে কাতর করিতে পারে না। হে পরম পিতঃ পরমাত্মন্! এখনও আমরা অনেকে এরূপ অজ্ঞানে আচ্ছন্ন ও বিষয়ে

মত্ত আছি, যে, ক্ষণকালের নিমিত্ত তোমার উপাসনা করিতে গিয়াও প্রায়ই বিষয় চিন্তায় অন্যমনা হই। কিন্তু হায়! প্রীতি বিহীন উপাসনা যে কোন কার্য্যেরই নহে তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। অতএব নাথ! যাহাতে আমরা সকলে অলীক সাংসারিক সুখে নিস্পৃহ হইয়া, প্রীতি ও ভক্তির সহিত তোমার উপাসনা করিতে পারি, এবং কায়-মনোবাক্যে তোমার ধর্ম্ম প্রচার করি, ও তোমার আজ্ঞা সকল সাধ্য-মতে প্রতিপালন করিতে ত্রুটি না করি ঐইরূপ ক্ষমতা প্রদান কর। জগদীশ! তোমা বিনা এমন কৃপা-বান্ পিতা আর কোথায় পাইব, ও এমন হিতৈষী বন্ধুই বা কোথায় মিলিবে? আহা এখানকার কোন বস্তুই চিরস্থায়ী নয়, সকলের সহিতই বিচ্ছেদ হইবে। নাথ! তোমার সহিত যে সম্বন্ধ তাহাই কেবল চির-কালের নিমিত্ত। আহা পিত! আমরা এমনই দুর্ব্বল যে এই সংসা-রকে অনিত্য জানিয়াও এবং প্রতি পদে নিরাশ হইয়াও বিষয়ের প্রলোভন হইতে বিচ্যুত হইতে পারি না। অতএব নাথ! তোমার বল প্রেরণ করিয়া এক্ষণে আমা-দিগের দুর্ব্বল মনকে সবল কর, যাহাতে আমরা তোমারই অধীন হইয়া, তোমারই প্রিয়কার্য্য সাধনে সর্ব্বদা রত থাকি, এবং প্রীতি ও ভক্তির সহিত তোমার উপাসনায় প্রবৃত্ত থাকিয়া মনুষ্য জীবন সার্থক করি। হে ব্রাহ্মভ্রাতৃগণ! অদ্য আমাদিগের কি শুভ দিন, কি আনন্দের দিন! যে সেই পরম পিতার কৃপায় আমরা সম্বৎসর কাল সুরক্ষিত হইয়া তাঁহারই উপা-সনার নিমিত্ত পুনরায় সকলে একত্র হইয়াছি। এসো আমরা সকলে ভক্তিচন্দনে প্রীতি-পুষ্প মাখিয়া তাঁহার পূজা করি। আহা! যেন এই সময়ে আমাদের সকলেরই মন তাঁহার প্রেমে মগ্ন হয়। যেন কেহই বিষয় চিন্তায় এমন পবিত্র সময় ক্ষেপণ না করি। হে পরম পিতঃ অখিল মাতঃ! তুমি আমা-দের সকলের মনেই বিরাজ কর। নাথ! তুমি বিনা আর আমাদের কেহই নাই। তুমিই আমাদের পরম বন্ধু, তুমি আমাদের পরম আশ্রয়। ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

শ্রী, র, সু, ঘো।

Printed at J. G. Chatterjea & Co. press No. 34 Amherst Street.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতি যত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৬৫ সংখ্যা। পৌষ বঙ্গাব্দ ১২৯৫। ৬ষ্ঠভাগ।

উপন্যাস।

চিত্তবিনোদিনী।

অথবা

(গত বিদ্রোহের মধ্যে অপূর্ব্ব প্রেমের সঞ্চার।)

প্রথম খণ্ড।—প্রথম অধ্যায়।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ ভারতবর্ষে অতি প্রশান্ত ভাবে প্রবেশ করে। হিমা-লয় হইতে দক্ষিণ মহাসাগর এবং সিন্ধুনদ হইতে ঐরাবতী নদী পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষ ব্রিটিশ্ গবর্ণমেণ্টের বলে ও কৌশলে একছত্র হইয়া অপূর্ব্ব শান্তি সুখভোগ করিতেছে। কয়েক বৎসর অতীত হইল, শিখ্ মহারাজা রণজিৎ সিংহের সুন্দর রাজ্য ইংরাজাধিকার-ভুক্ত হইয়া পঞ্জাব নামে খ্যাত হইয়াছে। এক্ষণে সুবুদ্ধি জান্ লারেন্সের শাসনে পঞ্জাব নিষ্কণ্টক রহিয়াছে। গত প্রধান শাসনকর্ত্তা ডালহাউসির কৌশলে বিনা যুদ্ধে বিনা ব্যয়ে স্বাধীন অযোধ্যাখণ্ডও অধুনা কোম্পানির

হস্তগত। তত্রস্থ প্রজাগণ অরাজক জনিত বিবিধ প্রপীড়ন হইতে মুক্ত হইয়া ব্রিটিস্ রাজ্যের সুশৃঙ্খলা ও সুশাসন প্রণালী দৃষ্টে আপনাদিগকে সুখী বোধ করিতেছে। অযোধ্যার রাজা হীনবল ও নারীস্বভাবাক্রান্ত প্রযুক্ত থাকা না থাকায় সমান। এক বৎসরও অতীত হয় নাই, অযোধ্যার দূরীভূত নবাব ওয়াজেদ্ আলি খাঁ অগণ্য রমণী মালায় পরিবৃত হইয়া কলিকাতার দক্ষিণ মুচিখোলায় কোম্পানির দত্ত মনহারার উপর নির্ভর করিয়া বাস করিতেছেন। যতদিন অযোধ্যায় ছিলেন মধ্যে মধ্যে পারিষদবর্গ ও দুষ্ট লোকের চেষ্টায় কিছু কিছু গোলমালের আশঙ্কা হইতে পারিত, কিন্তু কলিকাতার নিকটে থাকিয়া দূরস্থ অযোধ্যায় কোন প্রকার অসন্তোষ উদ্দীপন করা সম্ভব নহে। নবাব অপেক্ষা তাঁহার মাতার অধিকতর বুদ্ধি ও পৌরুষ ছিল। তিনি স্বয়ং পৌত্রের সহিত কোম্পানির অন্যায় রাজ্যাপহরণ জন্য ভিক্টোরিয়া মহারাণীর নিকট অভিযোগ করিতে ইংলণ্ড পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই অধ্যবসায়ী বেগম স্বকার্য্য সাধনের পূর্ব্বেই লোকান্তর গত হয়েন। সুতরাং সে চেষ্টা নিষ্ফল হইল। অধুনা ইন্দ্রিয়পরবশ অবরোধবাসী ওয়াজেদ আলি হইতে কোন আশঙ্কার সম্ভাবনাই নাই। বিশেষতঃ অল্প দিন হইল প্রসিদ্ধ সুবিজ্ঞ হেনরী লরেন্সের উপর অযোধ্যার ভার ন্যস্ত করিয়া, বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তা মহাত্মা কানিং অযোধ্যার জন্য নিশ্চিন্ত হইলেন।

একা অযোধ্যা শাসনেই তাবৎ করদ ও মিত্র রাজ্য শাসিত রহিল। কাশ্মীর, বিকানির, জয়পুর, গোয়ালিয়র, ঝান্সি, বুন্দেলখণ্ড ইত্যাদি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দু রাজ্য বিলক্ষণ বুঝিয়াছেন, যে ব্রিটিস্ গবর্ণমেণ্টের সহিত প্রতিবাদ করা দূরে থাকুক প্রতিক্ষণে আজ্ঞাকারীর ন্যায় তদাদেশ পালন ব্যতীত রক্ষা পাওয়া ভার। প্রজাপালন বা রাজ্য শাসনের কোন নিয়ম যদি কোম্পানির অভিমত না হয় তৎক্ষণাৎ তাহা পরিবর্ত্তন না করিলে বিষম বিপত্তি। অধীন রাজাগণ বিলক্ষণ জানিয়া ছিলেন তাঁহাদের প্রজাগণ ব্রিটিস্ গবর্ণমেণ্ট-প্রিয়। না হইবে কেন, বটবৃক্ষতল ছাড়িয়া কেহ কি ক্ষুদ্র কদলী বৃক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করিতে

চাহে? সুতরাং তাঁহারা আপনাদিগকে নাম মাত্র রাজা জানেন। এক্ষণে তাঁহাদের দুরাকাঙ্ক্ষা এইমাত্র, যে ইংরাজী রাজনীতি ও শাসন প্রণালী স্বীয় স্বীয় প্রদেশে অনুকরণ করতঃ ব্রিটিস্ গবর্ণমেণ্টের নিকট সুখ্যাতি লাভ করেন। কোম্পানির প্রধান শাসনকর্ত্তার দরবারে যিনি মান্য হইলেন, তিনিই আপনাকে কৃতার্থম্মন্য জ্ঞান করেন।

অযোধ্যার উত্তর হিমালয়ের অধিত্যকাস্থ নেপাল রাজ্য অপেক্ষাকৃত স্বাধীন বটে; কিন্তু বনাভ্যন্তরস্থ পরিত্যক্ত ভগ্ন মন্দির যেরূপ শৃগালের স্বাধীন আবাস স্থল, উহা তদ্রূপ। কোম্পানি মনে করিলে স্বচ্ছন্দে উহা হস্তগত করিতে পারেন। নেপালীরাও স্বীয় বনাকীর্ণ পার্ব্বতীয় প্রদেশ ছাড়িয়া সমভূমির কোন বিপর্য্যয় ঘটাইতে অক্ষম। অধিকন্তু নেপাল রাজ সুবুদ্ধি মন্ত্রীর পরামর্শে ইংরাজগণের সহিত বিবাদ করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক। ভুটান তদপেক্ষা হীন প্রদেশ।

বোম্বাই ও মান্দ্রাজ প্রদেশেও আশঙ্কার লেশ মাত্র নাই। তাবৎ ভারতবর্ষ এরূপ শান্তভাব অবলম্বন করিয়াছে যে সেনাপতি আন্সন্ শিমলায় নিরুদ্বেগে আরাম করিতেছেন। ভারতীয় সেনাগণ অনাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। অন্য শত্রু আসিয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করে, এমত সম্ভাবনাও নাই। উত্তরে দুলঙ্ঘ্য হিমালয় পর্ব্বত, দক্ষিণে সমুদ্র, যাহার উপর ইংরাজ অপেক্ষা বলবান অদ্যাপি পৃথিবীতে কোন জাতিই নাই। পূর্ব্ব ও পশ্চিমের কিয়দংশ আসিয়া খণ্ডের অন্যান্য দেশের সহিত যোগ আছে। পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশ, পশ্চিমে কাবুল। উভয়ই ভারতরাজ্যের সমকক্ষ নহে। পাছে তাহাদের যোগে দূরস্থ শত্রু ভারত সীমার কোন উৎপাত ঘটায়, সুচতুর কোম্পানি বাহাদুর উহাদিগকে সন্ধি দ্বারা বদ্ধ করিয়াছেন। ব্রহ্মদেশ হইতে পেগু প্রদেশ ভারতরাজ্য ভুক্ত করিয়া আভা রাজধানীর সহিত সন্ধি বন্ধন হইয়াছে। অল্পদিন হইল কাবুলাধিকারী দস্তু মহাম্মদ কোম্পানির সহিত সন্ধি বন্ধন করিয়া তাহার সাহায্যে আপনাকে পারস্যাধিপতির আক্রমণ হইতে মুক্ত করিয়াছেন।

প্রবল রাজাগণ আক্রমিত না হইলে অন্যকে আক্রমণ করিতে ব্যস্ত

হয়। ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট বিলক্ষণ জানিয়া ছিলেন. যে ভারতবর্ষের মধ্যে শত্রুর সম্ভাবনা নাই। তবে কি ভারতের অশীতি সহস্র সেনা অনর্থক বসিয়া খাইবে? ইহাকে পরিত্যাগ করা যুক্তি বিরুদ্ধ, কারণ বলহীন হইলে শত্রু উদ্ভাবন হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু সেনার জন্য যে প্রভুত অর্থব্যয় হইতেছে তাহার কোন লাভ লইতে হইবেক।

ভারতীয় বল দ্বারা অন্যান্য রাজত্ব লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু ইহার এক প্রতিবন্ধক ছিল। দেশীয় সেনা অধিকাংশ হিন্দু, তাহারা জাতি নাশ আশঙ্কায় ভারত ত্যাগে নিতান্ত বিমুখ। যৎকালে ব্রহ্মদেশ হইতে পেগু বিভাগ ভারতরাজ্য ভুক্ত হয়, হিন্দু সিপাহীরা 'কালা-পানি' (সমুদ্র) পার হইতে চাহে নাই। তজ্জন্য গত ১৮৫৬ সালে এক রাজনীতি প্রচলিত হয়. যে তৎকাল হইতে সেনা-দল-ভুক্ত হইবার কালে, গবর্ণমেণ্ট যেখানে পাঠাইবেন সেই খানেই যাইব' এরূপ প্রতিজ্ঞা করিতে হইবেক। ব্রহ্মদেশের পার্শ্বে চীনদেশ এবং কাবুলের পার্শ্বে পারস্য। শেষোক্ত দেশের রাজা হিরাট আক্রমণ করিয়া দস্ত মহম্মদের বিপক্ষতাচরণ করিলেন, এই বলিয়া সেনাপতি আউট্‌রাম তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতেছেন। এবং চীন দেশে লার্ড এলগিন্ কোন বিবাদ উপলক্ষে কতিপয় ভারতীয় সেনা লইয়া গমন করিয়াছেন। পেগুতে অদ্যাপি ব্রিটিস্ সেনা আছে। বস্তুতঃ বিলাতী সেনা প্রায়ই ভারতবর্ষে নাই। আবশ্যক ও বোধ হয় নাই।

ভারতবষ এরূপ শান্ত ভাব বোধ হয় কখনই ধারণ করে নাই। অতি সূক্ষ্ম দর্শী কুটজ্ঞ ভীরু-স্বভাব ব্যক্তিরা, যাঁহারা রজ্জুকে সর্পভ্রম করেন, এরূপ লোকও অনুমান করিতে পারেন নাই কোথা হইতে শত্রু উদ্ভাবন সম্ভাবনা। এক্ষণকার শান্তি ইউরোপীয়গণেরই অধিকতর প্রীতিকর হইয়াছিল। দেশীয় স্বাধীন রাজ্য আর নাই। ভারতবর্ষে এমন স্থল নাই, যে তাঁহারা স্বদেশের ন্যায় নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। স্ত্রী পুত্র লইয়া দেশীয়গণের মানাস্পদ হইয়া সুখে বাস করিতেছেন। তাঁহাদের স্বদেশীয়ের মধ্যে যাঁহারা ভারতবর্ষে আসিতে ভয় করেন, ভারতবর্ষবাসী ইউরোপীয়েরা মনে করিতেছেন তাঁহারা অতি

নির্ব্বোধ; হাতের লক্ষ্মী পায় ঠেলেন! ভারতবর্ষ ধন মান মর্য্যাদার স্থল।

কিন্তু এই অপরূপ শান্তি কি কোন ভয়ঙ্কর ঘটনার সূচনা? ইউরোপীয়গণের এরূপ নিঃশঙ্ক ভাব কি কোন অনর্থের মূল? কে বলিতে পারে!

১৮৫৭ সালের প্রারম্ভে ভারতবষে যে সাধারণ শান্তির কথা কহিলাম তাহা সত্য কি না সন্দিগ্ধ চিত্ত পাঠকগণের প্রত্যয়ার্থ মীরট নিবাসী রেমণ্ড সাহেবের বাঙ্গলাতে লইয়া যাই। পাঠক মহাশয়েরা স্বচক্ষে দেখুন পশ্চিম প্রদেশে ইংরাজেরা কিরূপ নিশ্চিন্ত ভাবে ছিলেন।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

স্ত্রী ও স্বামীর কথোপকথন।

তৃতীয় দিবস।

শিশু পালন।

শিশুর আহার।

২০। শিশু ভূমিষ্ঠ হইলেই কি তাহাকে স্তনপান করান উচিত—না তিন দিন পরে তাহাকে স্তনপান বিধেয়?

উ। শিশু ভূমিষ্ঠ হইলেই তাহাকে স্তনপান করান উচিত। কিন্তু প্রসূতির বিশ্রামের জন্য প্রসবের ২।৩ ঘণ্টা পরে স্তনপান করাইবে। লোকে বলিয়া থাকে যে অতি শীঘ্র স্তনে দুগ্ধ হয় না কিন্তু এরূপ প্রসূতি অতি বিরল। প্রথমে অল্প দুগ্ধ হয় বটে কিন্তু শিশু যত স্তন-বোঁট টানিতে আরম্ভ করে. দুগ্ধ ততো অধিক হইতে থাকে।

ভূমিষ্ঠ হইবার অব্যবহিত পরেই স্তনপান করাইলে, শিশু ও প্রসূতি দুজনেরই উপকার আছে। ঐ সময়ের দুগ্ধে বিরেচক গুণ থাকাতে শিশুর মলত্যাগ হয় এবং প্রসূতির প্রসব কষ্টের লাঘব হয় ও রক্ত

স্রাবেরও প্রায় ভয় থাকে না। বিশ্বজননীর এমনই সন্তানস্নেহ যে শিশুর মল বদ্ধ হয় বলিয়া তিনি মাতৃস্তন-দুগ্ধ বিরেচক-গুণ-বিশিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। শিশুর উদর পরিষ্কারের জন্য অন্য কোন বিরেচক ঔষধ (যেমন ক্যাষ্টর অয়েল অর্থাৎ রেড়ির তেল বা সোনামুখী) সেবন করাইতে হয় না। ধাত্রীবিদ্যায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরা শিশুর মলবদ্ধ হইলে বিরেচক ঔষধ সেবন করাইয়া থাকে।

যদি স্তন এক বার টানিলে দুধ না আইসে, তবে যতক্ষণ দুধ না আসে ততক্ষণ অপেক্ষা করিবে, এবং মধ্যে মধ্যে শিশুকে স্তনবোঁটা টানিতে দিবে।

স্তনদুগ্ধ অভাবে যদি শিশুকে জবের মণ্ড খাওয়াইয়া স্তনবোঁটা টানিতে না দেওয়া যায়, তাহা হইলে শিশু দিন দিন দুর্ব্বল হইতে থাকে এবং অবশেষে স্তন বোঁটা টানিতে অপারকও হয়। এ ছাড়া প্রসূতির স্তনে দুধ জমাট বাঁধিয়া বোঁটের ছিদ্র বন্ধ করিয়া ফেলে, সুতরাং দুধ নির্গত হইতে পারে না, অবশেষে "থুনকো" হইয়া অশেষ প্রকার কষ্ট দেয়।

২১। যদি প্রসূতির স্তনে এক কালে দুধ না হয় তবে সে সময় কি করা উচিত?

উ। এ সময় ধৈর্য্য অবলম্বন করাই বিধেয়, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে শিশুর স্তনদুগ্ধ ভিন্ন অন্য আহারের প্রয়োজন হয় না; যদি আহারের নিতান্ত আবশ্যক হয়, তবে (যতক্ষণ মাতৃস্তনে দুগ্ধ না আইসে) ১ ভাগ দুধ ও দুই ভাগ ঈষৎ গরম জল এবং একটু উত্তম দোবোরা চিনি মিশ্রিত করিয়া ৪ ঘণ্টা অন্তর এক এক বার অল্প পরিমাণে দুধ পান করাইবে। যদি ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি শিশুর মলত্যাগ না হইয়া থাকে, তবে দোবোরা চিনির পরিবর্ত্তে সাধারণ চিনি মিশ্রিত করিয়া দিবে।

স্তনে দুধ আসিলে শিশুকে ৪ ঘণ্টা অন্তর একবার এ মাই একবার ও মাই এই প্রকার নিয়মপূর্ব্বক স্তনপান করাইবে। যদি সর্ব্বদা একটী স্তনের দুগ্ধ পান করান যায়, তাহা হইলে অপরটীতে "থুনকো" হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

শিশুরা কখন কখন স্তনপান করিতে যে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকে, প্রসূতিদিগের শিশুপালন বিষয়ে অনভিজ্ঞতাই ইহার মূল কারণ। অন্য প্রকার আহার দ্বারা শিশুর উদর পূরণ করা হয়, সুতরাং শিশু স্তনপান করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে।

২২। কত বার শিশুকে স্তনপান করান উচিত?

উ। দেখা যায় যে প্রসূতিরা সর্ব্বদাই শিশুকে স্তনপান করাইয়া থাকে, এরূপ করা প্রসূতি ও শিশু দুজনেরই পক্ষে অনিষ্টকর। সময় সময় শরীরের অপরাপর অংশের যেরূপ বিশ্রাম আবশ্যক, সেইরূপ সময় সময় উদরেরও বিশ্রাম আবশ্যক, নতুবা সুন্দররূপ পরিপাক হয় না। শিশু যদি সকল সময়ই স্তনদুগ্ধ পান করে, তাহা হইলে শিশুর উদরাময় হইতে পারে।

প্রথম মাস শিশুকে একঘণ্টা বা দেড় ঘণ্টা অন্তর স্তনপান করাইবে। শিশু দুই মাসের হইলে দুই ঘণ্টা অন্তর। এইরূপ শিশুর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্তন পানের সময়ও বৃদ্ধি করিয়া ৪।৫ ঘণ্টা অন্তর করিয়া দিবে। যদি সময়ের নিয়ম পূর্ব্বক শিশুকে স্তনপান করান যায়, তাহা হইলে শিশু সংস্কার বশতঃ কেবল নিয়মিত সময়েই স্তনপান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিবে এবং সে সময় স্তনপান করিতে পাইলেই শান্ত হইয়া থাকিবে। কিন্তু এটী সকল দেশেই দেখা যায় যে শিশুরা যখনই কাঁদে (কান্নার কোন কারণ না জানিয়া), তৎক্ষণাৎ প্রসূতিরা শিশুদিগকে স্তনপান করায়। এই প্রকারে স্তন-দুগ্ধে শিশুদিগের উদর অসঙ্গত পরিপূর্ণ হইয়া পেট বেদনা, উদরাময়, বমন, অধিকতর ক্রন্দন প্রভৃতি নানা প্রকার রোগের উৎপত্তি হয়।

কি স্তন-দুগ্ধ পান, কি নিদ্রা ইত্যাদি সকল বিষয় যদি শিশুদিগের নিয়মবদ্ধ না থাকে, তাহা হইলে তাহারা সুন্দররূপে বলিষ্ঠ ও বর্দ্ধিত হইতে পারে না।

২৩। যদি প্রসূতির শারীরিক দুর্ব্বলতা বশতঃ স্তনে পর্য্যাপ্ত দুধ না হয়, তবে শিশুকে স্তন-দুগ্ধ ভিন্ন অন্য কোন প্রকার আহার দেওয়া আবশ্যক কি না?

উ। স্তন-দুগ্ধ ভিন্ন তিন চার মাস কাল শিশুর কোন খাদ্যের প্রয়োজন হয় না। যদি প্রসূতির দুর্ব্বলতা বশতঃ স্তনে পর্য্যাপ্ত দুধ না হয় তবে কখন কখন শিশুর অন্য খাদ্যের আবশ্যক হয়।

২৪। কোন্ প্রকার খাদ্য দ্রব্য স্তন-দুগ্ধের পরিবর্ত্তে শিশুকে দেওয়া যাইতে পারে?

উ। এক শিশুর যেরূপ খাদ্য দ্রব্য সহ্য হয়, অন্য শিশুর সেরূপ না হইতে পারে, এজন্য নিম্নে ৩।৪ প্রকার খাদ্য দ্রব্যের নাম উল্লেখ করা যাইতেছে, যাহার যেরূপ সহ্য হইবে তাহাকে সেইরূপ খাবার দিবে।

(১) আমাদের দেশীয় রুটী * কিম্বা বিলাতি পাঁওরুটীর "ফোস্কা" ২ ঘন্টা ক্রমাগত জলে সিদ্ধ করিয়া তাহাতে একটু দোবোরা চিনি মিশ্রিত করিয়া দিবে। (যদি মলবদ্ধ থাকে তবে সাধারণ চিনি দিবে) শিশু যখন ৫।৬ মাসের হইবে তখন গরুর টাট্‌কা দুধ গরম করিয়া ঐ সিদ্ধ রুটীর ফোস্কাতে অল্প পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া দিবে। শিশুর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জলের ভাগ কম করিয়া দুগ্ধের ভাগ বেশী করিয়া অবশেষে প্রায় সমুদয়ই দুধ দিবে। দুগ্ধে রুটীর ফোস্কা সিদ্ধ না করিয়া একটু জলে সিদ্ধ করিয়া, পরে গরম দুধ উহাতে ঢালিয়া দিবে।

(২) সুজির রুটী কিম্বা উত্তম পাঁওরুটী টুকুরা করিয়া কাটিয়া পাত্রস্থ করিবে, এবং শীতল জলে ভিজাইয়া রাখিবে, পরে সেই রুটী ২ ঘন্টা-কাল অগ্নি বেষ্টিত গরম উনানে রাখিয়া বাহির করিয়া লইবে, পরে সেই গুলি গুঁড়া করিয়া চিনি মিশ্রিত করিলে আহারের উপযোগী হইবে। এটী অতি উত্তম খাদ্য।

(৩) ভাল পুরাতন দাদ্‌খানি চাল এক ঘন্টা কাল জলে ভিজাইয়া রাখিবে, পরে ঐ জল ফেলিয়া দিয়া পুনরায় পরিষ্কার জল দিবে। পরে অগ্নিতে সিদ্ধ করিয়া ভাতের মণ্ডের ন্যায় করিবে ইহাতে চিনি মিশ্রিত করিয়া পুনরায় ১৫ মিনিট আন্দাজ অগ্নির উপর রাখিবে, তিন অংশ গরম দুধের সহিত ইহার এক অংশ মিশ্রিত করিলে দুধের উপর যে সার অংশ (সর) পড়িবে, সেইটী শিশুদিগের অতি উৎকৃষ্ট খাদ্য।

* ময়দার রুটী অপেক্ষা সুজির রুটী ভাল।

(৪) এতদ্ভিন্ন সাহেবদিগের ডাক্তরখানায় এবং আহারালয়ে শিশুদিগের উপযোগী অনেক প্রকার "শস্যচূর্ণ সম্বন্ধীয়" অতি উপাদেয়, লঘুপাক ও পুষ্টিকর খাদ্য দ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। হার্ড' সাহেব দ্বারা প্রস্তুত "শস্য চূর্ণ সম্বন্ধীয়" খাদ্য দ্রব্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও উপাদেয়।

(৫) এরারুট ও সাগুদানা দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া একটু চিনি মিশ্রিত করিলে শিশুদিগের আহারের উপযুক্ত হয়। উপরোক্ত প্রকার খাদ্য দ্রব্য বা অন্য প্রকার খাদ্য প্রস্তুত বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হওয়া আবশ্যক, একটু অসাবধানতা হেতু শিশুদিগের বিশেষ অপকার হইয়া থাকে। রান্নার পাত্র সকল বিশেষ রূপ পরিষ্কৃত হওয়া আবশ্যক।

২৫। শিশুর স্তন-পানের অবস্থায় অন্য আহারের আবশ্যক কি না? যদি আবশ্যক হয়, তবে কতবার খাওয়ান আবশ্যক?

উ। ২৪ ঘন্টার মধ্যে অর্থাৎ সমস্ত দিন রাত্রের মধ্যে অন্য প্রকার খাবার দুইবার হইলে যথেষ্ট হইল। এক এক বারে অতি অল্প পরিমাণে খাওয়াইবে। পুনঃ পুনঃ বলা যাইতেছে যে যদি মাতৃ-স্তন-দুগ্ধে শিশুর পর্য্যাপ্তি হয়, তবে প্রথম তিন মাস অন্য আহারের প্রয়োজন নাই। এটী নিশ্চয়ই জানিও স্তন-দুগ্ধের ন্যায় পুষ্টিকর খাদ্য শিশুদিগের পক্ষে আর দ্বিতীয় নাই। এজন্য প্রসূতির শরীর যখন সবল ও সুস্থ থাকিবে এবং স্তনে পর্য্যাপ্ত দুধ থাকিবে, তখন শিশুকে তিন চার মাস বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত স্তন-দুগ্ধ ভিন্ন অন্য আহার দিবে না।

শিশু তিন মাসের হইলে, অর্থাৎ চতুর্থ মাস হইতে শিশুকে ক্রমে ক্রমে স্তনদুগ্ধ ছাড়াইতে আরম্ভ করিয়া নবম মাসে এককালে স্তন ছাড়াইবে। এই সময় হইতে মধ্যে মধ্যে অল্প পরিমাণে অন্য খাবার দিবে।

২৬। যদি প্রসূতি নিজে শিশুকে স্তন-পান করাইতে না পারে তবে কি করা উচিত?

উ। প্রসূতি যে নিজে স্তনপান করাইতে অশক্ত এটী নিতান্ত অমূলক। যাহারা কোমলাঙ্গী তাহারও স্তনপান করাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে না। ডাক্তর ফীল বলেন "স্তনপান করাইলে প্রসূতিরা বলিষ্ঠ হইতে থাকে এবং শরীরের সুস্থতাও লাভ করে। এবং তাহাতে ভবিষ্যত্

গর্ভস্রাবেরও অল্পই সম্ভাবনা থাকে। আবার তাহার সন্তানেরাও স্তন-দুগ্ধে পরিপুষ্ট হইয়া বীরের ন্যায় বলবান হইয়া উঠে; নতুবা রুগ্ন ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। প্রসূতির দাই বা পরিচারিকা যত কেন ইচ্ছার সহিত শিশুকে স্তনপান করাক্ না, তথাপি মাতার স্নেহ ও যত্নের ন্যায় সে কখনই মাতার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল সম্পন্ন করিতে পারিবে না।

ইংলণ্ড দেশীয় ধনবান লোকদিগের বিস্তর শিশু সন্তান পাঁচ বৎসর অতিক্রম না করিতে করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, স্তন-পানে বঞ্চিত হওয়া ইহার একটী প্রধান কারণ। ধনবানদিগের স্ত্রীলোকেরা আপন আপন শিশু সন্তানদিগকে স্তনপান করাইতে অবমাননা বোধে দাসীদিগের দ্বারা ঐ কার্য্য সম্পাদন করান। কিন্তু দরিদ্র লোকদিগের স্ত্রীলোকেরা আপন আপন শিশুদিগকে স্তনপান করায় এবং উপযুক্ত ফলও প্রাপ্ত হয়। এদেশেও এখন ধনী বাবুদিগের স্ত্রীরা নিজে শিশু সন্তানদিগকে স্তনপান না করাইয়া পরিচারিকাদের উপর সে কার্য্যের ভার অর্পণ করিয়া থাকেন। ইহারাও যে ইংলণ্ড দেশীয় ধনী লোকদের ন্যায় ফল ভোগ করেন না, ইহা কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না।

যদি নিতান্তই প্রসূতিরা স্তনপান করাইতে অক্ষম হন, তবে একজন সবল ও সুস্থকায় "দুগ্ধ-দায়িকা ধাত্রী" নিযুক্ত করিবে। কিন্তু ঈশ্বর-দত্ত যাহার যে খাদ্য তাহা অবশ্যই অন্য খাদ্য অপেক্ষা যে সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি?

স্তন-দুগ্ধের অভাবে ক্ষুদ্র শিশু সন্তানের উদর অন্য আহার দ্বারা পূরণ করা উচিত নহে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে মাতৃ স্তন-দুগ্ধের ন্যায় উপযোগী আহার শিশুদিগের আর দ্বিতীয় নাই।

যদি "দুগ্ধ-দায়িকা ধাত্রী" প্রাপ্ত হওয়া না যায়, তবে গাধার দুগ্ধ পানই শ্রেয়। কারণ আর আর ইতর প্রাণির স্তন-দুগ্ধের সহিত মাতৃ-স্তন দুগ্ধের তুলনা করিলে, গর্দ্দভীর স্তন-দুগ্ধ কেবল প্রায় মাতৃ-স্তনদুগ্ধের ন্যায় হয়। কিন্তু এ দুই বহু ব্যয় ও কষ্টসাধ্য। গাধার দুধের পরিবর্ত্তে ছাগলের দুগ্ধ পান করাইবে। দুগ্ধপান করিবার স্তনবোঁট সদৃশ বোঁট-

সহ যে সিসি * আছে, তাহার মধ্যে দুধ রাখিয়া সেই বোঁট টানিতে দিবে।

দুর্ব্বল শিশুদের পক্ষে গাধার দুধ এবং বলবান শিশুদের পক্ষে ছাগলের দুধ উপযুক্ত।

যদি গাধা বা ছাগলের দুধ না পাওয়া যায় তবে নিম্নলিখিত মিশ্রিত দুধ পান করাইবে।

সবল গরুর টাট্‌কা দুধ খানিকটা।
উষ্ণ জল.....ঐ পরিমাণ।
লুণ.....২।১ রতি প্রমাণ।
চিনি.....অল্প পরিমাণ।

দুধ জ্বাল † দিতে হইবে না। কিন্তু গরম জল দ্বারাই জ্বালের কার্য্য হইবে। প্রাতঃকাল ও সায়ংকাল দুই বেলাই নূতন টাটকা দুগ্ধ হওয়া আবশ্যক, এবেলার দুগ্ধ ওবেলা পান করান উচিত নহে। মাতৃস্তন-দুগ্ধ যেরূপ উষ্ণ এই দুধে জলেমিশানও যেন তাহার অধিক উষ্ণ না হয়। শিশুর বয়ঃক্রম যত অধিক হইতে থাকিবে জলের ভাগ ক্রমে ক্রমে কমাইয়া দুগ্ধের ভাগ অধিক করিয়া, অবশেষ সমুদয় ভাগ দুধই হইবে।

প্রথম মাসে শিশুকে এক ঘণ্টা অন্তর দুগ্ধ পান করাইবে। শিশু দুই মাসের হইলে দুই ঘণ্টা অন্তর। এইরূপ বয়োধিক্যের সঙ্গে সঙ্গে সময়ের ব্যবধানও বাড়াইয়া দিবে।

২৬। 'দুগ্ধ দায়িকাধাত্রী' কিরূপ হওয়া আবশ্যক?

উ। দুগ্ধ দায়িকা ধাত্রীর শরীরগত ভাব বিশেষ রূপে জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক।—

ক। ধাত্রী সুস্থকায় পরিবার হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে কি না। এবং নিজে সবল ও সুস্থকায় কি না।

* মরগ্যান ব্রাদর্শ : এস, মঃ :— এই সকল সাহেবদের কৃত পানীয় সিসি কার্য্যোপযোগী। এই সিসি সাহেবদের ডাক্তরখানায় পাওয়া যায়; মূল্য অধিক নহে।

† কখন কখন এরূপ দেখা যায় যে দুধ জ্বাল দেওয়া না হইলে শিশুদিগের মলে দুর্গন্ধ হয় সে অবস্থায় দুধ জ্বাল দেওয়াই ভাল।

খ। যক্ষ্মা-উৎপাদক রোগে তাহার পিতা মাতা বা নিজে আক্রান্ত কি না।

গ। তাহার পিতা মাতা বা নিজের কোন প্রকার মন্দ পীড়া আছে বা ছিল কি না।

ঘ। তাহার ঘাড়ে কোন প্রকার ক্ষত বা ফুল আছে কি না।

ঙ। তাহার শরীরের চর্ম্মে ফুস্‌কুড়ি আছে কি না।

চ। তাহার স্তনে পর্য্যাপ্ত দুগ্ধ পাওয়া যাইবে কি না এবং সে দুধ স্বাভাবিক অবস্থায় আছে কি না। *

ছ। তাহার স্তন বোঁট উপযুক্তরূপ বড় কি না এবং তাহাতে কোন ঘা আছে কি না। এবং যে ধাত্রী স্তন দুগ্ধ পান করাইবে তাহার সন্তানের বয়ঃক্রম এই শিশুর বয়ঃক্রমের মতন কি না।

যদি ধাত্রী সুস্থকায় না হয়, যদি তাহার দুধ স্বাভাবিক অবস্থায় না থাকে এবং তাহার যদি ঐ সকল দোষ থাকে, তবে তাহা অপেক্ষা অন্য এক জন সুস্থকায় ধাত্রী নিযুক্ত করিবে। তাহার বয়ঃক্রম যেন ১৬ বৎসরের ন্যূন ও ২০ বৎসরের অধিক না হয়।

ধাত্রীর শিশুর বয়ঃক্রম এ শিশুর ন্যায় হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। কারণ শিশুর বয়োধিক্যের সহিত স্তন দুগ্ধের রং ও গুণের পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। স্তনপানের প্রথমেই স্তন দুগ্ধ ঘন থাকে যদি সেই দুধ ২।৩ মাসের শিশুকে পান করিতে দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহার উদরাময় ও অন্য প্রকার পেটের পীড়া হইতে পারে। প্রথম দিন কয়েক বাদে দুগ্ধের রংও পরিবর্ত্তিত হইয়া, ঈষৎ নীলযুক্ত সাদা রং হয় এবং তাদৃশ গুরুপাকও হয় না।

দুর্ব্বল ও ক্ষুদ্র শিশু সন্তানের জন্য ধাত্রী নির্ব্বাচন বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। সে সময় এই সকল বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবে—ধাত্রীর স্তনবোঁটি যেন নরম হয়, অথচ বড় না হয়; যদি বোঁটি বড় হয়, অথচ শিশুর মুখ ক্ষুদ্র হয় তাহা হইলে শিশু সুন্দররূপে বোঁট টানিতে পারিবে

* দুধ পাতলা, ঈষৎ নীলবর্ণযুক্ত শাদা এবং নিষ্ট এই স্বাভাবিক স্তন দুগ্ধের লক্ষণ।

না। আরও দেখা উচিত, যে ধাত্রীর বোঁট হইতে অতি সহজেই দুধ পড়ে কি না। দুর্ব্বল শিশুরা সজোরে বোঁট টানিতে পারে না, যদি দুধ অল্পটানে না আইসে তাহা হইলে শিশুদিগের ক্ষুধাশান্তি হইবে না, সুতরাং অনশনে প্রাণ বিনাশ হইবার সম্ভাবনা। এ বিষয়ে পরীক্ষা করিবার জন্য শিশুর মুখে দুধ লাগিয়াছে কি না দেখা আবশ্যক।

২৭। কত বয়সে শিশুর স্তনপান বন্ধ করা আবশ্যক?

উ। ইহার নির্দ্ধারিত কাল নির্ণয় করা সুকঠিন। প্রসূতি ও শিশুর শারীরিক অবস্থা দেখিয়া দুধ ছাড়ান উচিত। সাধারণতঃ শিশু ৯ নয় মাসের হইলে তাহাকে স্তন দুধ ছাড়ান আবশ্যক। যদি প্রসূতি দুর্ব্বল, রোগাক্রান্ত হয়, তবে ৬ মাসের সময়ই দুধ ছাড়ান আবশ্যক হইয়া পড়ে। যদি শিশু দুর্ব্বল থাকে আরো কিছু দীর্ঘ কাল স্তন পান করান উচিত। কিন্তু অধিক দিন স্তন পান করাইলে প্রসূতির কোন উপকার না হইয়া বরং অপকার হইতে পারে, এমন কি যক্ষ্মারোগ উৎপন্ন হইতে পারে। এককালে দুধ ছাড়ান অনুচিত। উপরে যেরূপ নিয়মে ছাড়াইবার কথা বলা গিয়াছে, সেইরূপ করিবে।

২৮। শিশুদিগের খাদ্যে চিনি মিশ্রিত করা আবশ্যক কি না?

উ। চিনি পুষ্টিকর ও বলকারক এবং গরুর দুগ্ধে মিশ্রিত করিলে প্রায় স্তনদুগ্ধের ন্যায় হয়। অধিক চিনি হইলে সুন্দর পরিপাক হয় না; টক ঢেকুর উঠিতে থাকে, এবং বায়ুসরিতে থাকে। আহারের দোষে প্রায় অধিকাংশ শিশুর উদর স্ফীত ও বায়ু সরিতে দেখা যায়, এ বিষয় প্রসূতিদিগের বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক।

অলঙ্কার।

ছাত্রীগণে সম্বোধিয়া অধ্যাপিকা কন,
গহনাবিষয় আজি করহ শ্রবণ।—
অহঙ্কারের "হ" স্থানে হইয়া "ল" কার,
অনুমানি হইয়া থাকিবে অলঙ্কার।

মূর্ত্তিমান অহঙ্কার দেখিবারে চাও,
বঙ্গ-অঙ্গনার প্রতি নয়ন ফিরাও।
পাঁচ খানি অলঙ্কার আছে যার গায়,
গরবে সে সোজামুখে কথা নাহি কয়।
কথা কয় নথসহ তুলি নাসিকায়,
চলে যায় সব-মাটি নাহি ঠেকে পায়।
আকার ইঙ্গিত আর গমন কথন,
চোখ মুখ ভাব ভঙ্গী করি দরশন;
মানবের মানসিক ভাব সমুদয়,
অনুমান করা যদি সুসঙ্গত হয়;
তবে কহা যায় গর্ব্ব হয়ে মূর্ত্তিমান,
অলঙ্কার নারীরূপে করে অধিষ্ঠান।
অজ্ঞান রমণীগণ সুখকর কয়,
বস্তুতঃ গহনা কভু সুখকর নয়;—
অলঙ্কার বিপদের চুম্বক সমান,
অনুমান নহে ইহা দেখ বিদ্যমান—
যোজনান্তে পেয়ে যথা জলের আঘ্রাণ,
উষ্ট্রগণ পানাশয়ে হয় ধাবমান;
মকরন্দ গন্ধে যথা ধায় অলিগণ,
গৃধ্রকুল ভক্ষ্য দৃষ্টে করয়ে গমন;
তথা দুষ্ট দুরাশয় দস্যু ও তস্কর,
কালান্ত সোদরসম অতি ভয়ঙ্কর;
বিকট গর্জ্জন করি করয়ে গমন,
অলঙ্কার-লোভ তার প্রধান কারণ।
আহা! হা! তস্করকৃত কামিনীর দশা,
কে না জানে? ছিন্ন করে কর্ণ আর নাসা।
ঝর ঝর ঝরে রক্ত কপোল বহিয়া,
তবু তাহে ঘৃণা নাই দেখিয়া শুনিয়া।

কহিতে দুঃখের কথা হয় মাত্র শোক,
অবোধ বঙ্গীয়া সম না দেখি স্ত্রীলোক।
বাস্তবিক যেই বস্তু অকিঞ্চিৎ কর,
শিক্ষা ভাবে তাহাতেই অতি সমাদর;—
সুবর্ণ রজতময় নানা আভরণ,
(আশি ভরি কোন কোন গহনা ওজন!)
যে মহিলা সর্ব্ব অঙ্গে করয়ে ধারণ,
সুখোদয় তার তাতে হয় যে কেমন,
সেই তাহা অনুভব করে বিলক্ষণ;
প্রকৃত সুখানুভবে অন্ধ অন্যজন।
অলঙ্কার দেখি তার অপর রমণী,
(তাদৃশ গহনা অঙ্গে যাহার ওঠেনি)
মনে ভাবে আহা! ইনি কিবা ভাগ্যবতী,
অবনীতে অবতীর্ণা যেন হৈমবতী।
ইঁহারি সার্থক এই পৃথিবীতে আসা,
পুণ্যবতী ধরাতলে ইঁনিই বিশেষা।
নারীকুলে এই ধনী সুখিনী যেমন,
তেমন সুখিনী আর নাহি কোন জন।
তপস্যা যেমন যেই করে জন্মান্তরে,
পৃথিবীতে আসি তথা ফল ভোগ করে;
কার দোষ দিব হায়! তপস্যা যেমন,
করেছিনু তারি ফল ভুগিছি এখন!
এমন অদৃষ্ট করি এসেছি ভারতে,
কিছু সুখ হল নাকো এ পোড়া ভাগ্যেতে!
অন্যের দেখিয়া সুখ নয়ন জুড়ায়,
হেন হাতে পড়ে ছিনু হায়! হায়! হায়!
এইরূপ নানামত অজ্ঞ বামাগণ,
আপনার অসৌভাগ্য করয়ে গণন।

অলঙ্কৃতা রমণীর স্বামী যেই জন,
শত মুখে তার যশ করয়ে বর্ণন ;
আপনার হতভাগা পতি উদ্দেশিয়া,
গালি দেয় নানামত গর্জ্জন করিয়া।
অলঙ্কার জগতের একমাত্র সার,
জানে রমণীর মাঝে যাহারা অসার।
শিক্ষাভাব, দেশাচার, বহু দরশন,
অপর শৈশবাবধি সদা আলোচন ;
এসব কারণে বঙ্গদেশী বামাগণ,
গহনায় এত আস্থা করে প্রদর্শন।
কিছু কিছু গহনায় শোভা বটে হয়,
অধিক হইলে কিন্তু শোভা হয় ক্ষয়।
অত্যাদর হেতু কিন্তু অজ্ঞান রমণী,
অধিকে শোভার হানি ভাবে না কখনি।
তারা ভাবে যার যত অধিক গহনা,
তার তত শোভা লোকে করিবে গণনা।
মনে ভাবি দেখ দেখি করি বিবেচনা,
বাস্তবিক সুখকর হয় কি গহনা ?
কষ্টি পাতরেতে ঘসি কে কেমন সোনা,
পরীক্ষা করিয়া যথা যায় তাহা জানা ;
সেই মত অশিক্ষিত যত বামাগণ,
সৌভাগ্যের কষ্টিরূপ গণে আভরণ।
যাহার অঙ্গেতে থাকে যতেক গহনা,
সেই তত ভাগ্যবতী করে বিবেচনা।
প্রকৃত সুখের বোধ আছে যার মূলে,
সে কি তোলায় সুখ অলঙ্কার তুলে ?
যাঁহারা সুখের তত্ত্ব জানেন প্রকৃত,
তাঁদের মনের ভাব হয় অন্য মত।

তাঁহারা জানেন গাধা বড় মোট বয়,
বড় মোট বহে বলি সুখী কভু নয়।
তবে গহনার মুটে যে রমণী যত,
সেই তত সুখী ইহা হয় কি সঙ্গত ?
তাহারা ভূতের বোঝা কেন তবে বয় ?
লিখিত হতেছে পরে শুন পরিচয়।—
নিশ্চয় জানিবে পিঠ ফুড়িয়া যেজন,
" দে পাক দে পাক " বলি ঘোরে বন বন ;
জিহ্বা ফুড়ি বাড়ী বাড়ী করয়ে নর্ত্তন,
তাহারা তাহাতে সুখী নহে কদাচন।
বাহাদুরি দেখি লোকে " সাবাস " যে দেয়,
তাই লাভ তরে তারা তত কষ্ট সয়।
অশিক্ষিত বামাগণ ঠিক সেই মত,
ফুড়িতে নাসিকা কর্ণ কষ্ট সহে তত।
নাসাদি করিতে বিদ্ধ কষ্ট নাহি হয়,
প্রামাণিক এই কথা কখনই নয়।—
ব্যথা হয়, পড়ে রক্ত, কখন বা পাকে,
পাকিয়া কখন তারে ঠেকায় বিপাকে।
হাতে পায়ে পড়ে কড়া গহনা প্রসাদে,
তাহা দেখি বেড়ি পরা ডাকাতেও কাঁদে।
বলে তারা " মোরা যেন করিছি ডাকাতি,
তাতেই মোদের এত হতেছে দুর্গতি ;
অবলাগণের কিন্তু কোন দোষ নাই,
তবু বঙ্গে এত দুখ আহা মরে যাই !"
সহে সে রমণীগণ কষ্ট সমুদয়,
" ভাগ্যবতী " এই কথা শ্রবণ আশয়।
জান কি তোমরা যোদ্ধা কেন যায় রণে ?
ঝাঁপানে উঠিয়া বেদে খেলে কাল সনে ?

আছে তাহে সত্য বটে প্রাণের সংশয়,
" বাহাবা " লোভেতে কিন্তু বিমুখ না হয়।
সেই রূপ এদেশীয় অজ্ঞ নারীগণ,
পদে পদে জানিয়াও বিপদ কারণ,
প্রবল " বাহাবা " রব ত্যজিতে না পারি,
মূর্ত্তিমতী বিপদেরে রাখে বুকে করি।
কেনা জানে যে রমণী পরিয়া ভূষণ,
ষষ্ঠীতলে যায় কিম্বা উৎসব ভবন;
তথায় তাহার স্থিতি সুখকর নয়,
অলঙ্কার প্রতি ভয় কখন কি হয়।
করিবে তথা গিয়া উৎসব দর্শন,
" তুলোরাম খেলারাম " করে তার মন।
ইহাও সকল লোক দেখে শোনে জানে,
যাদের গহনা নাই তারা সেই স্থানে;
উৎসব দর্শন করে নিরুদ্বেগ মনে,
" ভাগ্যবতী " সম তারা বিপদ না গণে।
তবে দেখ দেখি মনে করি বিবেচনা,
সুখ-মূল বাস্তবিক হয় কি গহনা?

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

নূতন সংবাদ।

আমাদিগের কোন পাঠিকার প্রাপ্ত একখান পত্র হইতে তাঁহার ভ্রাতার লিখিত কটক সহরের বৃত্তান্তটী পাঠিকাগণের গোচরার্থে নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

১ম। " কটক কলিকাতা হইতে ১২।১৩ দিন পথ ও প্রায় ১২৫ ক্রোশ দূরবর্ত্তী। ইহার উত্তরে মহানদী ও দক্ষিণে কাটজুড়ি নদী প্রবাহিত হইতেছে। ইহার চতুর্দ্দিক নদী ও কৃত্রিম নদী (খাল) দ্বারা বেষ্টিত। ইহার জলবায়ু অস্বাস্থ্যকর নহে। কলিকাতা যেমন

বাঙ্গালা দেশের রাজধানী ও প্রধান নগর; এবং তথাকার ও তৎ সন্নিহিত স্থানবাসীদিগের কথা অধিকতর বিশুদ্ধ; সেইরূপ কটক উড়িষ্যা দেশের রাজধানী ও প্রধান নগর ও এখানকার লোকদিগের উড়িয়া ভাষা অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ। মফস্বলের ভাষা অতি অস্পষ্ট ও দুর্বোধ। উড়িয়া ও বাঙ্গালা ভাষায় অতি অল্প প্রভেদ দৃষ্ট হয়। এখানকার অধিবাসী বাঙ্গালী অপেক্ষা যদিও অসভ্য, তথাপি ইংরাজ ও খৃষ্ট-ধর্ম্ম-প্রচারক দ্বারা অনেক সভ্যতাও উন্নতি হইতেছে। এখানে হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান ধর্ম্মাবলম্বীলোক আছে; আবার জাতি অনুসারে শ্রেণী বিভাগ করিলে নিম্নলিখিত কয়েক জাতি আছে। উড়িয়া, বাঙ্গালী, ইউরোপীয় ও তৈলঙ্গী প্রধান।

১। উড়িয়ারা সর্ব্বদা ফোটা কাটে ও মস্তকের অধিকাংশ কামাইয়া ফেলে। ইহারা অত্যন্ত চুরট ও পান খাইয়া থাকে। উড়িয়াদিগের মধ্যে যাহারা খৃষ্টান তাহারা বাঙ্গালীদিগের ন্যায় বস্ত্র পরিধান করে ও চুল রাখে। তাহাদের ভাষা উড়িয়া বলিয়া সহজেই খৃষ্টান ও উড়িয়া বলিয়া তাহাদিগকে চেনা যায়। যে সকল উড়িয়া আপিসে কর্ম্ম করে তাহারা অপেক্ষাকৃত দেখিতে ভব্য ও ধুতি জামা চাদর ব্যবহার করে।

উড়িয়া স্ত্রীগণের আকার ও বেশ ভূষা অতি বিশ্রী। তাহারা সর্ব্বদা তেল হলুদ মাখে এবং অত্যন্ত মোটা ও কম ওশারো কাপড় (সাড়ী) পরিয়া থাকে। ভিতরে কাছা দিয়া কাপড় পরে বলিয়া কাপড় সর্ব্বদা আঁটুর উপর থাকে। তাহারা পেটেও সিন্দুর পরে। এবং এরূপ ভারী পিত্তল ও কাঁসার গহনা পরে যে জেল খানার কয়েদীরাও তত ভারী বেড়ী পরে কিনা সন্দেহ। এমন কি গহনার প্রসাদে হস্ত পদে (গাড়ীর বলদের কাঁধের ন্যায়, বেড়ী কাটা কয়েদীর ন্যায়) কড়া পড়িয়া গিয়াছে। তাহাদের খোপা অতি জঘন্য। নেকড়ার খালী দড়ি করিয়া খোপায় শোভা করিয়া থাকে। তাহারা গহনার এক আঘাতে মানুষ হত্যা করিতে পারে।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এখানকার কি ইতর কি ভদ্র সকলেই পঁকাল ভাত (পান্তাভাত) সুকা-

মাছ (সুটকী মাছ) খাইতে অধিক ভাল বাসে। সেই জন্য জীয়ন্ত মাছ অপেক্ষা সুট্‌কী মাছের দর বেশী।

২। বাঙ্গালীদের মধ্যে কতক গুলি এখানকার চিরপ্রবাসী হইয়াছে তাহাদিগকে কেরা বাঙ্গালী বলে। তাহাদের ভাষা উড়িয়া ও বাঙ্গালা মিশ্রিত ও সুশ্রাব্য নহে।

৩। মান্দ্রাজ প্রভৃতি স্থানবাসী দিগকে তৈলঙ্গী বা তেলেঙ্গা বলে। যদিও তাহাদের স্ত্রীলোকে স্বাভাবিক তাদৃশ সুশ্রী নহে, অধিকাংশের বর্ণ কাল; কিন্তু এরূপ বেশ বিন্যাস করে যে তাহাতে তাহাদের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে। তাহারা ১৫।১৬ হাত লম্বা শাড়ী পরিধান করে। বিধবা হইলে তাহাদিগকে ঘোম্‌টা দিতে হয় এজন্য ঘোম্‌টা দেওয়া তাহাদের গালাগালি হয়। তাহারা অতি সুন্দর খোপা বাম বা দক্ষিণ পার্শ্বে বান্ধিয়া থাকে।

২য়। এডুকেশন গেজেট পাঠে জানা গেল।

ইতঃপূর্ব্বে গিল্‌টির প্রণালী কাষ্ঠ কিম্বা মৃন্ময় অথবা ধাতু পাত্রাদিতেই চলিত; এক্ষণে উহা কাগজ, কার্পাস, কৌষেয়, এবং ঊর্ণ বস্ত্রাদিতে চলিতে আরম্ভ হইয়াছে। যে দ্রব্যের উপর গিল্‌টি করিতে হইবে ঐ দ্রব্যকে দুই ঘণ্টা কাল কাষ্টকীর জলে ডুবাইয়া রাখিতে হয় অনন্তর শুকাইয়া জলজানবায়ু সংলগ্ন করিলে দ্রব্যটী গিল্‌টি গ্রহণের যোগ্য হইয়া উঠে।

৩য়। মান্দ্রাজ টাইমস্ অবগত হইয়াছেন যে, একজন মুসলমান জাতীয়া স্ত্রী ১২০ বৎসর বয়সে সে দিন কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। ১৭৪৭ খৃঃ অব্দে অর্থাৎ পলাসীর যুদ্ধের দশ বৎসর পূর্ব্বে ঐ বৃদ্ধার জন্ম হয়। তিনি এদেশে ইংরাজ রাজত্বের সূত্রপাত অবধি এত দূর উন্নতির অবস্থা দর্শন করিয়াছেন, লর্ড হেষ্টিংস অবধি সর জন লরেন্স পর্য্যন্ত সমুদায় গবর্ণর জেনরেলকেই জানিতে পারিয়াছেন। এবং তাঁহার জীবৎকালের মধ্যে দেশের যে কতদূর পরিবর্ত্ত ঘটিয়াছে, তাহাও তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন।

৪র্থ। টাইম্‌স্ অব্ ইণ্ডিয়া বলেন, জামকান্দির রাজা এবং তাঁহার রাণী মিস্ কাপেন্টরের সমভিব্যাহারে চন্দনবাড়ী এবং বোম্বাই দুর্গস্থিত পারসীক সভার বালিকা বিদ্যালয় গুলি সন্দর্শন করিয়াছেন। কতকগুলি বালিকার পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া মহারাজ সন্তুষ্ট হইয়াছেন, এবং ঐ সকল বালিকাকে পুরস্কার দিবার নিমিত্ত ৫০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন।

৫ম। আমেরিকান মিসন নামে এতদ্দেশীয় অন্তঃপুর স্ত্রী-শিক্ষার উন্নতি সাধনার্থে আমেরিকানদিগের যে সভা আছে, সেই সভা সংক্রান্ত বিবিরা মাতলা রেইলওয়ের অন্তর্গত সোনাপুর ষ্টেশনের ভূমিতে বিদ্যালয় সংস্থাপনার্থ গৃহ নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

Printed at J. G. Chatterjea & Co's Press, No. 31, Amherst Street.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতি যত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৬৬ সংখ্যা। মাঘ বঙ্গাব্দ ১২৭৫। ৪র্থ ভাগ।

চিত্তবিনোদিনী।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

রেমণ্ড সাহেব ভোজনান্তে কেদারার উপর অর্দ্ধ শয়নাবস্থায় রহিয়াছেন। সম্মুখে একটি প্রশস্ত মেহোগিনী নির্ম্মিত মেজ সুচিক্কণ বহুমূল্য আস্তরণে আবৃত। তদুপরি সুদৃশ্য পুষ্পাধার, গজদন্ত-নির্ম্মিত কলমদান, নানা প্রকার খেলানা এবং শিলাময় দাড়িম্ব আম্রাদির প্রতিরূপ এবং দুই এক খানি পুস্তক অপূর্ব্ব শোভা পাইতেছে। একটি সুসজ্জিত আতপশালা প্রজ্জ্বলিত হইয়া গৃহকে আলোকিত এবং মাঘের প্রাক্‌কালীন তীব্র শীতল বায়ুকে উত্তপ্ত করিতেছে। সাহেবের হস্তে একখানি বৃহৎ সংবাদ পত্র। পড়িতেছেন কি না বলা যায় না। কিন্তু কথোপকথনের ভাবগতি অনুসারে এক একবার মেজের উপর পতিত ও এক এক বার সাহেবের করস্থ হইয়া তাঁহার মুখাবরণ স্বরূপ হইতেছে। রেমণ্ড সাহেবের বর্ণ রক্তের ন্যায়; কপালে ও কপোলে অগণ্য ব্রণ থাকাতে এরূপ বর্ণ হইয়াছে; নচেৎ গ্রীবা ও ললাটের ঊর্দ্ধভাগ শ্বেতবর্ণ। বোধ হয় যৌবন কালে অধিকতর সুন্দর ছিলেন গ্রীষ্মপ্রধান দেশের অসহ্য

সূর্য্যোত্তাপে মুখটি বিকৃত হইয়াছে। চক্ষু, কেশ ও শ্মশ্রু পিঙ্গল বর্ণ, এবং শ্মশ্রুর মধ্যভাগ ও গোঁপ ক্ষৌরযুক্ত। বয়স পঞ্চাশৎ বৎসর হইবেক। ললাট ও বদনের উভয় পার্শ্বে ত্রিবলী রেখায় বয়স ও পরিশ্রান্ত জীবনের পরিচয় দেয়। দৃষ্টি তীক্ষ্ণ ও ক্রোধ-প্রকাশক, দেখিলে ভয় হয়। কিন্তু, কথোপকথন কালীন স্থির দৃষ্টি ও প্রসন্ন বদন অন্তরের সহৃদয়তা প্রকাশ করে।

সাহেব দক্ষিণ হস্তে মেজের উপর ভর দিয়া কিঞ্চিৎ বক্রভাবে পার্শ্বস্থ স্বীয় সহধর্ম্মিনীর সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন। বিবির আকার সাহেবের বিপরীত। কেশ ও চক্ষু ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ; বর্ণ দুগ্ধালক্তের ন্যায়, দৃষ্টি অতি প্রশান্ত ও দয়া-প্রকাশক। শরীর অপেক্ষাকৃত স্থূল। বয়স অনুমান চল্লিশ বৎসর। দেখিলে ভক্তি ও বিশ্বাসের উদয় হয়। বিবি রেমণ্ডের এই কৃষ্ণবর্ণ কেশ তাঁহার স্বামীর সাময়িক উপহাস ও নিন্দার স্থল। সাহেব কহিলেন, 'প্রিয়ে এমি! বয়সে তোমার কেশ পাশ ঘৃণিত মসীরূপ ত্যাগ করিয়া শ্বেতবর্ণ হইলে কথঞ্চিৎ নয়ন তৃপ্তিকর হইতে পারে, কিন্তু তোমার কাকচক্ষু আমার অক্ষিশূল থাকিবে! তুমি যদি মহামান্য জেনেরেল—সাহেবের কন্যা না হইতে, যদি এতাদৃশ সদ্গুণযুক্তা না হইতে, এবং প্রণয় যদি যৌবন কালে অন্ধ না হইত, তাহা হইলে কদাপি তোমাকে পরিণয় করিয়া আমার পবিত্রকুল কলঙ্কিত করিতাম না।' বিবি সাহেবের প্রকৃতি জানিয়া রুষ্টা না হইয়া উপহাস স্থলে কহিলেন, 'হাঁ কালচুলে যে জেমির কত ঘৃণা তাহা বারাণসীর, ইন্দুমতীর কেশ পাশে পরিচয় আছে।' জেমস সংবাদ পত্র যেন মনোযোগ দিয়া পড়িতেছেন এই ভাবে মুখটি ঢাকিলেন। সুতরাং লজ্জিত হইলেন কি না বুঝা গেল না। কিঞ্চিৎ পরে কহিলেন 'প্রাণাধিকা এমিতে তোমার প্রতিরূপ থাকাতেই পিঙ্গলাক্ষ স্যাক্সন কুলে কালী পড়িয়াছে। হায়! এত যত্ন করিয়া প্রসব কালে তোমাকে ইংলণ্ডে লইয়া গেলাম তথাপি এমি মাতৃরূপানুযায়ী হইল! এমি যদি কোন প্রেমান্ধ ব্যক্তির চক্ষে না পড়ে, তুমি যেরূপ আমার চক্ষে প্রেম ধূলি ক্ষেপণ করিয়াছিলে—তাহাকে

সদ্বংশে বিবাহ দিতে হইলে প্রভূত অর্থের আবশ্যক। কেন না বিশুদ্ধ ইংরাজের নয়নে মাতৃসদৃশী এমি সুন্দরী নহেন।' কুরূপা বলিলে নারী-মাত্রেই বিরক্ত হয়। প্রশান্ত স্বভাবা এন্ ও কিছু ক্ষুণ্ণ হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন ইঁহার যেরূপ মন তেমনি সকলকে ভাবেন, আপনি অর্থ লোভে বিবাহ করিয়াছেন বলিয়া এরূপ ভাবিতেছেন। পরে মেজের উপর হইতে অন্য মনস্ক ভাবে একখানি পুস্তক খুলিতে খুলিতে হঠাৎ স্বামীর ভগিনীর চিত্রপট দেখাইয়া কহিলেন; 'আমরা ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি সুতরাং এতদ্রূপ পিঙ্গলকেশী, বিড়ালাক্ষি ও বকের ন্যায় লম্বগ্রীব সুন্দরী হইতে পারি কি?

সাহেব। বটেইত! হেঞ্জিষ্টের পবিত্র শোণিত যে শরীর মধ্যে চলে তাহার লোমের কালী পর্য্যন্ত দূর হয় এবং মস্তক অহঙ্কারে উন্নত থাকে।

বিবি। তোমার বংশে মসীর সহিত চিরবিরোধ না?

সাহেব। সত্যইত! আমার পবিত্র বংশ অসিজীবী, মসীজীবী নহে! এই নরাধমই কেবল অসির পরিবর্ত্তে মসী ব্যবহার, এবং পিঙ্গলাক্ষির পরিবর্ত্তে কাকচক্ষুর সহবাসে কলঙ্কিত হইয়াছে।' বলিয়া সগর্ব্বে ক্ষুদ্রাক্ষরপূর্ণ এক বিস্তীর্ণ বংশাবলী দেয়াল হইতে আনয়ন করিয়া, বলিতে লাগিলেন, 'দেখ! আমার পঞ্চাশৎ পুরুষ জান্ রেমণ্ড উলিয়মের বিপক্ষে দেশ রক্ষাহেতু সম্মুখ যুদ্ধে হত হন; তাঁহার পৌত্র রিচার্ড রেমণ্ড ইংলণ্ডের স্বাধীনতা পত্রের (মাগনা কার্টা) প্রধান উদ্যোগী; আমার ত্রিংশ পুরুষ উলিয়ম রেমণ্ড স্পেনীয় আরমেডা জয় করেন;—হেনরী রেমণ্ড—" বিবি ঈষদ্ধাস্য করিয়া কহিলেন, 'প্রধান প্রধান লার্ডেরা এত দিনের বংশাবলী ঠিক রাখিতে পারে না, আর তোমার পঞ্চাশৎ পুরুষ অভ্রান্ত!" এই কথায় রেমণ্ড সাহেব কুপিত ভাবে বলিয়া উঠিলেন, "ভারতীয়া, তুমি বংশমর্য্যাদার কি জান?"

এমন সময় একটি হিন্দুস্থানী যুবা সহসা উপস্থিত হওয়াতে বিবি বলিলেন 'বিজয় সিং এত ব্যগ্র দেখিতেছি কেন? বৈস।' লালা বিজয় সিংহ অভিবাদন করিয়া কহিলেন 'মেম্ একটি কর্ম্মপ্রার্থী যুবা সাহেবের সহিত দেখা করিবার জন্য দ্বারে দণ্ডায়মান।' বিবি সাহেবের মুখ

পানে চাহিলেন এবং সাহেব ছোট একটি ঘন্টা বাজাইবা মাত্র 'খোদাবন' বলিয়া জড়সড় ভাবে এক জমাদার উপস্থিত। সাহেব—'বাবুকো ইঁয়া আনেকহ।' 'জো হুকুম খোদাবন' বলিয়া জমাদার অল্পক্ষণেই একজন পশ্চিম দেশ বাটী বাঙ্গালী বাবুকে সঙ্গে করিয়া আনিল। আগন্তুক মেম ও সাহেবকে সুদীর্ঘ সেলাম করিয়া একটি আবেদন পত্র দিল। সাহেব কহিলেন 'ইয়েঃ 'আসি রোপেয়াকা কাম্‌মেঁ এক বহুত্ লায়েক্ আদ্‌মী মকরর্ হো চুকা।' বিজয় ইংরাজীতে বলিলেন 'কৈ কর্ম্মালয়ে উপযুক্ত ব্যক্তিত কাহাকে দেখিতে পাই না।' সাহেব কহিলেন 'কেন চারু অপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তি কোথা পাইব?

চারুর নামে লালার আনন নীলবর্ণ হইল; বলিলেন "কি? সেই চেঙ্গড়া ছোকরা চেরো—যে অদ্যাপি দুই টাকার পদেও অভিষিক্ত হয় নাই, সে এই সুবুদ্ধি কর্ম্মদক্ষ ব্যক্তি অপেক্ষা যোগ্য হইল? জানিলাম আজ কাল অনুরোধই অর্থাগমের সোপান, তোষামোদ ও প্রিয়পাত্রতাই যোগ্যতা। সেই বৃদ্ধ কর্ম্মের বাহির কাশীনাথই ধূর্ত্ততা প্রযুক্ত স্বীয় আত্মীয়ের প্রতি আপনাকে পক্ষপাতী করিয়াছে। নচেৎ নূতন ব্যক্তিকে এত উচ্চ পদ আপনি কখনই প্রদান করেন নাই। আপনার চক্ষে যদি চাতুরীর ধূলি মুষ্টি ক্ষেপণ না হইত তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেন' বলিয়া অভিমানে অধোমুখে রহিলেন। বিবি কহিলেন 'বিজয়! চারুচন্দ্রের সুখ্যাতি ত সর্ব্বদাই শুনিতে পাই, তুমিই পূর্ব্বে পূর্ব্বে কত গুণ ব্যাখ্যা করিয়াছ। এখন বুঝি তুমি তাহাকে সরল চক্ষুতে দেখ না।'

লালা। মেম্! তখন জানিতাম না যে সেই অসভ্য বালক আপন সাধ্যাতীত দুরাকাঙ্ক্ষা করিবেক!

সাহে। বিজয়! তুমি বিরক্ত হও কেন? প্রধান কর্ম্মচারীর অনুরোধ তোমা অপেক্ষা অধিক নহে; চারুচন্দ্রের যোগ্যতা আমি স্বচক্ষে না দেখিলে বাঙ্গালীকে একেবারে এরূপ উচ্চপদ কদাপি দিতাম না। চারু অনভিজ্ঞ হইয়া প্রধান কর্ম্মচারীরও যোগ্য। আমি যদিও অল্প

হই তাবৎ কর্ম্মালয়ও কি তদ্রূপ? যাহা হউক (আগন্তুকের প্রতি) তোম্ ক্যা কাম্ করতা থা?

আগ। হুজুর হামারা সারটিফিকেট হায়্ দেখিয়ে। হাম দশ্ বরস্ তক্ পুলীস্‌মেঁ কেরাণী থা।

সাহে। তলব্ কেত্তা মিল্‌তা থা?

আগ। দস্ রোপেয়াসে শুরু করকে আজ্ তক্ বিশ্ রোপেয়াকা হদ্ মেঁ পোঁছা।

সাহে। বিজয়! তোমার অনুরোধে ইহাকে ত্রিশ টাকার পদটি দিলাম।

লালা। চারু উর্দ্দু ভাল জানে না, নূতন লোক তাহাকেই ঐপদ দেওয়া উচিত।

সাহেব। আচ্ছা এক মাস পরীক্ষা কাল রহিল, ইহার মধ্যে চারু অপেক্ষা যদি ইনি যোগ্য হন ইঁহাদের স্থান পরিবর্ত্তন করা যাইবেক, এই কথা বলিয়া বিজয়কে স্তোকবাক্যে ভুলাইলেন। আগন্তুক হৃষ্ট হইয়া নত শিরে দীর্ঘ সেলাম করিয়া বিদায় লইল।

বিবি ঘন্টা বাজাইবা মাত্র 'খোদাবন্' বলিয়া জমাদার উপস্থিত হইল। 'বাবা লোগোকোঁ সেলাম দেও' বিবির এই আজ্ঞা পাইয়া 'হুকুম খোদাবন্' বলিয়া পার্শ্বস্থ এক গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। পরদার আড়াল হইতে একটি ষোড়শ বর্ষীয়া বালিকা গোপন ভাবে উঁকি মারিতে ছিলেন। বিবির এই আজ্ঞা শুনিবামাত্র যে ঘরে এমি একাকিনী পড়িতে ছিলেন, তথায় গিয়া কহিলেন, "এমি এমি! বড় মেম আমাদিগকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন, চল।" এমি হাস্য বদনে কহিলেন "ভগ্নি ওখানে বুঝি বিজয় সিংহ আছেন।" হেলেনা অপ্রতিভ হইলেন এবং তাঁহার কপোল দ্বয়ে রক্তবর্ণের আমেজ দেখিয়া, এমি কহিলেন "তবেত ওখানে যাইতেই হইবে চল।" হেলেনা কহিলেন 'আমি কি মিথ্যা কহিতেছি? ঐ দেখ জমাদার আসিয়াছে।'

এমি ও হেলেনা উপস্থিত হইলে বিবি কহিলেন "নেলি (হেলেনাকে আদরে এইরূপেই সম্ভাষণ করিয়া থাকেন) বিজয়কে তোমাদের

বাল্যোচিত মধুর আলাপনে প্রফুল্ল কর।" হেলেনা লজ্জায় অবনতমুখী হইয়া সতৃষ্ণ-নয়নে বিজয়ের অভিমান-গম্ভীর মুখ কমলের প্রতি ক্ষণে ক্ষণে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। এমি কহিলেন "মাতঃ! ভ্রাতা বিজয় এরূপ বিষণ্ণ কেন?" বিবি কহিলেন "উহার অনভিমতে চাকুকে পদ প্রদানে অসন্তুষ্ট হইয়াছেন।" কেন পিতাত কখনই বিজয়ের অনুরোধ অতিক্রম করেন না?" বিবি কহিলেন "বাছা! উনি যে চাকুর বিপক্ষে অনুরোধ করিবেন তাহা জানিতেন না। চাকুর অসাধারণ ক্ষমতাগুণ ও নম্রতায় বশীভূত হইয়াই এরূপ করিয়াছেন; নচেৎ দেশীয়ের প্রতি অহঙ্কারী রেমণ্ড কি কখন এত অনুগ্রহ প্রকাশ করেন?"

এ দিকে হেলেনা বিজয়কে লইয়া গৃহের অপর পার্শ্বে গিয়া কথোপকথন করিতে ছিলেন এবং ক্ষণেক পরে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া উভয়ে বারণ্ডায় বেড়াইতে লাগিলেন। তখন সাহেব কহিলেন "বোধ হয় চাকুর অভ্যুদয়ে বিজয়ের ঈর্ষার উদয় হইয়াছে। বিজয় অতি নির্ব্বোধ! সহস্র গুণাধার হইলেও কি কেহ তাহাকে অতিক্রম করিতে পারিবেক? সহস্র দোষাকর হইলে বিজয়কে কি কদাপি অবহেলা করিতে পারি? এক্ষণে বিজয় ও নেলীর বিবাহ দিতে পারিলে চরিতার্থ হই। এম্! তুমি হেলেনার কি মত জান? বিবি কহিলেন "বিজয় অতি সুশিক্ষিত চতুর কার্য্যদক্ষ ও মর্য্যাদাজ্ঞ,—হেলেনার কেনই বা তাঁহাকে বিবাহ করিতে অমত হইবেক? তবে যদি তাঁহার হিন্দুস্থানী বেশ মনোনীত না হয়।" এমি কহিলেন "কেন, পিতার ভয়েই বিজয় ভদ্রবেশ ধারণ করেন না, নচেৎ দেশীয় বেশ তিনি আমাদিগের ন্যায় ঘৃণা করেন। শুনিয়াছি তিনি এক্ষণে বিবাহে প্রস্তুত নহেন।" সাহেব বুঝিলেন উপযুক্ত যৌতুকাভাবে এবং পাছে সরলা এমি তদ্বিষয়ে কিছু অনুরোধ করে এই ভয়ে কথোপকথন স্রোত পরিবর্ত্তন করিয়া, অযোধ্যার জয়, ভারতের শান্তি ইত্যাদি বিষয়ের আন্দোলন করিতে লাগিলেন। যুদ্ধের অভাবে তাঁহার কমিসেরিয়ট ডিপার্টমেণ্টের হ্রাস হইবে আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কারণ যুদ্ধ সম্ভাবনা না থাকিলে সেনার প্রতি অনাদর হইবেক ও তৎপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আয়োজনকারীগণের মর্য্যাদা থাকিবেক না।

তিনি ইচ্ছা করেন এই নির্জ্জীব দেশ ও নির্জ্জীব লেখনী ব্যবসায় পরিত্যাগ করতঃ চীন দেশে করে করবাল গ্রহণপূর্ব্বক স্বীয় বংশমর্য্যাদা রক্ষা করেন। এমি বাল-স্বভাব-প্রযুক্ত পিতা তাঁহাদিগকে অসহায় ফেলিয়া যাইবেন বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন। রেমণ্ড সগর্ব্বে কহিলেন "ভীরু মেষগণের দেশে তোমাদের ভয় কি? ভারতবর্ষে এমন লোক নাই যে ইংরাজগণের উপর অত্যাচার করে। সিংহী একাকিনী থাকিলেও তাহাকে মেষ পালের ভয় করিতে হয় না।"

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

স্ত্রী ও স্বামীর কথোপকথন।

চতুর্থ দিবস।

শিশু পালন।

টীকা।

২৯। শিশুদিগের গোবীজে* টীকা দেওয়া ভাল, না মানুষের বীজে† টীকা ভাল?

উ।—টীকা দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক, যখন টীকা দেওয়া প্রথা প্রচলিত হয় নাই, তখন বসন্ত রোগে কত লোকের যে প্রাণ নাশ হইয়াছে তাহার নিশ্চয় করা যায় না—কত কত গ্রাম এক কালে ধ্বংশ হইয়াও গিয়াছে।

এ দেশে যে বীজে টীকা দেওয়া হয় সেটী অতিশয় ভয়ঙ্কর ব্যাপার, ইহাতে এত অধিক বসন্ত বাহির হয় যে তাহাতেই কত লোকের প্রাণ-

* ইংরাজী টীকা। † দেশীয় টীকা।

গরুর গাত্রে বসন্ত হইলে, সেই বসন্তের পূঁজ লইয়া যে টীকা দেওয়া হয় তাহাই ইংরাজী টীকা। ইহাকে গোবীজ বলে।

মানুষের গাত্রে বসন্ত হইলে, সেই বসন্তের পূঁজ লইয়া যে টীকা দেওয়া হয় তাহাই দেশীয় টীকা। ইহাকে মনুষ্যবীজ বলে।

নাশ হইয়া থাকে, কিন্তু সাহেবেরা যে বীজে টীকা দেয় তাহাতে কিছুমাত্র ভয় নাই এজন্য দেশীয় প্রথার পরিবর্ত্তে এমন স্থলে সাহেবদের প্রথা অনুসারে টীকা দেওয়া ভাল। কিন্তু দেশীয় টীকাপ্রথা ধর্ম্মের সহিত যোগ থাকাতে সহসা পরিত্যাগ করা সুকঠিন হইয়াছে। সে যাহা-হউক, বস্তুতঃ যাহা ভাল ও যুক্তিসঙ্গত তাহাই করণীয়।

৩০। গোবীজে টীকা দিলেও অনেক সময় বসন্ত বাহির হইতে দেখা যায়, তবে দেশীয় টীকা দেওয়া তো ভাল?

উ।—গোবীজে টীকা দিলেও যে কখন কখন বসন্ত হয়, তাহা সত্য বটে, কিন্তু দেশীয় টীকার পরেও যে বসন্ত হইবে না, তাহা কে বলিল—দেশীয় টীকার পরেও বসন্ত হইয়াছে এবং হইতেও পারে। দেশীয় টীকার এই একটী উপকার দেখা যায় যে প্রায় ৫০।৬০ বৎসর পর্য্যন্ত আর টীকা দিতে হয় না; কিন্তু গোবীজে টীকা দিলে, অন্যূন ৭ সাত বৎসর অন্তর টীকা দেওয়া উচিত। কিন্তু ইহাতে কিছুমাত্র প্রাণ নাশের আশঙ্কা নাই। এই জন্য এদেশে পূর্ব্বাপেক্ষা সাহেবি টীকা প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে।

৩১। সাত বৎসর অন্তর পুনরায় গোবীজে টীকা দেওয়া কি নিতান্ত কর্ত্তব্য?

উ। সাত বৎসর অন্তর দেওয়াই আবশ্যক; কিন্তু যে সময় পাড়ায় বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হইবে সে সময়ও টীকা দেওয়া উচিত। কারণ বসন্ত রোগ সংক্রামক—বসন্তের পূঁজ যাহার গাত্রে লাগিবে তাহারই বসন্ত হইবে এজন্য টীকা দিয়া পূর্ব্বে সাবধান হওয়া আবশ্যক। ডাক্তার জেনার যিনি ইংরাজী টীকা আবিষ্কার করেন, তিনি বলেন যদি ৭ বৎসর অন্তর নিয়মপূর্ব্বক গোবীজে টীকা লওয়া যায়, তবে বসন্ত রোগ আক্রমণ করিতে পারে না।

৩২। একবারেই গরুর বসন্ত হইতে পূঁজ লইয়া টীকা দেওয়া তো ভাল—মানুষদের টীকা হইতে লওয়ায় কি আবশ্যক?

উ। গরুর গাত্রের বসন্ত হইতে পূঁজ লইয়া সকলকে টীকা দেওয়া অপেক্ষা একজন সবল ও সুস্থকায় লোককে টীকা দিয়া—তাহার পূঁজ

হইতে সকলকে টীকা দেওয়া ভাল। তাহার কারণ এই যে ইহাতে রোগীর কষ্ট কম হয় এবং গরু হইতে প্রতিবার পূঁজ সংগ্রহ করাও বিচক্ষণ চিকিৎসক ভিন্ন আর কেহ পারে না এবং অনেক সময়ও আবার দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠে।

৩৩। কত বয়সে শিশু সন্তানকে গোবীজে টীকা দেওয়া উচিত?

উ। যত শীঘ্র তাহাকে সাবধান করা যায় ততই ভাল, দুই মাস বয়ঃক্রমের মধ্যে হইলেই ভাল হয়।

৩৪। যদি টীকা দেওয়ার পূর্ব্বে বসন্ত বাহির হয় তবে কি করা উচিত?

উ। সে সময় টীকা দিলে কোন কর্ম্মেরই হয় না। যে মাত্র বসন্ত গুলি চলিয়া যাইবে তৎক্ষণাৎ গোবীজে টীকা দেওয়া কর্ত্তব্য। যদি পাড়াতে সে সময় বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হয় তবে কোন বিবেচনা না করিয়া গোবীজে টীকা দিবে।

৩৫। টীকা দেওয়ার পর শরীর কি কোন রকম অসুস্থ হয়?

উ। ৩।৪ দিন বাদে ৫ দিনের দিন একটু জ্বর বোধ হইতে পারে, মুখমণ্ডল গরম বোধ হয়। রাত্রেও একটু অস্থিরতা হয় এবং একটু উদরাময়ও হইতে পারে। ৯ দিন বা ১০ দিনের দিন হাতের যে স্থানে টীকা দেওয়া হয়, সে স্থানটী স্ফীত, গরম, লালবর্ণ এবং চক্‌চকে হইয়া উঠে। দুই এক দিন এইরূপ অবস্থায় থাকে, পরে ক্রমে ক্রমে আরাম হইয়া যায়। এরূপ শরীর অসুস্থ হওয়া প্রার্থনীয়; এরূপ না হইলে কখনই জানা যায় না যে এ টীকাতে কোন উপকার হইবে কি না।

৩৬। টীকার অবস্থায় যে জ্বর বোধ হয়, সে সময় ঔষধ সেবন উচিত কি না?

উ। সে সময় ঔষধ সেবন করান উচিত নহে, ঔষধ সেবনে কোন ফল দর্শিবে না। সে জ্বর দুই এক দিনের মধ্যে আরাম হইয়া যায়।

৩৭। টীকা দেওয়ার পরে হাতের কোন রকম সাবধানতা লওয়া কি আবশ্যক?

উ। হাতের এই মাত্র সাবধানতা লওয়া আবশ্যক, যেন কোন

প্রকারে সেই টীকা স্থানটী ঘর্ষণ করা না হয়। যদি টীকার স্থানে ফোস্‌কা না হইতে হইতেই পূঁজ ঘসে ফেলা যায়, তাহা হইলে টীকায় কোনফল দর্শিবে না।

৩৮। যদি টীকার অবস্থায় হাত অতিশয় "টাটায়" ও সড়্‌সড়্‌ করে, তবে সে সময় কি করা উচিত?

উ। পায়রার পালক দ্বারা সেই স্থানটী মধ্যে মধ্যে চুলকাইয়া দিবে। দুধের সর সেই ফোস্‌কার চারিধারে দিলে অনেক উপশম বোধ হইতে পারে।

৩৯। গোবীজ শুখাইয়া গেলে হাতে কিরূপ দাগ হইবে?

উ। ফোস্‌কার উপরের ছাল টানিয়া ছাড়ান উচিত নহে, আপনা-আপনি খসিয়া পড়িয়া যাইবে, পরে একটী গোলাকৃতি দাগ চিরকালের জন্য হাতে থাকিবে।

দন্ত উঠন।

৪০। কত বয়সে দাঁত উঠিয়া থাকে?

উ। এটীর নিশ্চিত উত্তর দেওয়া দুঃসাধ্য। অনেক শিশুর ৭।৮ মাসে দাঁত উঠে, অনেকের তিন মাসে, এমন কি জন্মানর সঙ্গে সঙ্গেও দাঁত্‌ দেখা যায়। আবার এক বৎসর পর্য্যন্তও অনেকের দাঁত উঠে নাই। ফ্রান্সের রাজধানী পেরিস নগরের একখান ডাক্তারী সংবাদ পত্র বলেন যে একটী স্ত্রীলোকের ৮৫ বৎসর বয়ঃক্রম কালে দাঁত উঠিয়াছিল। এতকাল তাহার দাঁত উঠে নাই।

৪১। যদি শিশুর মধ্যে মধ্যে জ্বর উদরাময় হইতে থাকে এবং মাড়ি কঠিন, উষ্ণ ও স্ফীত দেখা যায় তবে সে সময় মাড়ি কাটা আবশ্যক কি না?

উ। সে সময় মাড়ি কাটা নিতান্ত আবশ্যক। দাঁত বাহির হইলে সকল অসুখ চলিয়া যায়।

৪২। কি প্রকারে মাড়ি কাটিতে হয়?

উ। ডাক্তর দ্বারাই মাড়ি কাটান আবশ্যক—কিন্তু সময় ক্রমে যদি ডাক্তর না পাওয়া যায় এবং যদি ডাক্তর অধিক দূরে থাকে তবে আপনারাই মাড়ি কাটিয়া দিবে, এটী অতিশয় সহজ।

শিশুটীকে এক জনের কোলের উপর শোয়াইয়া, অন্য কাহাকে তাহার হাত দুইখান ধরিতে বলিবে।

যদি উপরের মাড়ি কাটা আবশ্যক হয়, তবে যে ব্যক্তি মাড়ি কাটিবে, সে শিশুর মস্তকের দিকে বসিয়া বাম হস্তের তর্জ্জনী দ্বারা মাড়ি বিলক্ষণ শক্ত করিয়া ধরিবে, পরে মাড়ি কাটিবার ছুরি (অভাব পক্ষে নরুণ) ডান হাতে লইয়া মাড়ির যেস্থান শক্ত ও স্ফীত হইয়াছে। তাহা লম্বা ভাবে চিরিয়া দিবে।

যদি নীচের মাড়ি চেরা আবশ্যক হয়, তবে শিশুর ডান হাতের দিকে বসিয়া নিজের বাম হস্তের অঙ্গুলী দ্বারা মাড়ি শক্ত করিয়া ধরিয়া পূর্ব্বের মত চিরিয়া দিবে।

৪৩। দাঁত উঠিবার সময় যদি "দড়কা" হয় তবে সে সময় কি করা উচিত?

উ। তৎক্ষণাৎ ডাক্তর ডাকিতে পাঠাইবে; ডাক্তরের উপস্থিত হইবার মধ্যে চুপ করিয়া না থাকিয়া ভাল করিয়া জলের আছড়া শিশুর মুখে দিবে এবং শীঘ্র খানিকটা গরম জল করিয়া শিশুকে তাহার মধ্যে ১৫ মিনিট আন্দাজ কিম্বা যতক্ষণ চেতনা না হয়, ততক্ষণ বসাইয়া রাখিবে। জল হইতে শিশুকে তুলিয়া শীঘ্র গাত্রের জল মুছাইয়া দিবে, এবং একখান গরম কাপড় ঢাকা দিয়া রাখিবে। মধ্যে মধ্যে মস্তকে শীতল জল দিবে ও শীঘ্র মাড়ি চিরিয়া দিবে। পরে ডাক্তর আসিয়া যেরূপ ব্যবস্থা করিবেন তাহাই হইবে।

৪৪। দাঁত উঠিবার সময় শিশুকে "চুসিনাটী" এবং ঐরূপ অনেক দ্রব্য চুসিতে দেওয়া হয়—একি দেওয়া ভাল?

উ। এরূপ করা ভাল নহে, ইহাতে মাড়ি শক্ত করিয়া ফেলে। বুড় আঙ্গুলই সর্ব্বোৎকৃষ্ট চুসিনাটী;—এটী অধিক শক্তও নহে এবং নরমও নহে—এবং শিশুরা বুড় আঙ্গুলই চুসিয়া থাকে, তবে অন্য

প্রকার "চুসিনাটী" দেওয়া বাহুল্য মাত্র। বুড় আঙ্গুল চোসাতে অনেক উপকার, প্রথমতঃ লাল নিঃসরণ গ্রন্থি হইতে সর্ব্বদা লাল নির্গত হয় ইহাতে মুখ রসাল থাকে, দ্বিতীয়তঃ লাল অধিক নির্গত হইলে সুন্দররূপে পরিপাক হয়।

৪৫। দাঁত উঠিবার সময় শিশুদিগের কোন্ পীড়া অধিক হয় এবং তাহার আরামের উপায় কি?

উ। দাঁত উঠিবার সময় মস্তকের পীড়া হইয়া থাকে যেমন "দড়কা" ফুস্‌ফুসেরও পীড়া হয়, যথা কাশি; উদরের পীড়া হইয়া থাকে, যেমন, পেটফোলা, টক ঢেকুর উঠা এবং অজীর্ণ; গাত্রচর্ম্মে ফুস্‌কুড়িও বাহির হইয়া থাকে।

এই সকল পীড়া হইতে মুক্তি লাভের উপায় গ্রহণ করা আবশ্যক।

শিশুকে নিয়মপূর্ব্বক পুষ্টিকর অথচ লঘুপাক (যাহা পৌষ মাসে বলা হইয়াছে) এরূপ দ্রব্য ভক্ষণ করাইবে এবং এক স্থানে রুদ্ধ করিয়া না রাখিয়া খোলা স্থানে লইয়া বেড়াইবে। এরূপ নিয়মপূর্ব্বক চলিলেই পীড়ার হাত হইতে মুক্তি লাভ হইবে।

অলঙ্কার।

(১৭৮ পৃষ্ঠার পর।)

বৃহস্পতি সমমতি মধ্যবিধগণ,
আজীবন যাহা কিছু করে উপার্জ্জন;
প্রেয়সীর দেহরূপ নিরাপদ স্থানে!
সঞ্চয়ে সে সমুদায় করি প্রাণ পণে।
তাঁদের যুকতি দৃঢ় কাটা নাহি যায়,
কহেন "নগদ টাকা হাতে নাহি রয়;
অসময় তরে কিন্তু অর্থের সঞ্চয়,
কিছু কিছু আবশ্যক সকলেরি হয়।

অতেব গহনা রূপে অর্থের সঞ্চয়,
আহার ঔষধ দেখ দুই এতে হয়;—
পরিবার থাকে তুষ্ট টাকাও না যায়,
সঞ্চয় পক্ষেতে এই প্রশস্ত উপায়"।
তাঁদের প্রস্তাবে কিন্তু মম ক্ষুদ্র মতি,
পোষকতা নাহি করে এক তিল রতি।
কেন যে গহনা ছাড়া টাকা নাহি রয়,
নিগূঢ় তাহার অর্থ বুঝিবার নয়।
মিতাচার করিবারে জানে যেই জন,
গহনা ছাড়াও তার থাকে হাতে ধন।
যেই স্বেচ্ছাচারী বদ্ধ নহে মিতাচারে,
গহনা কি তার ধন রাখিবারে পারে?
সংসার খরচ বাদে বাঁচে যেই টাকা,
ব্যবসা অথবা সুদে যদি যায় রাখা;
গহনা হইতে তাহে আছে বহু গুণ,
বৃদ্ধি পায় টাকা তবু নাহি হয় ন্যূন।
কথিত সঞ্চয়িগণ যাঁহাদের স্বামী,
তাঁরাও পতির মতে হয়ে অনুগামী;
আপনার দেহরূপ সঞ্চয়ের স্থান,
বাড়ান ছবুড়ি বিঁধি স্বীয় নাক কাণ।
কোন স্থানে এক জন অতি ধনবান,
আছিল তাহার মাত্র একটী সন্তান।
'সবে ধন নীলমণি' বলিয়া তাহার,
আদরের পরিসীমা নাহি ছিল আর।
আদর সূচক গায়ে সোনার গহনা,
দিয়াছিল এত, যার উপরে ধরে না।
লাড়ু গোপালের মত খেলিয়া বেড়ায়,
তাহা দেখি মাবাপের নয়ন জুড়ায়।

একদা তাঁহার বাটী আইলেন গুরু,
গুরুরে পূর্জিল দিয়া চন্দন অগুরু।
তাঁহার সেবার লাগি বহু আয়োজন,
করিল ভকতিযুত শিষ্য পরিজন।
থাকেন ঠাকুর তথা দিন পাঁচ ছয়,
তার মাঝে ভয়ানক শুন পরিচয়।
গুরুর কাছেতে সেই শিষ্যের ছেলেটী,
খেলা করে নাড়ে চাড়ে এটী ওটী সেটী।
দেখিয়া ভূষিত সেই শিষ্যের তনয়,
গুরুর মনেতে লোভ হইল উদয়;—
" কেমনে লইব এই স্বর্ণ আভরণ,
লয়ে বা কেমনে তাহা করিব গোপন"
উৎকট লোভেতে পড়ি গুরু মনে মনে,
নিয়ত থাকেন তার সুযোগ সন্ধানে।
এক দিন সেই লক্ষ্য শিষ্যের তনয়,
বিজনে গুরুর কাছে উপস্থিত হয়।
তিনিও বাঞ্ছিত এই সুযোগ পাইয়া,
(কহিতে শরীর মম উঠে সিহরিয়া)
এমনি লোড়ারঘাত করিল মস্তকে,
এ কাঘাতেই বাহিরিল জীব দেহ থেকে !!
পরে সেই শিশু শব সত্বর হইয়া,
তলপী ভিতরে নিজ রাখিল লুকিয়া।
কাপড়ে আগুন যথা ঢাকা নাহি রয়,
পাপকর্ম্ম সেইরূপ জানিবে নিশ্চয়।
অচিরে গুরুর সেই ঘোর পাপাচার,
প্রকাশিয়া চারি দিকে হইল প্রচার।
এইরূপ এক দাসী অন্য এক স্থানে,
গহনার লোভে তার মনিব সন্তানে,

মারিয়া গোপন করে কূপের ভিতরে;
প্রকাশ হইল তাহা অল্প দিন পরে।
উদাহরণের তরে গহনা কারণ,
দুটী মাত্র শিশু হত্যা হইল কথন।
এ ছাড়া অনেক আছে, সেই সমুদায়,
বাহুল্য ভয়েতে তাহা বলা নাহি যায়।
গুরু আর দাসী সুধু গহনা কারণ,
এরূপ নিষ্ঠুর কাজে করেছিল মন;
নতুবা তাদের বল শিশুর শোণিতে,
কেন ইচ্ছা হবে হস্ত দূষিত করিতে?
শোভার লাগিয়া সুধু গহনা ধারণ,
এ ছাড়া অপর আর না দেখি কারণ;
তাতে হেন হয় যদি অনিষ্ট সাধন,
তবে সে শোভায় বল কিবা প্রয়োজন?
সেই পুত্র শোকাতুরা জননী যখন,
কাঁদেন বিনায়ে আহা! করিলে শ্রবণ;
যেই জন অতি মাত্র পাষাণ হৃদয়,
তাহারো হৃদয়ে হয় শোকের উদয়।
" কোথায় গেলিরে বাপ! হৃদয়ের ধন!
আর কি দেখিব তোর সে চাঁদ বদন?
চাঁদ মুখে মধুমাখা আধ আধ কথা,
জুড়াবে কি আর কাণ, জুড়াইত যথা?
গোপাল বলিয়া বাপ! ডাকিলে রে আমি,
" কেন মা " বলিয়া আর আসিবে কি তুমি?
হায়, হায়! ওরে যাদু! না দেখি তোমায়,
দশদিক অন্ধকার বুক ফেটে যায়!
যে মুখ দেখিয়া হৃদে আনন্দ অপার,
উদয় হইত, হায়! সাগর আশার;

যে কথা শুনিয়া তোর কর্ণ জুড়াইত,
যে কথা কহিতে মন প্রফুল্ল হইত ;
সেই মুখ সেই কথা করিয়া স্মরণ,
তোমার অভাবে যাদু ! দহিছে জীবন !
পীড়ায় তোমার যদি হইত নিধন,
পারিতাম বুঝাইতে তবু পোড়া মন।
গহনা এমন কাল, হায় ! হায় ! হায় !
গহনা রাক্ষসী মোর খাইল বাছায়।
ওরে অলঙ্কার ! তোর এই ছিল মনে ?
কোল শূন্য করে নিলি হৃদয় রতনে !
অবসান হল এই আমার জীবন,
অন্ত্যকালে অভাগীর এই নিবেদন ;—
হে ভগিনীগণ ! যেন আমার মতন,
গহনা শিশুর গায়ে দিওনা কখন।
গহনা শিশুর গায়ে দিও না দিও না,
ভুক্ত ভোগী তোমাদের করিতেছে মানা"।
জ্ঞানের ভূষণ পর করিয়া যতন,
পরম শোভিত হবে তোমার জীবন।
উপেক্ষা করিয়া যেই সামান্য ভূষণ,
জ্ঞানরূপ মহামূল্য উজ্জ্বলাভরণ ;
যতন করিয়া হৃদে করয়ে ধারণ ;
তার আভরণ শোভা করি দরশন,
ধন্যবাদ দেয় যত গুণগ্রাহিগণ।
হীরক জহর পান্না রজত কাঞ্চন,
মণি মুক্তা প্রবালাদি পার্থিব রতন ;
কি ছার বলিয়া তাঁরা করেন গণন।
সামান্য ভূষণ ধারী সদা সশঙ্কিত,
জ্ঞান আভরণে তার ফল বিপরীত,

পরিবার আগে এই জ্ঞান আভরণ,
ভূত প্রেত ডান আদি ভয় অগণন,
করে থাকে অধিকার মানবের মন ;
এবে তারা অতি দূরে করে পলায়ন।
ব্যভার করিলে পরে অপর গহনা,
শোভা তার যায় ক্রমে কিছুই থাকে না ;
ব্যবহারে এ গহনা সেইরূপ নয়,
তাহাতে ইহার শোভা সমধিক হয়।
যেই স্বর্ণকার এই গহনা গড়িয়া,
দিয়াছেন মানবেরে কঙ্কণা করিয়া ;
ধন্য কারুকরি তাঁর ধন্য শত শত,
তাঁহারাও ধন্য যাঁরা গ্রহণে তা রত।

নূতন সংবাদ।

১ম। পত্রের মাসুলের নিয়ম পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আগামী এপ্রেল অর্থাৎ চৈত্র মাস হইতে আধতোলা পরিমাণ ওজনের চিঠী দুই পয়সা মাসুলে চলিবে। পূর্ব্বে সিকি তোলা অর্থাৎ একটী সিকির তুল্য ভারী চিঠী দুই পয়সায় মাসুলে যাইত, উহার বেশী ভারী হইলে চারি পয়সার মাসুল লাগিত। এখন হইতে আদতোলা (একটী আদুলি) পর্য্যন্ত ওজনের চিঠী দুই পয়সা মাসুলে যাইবে। উহার বেসি ভারী একতোলা পর্য্যন্ত ওজনের চিঠী চারি পয়সা লাগিবে।

আমাদিগের পাঠিকাগণের মধ্যে অনেকের দুই পয়সা মাসুলের পত্র সিকিভরি ওজনের বেসি হইয়া পড়ে তজ্জন্য আমাদিগের মধ্যে মধ্যে কিছু ক্ষতি সহ্য করিতে হয়। এখন হইতে আমাদিগের আর তজ্জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবেক না।

২য়। এডুকেশন গেজেট হইতে উদ্ধৃত।

অনেকের জানা আছে যে, ডাক্তরেরা অস্ত্র-চিকিৎসার সময়ে এমন

এক প্রকার আরক সুঁকিতে দেন, যাহার ঘ্রাণ গ্রহণ করিতে করিতে রোগী সর্ব্বতোভাবে অচেতন এবং স্পন্দহীন হইয়া পড়ে। সে অবস্থায় অস্ত্রচিকিৎসা-জনিত কোন কষ্টই তাহার অনুভূত হয় না। কিন্তু ঐ আরকের (ক্লোরোফরম) ব্যবহার সর্ব্বতোভাবে বিপদশূন্য নহে। উহা সুঁকিতে সুঁকিতে নাড়ীর গতি ন্যূন হইয়া আইসে, এবং কোথাও কোথাও প্রাণের হানিও হইয়াছে। সম্প্রতি ডাক্তর ডব্লিউ, বি, রিচার্ডসন্ নামা এক জন সাহেব প্রকাশ করিয়াছেন যে, ইথর নামক আরকের ধারা শরীরের কোন ভাগে কিয়ৎক্ষণ পাতিত করিলে সেই ভাগ সম্পূর্ণরূপে অসাড় হইয়া যায়, এবং তখন বিনা যন্ত্রণায় ঐ ভাগে অস্ত্রচিকিৎসা চলিতে পারে।

৩য় ডেলিনিউস্ নামক সংবাদ পত্র অবগত হইয়াছেন, বিজয়ন গ্রামের মহারাজ তাঁহার বালিকাবিদ্যালয়ের বালিকাদিগের কৃত কতকগুলি সূচিশিল্পিত বস্তু গবর্ণমেন্টকে উপহার স্বরূপ প্রদান করিয়াছেন। ঐ বালিকাবিদ্যালয়টী ১৮৬৭ অব্দের জুলাই মাসে মহারাজ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। উহাতে ১৯৪ জন বালিকা সম্প্রতি অধ্যয়ন করিতেছে। তন্মধ্যে ২৫ জন ব্রাহ্মণ-কন্যা, অবশিষ্ট রাজপুত দুহিতা। গবর্ণর জেনরেল বাহাদুর দেশীয় স্ত্রীশিক্ষার প্রতি মহারাজের এইরূপ যত্ন দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছেন, এবং আশা করেন, অন্যান্য সর্দ্দারেরাও তাঁহার দৃষ্টান্তঅনুসরণ করেন।

বামাগণের রচনা।

আত্মোন্নতি।

এই মানব দেহ ধারণ করিয়া সকলেরই কর্ত্তব্য যে আপন আপন আত্মার উন্নতি-সাধন করা, কারণ আত্মা পবিত্র ও উন্নত না হইলে কখনই প্রকৃত মঙ্গল হয় না। পাপে ঘৃণা, কৃত পাপের নিমিত্ত অনুতাপ, সংসারকে অনিত্য-জ্ঞান, ধর্ম্মে অনুরাগ এবং পরমেশ্বরের প্রতি প্রীতি ও ভক্তি প্রকাশের নামই আত্মোন্নতি-সাধন। পাপ, যাহা এমন শ্রেষ্ঠ-জীব মনুষ্যকে পশুবৎ করে, যাহার স্পর্শ মাত্রে মন আত্মগ্লানি রূপ মহাবিষে জর্জ্জরিত হয়, যাহার প্রলোভন সকল পরমার্থ পথ বিস্মরণ করায়, সেই পাপ পিশাচকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করা, এবং যদ্যপি অজ্ঞানতা বশতঃ কখন আমরা তাহার প্রলোভনে পতিত হই, তাহা হইলে তন্নিমিত্ত অকৃত্রিম অনুশোচনাপূর্ব্বক পুনরায় সে কর্ম্ম না করা আমাদের সকলেরই মহা কর্ত্তব্য। কিন্তু হায়! আমরা এরূপ কর্ত্তব্য কর্ম্মে তদ্রূপ যত্ন করি কই? আমরা অজ্ঞানে আছন্ন থাকিয়া বিষয়-মোহে মুগ্ধ হইয়া, আপনাদের যথার্থ মঙ্গলের প্রতি একবার দৃষ্টিপাতও করি না।

আহা! আমরা এই সাংসারিক অনিত্য বস্তু সকলের প্রতিই প্রীতি করি ও তাহাদেরই নিত্য জ্ঞান করি। হায়! অনিত্য বস্তুতে প্রীতি স্থাপন করিলে কি কখন চরিতার্থ হইতে পারা যায়? ঐহিক সুখে কি কখন যথার্থ আনন্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়? হা! আমরা যে ঐশ্বর্য্যকে জীবনের উদ্দেশ্য জ্ঞান করি, যাহা প্রাপ্তির নিমিত্ত কত ক্লেশ স্বীকার করি, এবং যাহা প্রাপ্ত হইলে আপনাকে কতই শুভাদৃষ্ট জ্ঞান করি তাহাও চিরস্থায়ী নয়। আমাদের যে প্রাণাধিক পুত্র কন্যা যাহাদের মুখাবলোকনে একেবারে আনন্দ-সাগরে মগ্ন হই, যাহাদের কিছুমাত্র দুঃখ উপস্থিত হইলে আমরা কত দূর যন্ত্রণা ভোগ করি, তাহাদের সহিতও বিচ্ছেদ হইবে। আমাদের যে প্রিয় বন্ধুবর্গ, যাঁহারা আমাদের প্রতি কতই অনুরাগ প্রকাশ করেন, যাঁহারা আমাদের সুখে কি পর্য্যন্ত না সুখী হয়েন, এবং বিপদ উপস্থিত হইলে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া, আমাদের কতদূর সাহায্য প্রদান করেন, এমন যে হিতৈষী বন্ধুগণ তাঁহারাও আমাদের পরিত্যাগ করিবেন। আমাদের যে এই শরীর যাহা কিছুমাত্র ম্লান হইলে আমরা কত দুঃখিত হই, যাহার সৌন্দর্য্য বর্দ্ধনে আমাদের কত প্রয়াস! হা! সে শরীরও বিনাশ পাইবে। অতএব আমাদের ইহাই নিতান্ত কর্ত্তব্য, যে সাংসারকে অনিত্য জানিয়া ইহার মোহে মুগ্ধ না হইয়া, কেবল ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা ও ঈশ্বরের প্রতিই প্রীতি স্থাপন করা।

আমরা যদ্যপি এমন জ্ঞানবিশিষ্ট মনুষ্য হইয়া এমন স্বাধীন হইয়া, ধর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়া, কেবল পশুবৎ আচরণপূর্ব্বক জীবন ক্ষেপণ

করিব তাহা হইলে আমাদের মনুষ্য নামেই কি ফল হইল ? আহা ! পুণ্য কর্ম্মে যে কি পবিত্র সুখ, কি বিমলানন্দ, তাহা তিনিই জানেন যাঁহা হইতে একটি মাত্রও সৎকার্য্য সাধিত হইয়াছে। যখন আমরা কোন অনাশ্রয় দীন ব্যক্তির সাধ্যমতে উপকার করি, তখন মনে কি এক আনন্দের উদ্ভব হয়! যখন কোন সাধু চরিত্র মহাত্মা দুর্জ্জয় স্বার্থপরতা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নানা দুঃখ নানা ক্লেশ সহ্য করতঃ কোন সৎকার্য্য সাধন করেন, তখন তাঁহার অন্তরে কি এক আনন্দ-প্রবাহ প্রবাহিত হইতে থাকে! যখন কোন কুলপাবন সৎপুত্র শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত তাঁহার পিতা মাতার সেবা শুশ্রূষা করেন, এবং প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া তাঁহাদের দুঃখ নিবারণ করেন, তখন তিনি কি অসীম সুখই ভোগ করেন। আহা! এ সকল আনন্দ কি বর্ণনা দ্বারা শেষ করা যায়! না পাপী ব্যক্তিতে মনেও কল্পনা করিতে পারে ?

সেই ব্যক্তিই যথার্থ মনুষ্য নামের যোগ্য, যিনি সর্ব্বদা সাধুকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, এবং পরমেশ্বরকেই প্রিয়তম বলিয়া জ্ঞান করেন।

আহা! যে পরম পিতার কৃপায় আমরা এমন দুর্লভ মনুষ্য জীবন প্রাপ্ত হইয়াছি, যাহার করুণায় ধর্ম্মরূপ পরম ধন লাভে অধিকারী হইয়াছি, তাঁহার নিকট সর্ব্বদা কৃতজ্ঞ থাকা এবং তাঁহারই প্রতি প্রীতি ও ভক্তি প্রকাশ করা কি আমাদের নিতান্ত কর্ত্তব্য নহে ?

আহা! তিনি আমাদের যে কত মঙ্গল বিধান করিতেছেন, কত বিপদ হইতে রক্ষা করিতেছেন, তাহা, কে বর্ণন করিয়া শেষ করিতে পারে ? যাহা আমাদের নিকট নিতান্ত দুঃখজনক বোধ হয়, তাহাও তিনি আমাদের পরম মঙ্গলের কারণ প্রদান করেন, হা! আমরা কি হতভাগ্য! যে এমন পরম বন্ধুকে বিস্মৃত হইয়া তাঁহা হইতে দূরে রহিয়াছি, এরূপ বিবেচনা করি না যে ঈশ্বরই আমাদের পরম বন্ধু, তিনিই আমাদের নিত্যধন। হে পরম পরাৎপর পরমেশ্বর! আমাদের আত্মার উন্নতি সাধন কর! যাহাতে আমরা ধার্ম্মিক হই ও তোমার প্রেমে প্রেমিক হইয়া মনুষ্য জীবন সার্থক করি, এইরূপ শুভ বুদ্ধি প্রদান কর।

শ্রী, র, সু, ঘো।

Printed at J. G. Chatterjea & Co's Press, No. 34, Amherst Street.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৬৭ সংখ্যা। | ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১২৮৫। | ৪র্থ ভাগ।

চিত্তবিনোদিনী।

তৃতীয় অধ্যায়।

রেমণ্ড সাহেব পূর্ব্বে সেনাদলভুক্ত হইয়া ভারতবর্ষে আসেন। আত্মগৌরব, বংশ মর্য্যাদা ও জাতীয় অহঙ্কার তাঁহাকে সাহসী যোদ্ধার উপযোগী করিয়াছিল। এদেশীয় লোকের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত ঘৃণা ছিল। দেশীয়ের সহিত বাক্যালাপ বা তাহাদিগকে স্পর্শ করা অপমানের বিষয় জ্ঞান করিতেন। যৌবনসুলভ উদ্দাম চরিত্র ও অবিমৃষ্যকারিতা প্রযুক্ত তিনি ভগ্নোৎসাহ ও দেনাগ্রস্ত হইয়া পড়েন। কোন এক বিশুদ্ধ ইংরাজ বংশীয় ধনী জেনেরালের একমাত্র কন্যা "এনের" সহিত তাঁহার বিবাহের কথা হয়। কিন্তু 'এন্'' ভারতবর্ষজাত ও তাঁহার মাতা এদেশীয়া ছিলেন বলিয়া উদ্ধত রেমণ্ড তাঁহাকে বিবাহ করিতে চাহেন নাই। এক্ষণে ধন লোভে উক্ত পরিণয় সম্পন্ন করিয়া দেনার দায় হইতে মুক্ত হইলেন। চরিত্রও প্রায় সংশোধিত হইল। কিন্তু লোভ ও দাম্ভিকতা বৃদ্ধি পাইল। পত্নী ব্যতীত দুই একটি উপপত্নীও ছিল, তদনু-

রোধে এবং যৌবনের হ্রাসে সাহসের হ্রাস প্রযুক্ত তিনি শ্বশুর ও আত্মীয়-গণের সাহায্যে সিভিল লাইনে প্রবেশ করিলেন। পরে পুনর্ব্বার সেনাভুক্ত হইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু সুবিধা না পাইয়া কমিসরিয়েট ডিপার্টমেণ্টের কর্ত্তা হইয়া আপনাকে সেনা সংক্রান্ত বোধে কথঞ্চিৎ আত্মগৌরব রক্ষা করিতেছেন।

কমিসেরিয়েটের প্রধান কর্ম্মচারী কাশীনাথ বসু। কাশীনাথ অতি বিচক্ষণ কর্ম্মদক্ষ ও যোগ্য ব্যক্তি; দোষের মধ্যে ভীরু ও অত্যন্ত কুসংস্কারাপন্ন হিন্দু-বাঙ্গালী। ইছাপুরের উত্তর এক ক্ষুদ্র পল্লীতে তাঁহার নিবাস ছিল। প্রায় ত্রিশ বত্রিশ বৎসর পশ্চিমে কর্ম্ম করিতেছেন। এক্ষণে বয়স ষাটি বৎসর; শুক্ল কেশ, দন্তহীন বদন, লোল মাংস অঙ্গযষ্টি কিঞ্চিৎ বক্র ইত্যাদি দৃষ্টে তাঁহাকে বিলক্ষণ প্রাচীন বোধ হয়। আজ কাল আড়াই শত টাকা মাসিক বেতন পান এবং উপরীতে প্রায় এক সহস্র পূর্ণ করিয়া লন। কিন্তু খরচও বিস্তর। বাসায় প্রায় এক শত জন অন্ন ভোগী; দোল দুর্গোৎসব, তীর্থ যাত্রা ইত্যাদিতে অধিকাংশ ব্যয় হয়। পরিবারের মধ্যে স্ত্রী পুরুষ ও একটি বিধবা কন্যা এবং এক বৎসর হইল তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে দেশ হইতে আনয়ন করিয়া পুত্র নির্বিশেষে পালন করিতেছেন। বসুজ মহাশয়ের সেকালে পোষাক। মস্তকে হাতেবাঁধা সাদা পাগড়ী, পরিধান ঘাঘরাওয়ালা যোড়া ও ঢলঢলে ইজার এবং মোজা বিহীন পায়ে অর্দ্ধ হস্ত পরিমিত শুণ্ডবিশিষ্ট জরীর জুতা। কপালে ও কর্ণমূলে রক্তচন্দন ও গঙ্গা মৃত্তিকার ফোটা। গৃহে নাইট্‌ক্যাপ, বেনিয়ান ও কাষ্ঠ পাদুকা বেশ। হস্তে একখানি সোনার ইষ্টিকবজ, কটিদেশে রৌপ্য গোট ও টিকিতে একটি সোনার মাদুলী এবং গলায় তুলসীমালা। উত্তমরূপে বিদ্যা শিক্ষা পারস্য ভাষায় হইয়াছিল। ইংরাজী শত বুড়ি শব্দ (২০০০ কথা) শিখিয়াছেন। তাঁহার বাক্যাবলীতে আজও নূতন নূতন কথা নিবেশিত হইতেছে যথা—রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, গ্যাস ইত্যাদি।

তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের নাম চারুচন্দ্র। চারু কলিকাতার নব্য যুবা, সুশিক্ষিত; ইংরাজী ভাষায় বিলক্ষণ দীক্ষিত এবং ইংরাজী শিক্ষা

প্রভাবে ভীরুতা ও কুসংস্কার তাঁহার অন্তরে স্থান পায় নাই। সুতরাং পিতৃব্য ভ্রাতুষ্পুত্রে মিল হওয়া দুষ্কর। পিতৃব্য অনেক ক্লেশ করেন, ভ্রাতুষ্পুত্রও অনেক সহ্য করেন। বসুজ মহাশয় চারুচন্দ্রের বেশ ও শিক্ষা দেখিয়া দুঃখিত হইলেন। আসিবা মাত্রই একখানি বাজু ও এক ছড়া গোট পরিতে দেন। বিস্তর অনিচ্ছা প্রকাশে এবং বয়সের স্বল্পতা হেতু টিকি, মালা ও ফোটা হইতে ক্ষমা পাইলেন। গুটিকতক হাত কাটা বেনিয়ান, এবং কর্ম্মালয়ের জন্য পাগড়ী হাফ্ চাপকান ও শুণ্ডযুক্ত জরীর জুতা, সংগৃহীত হইল। পারস্য ভাষা শিখিবার জন্য একটি মুন্সী রাখিয়া দিলেন; এবং স্বহস্ত লিখিত বাক্যাবলীটি পড়িতে দিলেন। চারু কি করেন! জ্যেষ্ঠ তাতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তিনিও চারুকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করেন। তাঁহার কথার অবাধ্য হওয়া ভদ্রতা ও কৃতজ্ঞতার বহির্ভূত। বৃদ্ধের যত্ন তাঁহার ক্লেশকর হইলেও তিনি মনোভঙ্গ আশঙ্কায় কিছু বলিতেন না। তবে গোপনে যতদূর পারেন এড়াইতেন। বাজু গোট পরিতেন না, স্নানের সময় বাজুখানি পরিতেন পাছে জেঠা মহাশয় না দেখিয়া অসন্তুষ্ট হন। কোন স্থানে যাইতে হইলে বাটী হইতে জরীর জুতা ও বেনিয়ান পরিয়া কটিদেশে রুমাল বাঁধিতেন; কিন্তু পীরান ইংরাজী জুতা ও উড়ানী নিকটস্থ কোন গোপনীয় স্থল হইতে লইতেন।

বসুজ মহাশয় জানিতেন চারু ইংরাজী শিখিয়াছে বটে, কিন্তু কখন কর্ম্ম কাজ করে নাই। সুতরাং আদব্ কায়েদা কার্য্য প্রথাদি বিষয়ে অজ্ঞ। অতএব তিনি স্বীয় কর্ম্মালয়ে উপরোক্ত রূপে শরীর ও বুদ্ধি সংস্কৃত করিয়া একজন কর্ম্মশিক্ষার্থী (এপ্রিন্টিস্) করিয়া রাখিলেন। পাছে অশিক্ষিতাবস্থায় সাহেবের বিষ নয়নে পড়ে এজন্য সাবধানে চারুকে গোপন করিয়া রাখিতেন। সাহেব আসিবার সময় এক ঘরে লুকাইয়া রাখিতেন। বালক ও কার্য্যাক্ষম জানিয়া কোন কার্য্যেরই ভার দিতেন না। এইরূপে চারুচন্দ্রের এক বৎসর অজ্ঞাতবাস হইল। অতি স্নেহই তাঁহার উন্নতির কণ্টক হইল। কিন্তু অগ্নি বস্ত্রে ঢাকা থাকে না, যথার্থ গুণ কতদিন অব্যক্ত থাকে? বৃদ্ধের সাবধানতা

সত্ত্বেও সাহেব কখন কখন সহসা কর্ম্মালয়ে উপস্থিত হইয়া প্রশ্নাদি করিতেন "কর্ম্মচারীরা অধিকাংশই মূর্খ ও ভীরু সুতরাং চারুই প্রয়োজনীয় উত্তর দানে সাহেবকে সন্তুষ্ট করিতেন। বৃদ্ধ ব্যতীত তাবৎ কর্ম্মচারীরা জানিয়াছিলেন, চারু বিদ্যাবুদ্ধিপ্রভাবে অনভিজ্ঞ হইয়াও তাঁহাদের কার্য্য তাঁহাদের অপেক্ষা উত্তম চালাইতে পারেন। আবার সাহেবকে তাঁহার উত্তরে সন্তুষ্ট দেখিয়া সাহেবের সম্মুখে যাইতে হইলে চারুকেই পাঠাইতেন। সাহেবও অনেক সময় অন্যান্য কর্ম্মচারীর অস্পষ্ট ও অশুদ্ধ ইংরাজীতে বিরক্ত হইয়া চারুকে পাঠাইয়া দিতে কহিতেন। কিন্তু এ সকল বসুজ মহাশয়ের অগোচরে। পরম্পরায় এই কথা শুনিয়া তিনি তাবৎ কর্ম্মচারীর হস্ত ধারণপূর্ব্বক অনুরোধ করিয়াছিলেন, যে তাঁহারা সাহেবের নিকট পাঠাইয়া তাঁহার অশিক্ষিত বালক চারুচন্দ্রের সর্ব্বনাশ না করেন। চারুচন্দ্রকেও ভূয়োভূয়ঃ নিষেধ করিতেন, বলিতেন বৎস চারু! তুমি নব্য বালক, আমরা তোমা অপেক্ষা তিন গুণ বয়োজ্যেষ্ঠ, তোমার পিতা অপেক্ষাও গুরু, আমাদের কথা অবহেলা করিও না। বিদ্যা শিখিয়াছ বটে কিন্তু লোকব্যবহার ও অর্থোপার্জ্জন বিদ্যা আমাদের নিকট শিখিতে হইবেক। আমার নিতান্ত ইচ্ছা যে তোমাকে আমার বিষয়ের ও কর্ম্মের উত্তরাধিকারী করি; কিন্তু উতলা হইলে সকল নষ্ট হইবে।

লোকে বলিত চারু সাহেবের প্রিয়, বৃদ্ধ তাহাতে বিশ্বাস করিতেন না। এক দিবস প্রধান কর্ম্মচারী রেমণ্ড সাহেবের নিকট কোন কথা বলিবার জন্য প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা দাঁড়াইয়া আছেন, সাহেব অন্য একটি কাজ করিতেছেন, কেমন করিয়া সাহেবের মনোযোগ আকর্ষণ করিবেন ভাবিতেছেন, আরও দুই এক জন কতক কাগজ লইয়া দাঁড়াইয়া সাহেবের অবসর দেখিতেছে, এমত সময় চারু সহসা গৃহে প্রবেশ করিয়া সাহেবকে অভিবাদন পুরঃসর স্পষ্ট বিশুদ্ধ ইংরাজীতে তাঁহার সহিত কথা কহিয়া স্বকার্য্য সাধন করিয়া গেলেন। বৃদ্ধ দেখিয়া অবাক্ হইলেন এবং সাহেবের সহাস্য বদন দৃষ্টে লোকের কথা নিতান্ত অলীক নহে মনে করিলেন। মনে মনে চারুকে একটি পদে নিযুক্ত করিতে স্থিরসংকল্প

করিলেন। আহ্লাদে সিদ্ধেশ্বরীর পূজার্থে এক শত টাকা তুলিয়া রাখিলেন। তৎকালে কর্ম্মালয়ে দুইটি পদ শূন্য হয়, একটি অশীতি এবং অপরটি ত্রিংশৎ টাকা বেতনের। বৃদ্ধ সাহসে ভর করিয়া শেষোক্ত পদে ছয় মাস কাল পরীক্ষায় অর্দ্ধেক বেতনে ভ্রাতুষ্পুত্রকে নিযুক্ত করিয়া, কম্পিত হৃদয়ে সাহেবের অনুমতি চাহিতে গেলেন। সাহেব চারুকে একেবারে অশীতি টাকার পদে নিযুক্ত করিলেন; এবং প্রধান কর্ম্মচারীর অসন্তোষ ও ভয় দৃষ্টে কহিলেন "ডরো মৎ, তোমারা ভাতিজা অভি তোমারা হি কাম মেঁ লায়েক হায়।" পরদিন স্বস্ত্যয়ন, তুলসী ও সিদ্ধেশ্বরী পূজার আশীর্ব্বাদী বিল্বপুষ্পাদি চারুচন্দ্রের উত্তরীয় বস্ত্রে বাঁধিয়া দিয়া কর্ম্ম স্থানে বসাইলেন। এমত সময় লালা বিজয় সিংহ পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম প্রার্থী ব্যক্তিকে লইয়া কাশীনাথের নিকট উপস্থিত হইল। কাশীনাথ আবেদন পত্র দেখিয়াই প্রথমে ভীত হইলেন, পরে তদুপরি রেমণ্ড সাহেবের আদেশ পাঠে নিশ্চিন্ত হইলেন বটে, কিন্তু পাছে লালা সাহেব অসন্তুষ্ট হন্ এই ভয়ে মনে মনে মুস্কীল আসানের পূজার জন্য দশ টাকা মানিলেন। আগন্তুককে ত্রিশ টাকার পদে বসাইলেন।

লালা ইত্যবসরে কর্ম্মালয়ে গেলেন। যাইবা মাত্র কর্ম্মচারীগণ সশঙ্কভাবে স্বীয় স্বীয় কার্য্যে মনোযোগ দিল এবং গাত্রোত্থান পুরঃসর তাঁহাকে অভিবাদন করিল। লালা চারুচন্দ্রের নিকট গিয়া কহিলেন "চারু তোমার এত উচ্চপদ প্রার্থনা করা উচিত হয় নাই। যাহা হউক এক মাস পরীক্ষা কালের মধ্যে সম্যক্ দক্ষতা প্রদর্শন না করিতে পারিলে পদচ্যুত হইয়া তোমার উপযুক্ত ত্রিশ টাকা বেতনের পদে নিযুক্ত হইবে। চারু কহিলেন "জেঠা মহাশয় ঐ কর্ম্মই আমার জন্য প্রার্থনা করেন সাহেব নিজে এই পদ প্রদান করিয়াছেন।' এতচ্ছ্রবণে লালা মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন এই চালাক বাঙ্গালী যুবা নিজগুণে উদ্ধত রেমণ্ডকেও বশীভূত করিয়াছে! যাহা হউক ইহার অভ্যুদয়ে বাধা না দিলে আমার মান থাকা দায়। মান মনুষ্য জীবনের সারাংশ, যশঃ ভদ্রলোকের প্রাণবায়ু। যদি এই যুবাকে কেহ ক্ষমতা ও গুণে আমার সমতুল্য

জ্ঞান করে অবশ্যই আমার অদ্বিতীয় মান খর্ব্ব হইবে, সুতরাং আমার জীবন মৃত্যু অপেক্ষা প্রার্থনীয় হইবেক না!

কর্ম্মালয়ে সকলেই জানিত বিজয় সিংহ সর্ব্ব গুণান্বিত ও সাহেবের অসাধারণ প্রিয়পাত্র। এক্ষণে চারুচন্দ্রের বিনয় নম্র গুণ ও অসাধারণ ক্ষমতা দৃষ্টে, তাঁহারা চারুকেই সমধিক ভক্তি করিতে লাগিলেন। বিজয়ের কীর্ত্তি সূর্য্য কিরণের ন্যায়; দোষ গুণ বিচার করা দূরে থাকুক দেখিতেই ভয় হয়। চারুচন্দ্রের বিমল জ্যোৎস্না সকলকে মুগ্ধ করিলেক। লোকে যেরূপ কার্য্য কালে সূর্য্যালোক প্রার্থনা করে কিন্তু চন্দ্রালোকের শোভা নিস্বার্থভাবে দেখে, কর্ম্মচারীরা কর্ম্ম প্রার্থনায় বিজয়ের প্রশংসা করেন এবং নিস্বার্থভাবে চারুর গুণানুবাদ করিতেন।

লালা বিজয় সিংহ কে? কেনই বা রেমণ্ড তাঁহার এত অনুরোধ রক্ষা করেন? সাহেবের পরিবারের সহিত তাঁহার এত যোগ কেন? তাহার গূঢ় মর্ম্ম রেমণ্ড সাহেবই জানেন। সকলে এই মাত্র শ্রুত আছেন রেমণ্ড সাহেবের ভগিনীর পালন পুত্র বিজয় সিংহ। মৃত সহোদরার অনুরোধে রেমণ্ড বিজয়কে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করেন। জাত্যভিমান প্রযুক্ত তাঁহাকে ইংরাজী বেশ পরিতে দেন না, নচেৎ স্বপরিবারের ন্যায় দেখেন।

স্ত্রী ও স্বামীর কথোপকথন।

পঞ্চম দিবস।

শিশু পালন।

অঙ্গসঞ্চালন।

৪৬। শিশুদিগকে কি বাহিরের বাতাসে লইয়া বেড়ান আবশ্যক? যদি আবশ্যক হয় তবে শিশু কত দিনের হলে বেড়ান যাইতে পারে?

উ। শিশুকে বাহিরের বাতাসে লইয়া বেড়ান অতিশয় উপকারী।

এবং তাহারা মধ্যে মধ্যে বাহিরের বাতাসের জন্য ক্রন্দন করে, বাহিরে লইয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিলে শিশু অমনি শান্ত হয়। যাহারা এটী লক্ষ্য করিয়াছে তাহারাই এটী বুঝিতে পারিবে।

যদি গ্রীষ্মকাল হয় এবং আকাশ মণ্ডল পরিষ্কার থাকে তবে জন্মাইবার ১০।১৫ দিন বাদেই এক একবার বাহিরে আনিতে আরম্ভ করিবে। যদি শীতকাল হয় তবে ২।১ মাস বাদে বৈকালে বাহিরে আনিতে আরম্ভ করিবে। শিশু তিন মাসের হইলে প্রতিদিন বাহিরে আনিবে। বাহিরে আনিবার সময় গরম বস্ত্র দ্বারা তাহার গাত্র আচ্ছাদিত করিয়া দিবে। কিন্তু মাথায় ও মুখে যেন কাপড় দেওয়া না হয়। কি প্রকার পরিধেয় হওয়া আবশ্যক তাহা অগ্রহায়ণ মাসে বলা হইয়াছে।

৪৭। অঙ্গচালনার কোন উপায় গ্রহণ করা উচিত কি না, যদি উচিত হয় তবে কি উপায় গ্রহণীয়?

উ। অঙ্গচালনা করান নিতান্ত আবশ্যক। এজন্য সর্ব্বদাই বিছানার উপর কিম্বা পরিষ্কার গৃহে তাহাকে ছাড়িয়া দিবে। শিশু লম্পঝম্প করিতে থাকিবে, এটী অঙ্গচালনার সুন্দরও সহজ উপায়।

৪৮। শিশুদিগকে তোলা করিয়া নাচান বা আদর করাতে কোন ক্ষতি হয় কি না?

উ। এটী অতি কদর্য্য ও নিষ্ঠুর ব্যবহার, ইহার দ্বারা তো উপকার কিছুমাত্র নাই; বরং এমন কি শিশুর প্রাণ নাশ হইতে পারে। স্তনপানের পর যদি তোলা করিয়া নাচান যায়, তাহা হইলে পরিপাকের ব্যাঘাত জন্মায়।

শিশুকে নরমে নরমে নাচান বা আদর করা উচিত, ইহাতে শিশু ভীত না হইয়া বরং আহ্লাদ করিতে থাকে এবং তাহার মস্তিষ্কেও কোন ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে না।

নিদ্রা।

৪৯। শিশুর নিদ্রা যাইবার স্থান গরম রাখা আবশ্যক কি না?

উ। শিশু যে গৃহে শয়ন করিবে, সে গৃহ অধিক উত্তপ্ত বা শীতল

না হয়। শীত ঋতুতে গৃহে অগ্নিরাখা আবশ্যক। গৃহ এককালে রুদ্ধ করিয়া না রাখিয়া মধ্যাহ্নকালে গৃহের কবাট বা জানালাদি খুলিয়া দিবে।

৫০। শিশুদিগকে কাণ চাপড়ে ঘুম পাড়ান ভাল কি না?

উ। এটী কোন মতেই ভাল নয়, যদি এটী অভ্যাস পাইয়া যায়, তবে কাণ চাপড়ান না হইলে কখনই ঘুমবে না। এবং ইহাতে আবার গাঢ় নিদ্রা আসে না। সহজ অবস্থায় রাখিলে তাহারা নিজেই সুখে নিদ্রা যাইবে।

৫১। "দোললায়" শিশুকে শয়ন করাইয়া দোল দিয়া ঘুম পাড়ান উচিত কি না?

উ। অলস দাই ও প্রসূতির পক্ষে ভাল। যাহারা শিশুর জন্য অল্প কষ্ট স্বীকার করিতে অপারক, তাহাদের জন্যই ভাল, শিশুর জন্য ভাল নহে। ইহাতে এই অপকার হয় যে অসময়েও শিশু নিদ্রা যাইয়া সময়ে আর নিদ্রা যায় না। এটী বড় কম অপকার মনে করিও না। এবং কাঁদানে সুরে গান করিয়া ঘুম পাড়ানতেও শিশুর মনে ভয়ের সঞ্চার হইতে আরম্ভ হয়। ঘুম পাড়াইবার এরূপ উপায় সকল পরিত্যাগ করাই ভাল।

৫২। শিশুর নিদ্রার সময় মাছি ও মসা নিবারণ করিবার জন্য মুখে কাপড় ঢাকা দেওয়া বা "ঢাকার" মধ্যে শোয়ান ভাল কিনা?

উ। যদি শিশুর মুখ ঢাকিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে শিশু সুন্দর রূপে বাহিরের বায়ু গ্রহণ করিতে পারে না সুতরাং নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ব্যাঘাত জন্মায় এবং সেই ঢাকার বায়ু ক্রমে দূষণীয় হইতে থাকে। এজন্য ঐ রূপ কদর্য্য ব্যবহার পরিত্যাগই ভাল।

৫৩। শিশুরা যে অধিকক্ষণ নিদ্রা যায় এটী ভাল না মন্দ লক্ষণ?

উ। এটী অতিভাল লক্ষণ। যে শিশু অধিকক্ষণ নিদ্রা যায় সে শীঘ্র হৃষ্টপুষ্ট হইয়া উঠে। ডাক্তর হেনরি চেভেসী এরূপ অনেক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন।

শিশু যত অল্পদিনের হয়, তত অধিক নিদ্রা যায়, সেইজন্য শিশুরা স্তনপান ব্যতীত অন্য সময় প্রায় জাগ্রত থাকে না।

৫৪। অধিক নিদ্রার নিমিত্ত কেন শিশুরা বলিষ্ঠ ও পুষ্ট হয়?

উ। শরীর অসুস্থ হইলেই উত্তম রূপ নিদ্রা হয় না। যখন সর্ব্বদা নিদ্রা যাওয়াই তাহাদের স্বাভাবিক ভাব; তখন সর্ব্বদা নিদ্রিত থাকিলেই শরীর সুস্থ আছে বুঝিতে হইবে, সুতরাং শরীর সুস্থ থাকিলে দিন দিন বলিষ্ঠ ও পরিপুষ্ট হইতে থাকিবে।

মল ও মূত্র।

৫৫। শিশুর মল ও মূত্র কিরূপ হইলে স্বাভাবিক জানা যাইবে?

উ। শিশুর মল মূত্র, প্রসূতিদিগের বিশেষরূপ পরীক্ষা করা আবশ্যক? প্রসূতি প্রতি দিন শিশুর মল ত্যাগের সময় মলের প্রতি দৃষ্টি করিবেন। মল হরিদ্রাবর্ণ এবং গাঢ়,—এটী স্বাভাবিক ভাব। দুর্গন্ধ, ভস্কা, পাতলা, সবুজ বর্ণ—এ সকল পীড়ার চিহ্ন। খাদ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে, এরূপ পীড়া প্রায়ই ঘটে না।

শিশুর মূত্রে কট গন্ধ না হওয়া এবং মূত্র শাদা রং হওয়াই স্বাভাবিক।

শিশুরা বিছানাতে যে মল ও মূত্র পরিত্যাগ করিবে, তাহা পরিষ্কার করিয়া নূতন বিছানায় শয়ান করাইবে।

স্বভাবের শোভা।

বসন্তকাল।

দেখিয়া মাঘের হইল শেষ,
শিশির শোকেতে ছাড়িল দেশ;
দেখিতে দেখিতে রবির কর,
শীতেতে যাহার বহুলাদর।

সেই সুখাকর পিরীতি কর,
মিষ্টতা ছাড়িয়া হতেছে খর।
দিনের ক্ষীণতা হতেছে গত,
কমিছে নিশার আয়তি যত।
ফুটিল মুকুল আমের গাছে,
জুটিল মধুপ তাহার কাছে।
যত তরুচয় পুরাণ পাতা,
ত্যজি কিশলয়ে ঢাকিল মাথা।
যেন সদাশয় দাঁড়িয়া দাতা,
পথিক লাগিয়া ধরেছে ছাতা।
ফুটিয়া সুগন্ধি কুসুমচয়,
আমোদে পূরিছে ভুবনময়।
দেখ না সুরভি বাতাবি ফুল,
মোহিত করিল মানব কুল।
উহার সৌরভ করিয়া ঘ্রাণ,
গাছ দিকে ফিরে নাহিক চান;
এমন পথিক দেখেছ তুমি?
কোথাও কখন দেখিনি আমি।
আহা মরি, কিবা শিমুল গাছে,
ভুবন মোহন রূপ ধরেছে;—
দেখ না উহার কুসুমচয়,
ফুটিয়া করিল আলোকময়;
একটীপাতাও নাহিক গাছে,
লোহিত কুসুমে সব ঢেকেছে।
যেন বাদসাহ লোহিত ছাতা,
ধরিয়া আপন ঢেকেছে মাতা।
দূর থেকে দেখি উহার ছটা,
সিঁদূরে মেঘের হয়েছে ঘটা।

ঘর পোড়া গরু দেখিয়া তায়,
লেজ তুলে দূরে পলায়ে যায়।
মন্দার (যাহার পালদে নাম)
দেখিয়া শিমুল শোভার ধাম;
তদনুকরণ করিব মনে,
ফুটাল আপন কুসুম গণে।
হায়! একি তার বিড়ম্বনা,
ঠাকুরে কুকুর হল দেখ না;—
যেমন দেশীয় যুবকগণ,
পরের করে দোষানুকরণ;
সেও তথা তার শোভারে ছাড়ি,
ভ্রমে পড়ি কিংবা নাহিক পারি;
গন্ধের হীনতা করিল গ্রহণ,
গুণ হতে সোজা দোষানুকরণ।
দেখিয়া সাদায় মুল্লুক জাদা,
সজিনা প্রকাশে কুসুম শাদা।
আশা বড় তার আছিল মনে,—
"মোর যশ গাবে সকল জনে।"
তাহাতে নিরাশ হইল বলে,
নীরবে কাঁদিছে কুসুম ছলে।
করিল ঘেঁটুও তেমনি আশা,
এরো হল তার সমান দশা!
উভয়ে দেখিয়া ক্ষুণ্ণ হতাশ,
ভাণ্ডীর কুসুম করিল প্রকাশ।
ইহার ফুলেতে সুবাস অতি,
দেখি লোকে হয়ে হৃষ্টমতি;
গ্রহণে করিল আদর তার,
তা দেখি সজিনা ঘেঁটুর আর।

রহিল না ভ্রম, বুঝিল তবে,
গুণেরি আদর করয়ে সবে।
বাবলা গাছেতে ধরেছে ফল,
ঠিক যেন সব বিছার দল।
কোকিল ডাকিছে কুহুকু রবে,
শুনিয়া মোহিত হতেছে সবে।
পাপিয়া উহারি সোদর ভাই,
দাদার রবেতে ডাকিছে তাই।
অখিল জগতে নূতন ভাব,
হইল সহসা প্রাদুরভাব;
দেখিয়া মোহিত হইয়া মনে,
যেন বিধাতায় ডাকে সঘনে।
দক্ষিণ বায়ুর উদয় এবে,
সুখিত যাহার পরশে সবে।
ভ্রমণ করিয়া সকল স্থান,
বসন্ত আসিল করিছে গান।
নাই শীত, পীড়া, জল বা ঝড়,
এখনো হয়নি গরমি বড়;
বিবাহ আদির সময় এই,
ইহাতে কিছুই বাধক নেই।
একদা বিকাল ভ্রমণ তরে,
মিলিয়া কয়েক সুহৃদ্‌বরে;
চলিনু সকলে সধারি মতে,
লোকালয় ত্যজি মাঠের পথে;
মাঠেতে ফসল নাহিক এবে,
ধূধূধূ করিছে যে দিকে চাবে,
এখন মাঠের সমীর আহা!
মধুর যেরূপ মুখেতে তাহা,

প্রকৃত রূপেতে কহিতে নারি,
জানেন যেজন ভ্রমণকারী।
বসন্ত কালেতে ভ্রমণ পথ্য,
আজি এ কথার বুঝিনু তথ্য।
মাঠেতে খানিক ভ্রমণ করি,
পঁহুছিনু এক বাগান পরি।
সামান্য যদিও বাগান বটে,
তথাপি যাইয়া তার নিকটে;
হইল যথা নব ভাবোদয়,
স্মরি তা, শরীর শীতল হয়।
বুঝিনু সামান্য ঝিনুক হতে,
অমূল্য মুকুতা লভে লোকেতে।
তথা কতগুলি শিরীষ গাছে,
ফল সমুদয় শুকাইয়ে আছে;
শিরীষ গাছের দুইটী পাশে,
ঢাকিয়া রেখেছে বহুল বাঁশে।
সেই ফল বাঁশে সমীর আসি,
বাজাতে লাগিল নূপুর বাঁশি;
বাদক সঙ্কেতে অশোক পাতা,
(বসন্তে যাহারা অচির জাতা)
নাচিতে লাগিল, বুঝিয়া তাল,
বাইজী খেমটা হতেও ভাল!
নর্ত্তকী পাশেতে গায়ক এক,
গানেতে করিল অমৃত সেক।
আহা! কিবা তার কুহুকু তান!
তান সান তার নহেক সমান।
গাওনা বাজনা শুনিয়া, নাচ,—
দেখিয়া, কয়েক শিমুল গাছ,

হর্ষিত হইয়া ফুলের ছলে,
মাঝে মাঝে যেন পেলা বিতরে।
কিবা রমণীয় নূতন ভাব,
ধরেছে স্বভাব মহানুভাব।
দর্শক কহিছে শুন রে মন!
স্বভাব-জনকে ভুলনা যেন।

নূতন সংবাদ।

১ম। মান্দ্রাজ নগরের শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের সমুদায় নিয়মাদি অবধারিত হইয়াছে। ছাত্রীদিগকে চারি বৎসর কাল বিদ্যালয়ে অবস্থিতি করিয়া অধ্যয়ন করিতে হইবে। ছাত্রীরা উত্তম পদরদর্শিতা দেখাইতে পারিলে প্রথম বৎসর ১৫৲ টাকা এবং দ্বিতীয় তৃতীয় বৎসর ২০৲ টাকা ও চতুর্থবর্ষে ২৫৲ টাকা বৃত্তি পাইবে। হিন্দু স্ত্রীলোক শিক্ষয়িত্রী পাওয়া গেলে নিযুক্ত করা হইবে। বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানের নিমিত্ত এক জন স্ত্রীতত্ত্বাবধায়িকা নিযুক্ত হইবেন।

২য়। সামাজিক বিজ্ঞান সভা নির্ণয় করিয়াছেন বঙ্গদেশে সমুদয়ে ৩৩৬টী বালিকাবিদ্যালয় আছে, তাহাতে ৭৬৩৩টী ছাত্রী অধ্যয়ন করে। প্রত্যহ ৫০১১ জন উপস্থিত হয়। ঐ সকল বিদ্যালয়ে ২৬৯ জন পণ্ডিত ও ১৬২ জন শিক্ষয়িত্রী আছেন।

এডুকেশন গেজেট হইতে উদ্ধৃত বৈজ্ঞানিক সংবাদ।

৩য়। আমরা কোন সুধীবর চিকিৎসা শাস্ত্রবিৎ মহাশয়ের স্থানে শুনিলাম যে, এ বৎসর রাজধানী কলিকাতা এবং তৎপল্লী সমূহের বায়ুর অবস্থা এরূপ হইয়াছে, যাহাতে ওলাউঠা রোগের প্রাদুর্ভাব হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। ইউরোপীয় চিকিৎসকেরা বহু কালাবধি অনুমান করিতেছেন যে, বায়ুতে ওজোন্ নামক পদার্থ বিশেষের ন্যূনতা হইলেই ঐ মারাত্মক রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। উল্লিখিত চিকিৎসক মহাশয় পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, এক্ষণে কলিকাতার বায়ুর অবস্থা সেইরূপ হইয়াছে। এখন সকলের বিশেষরূপে সাবধান হইয়া চলা উচিত। অধিক ক্ষণ করিয়া ঘরের মধ্যে বদ্ধ না থাকিয়া রাস্তায়, গঙ্গার তীরে বা ছাদের উপরিভাগে কিয়ৎক্ষণ করিয়া বেড়ান এবং লঘুপাক দ্রব্য ভোজন করা নিতান্ত আবশ্যক।

৪র্থ। আলেক্‌জাণ্ডার সিভেলিয়র নামক একজন বিজ্ঞানবিৎ বেলুন যন্ত্র সহযোগে আটলান্টিক মহাসাগর পার হইতে উদ্যত হইয়াছেন। তিন দিন তিন রাত্রি আটলান্টিক উত্তীর্ণ হইতে লাগিবে। তিনি নিউইয়র্ক হইতে যাত্রা করিবেন। বিজ্ঞান শাস্ত্রের সাহায্যে কতই অদ্ভুত ব্যাপার সম্পন্ন হইতেছে!

৫ম। বিদ্যুৎ পরিচালক লৌহের সিক যে নিমিত্ত গৃহাদিতে সংলগ্ন করা হয়, তাহার যথার্থ প্রকৃতি অনেকেরই জানা নাই। সচরাচর লোকে বলে যে, ধাতু মাত্রেই তাড়িতাকর্ষক বলিয়া লোহার সিক মেঘস্থিত বৈদ্যুতাগ্নিকে আকর্ষণ করিয়া লয় এবং সমীপবর্ত্তী গৃহাদির উপর না পড়িতে দিয়া স্বীয় পরিচালকতা-গুণে ঐ অগ্নিকে ভূগর্ভস্থ করে। বাস্তবিক লৌহ সিকের কার্য্য ওরূপ নহে। তাড়িত দ্বিবিধ। এক প্রকার ধন-তাড়িত অপর ঋণ-তাড়িত। ঐ দুই তাড়িতের পরস্পর সম্মীলন এবং সামঞ্জস্য ঘটিলে বৈদ্যুতাগ্নির উৎপাত হয় না—অসামঞ্জস্য হইলেই উৎপাত ঘটে। কোন ভূখণ্ডোপরি মেঘোদয় হইলে সেই মেঘে যে প্রকার তাড়িত আছে, তাহার বিপরীত রূপ তাড়িত ঐ ভূখণ্ডে উৎপন্ন হইয়া থাকে, এবং সূক্ষ্মাগ্র ধাতুময় সিকের দ্বারা তাহা ঊর্দ্ধে নীত হইয়া মেঘে গমন করে। মেঘস্থ তাড়িত তাহার সংসর্গে সমঞ্জসীভূত হইয়া যায়; সুতরাং আর বিদ্যুৎ পাত হইতে পারে না। পারিস মহানগরীর 'আকাডিমী অব সাইএন্স' নামক বৈজ্ঞানিক সভা হইতে নির্ণীত হইয়াছে যে, এক একটী লোহার সিকের দ্বারা এক শত হস্ত প্রমাণ বৃত্তাকার ভূখণ্ড সংরক্ষিত হইতে পারে।

৬ষ্ঠ। সুইজার্লণ্ডদেশে সম্প্রতি এক প্রকার ঘটিকাযন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে, যাহার ডালা উপর্য্যুপরি চারি বার খুলিয়া বদ্ধ করিলেই ঘড়ীর

দম দেওয়া হয়—আর স্বতন্ত্র চাবি দিয়া দম দিতে হয় না।

৭ম। সোমপ্রকাশ পাঠে জানা গেল, আয়ারলণ্ডে একটী আশ্চর্য্য ভূগর্ভস্থ নদী প্রকাশিত হইয়াছে। পৃথিবীর গর্ভ দিয়া ইহার স্রোত বহিয়া থাকে, স্থানে স্থানে জল দেখা যায়। ঐ জলের গুণ এই, কোন উদ্ভিদ পতিত হইলে অল্প দিনের মধ্যে প্রস্তর হইয়া যায়, বৃক্ষের পত্রের অর্দ্ধেক উদ্ভিদ ও অর্দ্ধেক প্রস্তর হইয়াছে এমত অনেক গুলি দেখা গিয়াছে। জল-মধ্যে প্রস্তরের পরমাণু অধিক পরিমাণে মিশ্রিত থাকাতে পত্রাদিতে সে গুলি লাগিয়া গিয়া তাহাকে প্রস্তর করিয়া তুলে।

৮ম। এক জন ফরাশী বিজ্ঞানবিৎ বলিয়াছেন, উষ্ণ প্রধান দেশে সূর্য্যের আতপে বাষ্পীয় শকট প্রভৃতি অনায়াসে চালান যাইতে পারে। তিনি পারিস, টুলন প্রভৃতি স্থানে আতপে ক্ষুদ্র কল চালাইয়া রন্ধন করিয়াছেন।

৯ম। উক্ত পত্রের একজন পত্র প্রেরক ভূটান রাজ্যাধীন জলপাই গুড়ির বিবরণে লিখিয়াছেন, এদেশের স্ত্রীলোকমাত্রেরই একটী চমৎকার নৈসর্গিক গুণ আছে; ইহারা কটিতে এবং বক্ষে দুই খানি স্বতন্ত্র বস্ত্র ধারণ করে এবং মুখ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত খোলা রাখে। আমাদিগের দেশের স্ত্রীলোকের মত ইহাদিগকে পিঞ্জরবদ্ধ হইয়া থাকিতে হয় না। এদেশে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের প্রাদুর্ভাব অধিক। ইহারা দৈনিক বাজার হাট করিয়া আনে এবং সময়ে সময়ে ইহাদিগকে স্বামীর কি অন্য অন্য লোকের সহিত হলধারণপূর্ব্বক ক্ষেত্র কর্ষণ করিতেও দেখা যায়।

১০ম। রাজ্যের আয় ব্যয় সংক্রান্ত কর্ম্মচারী টেম্পল সাহেব গত বর্ষের আয় ব্যয়ের যে হিসাব দিয়াছেন তাহাতে প্রকাশিত হইয়াছে গতবর্ষে নানাবিষয় হইতে আয় ৪৯।০ কোটি টাকা এবং ব্যয় ৫২ কোটি টাকা হইয়াছে. সুতরাং আয় অপেক্ষা ব্যয় ২৸০ কোটি টাকা অধিক হইয়াছে। আগামী বর্ষের অনুমানে যে আয় ব্যয় ধরা হইয়াছে তাহাতে প্রায় ৩৷৷০ কোটি টাকা বেসি ব্যয় হইবার সম্ভাবনা, তজ্জন্য আয় বৃদ্ধির কারণ গবর্ণমেণ্ট পুনরায় 'আয় কর' অর্থাৎ ইন্‌কম্ টাক্স সংস্থাপিত করিলেন।

১১শ। এডুকেশন গেজেট হইতে উদ্ধৃত বৈজ্ঞানিক সংবাদ।

"সারাসিনিয়া পারপিউরিয়া।"

এই জলজ বৃক্ষটী বসন্ত রোগের একটী মহৌষধ। ইহা উত্তর আমেরিকা খণ্ডের জলাকীর্ণ ভূমিতে প্রচুররূপে উৎপন্ন হয়। তদ্দেশবাসী জনগণ ইহার পাতার ক্বাথ ব্যবহার করাইয়া বসন্ত রোগ নিবারণ করিত, কিন্তু দৈব ঔষধ বলিয়া কাহার নিকট প্রকাশ করিত না।

পরে যে সময়ে নবাস্কোসিয়া দেশে বসন্ত রোগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হয় সেই সময়ে দয়াবান ডাক্তর এইচ্ সি মিলস মহোদয় ইহার সবিশেষ সমস্ত বিবরণ অবগত হইয়া নিশ্চয় করেন যে ইহার পাতার অপেক্ষা মূলের গুণ অধিক এবং ইহা তাড়িত শক্তি বিশিষ্ট, ও জঠর অন্ত্র, যকৃৎ, মূত্রাশয় এবং পাকস্থলীতে বিশিষ্টরূপ কার্য্য করে।

এক্ষণে বসন্ত রোগ সংক্রামক বলিয়া অনেক চিকিৎসক রোগিকে স্পর্শ করেন না। সুতরাং চিকিৎসা বিষয়ে প্রায়ই গোলযোগ উপস্থিত হয়। কিন্তু চিকিৎসকের প্রতীক্ষা না করিয়াও এই ঔষধ সেবন করিলে আশু উপকার দর্শে।

ব্যবহার করিবার নিয়ম। এই দ্রব্য এক ছটাক লইয়া তিন পোয়া জলে একটী মৃণ্ময় পাত্রে জ্বাল দিয়া ঐ জলের এক চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইয়া সুশীতল হইলে ঐ ক্বাথ অর্দ্ধছটাক পরিমাণে ৩।৪।৫ বার করিয়া সেবন করিলে বসন্ত রোগ হইতে আরোগ্য লাভ হইবে। রোগের প্রথমাবস্থায় সেবন করিলে বসন্ত উঠে ও বসন্তের পরিমাণ কম হয়, দ্বিতীয়াবস্থায় খাইলে, জ্বর নিস্তেজ হয়ও বসন্ত পাকে, তৃতীয়াবস্থায় ব্যবহৃত হইলে বসন্ত শুষ্ক হয়, পরে দাগ থাকে না। এই ঔষধ বসন্ত রোগের সংক্রামক-দোষও নিবারণ করে।

১২শ। এরিক্‌সন্ নামা একজন সুইডেন দেশীয় বিজ্ঞানশাস্ত্রবিশারদ সম্প্রতি একটী সৌরযন্ত্র নির্ম্মাণ করিতেছেন। ঐ যন্ত্র বাষ্পীয় যন্ত্রের ন্যায় সর্ব্বপ্রকার কার্য্যেই নিযুক্ত হইতে পারিবে। বাষ্পীয় যন্ত্র হইতে উহার প্রভেদ এই যে, বাষ্পীয় যন্ত্রের বল অগ্নিদ্বারা কয়লা পোড়াইয়া পাওয়া যায়, সৌরযন্ত্রের বল সাক্ষাৎ সূর্য্য রশ্মি হইতেই প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। এরিক্‌সন সাহেব বলেন যে প্রতি-

বর্গ দশ ফুট স্থানে এক ঘণ্টার মধ্যে যে সূর্য্যরশ্মি পতিত হয় তাহার শক্তিতে ৪৮৯ ঘন ইঞ্চ জল বাষ্প হইতে পারে, অর্থাৎ তাহার বল এক "ঘোড়ার" বলের সমান। সুতরাং এক বর্গ মাইল স্থানে যে পরিমাণ সূর্য্যরশ্মি পড়ে তদ্দ্বারা শত ঘোড়ার বলে ৬ হাজার ৮ শত যন্ত্র চালিত হইতে পারে। এরিক্‌সন্ সাহেব একথাও বলিয়াছেন যে, তিনি দিবাভাগে সৌরতাপ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া যাহাতে রাত্রিকালেও কর্ম্ম চলিতে পারে এপ্রকার উপায় করিতে পারিবেন।

বামাগণের রচনা।

পুষ্প।

হায় কিবা ঈশ্বরের, রচনা অসীমা।
পুষ্পেও তাঁহার কত, রয়েছে মহিমা॥
বিবিধ বর্ণের ফুল হলে বিকসিত।
কিবা তাহে, বন স্থল হয় সুশোভিত॥
আহা! কি কৌশল আছে, পুষ্পের ভিতর।
পুষ্পকোষ বৃন্ত আদি, পাপড়ী কেশর॥
গন্ধবহে গন্ধ তার, লয় দিগন্তর।
সকলেরি হয় তাহে, প্রফুল্ল অন্তর।
কি বালক কিবা বৃদ্ধ কিবা প্রৌঢ়জন।
সকলেই হয় তাহে, প্রমোদিত মন॥
নাহিক এমন বুঝি, পাষাণ হৃদয়।
দেখিলে পুষ্পের শোভা, মোহিত না হয়॥
পুষ্পময় সুশোভিত, দেখিলে কানন।
ঈশ্বরের হস্ত কেবা, না করে স্মরণ॥
আহা! যিনি করেছেন, পুষ্পের সৃজন।
ধন্যবাদ দাও তাঁরে, ওহে নরগণ॥

কি কৌশলে পুষ্প সব, হয়েছে রচন।
কি কৌশলে দিন দিন, হয় হে বর্দ্ধন॥
কি কৌশলে হয় তাহে, ফল উৎপাদন।
কি কৌশলে হয় তাহে, গন্ধের সৃজন॥
ভাবিতে গেলে হে হয়, মোহিত হৃদয়।
ঈশ্বরের প্রতি কত, প্রেম উথলয়॥
কিন্তু যেই নাহি স্মরে, এমন পিতায়।
ধিক্ তার জীবনেতে, ধিক্ বলি তায়॥'

শ্রী, র, সু, ঘো,

ইংলণ্ড ও জার্ম্মণীর রমণীগণ।

শোকে দুঃখে ভ্রমিতে ভ্রমিতে ধরাতল,
পর দুঃখে ফেলি যেন বিন্দু অশ্রুজল,
ধন্য অশ্রু—ধন্য যে সে অশ্রুপাত করে,
অনাথের হৃদয় বেদনা যাহে হরে।

১৮১৩ ও ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ইউরোপখণ্ড ঘোরতর যুদ্ধ বিগ্রহে ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিল। এক পক্ষে ফরাসী সম্রাট্ সুবিখ্যাত নেপোলিয়ান বোনাপার্টি, অন্য পক্ষে ইউরোপের প্রায় সমুদায় ভূপতিগণ। সাক্‌সানী প্রদেশটী উভয় পক্ষের রণক্ষেত্র হওয়াতে অত্রত্য লোকদিগের দুঃখ ক্লেশের আর অবধি রহিল না। শত সহস্র বিধবা ও পিতৃমাতৃহীন সহায়শূন্য এবং হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া চারিদিকে মৃত্যুর করাল মূর্ত্তি দেখিতেছিল। কিন্তু এই বিষম বিপদ্ সময়ে ঈশ্বরের দয়া স্ত্রীলোকগণের হৃদয়ে মূর্ত্তিমান হইয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করিল। ইউরোপের দুঃস্থ লোকদিগের পরিত্রাণের জন্য ইংলণ্ড ও জার্ম্মণিতে নারীসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল। উচ্চপদস্থ ধনসম্পন্ন ধর্ম্মপরায়ণ মহিলাগণ এই দলভুক্ত হইলেন। স্ত্রীলোকদিগের দ্বারা দয়ার কার্য্য যে কতদূর সম্পন্ন হইতে পারে তাহা জার্ম্মণিদেশীয় মহিলাগণের পশ্চাৎ উদ্ধৃত পত্রখানি পাঠ করিলেই হৃদয়ঙ্গম হইবে:—

"ইংলণ্ডীয় মহিলাগণ সমীপেষু

ড্রেসডেন্ ৩০এ জুন, ১৮১৪।

আমরা আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা সহকারে সংবাদ পত্র সকলে অবগত হইয়াছি যে ইংলণ্ডীয় রমণীগণ দাতব্য সভা সকল সংস্থাপন করিয়াছেন,

এবং তাঁহারা ইউরোপের, বিশেষতঃ দুর্ভাগ্য সাকুসানীর অনাথগণের দুঃখ নিবারণার্থ যত্নশীল হইয়াছেন। এখানেও অনাথ শিশুদিগের ভরণ-পোষণ জন্য একটী সভা স্থাপিত হইয়াছে। ভাবিয়া দেখুন, যখন আমরা শুনিলাম যে ইংলণ্ডীয় ভগিনীগণ আমাদিগের উদ্দেশ্য সাধনে দৃঢ়ব্রত হইয়াছেন তখন আমাদের হৃদয়ে কত আনন্দের উদয় হইল। আমরা আপনাদিগের সাধুকার্য্যে একপ্রাণ হইয়া যোগ দিতেছি, এবং বিশুদ্ধ ধর্ম্মসঙ্গত ভগিনীভাবে পরস্পরে বদ্ধ হইতেছি। অতএব আমাদের কিরূপ বিপদ, আমরা তাহার কতদূর উপায় করিতে পারিয়াছি, এবং কতদূর আপনাদিগের সাহায্যের প্রয়োজন তাহা আপনাদিগকে অবগত করিব। ইউরোপের স্বাধীনতা বিধান জন্য আমাদিগের দেশ যুদ্ধ এবং তৎসহচর দুর্ভিক্ষ, পীড়া, দরিদ্রতা, মৃত্যু হইতে যে কত কষ্ট ভোগ করিতেছে তাহা বর্ণন করা বাহুল্য। সংবাদ পত্রে এ সকল সমাচার প্রচারিত হইয়াছে এবং আপনারাও অবিদিত নহেন। যাহা হউক আমরা কতকগুলি বিশেষ বিশেষ অনাথ সন্তানের অবস্থা বর্ণন করিতে ইচ্ছা করি, কিন্তু পাছে আপনাদিগের মর্ম্মে অত্যন্ত বেদনা পান, এ নিমিত্ত সম্পূর্ণ বর্ণন করিতে ইচ্ছুক নহি। ইহাদিগকে যেরূপ অবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহা স্মরণ করিলে অশ্রু সম্বরণ করা যায় না। এই শিশু সন্তানগণের জননীর কার্য্য করা স্ত্রীলোকদিগের পক্ষেই বিধেয়। পৃথিবীর নানাস্থান হইতে সাহায্য আসিতেছে। এবং তদ্দ্বারা প্রায় ২০০ শিশুকে পরিবারের মধ্যে রক্ষা করা গিয়াছে। আমাদের ক্ষমতানুসারে চারিটী আশ্রয় স্থান প্রস্তুত হইয়াছে। ডিপোল ডিস্‌ওয়ালডাতে বালকদিগের, গ্রনবর্গে বালিকাদিগের এবং ফার্ণা ও ড্রেসডেনে বালক ও বালিকা উভয়ের জন্য স্থান প্রস্তুত হইয়াছে। যে সকল শিশু পরিবারের মধ্যে রক্ষিত হইতেছে তাহাদিগের বিষয়ে অধিক চিন্তা নাই। কিন্তু অনেককে আশ্রয় স্থানে রাখিতে হইবে এবং যে পর্য্যন্ত না তাহারা উপার্জ্জনক্ষম হইবে তাহাদিগকে পালন করিতে হইবে। ভগিনীগণ! আপনারা যে কিছু অর্থ সংগ্রহ করিতে পারেন, এই উদ্দেশে আমাদিগের নিকট প্রেরণ করুন, তাহাদ্বারা যে কার্য্য হইবে আমরা তাহার বিবরণ লিখিব এবং আপনাদিগের আদেশমত কার্য্য করিব। ঈশ্বরের মঙ্গল অভিপ্রায় সম্পাদন জন্য যাহা কিছু কৃত হয়, তাহাতে তিনি আশীর্ব্বাদ করেন, তিনি আমাদিগের ভগিনী সম্বন্ধ চিরস্থায়ী করুন।

Printed at J. G. Chatterjea & Co's Press. No. 34, Amherst Street.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতি যত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৬৮ সংখ্যা। | চৈত্র বঙ্গাব্দ ১২৭৫। | ৬ষ্ঠ ভাগ।

চিত্তবিনোদিনী।

চতুর্থ অধ্যায়।

রেমণ্ড সাহেব বাটীতেই কর্ম্মালয়ের অধিকাংশ কার্য্য সম্পন্ন করিতেন সুতরাং বসুজ মহাশয়কে সর্ব্বদাই ম্লেচ্ছ ভবনে গমন করিয়া স্নান করিতে হইত। এক্ষণে চারুকে যোগ্য দেখিয়া তিনি প্রয়োজন হইলে প্রায়ই তাহাকে সাহেবের বাটীতে পাঠাইতেন। চারুচন্দ্রের গুণানুবাদ শুনিয়া বিবিরা তাঁহাকে দেখিবার জন্য কৌতূহলাক্রান্ত ছিলেন; কিন্তু তাঁহার বেশ ও ইংরাজী রীতি নীতি বিষয়ে অনভিজ্ঞতা দৃষ্টে তাঁহারা প্রথম প্রথম তাঁহাকে সামান্য কর্ম্মচারীর ন্যায় দেখিলেন। পরে সমধিক বাক্যালাপে তাঁহার আন্তরিক গুণ অপরিচিত রহিল না। সকলে তাঁহার প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মনুষ্যের মুখশ্রীতে স্বভাব প্রকাশ পায় অথবা আমরা যাহার যে গুণ আছে জানি তাহার তদনুরূপ মুখশ্রী কল্পনা করি, ইহা সন্দেহ স্থল। আমরা যাহাকে

সুচতুর জ্ঞানবান জানি, তাহার চক্ষু হইতে যেন জ্ঞান-জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইতেছে দেখা যায়। যাহাকে ক্রোধী জানি তাহার ভ্রূতে যেন ক্রোধ আক্রোশ, করিতেছে দেখিতে পাই; যাহাকে অসচ্চরিত্র জানি তাহার কাম যেন প্রতি ব্রণেই প্রকাশ পায়।" ফলতঃ যাহাকে ভাল বাসি তাহার মুখশ্রীও সুন্দর দেখি, যাহাকে মন্দ জানি তাহার বাহ্যিক আকারও বিশ্রী দেখি। প্রথমে চারুচন্দ্রের বর্ণ, দেহের আয়তন এবং কথোপকথনে দক্ষতা, বিজয় অপেক্ষা ন্যূন দেখিয়া হেলেনা ও এমি তাঁহাকে সামান্য বাঙ্গালী বলিয়া অবহেলা করিয়া ছিলেন। এক্ষণে গুণজ্ঞ হইয়া তাঁহার উজ্জ্বল শ্যামবর্ণে অপূর্ব্ব লাবণ্য, তাঁহার নাতিদীর্ঘ নাতিখর্ব্ব অঙ্গ-যষ্টিতে অপূর্ব্ব সুগঠন এবং তাঁহার নিরীহভাবে, বিনয়, সুশীলতা ও সুমধুরতা দেখিতে লাগিলেন। হেলেনা চারুকে বিজয় অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধম জানিলেন। এমি কাহারও পক্ষপাতিনী ছিলেন না, সুতরাং চারুচন্দ্রের কোমল শ্রী বিজয়ের চঞ্চলাকৃতি হইতে তাঁহার চক্ষে অধিক-তর শোভনীয় বোধ হইল। বাস্তবিক চারুচন্দ্র সুন্দর পুরুষ। বয়স দ্বাবিংশ হইবে এবং বিজয় অপেক্ষা দুই তিন বৎসর ন্যূন বোধ হয়। বাঙ্গালীর মধ্যে তিনি গৌরবর্ণ-শ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন। সদ্বংশ-জাত এবং সুশিক্ষিত বলিয়া তাঁহার শ্রী লাবণ্যময়ী, বাক্য মধুময়, দৃষ্টি ভদ্র ও বিনয়নম্র, এবং গতি মনোহর।

বাঙ্গালীসুলভ, যুবাজনসুলভ, লজ্জাপ্রযুক্ত চারুচন্দ্র হেলেনা ও এমির সহিত কথোপকথন কালে অধোমুখে থাকিতেন। অনেক দিন যাতা-য়াত করিতেছেন এক দিনও তাঁহাদের মুখশ্রী দেখেন নাই। এক দিবস দৈবাৎ হেলেনা ও এমির মুখ পানে চাহিয়া দেখিলেন, ইঁহারা দুইটী অপূর্ব্ব রমণীরত্ন। অনিমেষলোচনে আশ্চর্য্য হইয়া অন্যমনস্কে দেখিতেছেন এমন সময় প্রগল্‌ভা হেলেনা হাসিয়া কহিলেন "চারু কি দেখিতেছ আমাদিগের মধ্যে কে অধিক সুন্দরী দেখিতেছ?" চারু অপ্রতিভ হইয়া অধোমুখ হইলেন। তিনি জানিতেন ইংরাজী রীত্যনু-সারে এইরূপ প্রশ্নে উত্তর না দেওয়া অভদ্রতা, এজন্য বলিলেন "বিধাতা আপনাদের দুই জনকে সর্ব্ব বিষয়ে বিভিন্ন করিয়া কিরূপে সমান করি-

লেন বুঝিতে পারি না, অনেক তুলনা করিয়াও কে ন্যূন দেখিতে পাই না।" চারু অন্যায় বলেন নাই।

হেলেনা তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় গৌরবর্ণ, তাহার জ্যোতিতে যেন গৃহ আলোকিত রহিয়াছে—এমির বর্ণ অপেক্ষাকৃত তেজোহীন, কিন্তু অধিকতর শ্বেত মিশ্রিত। হেলেনার লোচনদ্বয় প্রশস্ত, চঞ্চল, ও কটাক্ষপূর্ণ; সর্ব্বদাই হাস্যযুক্ত; যাহার উপর সে দৃষ্টি পড়ে, তৎক্ষণাৎ মনের চাঞ্চল্য জন্মায়; সে "কটাক্ষে মুনীর মন টলে"। এমির চক্ষু সুদীর্ঘ কিন্তু অপেক্ষা-কৃত ক্ষুদ্র, স্থির ও অর্দ্ধ মুকুলিত, স্নিগ্ধ ও শান্ত-ভাবপূর্ণ, দেখিলে স্নেহের উদয় হয়। হেলেনার চক্ষুর প্রতি অন্যে দৃষ্টি করিতে ভয় পায়; এমির নয়নদ্বয় কাহারও দৃষ্ট হইতে ভীতা হয়; লজ্জাবতী লতার পত্র যেরূপ স্পর্শ মাত্রে মুদিত হয় দৃষ্টিমাত্রে এমির সলজ্জ নেত্রদ্বয় মুকুলিত হইয়া যায়। হেলেনার লোচন অপর চক্ষুকে আকর্ষণ করে, এমির নয়ন উপ-যাচক চক্ষুকে স্থির ও আবদ্ধ করিয়া রাখে। উভয়েরই নাসিকা সুঘটিত, অথচ বিভিন্ন প্রকার; নিজ নিজ আননের উপযুক্ত। নদীয়ার কুম্ভকার কৃত লক্ষ্মীঠাকুরাণীর কোণবিশিষ্ট নাসিকার অগ্রভাগ একখানি ছুরিকাদ্বারা চাঁচিয়া গোলাকৃতি করিলে কথঞ্চিৎ ঐ নাসার অনুরূপ হইতে পারে। এমির নাসারন্ধ্র, নিশ্চল, হেলেনার কখন কখন স্ফীত হইয়া মনের ভাব প্রকাশ করে। হেলেনার ললাট নিটোল, মধ্যভাগ কিঞ্চিৎ উচ্চ এবং উভয় পার্শ্ব ক্রমে নিম্ন হইয়াছে; এমির অপেক্ষাকৃত চেপ্টা ও শ্বেতবর্ণ। গণ্ডস্থলাপেক্ষা হেলেনার কপোল প্রদেশ কিঞ্চিৎ উচ্চ, এমির প্রায় সমতল। হেলেনার কপোলের বর্ণ ক্ষণে ক্ষণে পরি-বর্ত্তন হইতেছে, কখন লজ্জা ও অভিমানে আরক্ত বর্ণ, কখন বা দুঃখেও ভয়ে পাংশুবর্ণ। এমির লজ্জা ভয় অভিমান সকলই পক্ষদ্বয় নিমীল-নেই প্রকাশ পায়। এমির ওষ্ঠাধর অর্দ্ধপক্ক তরমুজের মধ্যভাগের ন্যায়, শ্বেতবর্ণের ভিতর হইতে গাঢ় গোলাপী আমেজ প্রকাশ পায়; হেলেনার অধিকতর লালবর্ণ। হেলেনার ওষ্ঠ কিছু সূক্ষ্ম এবং এমির অধর কিঞ্চিৎ স্থূল, নচেৎ উভয়ের বদন সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর। একের আনন কিঞ্চিৎ গোল, অন্যের কিঞ্চিৎ দীর্ঘ। একের আনন পদ্মের ন্যায় প্রফুল্ল ও সুসজ্জিত,

এমির মুখ চন্দ্রের ন্যায় বিশদ। স্থূলকায় প্রযুক্ত হেলেনার দীর্ঘতা এবং হ্রস্বতা প্রযুক্ত এমির কৃশতা, অনুভব হয় না। তদ্ভিন্ন উভয়েরই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সম্পূর্ণ সুগোল ও সুকোমল।

হেলেনার বয়স ষোড়শ বৎসর, নব যৌবনা। যৌবনের লালিত্য, শ্রী, স্বর ও গতিতে প্রকাশ পাইতেছে। প্রস্ফুটিত পুষ্পের ন্যায় চৌদিকে সৌরভ ছুটিতেছে। শরীরটি যেন তাড়িৎ-উৎপাদক যন্ত্র; করস্পর্শে যুবকগণ তাড়িতাঘাতে কম্পিত হয়। এমি চতুর্দ্দশবর্ষীয়া যৌবনের প্রথম সোপানে পদার্পণ করিয়াছেন, এখন বালিকা বা তরুণী উভয়ই বলা যায়। যৌবনমদে এখনও মত্ত হন নাই। বাল-স্বভাব চঞ্চলতার পরিবর্ত্তে যৌবনের গাম্ভীর্য্য জন্মিয়াছে। প্রণয় কাহাকে কহে জানেন না কিন্তু বোধ হয় অল্প দিনেই শিখান যাইতে পারে। যৌবনোচিত লালিত্য এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতেছে। হেলেনার সৌন্দর্য্য যুবজনেরই আকর্ষক—এমির মাধুর্য্য বালক বৃদ্ধ যুবা সকলেরই মনোহারী। হেলেনা প্রণয় সুখের উপযোগী, এমি বিরহ যন্ত্রণার যোগ্য—একের নিশ্চিন্ত ভাব, অন্যের চিন্তিত ভাব। উভয়েই সরলতার প্রতিমূর্ত্তি—কুটিলতা ও কপটতা কাহারও হৃদয়ে স্থান পায় না। হেলেনা স্পষ্টবাদিনী সরলা, এমি বিশ্বস্ত হৃদয়া সরলা। হেলেনা মনের ভাব গোপন করিতে পারেন না, স্পষ্ট প্রকাশ করিয়া ফেলেন, এজন্য তিনি প্রগল্‌ভা বলিয়া খ্যাত। অভিমান, ভয় ইত্যাদি ভাবোদয় হই-লেই হেলেনা বাক্যেতে প্রকাশ করিয়া ফেলেন। এমি মৌন স্বভাব; ভাবোদয়ে মুকুলিতাক্ষী হইয়া অধোবদনে নিরুত্তর থাকেন। হেলেনা তর্কে পরাজিত হইয়াও পরাজয় করেন, এমি বিজয়ী হইয়াও পরাজিত হয়েন। হেলেনা প্রস্ফুটিত মল্লিকা ফুল, দূর হইতে সৌরভে ও সরল শ্বেতবর্ণে বিলাসীগণকে আকর্ষণ করে। এমি গোলাপ মুকুলের ন্যায়, তাঁহার অনতি পরিস্ফুট রূপ, অনতি পরিস্ফুট সৌরভ অল্প লোককে আকর্ষণ করে, কিন্তু কেহ যদি যত্নে গ্রহণ করেন মধুর গন্ধে তৃপ্ত হইতে থাকিবেন, কদাপি বিরক্ত হইবে না; বরং ক্রমে অধিকতর সৌরভ ভোগ করিবেন।

অঙ্গ সৌষ্ঠব দৃষ্টে এবং পারিবারিক অবস্থা দৃষ্টে, ও হেলেনাকে এমির সহোদরা বোধ হয় না; অথচ নিতান্ত এমির সহচরীর ন্যায় নহেন; রেমণ্ড সাহেব তাঁহাকে বিলক্ষণ ভাল বাসেন। হেলেনা কে? তাহার উত্তর এক্ষণে দেওয়া যাইতেছে।

পঞ্চম অধ্যায়।

কালীঘাটে কোন এক কুলীন ব্রাহ্মণের দুই তিনটী কন্যার মধ্যে ইন্দুমতী নাম্নী এক পরমাসুন্দরী কন্যা ছিলেন। উপযুক্ত পাত্রাভাবে ইন্দুমতীর পঞ্চদশ বর্ষ পর্য্যন্ত বিবাহ হয় নাই। ইন্দুমতীর একটি ভ্রাতা কালেজে পড়িতেন। তিনি দেশের কুরীতি ও পিতার কুলাভিমান সংশোধন করিতে অক্ষম জানিয়া পাছে, ভগিনীগণেরা বিবাহাভাবে বিপথ-গামিনী হয়েন, তাঁহাদের অন্য মনস্ক রাখিবার জন্য স্বয়ং বিদ্যা শিক্ষা দিলেন। মধ্যমা ইন্দুমতী সর্ব্বাপেক্ষা পারদর্শিনী হইলেন। বাঙ্গালা ও ইংরাজী এক রকম শিখিলেন। যৌবনের প্রারম্ভে যখন ইন্দ্রিয়গণ চঞ্চল হইল, মন যৌবনমদে মত্ত হইল, এবং হৃদয় সাহসে পূর্ণ হইল, ইন্দুমতী দেশীয় কুরীতির প্রতি মনে মনে খড়্গহস্ত হইলেন। এবং সামাজিক নিয়ম যদি আমাদের অমঙ্গল করে, আমরা প্রকাশেই হউক আর গোপ-নেই হউক, সাধ্যানুসারে তাহার প্রতি বিধান করিব—এই মনে করিয়া প্রতিবেশী এক নব্য সুশিক্ষিত কায়স্থ সন্তানকে পতিভাবে মনোনীত করিলেন। উভয়ের প্রণয় দৃঢ় হইলে এক দিবস ইন্দুমতী কহিলেন "প্রিয়-তম! যদি তুমি আমাদের গোপনীয় প্রতিজ্ঞা সামাজিক বিবাহ বন্ধনের ন্যায় সুদৃঢ় ও জীবনব্যাপী বোধ কর এবং আমাকে একমাত্র সহ-ধর্ম্মিণী জ্ঞান করিয়া অন্য কোন স্ত্রীকে পত্নী বা উপপত্নী ভাবে গ্রহণ করিবে না প্রতিজ্ঞা কর, তাহা হইলে আমি তোমার চিরদাসী হই। নচেৎ দেশ রীতি ভয়ে গোপনে বিবাহ করিতেছি বলিয়া আমি স্বৈরিণী বা ভ্রষ্টা নহি, বিবাহিত পতি ব্যতীত অন্য পুরুষকে স্পর্শ করা দূরে থাকুক, মনেও স্থান দিব না। তোমার যদি এত সাহস না থাকে, আর আমায় প্রণয় কথা কহিও না। আমি তোমাকে হৃদয়ে পতিরূপে বরণ করিয়া চির-

দিন অবিবাহিতাবস্থায় থাকিব।" রূপবতী, যুবতী, বিদ্যাবতী ও সরলা স্ত্রীর এক অনির্ব্বচনীয় ক্ষমতা আছে—ইন্দুমতীর কথা ঐ কায়স্থ যুবা অবহেলা করিতে পারিলেন না, উঁহাদের গান্ধর্ব্ব বা সম্মতি বিবাহ হইল।

কয়েক মাস গতে ইন্দুমতী ও তাঁহার ভগিনীগণের বর স্থির হইল। তখন নিরুপায় ভাবিয়া ইন্দুমতী স্বীয় স্বামীর সহিত পলায়ন করিয়া কাশী বাসী হইলেন। যুবা তথায় কোন এক পদে নিযুক্ত হইয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। উভয়ে স্ত্রীপুরুষ ভাবে থাকেন; কিন্তু ইন্দুমতীর সরলতা প্রযুক্ত তাঁহাদের অবস্থা লোকে জানিতে পারিয়া তাঁহাদিগকে উপপতি উপপত্নী জ্ঞান করিতেন। সমাজ হইতে বিচ্যুত হইয়া তাঁহারা স্বেচ্ছাক্রমে ইংরাজী ব্যবহার অবলম্বন করিলেন। ইন্দুমতী প্রায় গাউন্ পরিয়া মাঠে বেড়াইতেযাইতেন। রেমণ্ড সাহেব কিশোর বয়সে যখন তিনি বিলক্ষণ লম্পট ছিলেন, ইঁহাকে প্রেম চক্ষে দেখেন এবং অর্থলোভ সুখ লাভাদি নানা প্রলোভনেও তাঁহার সতীত্ব নাশ করিতে পারেন নাই। পরে ইন্দুমতী বিধবা হইলেন। তখন রেমণ্ড সাহেব পুনর্ব্বার চেষ্টা করতঃ উপরোক্ত প্রতিজ্ঞা করিয়া তাঁহাকে লাভ করিলেন। এক্ষণে ইন্দুমতী জাত্যভিমান প্রযুক্ত আর বিবি বেশ ধরিতেন না; সাহেবকে বারাণসী সাটী, ও দেশীয় অলঙ্কারাদি দিতে হইত। ধূর্ত্ত রেমণ্ড গোপনীয় প্রতিজ্ঞায় জলাঞ্জলি দিয়া এনকে বিবাহ করেন। ইন্দুমতী সহবাসে রেমণ্ডের লাম্পট্য দূর হইয়াছিল। এক্ষণে বিবাহ শ্রবণ মাত্র ইন্দুমতী সংসারে নির্ব্বিণ্ণ হইয়া বিধবা বেশ ধারণ করিলেন। কিন্তু রেমণ্ড সাহেব কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ উত্ত্যক্ত হইয়া স্বয়ং এনের নিকট তাবৎ পরিচয় দিলেন। এন্ অতি দয়াবতী ও ধীরপ্রকৃতি। ইন্দুমতীর ধর্ম্মতঃ অধিকার এবং নিজের রাজনীতি ও সামাজিক নীতিগত অধিকার জানিয়া উভয়ে সপত্নীভাবে নির্ব্বিরোধে থাকিতে অসম্মতা ছিলেন না। কিন্তু ইন্দুমতী অন্যের ভোগ্য পুরুষ সহবাস নিতান্ত ঘৃণা করেন। তখন তিনি সামাজিক নিয়ম হেলন এবং গোপন বিবাহ জন্য পরিতাপ করিতে লাগিলেন। অন্তরে এরূপ আঘাত পাইলেন, যে দুই

বৎসর কাল পীড়িত রহিলেন। ইন্দুমতী এ সময় গর্ভবতী না থাকিলে হয় ত এক দিন আত্মহত্যাও করিতেন। ঐ দুই বৎসর কাশীতে বিধবা বেশে রহিলেন। পরে সাহেবের ঔরসজাতা কন্যা রাখিয়া লোকান্তর গমন করেন। কন্যার নাম প্রভাবতী। প্রভাবতীর রক্ষণাবেক্ষণ ও শিক্ষার জন্য সাহেবের অনেক ব্যয় হইতে লাগিল। এনের ভয়ে স্বভবনে আনিতে পারেন নাই।

এমি গর্ভে বিবি রেমণ্ড ইংলণ্ডে গমন করেন এবং এমির ছয় বৎসর বয়ঃক্রম কালে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কলিকাতাস্থ কোন আত্মীয়া বিবির নিকট বালিকাটিকে শিক্ষার্থে রাখিয়া এন্ স্বীয় স্বামীর কর্ম্ম স্থানে যান। এমি ভদ্রবংশোচিত সুশিক্ষা পাইলেন, সাহিত্য সঙ্গীত ও শিল্পে যৎকিঞ্চিৎ দক্ষতা প্রকাশ করিলেন এবং তাঁহার প্রতিপালিকার অগোচরে ধর্ম্মযাজিকা স্ত্রীগণের সাহায্যে অল্প অল্প বাঙ্গালা ভাষাও শিখিলেন। উঁহাদের সহিত এমির প্রণয় জন্মিল। তিনি তাঁহাদের সহিত ভদ্র বাঙ্গালীর অন্তঃপুরে গিয়া দেখিতেন বাঙ্গালীরা নিতান্ত অসভ্য জন্তুর ন্যায় নহে। তাঁহাদেরও ভাবভঙ্গী রীতি নীতি মনুষ্যের ন্যায়, ভদ্র বিবিদের ন্যায়। কেবল তাহাদের বেশ অভব্য ও অসভ্য। এমির প্রতিপালিকাও রেমণ্ড সাহেবের ন্যায় জাত্যভিমানী। এমি হীন বাঙ্গালীর বাটীতে যায় শুনিয়া অনেক ভৎর্সনা করিতেন। এমিও ধর্ম্মযাজিকাগণের বাক্যানুসারে কহিতেন সকল মনুষ্যই এক আদমের সন্তান, এক ঈশ্বরের সৃষ্টি ও প্রতিবিম্ব! ত্বকের বর্ণ দৃষ্টে ভ্রাতাকে ঘৃণা করা পাপ। এ কথায় নিতান্ত বিরক্ত হইয়া সেই বিবি, রেমণ্ডসাহেবকে লিখিয়া এমিকে তাঁহার কাছে পাঠাইলেন। এমি এরূপে পাদরি বিবিদের কুৎসিত দৃষ্টান্ত হইতে রক্ষিত হইলেন। কিন্তু সমবয়স্কাভাবে সর্ব্বদাই দুঃখিতা থাকেন। তদ্দৃষ্টে রেমণ্ড প্রভাবতীকে সঙ্গিনী করিবার প্রস্তাব করেন। এন্ ও সম্মতা হন। সাহেবের খরচ বাঁচিল বিবিও এমিকে তৎ সহবাসে হৃষ্টমনা দেখিয়া প্রভাবতীকে কন্যার ন্যায় পালন করিতে লাগিলেন। প্রভাবতীর নাম হেলেনা রহিল এবং এমির অনুরোধে তাঁহার বাঙ্গালী বেশ দূর হইয়া ইংরাজী বেশ হইল।

এমি হেলেনার নিকট গোপনে বাঙ্গালা শিখিতে লাগিলেন, হেলেনা এমির নিকট ইংরাজী রীতি নীতি শিখিলেন।

মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার

মাতৃ সন্নিধানে শিক্ষা লাভ।

গ্রেটব্রিটন আয়ারলণ্ড এবং আমাদিগের মাতৃভূমি ভারতবর্ষের পরম মাননীয়া মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী কেনসিংটন নগরে ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের ২৪ মে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার জন্ম কালে তাঁহার পিতামহ তৃতীয় জর্জ ইংলণ্ডের রাজসিংহাসনে আসীন ছিলেন। ১৮২০ খৃষ্টাব্দের ২৩ জেনুয়ারী যৎকালে রাজনন্দিনী এলেকজাণ্ড্রীয়া ভিক্টোরিয়া প্রায় আট মাস মাত্র বয়ঃক্রমে পদার্পণ করিয়াছেন, তখন তাঁহার পূজনীয় পিতা ভূপতির চতুর্থ পুত্র এডওয়ার্ড আপন সহধর্ম্মিণী ভিক্টোরিয়া মেরিয়া লুইসার ক্রোড়ে ঐ একমাত্র তনয়াকে রাখিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার পরলোক গমনের এক সপ্তাহ কালও অতীত না হইতেই পুনরায় ঐ মাসের ২৯ দিবসে তাঁহার পিতা ইংলণ্ডাধিপতি ঐহিক রাজত্ব হইতে বিদায় লইয়া তাঁহার পশ্চাৎবর্ত্তী হইলেন। ভিক্টোরিয়া এইরূপে শৈশবে পিতৃহীন হইয়া একমাত্র জননীর কোমল স্নেহ ও যত্নে প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার পিতৃব্যগণ কেহ নিঃসন্তান হইয়া পরলোক প্রাপ্ত হইলেন, কাহার বা সন্ততিগণ শৈশবে মৃত্যুমুখে পতিত হইল, এই প্রকারে ইংলণ্ডের রাজসিংহাসন যেন তাঁহাকে গ্রহণার্থে প্রস্তুত হইতে লাগিল। অনেকেরই মনোমধ্যে এরূপ বিশ্বাস হইতে লাগিল যে ভবিষ্যতে এই সুলক্ষণাক্রান্ত রাজকুমারী কর্ত্তৃক সিংহাসন শোভিত হইবে।

ভিক্টোরিয়ার মাতা অতিশয় বুদ্ধিমতী এবং কর্ত্তব্য পরায়ণা স্ত্রীলোক ছিলেন। তিনি যখন স্বীয় তনয়ার এইরূপ সর্ব্বোচ্চ পদবী লাভের সম্ভাবনা দেখিতে পাইলেন, তখন যেমন তাহার শরীরের প্রতিপালন করিতে লাগিলেন, তেমনই তাহাকে ভাবী সিংহাসনের সম্যক্‌রূপে

যোগ্য করিয়া শিক্ষিত ও উন্নত করিতে কায়মনোবাক্যে যত্নবতী হইলেন। তাঁহার যত্ন এবং শিক্ষার যে কিরূপ সুখময় ফলোৎপত্তি হইয়াছে আমাদিগের মহারাজ্ঞীর জীবন তাহার সাক্ষ্যদান করিতেছে। ফলতঃ বিদ্যাবতী ও গুণবতী মাতার যত্নে ও শিক্ষায় যে শিশু সন্তানের স্বাভাবিক মনোবৃত্তি সকল কেমন পবিত্রভাবে ও সমঞ্জসরূপে সমুন্নত ও বর্দ্ধিত হয় তাহা মেরিয়া লুইসার যত্নের ফল দর্শন করিলেই বুঝা যায়।

যিনি দুর্ব্বল স্ত্রীস্বভাবা হইয়া এবং প্রভূত ধন, ঐশ্বর্য্য, মান, পরাক্রমের অধিকারিণী ও সর্ব্বোচ্চ পদবীতে অধিষ্ঠিতা হইয়া সন্তানবৎ প্রজাবর্গের সতত কল্যাণ অন্বেষণ করিতেছেন এবং অহঙ্কারে গর্ব্বিত ও ইন্দ্রিয় সুখে বশীভূত না হইয়া কর্ত্তব্য পরায়ণা দুহিতা, প্রণয়িনী ভার্য্যা, স্নেহময়ী জননী এবং রাজমুকুট ধারণোপযোগী সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা রমণীরত্ন বলিয়া সর্ব্বত্র বিখ্যাত ও মাতৃবৎ প্রীতিপাত্রী হইয়াছেন, তাঁহার জ্ঞান, ধর্ম্ম, নীতি ও হৃদয়ের কমনীয় ভাব সমূহের শিক্ষা ভার যিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যিনি তাঁহার মানসিক শক্তি সকলকে শৈশবাবস্থা হইতে সদ্বিষয়ে নিয়োগ করিবার সদুপদায় সকল অবলম্বন করিয়াছিলেন, তিনিই শিশু শক্তিকে স্বাভাবিকরূপে উন্নত করিয়া সৎপথবর্ত্তী করিবার যথার্থ উপযুক্ত পাত্রী।

মেরিয়া লুইসা ভিক্টোরিয়া স্বীয় তনয়াকে নিয়ত আপন বক্ষঃস্থলে রাখিয়া লালনপালন করিতেন; তাহার স্নান ও বস্ত্র পরিধান কার্য্যের ভারও পরিচারিকার হস্তে দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন না, শিশুর সমুদয় কার্য্য স্বয়ং দেখিয়া নির্ব্বাহ করিতেন। সময়ে যখন শিশু আপনাপনি বসিতে সমর্থ হইল তখন আহারের নির্দ্ধারিত কাল উপস্থিত হইলে তাহাকে আপনার পার্শ্বে স্বতন্ত্র আসনে বসাইয়া আপনি আহার করিতেন এবং তাহাকে নিয়মিত খাদ্য প্রদান করিতেন, কখন নিয়মাতিরিক্ত খাদ্য দিয়া অযথা রূপে শিশুর লালসা বৃদ্ধি করিতেন না। এই প্রকারে শৈশবকাল হইতে শিশুকে গুরুজন আজ্ঞা পরায়ণতা মিতাচরণ এবং আত্মশাসন শিক্ষা করাইয়াছিলেন। তাঁহার স্বামী এডওয়ার্ড মৃত্যুকালে অনেক অর্থ ঋণ গ্রস্ত হইয়া যান, তিনি সেই সকল ঋণ পরিশোধ

করিবার নিমিত্ত অর্থ সঞ্চয় করিতে যত্নশীলা হয়েন এবং স্বীয় তনয়াকে পিতৃ ঋণের বিষয় পরিচয় দিয়া তদর্থে অর্থ সঞ্চয় করিতে বলেন। রাজকুমারী এইরূপ মাতৃ উপদেশে সঞ্চয়শীলতা, ন্যায় পরায়ণতা এবং পিতৃভক্তি শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং উভয়ের সঞ্চিত অর্থ দ্বারা ঋণ পরিশোধ করণার্থে যথোচিত চেষ্টা করেন।

মেরিয়া লুইসা তনয়ার সুশিক্ষার নিমিত্ত কিছুমাত্র যত্নের ত্রুটি করেন নাই। তাঁহার পঞ্চমবর্ষ বয়ঃক্রমে তিনি বাল্যশয্যা হইতে এককালে ইংরাজী, জার্মান ও ফরাশী তিন ভাষায় কথা কহিতে শিক্ষা করেন। তাঁহার বুদ্ধি বৃত্তির উন্নতি সাধনে যেরূপ যত্ন গ্রহণ করা হইয়াছিল, নীতি শিক্ষা এবং শরীরের স্বাস্থ্য বিধানে তদপেক্ষা অল্প যত্ন লওয়া হয় নাই। মাতার সস্নেহ হৃদয় ও সহাস্য মুখবিনির্গত প্রীতিকর শব্দ দ্বারা তিনি প্রথম শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। অতঃপর যখন তাঁহার শিক্ষার নিমিত্ত উপযুক্ত শিক্ষক ও শিক্ষিকা নিযুক্ত হইয়াছিল, তখন শুদ্ধ তাঁহাদিগের হস্তে তাঁহার শিক্ষা ভার ন্যস্ত করা হয় নাই। মেরিয়া লুইসা কন্যার শিক্ষা দানের সময়ে স্বয়ং শিক্ষকদিগের সহিত উপস্থিত থাকিতেন এবং তাঁহাদিগের পরামর্শ ও সাহায্য লইয়া কন্যার সুশিক্ষা বিষয়ক সুপ্রণালী সকল সংস্থাপন করিতেন। তিনি প্রতি দিবস ভিক্টোরিয়াকে ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠনার নিয়ম করিয়াছিলেন। তিনি যে ভবিষ্যতে ইংলণ্ডের রাজ্ঞী হইবেন, ভিক্টোরিয়া তাহার কোন বিষয় অবগত ছিলেন না। যাহাতে তিনি চাটুকারদিগের তোষামোদ হইতে নিষ্কৃতি পান এবং যাহাতে রাজ্ঞী হইবার আশা এবং ইচ্ছাকে মনোমধ্যে স্থান দান করিয়া ভবিষ্যতে নিরাশার যন্ত্রণা সহ্য না করেন তজ্জন্য তাঁহার মাতা বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। যখন তাঁহার একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম তখন তাঁহার যে সমস্ত ক্ষমতা ও গুণ লক্ষিত হইয়াছিল তাহা তদ্রূপ বয়সে প্রায় দেখা যায় না। একজন ইংরেজ গ্রন্থকর্ত্তা বলেন, "তিনি তৎকালে ফরাশী ও জর্ম্মণী ভাষায় অক্লেশে কথোপকথন করিতেন, এবং ইটালী ভাষাও শিক্ষা করিয়াছিলেন; লাটিন ভাষায় এরূপ উন্নতি করিয়াছিলেন যে 'ভার্জিল' ও 'হোরেস্' নামক গ্রন্থদ্বয় অনায়াসে পড়িতেন; গ্রিক ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং গণিত বিদ্যায় অতিশয় বুদ্ধি ও দক্ষতা প্রকাশ করিয়াছিলেন; ফলতঃ ঐ বিদ্যা সম্বন্ধীয় তাবৎ বিষয়ে রাজকুমারীর বিশেষ বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ পাইয়াছিল।" সঙ্গীত ও চিত্র বিদ্যায়ও তিনি সমধিক শিক্ষা লাভ করেন, এবং পরিণামে এই দুই বিদ্যায় সুনিপুণা হন।

এইরূপে ভিক্টোরিয়া যখন তাঁহার রাজকীয় পদের উপযুক্ত নানা-বিষয়ের জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন, তখন সাধারণ ব্যক্তি সম্পর্কীয় আবশ্যক বিষয় সকলের এবং যাহাতে রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয় তৎসম্বন্ধীয় কার্য্য সকলের জ্ঞান শিক্ষাদানে ঔদাস্য করা হয় নাই; প্রয়োজনীয় সকল বিষয়েই তিনি শিক্ষা লাভ করিয়া রাজসিংহাসনের যথোপযুক্ত হইয়াছিলেন।

১৮৩৬ খৃঃ অব্দের ২৪ মে দিবস রাজকুমারীর বয়ঃক্রম প্রাপ্তি হয়, তদুপলক্ষে ঐ দিবস ইংলণ্ডে সাধারণ অবকাশ প্রদত্ত হয়; নাগরিকগণ নানাবিধ বক্তৃতাদি দ্বারা ভিক্টোরিয়া ও তাঁহার মাতার নিকট অভিনন্দন প্রকাশ করেন। মেরিয়া লুইসা তৎ শ্রবণে এইরূপ উত্তর প্রদান করেন।

"এখন ভিক্টোরিয়া বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ায় আমি সম্পূর্ণ আশার সহিত বলিতে পারি, যে সুমহৎ কার্য্যের গুরুভার তাঁহার মস্তকে সমর্পিত হইবে তিনি তাহা বহন করিবার সম্যক্ উপযুক্ত হইয়াছেন। সামাজিক সকল শ্রেণীর লোকের অবস্থা তিনি যেরূপ অবগত আছেন তাহাতে তিনি নিশ্চয় বুঝিতে পারিতেছেন, যে দেশে যত অধিক পরিমাণে ধর্ম্মজ্ঞান এবং স্বাধীনতা স্পৃহা প্রচারিত হইবে, সে দেশ তত অধিক সুশৃঙ্খল, পরিশ্রমী এবং ধনশালী হইবে; এবং রাজ্যাধিপতির প্রাপ্ত সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতা সকল কখনই প্রজাবর্গের স্বাধীনতার বিরোধী হওয়া উচিত নহে।"

বনবাসিনী বালিকা।

প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তাপে তাপে যবে ধরা।
মাতার নিকটে বসি থাকে দুঃখহরা॥

পিতৃ মাতৃ উপদেশ শুনে এক মনে।
মানস ভূষিত করে বিদ্যার ভূষণে।
"বিদ্যায় উপজে জ্ঞান, জ্ঞানে ধর্ম্ম হয়।"
এই উপদেশ মাত্র পিতা মাতা কয়।
সামান্য বিষয় হতে জ্ঞান বাছি লয়,
এমনি চতুরা বালা নাহি জিজ্ঞাসায়।

শাস্ত্র আলোচনা যবে করে মুনিগণ,
মাথা হেঁট করি কন্যা করয়ে শ্রবণ।
সাবিত্রীর মহাব্রত, নলের চরিত,
সীতা বনবাস, আর রাম গুণামৃত,
পঞ্চম বৎসরে শিশু দুর্গম কাননে,
ডাকে এক মনে পদ্ম পলাস লোচনে,
যুধিষ্ঠির ধর্ম্মরাজ দুঃখের বৃত্তান্ত,
ধার্ম্মিক পরীক্ষা হেন আছয়ে সিদ্ধান্ত;
ইহকালে গতি ধর্ম্ম পরকালে মুক্তি,
যথা ধর্ম্ম তথা জয় এ বেদের উক্তি।

সখীগণ সঙ্গে যবে বিচরে পর্ব্বতে,
কত শত শিখে বালা কত শত মতে।
স্বভাবের শোভা হেরি আনন্দিত মন,
সুকোমল জ্ঞানে ভূষে হৃদয় কানন।
সখীগণ কহে কথা শুনে এক মনে।
সকলে তাহার বশ সেই সে কারণে।

যমুনা তটিনী তটে করয়ে ভ্রমণ।
উত্তাল তরঙ্গ মালা অতি সুশোভন,
হেলিতে দুলিতে চলে আলিঙ্গিতে কূল,
মরি কালিন্দীর শোভা অসীম অতুল।

সুনীল বরণী ধনী গর্ভেতে অম্বর।
সুনীল বরণ সে ও কিবা মনোহর!
ধক ধক জ্বলে তার ক্ষীরোদ নন্দন,
স্নান করিবারে যেন হয়েছে গমন।
সফরী লহরী সনে খেলিয়া বেড়ায়,
হীরকের খণ্ড যেন তাহে শোভা পায়।'

নিদাঘের কালে কন্যা সরোবর কূলে,
মৃণাল বলয় পরে সরোজিনী তুলে।
মনোহর বনশোভা দেখিয়া বেড়ায়,
অস্তাচলে দিননাথ যবে চলি যায়,
নিবিড় কাননে বসি বিহঙ্গম গণ,
সুমধুর স্বরে করে বিভুর কীর্ত্তন,
লুকাইয়া সেই গান অমৃত মানিয়া,
শ্রবণ বিবরে পান করে বিনোদিয়া।

বরিষা কালেতে যবে ছাপাইয়া বাঁধ,
জলে স্থলে একাকার, ঘন মেঘনাদ।
চতুর্দ্দিকে শ্বেতবর্ণ ক্ষেত্র শোভা পায়,
কিবা অপরূপ রূপ ভুবন দেখায়।
কিছুতেই নাহি ভয় করে সে কামিনী,
অভয়া যেমতি ভূতনাথ সোহাগিনী।
দুর্গম অরণ্য পথে করয়ে গমন।
প্রকৃতির রূপ হেরি রঞ্জিতে নয়ন।
শিখরী শিখরে কভু উঠে একাকিনী,
ভীষণ নিনাদে যথা ঘোষে কাদম্বিনী।

শরদের আগমনে প্রফুল্ল হৃদয়।
চারিদিকে শ্যামল শস্যের ক্ষেত্র চয়।

অতুল গগণ শোভা হয় নিশাকালে।
হিরন্ময় সিঁথি নিশি পরে নিজ ভালে;
বিরাজেন মাঝে তার দেব সুধাপতি।
কভু জলধরাবৃত, কভু হৃষ্ট অতি।
হেরিতে এ সব শোভা রাজার নন্দিনী।
কভু মাঠে, কভু তটে, ভ্রমে একাকিনী॥

নূতন সংবাদ।

কোন্নগর বালিকাবিদ্যালয়ের।

পারিতোষিক বিতরণ।

১ম। গত ১৩ই চৈত্র শনিবার বেলা ১০ ঘণ্টার সময় শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র দেব মহাশয়ের বাটীতে কোন্নগর বালিকা বিদ্যালয়ের বাৎসরিক পুরস্কার প্রদান কার্য্য অতি সুন্দররূপে নির্ব্বাহ হইয়াছে। পারিতোষিক স্থলে দেশীয় ৫০।৬০ জন ভদ্রলোক এবং শ্রীযুক্ত বাবু দিগম্বর মিত্র, বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র, এতদ্ভিন্ন শ্রীরামপুরের মাজিষ্ট্রেট ও একজন খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারক সাহেব, উপস্থিত ছিলেন।

৪৭ জন বালিকার মধ্যে ৩৭ জন বালিকা পরীক্ষা প্রদান করে, তন্মধ্যে ১০ জন মাত্র বালিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পুরস্কার পাইবার যোগ্যা হয়। তাহারা সকলে পুস্তক পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছে এবং শিল্প শিক্ষার জন্য তন্মধ্যে ১১টী ছাত্রী ছুরি, পেনসিল, কাচের দোয়াত, খেলানার বাক্স প্রভৃতিও পাইয়াছে। তদ্ভিন্ন যে সকল বালিকা পারিতোষিক স্থলে উপস্থিত ছিল, তাহাদের উৎসাহের জন্য তাহাদিগকেও খেলানা দ্রব্য প্রদত্ত হয়।

শ্রীযুক্ত বাবু দোকড়ি ঘোষ ডাক্তর মহাশয় পারিতোষিকের সমুদয় খেলানার খরচ প্রদান করেন।

কুমারী জ্ঞানদা বিদ্যালয়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্রী, এজন্য উত্তর পাড়া হিতকরী সভা হইতে ৬৲ ছয় টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছে। এবং শ্রীযুক্ত বাবু বসন্তকুমার দত্ত মহাশয়ের নিকট হইতে "কুমুদিনী-চরিত" নামক পুস্তক পাইয়াছে। শ্রীমতী অঘোরময়ী রায় বিদ্যালয়ের মধ্যে সুশীল। এজন্য বসন্তকুমার বাবু তাহাকে একটী সুসজ্জিত মোমের পুতুল পুরস্কার প্রদান করিয়াছেন।

বালিকাদিগের মধ্যে যাহারা শিল্প বিষয়ে পারগতা প্রকাশ করিয়াছে, তাহাদিগকে শ্রীযুক্ত বাবু চুনিলাল মিত্র ৫৲ টাকা, শ্রীযুক্ত বাবু অমরলাল মিত্র ২৲ টাকা, শ্রীযুক্ত বাবু নবগোপাল মিত্র ১৷৷ টাকা পুরস্কার প্রদান করিয়াছেন।

২য়। গত ৬ই ফাল্গুন শনিবার ঢাকা প্রদেশের মহেশ্বরদী পরগণার অন্তর্গত ভাটপাড়া গ্রামে একটী ব্রাহ্ম বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বর ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক বিক্রমপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রামপ্রসাদ সেন। পাত্রী ভাটপাড়া নিবাসী শ্রীযুত কালীনারায়ণ রায়ের কন্যা শ্রীমতী হেমন্তশশী। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদক লিখিয়াছেন, "যে দিবস কন্যার গাত্রে হরিদ্রা প্রদান হয়, সে দিবস অন্তঃপুরিকাগণ সকলে মিলিয়া নিম্নলিখিত প্রথম সংগীতটি এবং বিবাহ রাত্রিতে বাসকঘর হইতে অবশিষ্ট গীত গুলি গান করেন। ভারতবর্ষের সকল স্থানেই বিবাহের সময় স্ত্রীলোকেরা গান করিয়া থাকে; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সেই সমস্ত গান প্রায় ভদ্রলোকের শ্রবণযোগ্য নয় বলিয়া সেই প্রথা ভদ্রসমাজ হইতে ক্রমে ক্রমে তিরোহিত হইতেছে।

চল চল পুরবাসিগণ!
মোরা সবে মিলি বিভুপদে করি মঙ্গলাচরণ।
যিনি মোদের পিতা মাতা, সকল মঙ্গল দাতা,
সে পদে এ কার্য্য আজি করি সমর্পণ।
যে পিতা দিল সন্ততি, তাঁরে আগে করি স্তুতি,
পরে এই বিবাহের করি আয়োজন। ১।

মোরা এই নিবেদন হে দয়াময়! করি তব পায়।
নবীন দম্পতি রেখ চরণ ছায়ায়।
যেমন করিলে মিলন প্রেমসূত্রে করি বন্ধন,
রেখ দোঁহে চির জীবন, তোমার আজ্ঞায়। ২।

তোমার কৃপায় পিতা তব পুত্র কন্যা আজি,
মিলন হইল নাথ! শুভ বিবাহ বন্ধনে।
এই দম্পতি হৃদয়ে, চির প্রেম প্রকাশিয়ে,
মঙ্গল বিধান কর, স্নেহ আশীর্ব্বাদ দান।
তোমার ধর্ম্ম পালনে, নব দম্পতির মনে,
উৎসাহ স্থাপন কর স্বর্গীয় বল বিধানে। ৩।

নিরাশ হইওনা তাঁর আশায়।
ফিরে যেইও না রে, চেয়ে থাক তাঁর পানে
অবশ্য পাইবে তাঁয়।
* * * *
এমন কে আছে সংসারে যেজন চাহিয়া তাঁরে;
নিরাশ হয়েছে পরে? জিজ্ঞাস সবায়। ৪।

Printed at J. G. Chatterjea & Co's Press. No. 34, Amherst Street.

৪র্থ ভাগ বামাবোধিনী পত্রিকার সংখ্যা অনুসারে সূচীপত্র।

বৈশাখ—৫৭ সংখ্যা।

১। প্রাণিবিদ্যা ১
২। ধাত্রীবিদ্যা ৬
৩। স্বামী (পদ্য) ৯
৪। ব্যাকরণ ১১
৫। বামাগণের রচনা ১৪

জ্যৈষ্ঠ—৫৮ সংখ্যা।

১। প্রাণিবিদ্যা ২১
২। প্রণয় সুখ ২৭
৩। ধাত্রীবিদ্যা ৩২
৪। পিপাসু চাতক (পদ্য) ... ৩৫
৫। ব্যাকরণ ৩৬
৬। বামাগণের রচনা ৩৮
৭। নূতন সংবাদ ৪০

আষাঢ়—৫৯ সংখ্যা।

১। স্ত্রীজাতির বিশেষ কার্য্য ... ৪১
২। ধাত্রীবিদ্যা ৪৫
৩। প্রাণিবিদ্যা ৪৬
৪। বাক্য (পদ্য) ৫৩
৫। ব্যাকরণ ৫৫
৬। নূতন সংবাদ ৫৮
৭। বামাগণের রচনা ৫৮

শ্রাবণ—৬০ সংখ্যা।

১। প্রাণিবিদ্যা ৬১
২। ধর্ম্ম সাহস ৬৫
৩। কুমুদিনী নাটক ৬৮
৪। বিজ্ঞান বিষয়ক কথোপকথন ৭৭
৫। নূতন সংবাদ ৭৯
৬। বামাগণের রচনা ৮০

ভাদ্র—৬১ সংখ্যা।

১। বামাবোধিনীর পঞ্চম সাম্বৎসরিক জন্মোৎসব ... ৮১
২। সত্যের মহিমা ৮৩
৩। বিদেশীয়ের পরিভ্রমণ ... ৮৬
৪। কুমুদিনী নাটক ৯১
৫। নূতন সংবাদ ১০০

আশ্বিন—৬২ সংখ্যা।

১। উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব ১০১
২। ধাত্রীবিদ্যা ১০৩

৩। কুমুদিনী নাটক ১০৫
৪। গৃহিণীর সঞ্চয়ী হওয়া উচিত (পদ্য) ১১৪
৫। ব্যাকরণ ১১৫
৬। নূতন সংবাদ ১১৭
৭। বামাগণের রচনা ১১৮

কার্ত্তিক—৬৩ সংখ্যা।

১। সিন্দূর ১২১
২। সূক্ষ্মবস্ত্র (পদ্য) ১২৩
৩। স্ত্রী ও স্বামীর কথোপকথন (শিশুপালন) ...১২৮
৪। কোন্নগর বালিকা বিদ্যালয় ১৩০
৫। নূতন সংবাদ ১৩২
৬। বামাগণের রচনা ১৩৫

অগ্রহায়ণ—৬৪ সংখ্যা।

১। সীতাকুণ্ড ১৪১
২। স্ত্রী ও স্বামীর কথোপকথন ১৪৭
৩। বনবাসিনী বালিকা (পদ্য) ১৫৩
৪। নূতন সংবাদ ১৫২
৫। বামাগণের রচনা ১৫৫

পৌষ—৬৫ সংখ্যা।

১। চিত্তবিনোদিনী ১৬১
২। স্ত্রী ও স্বামীর কথোপকথন ১৬৫
৩। অলঙ্কার (পদ্য) ১৭৩
৪। নূতন সংবাদ ১৭৮

মাঘ—৬৬ সংখ্যা।

১। চিত্তবিনোদিনী ১৮১
২। স্ত্রী ও স্বামীর কথোপকথন ১৮৭
৩। অলঙ্কার (পদ্য) ১৯২
৪। নূতন সংবাদ ১৯৭
৫। বামাগণের রচনা ১৯৮

ফাল্গুন—৬৭ সংখ্যা।

১। চিত্তবিনোদিনী ২০১
২। স্ত্রীও স্বামীর কথোপকথন ২০৬
৩। স্বভাবের শোভা (পদ্য) ...২০৯
৪। নূতন সংবাদ ২১৪
৫। বামাগণের রচনা ২১৮

চৈত্র—৬৮ সংখ্যা।

১। চিত্তবিনোদিনী ২২১
২। মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার মাতৃসন্নিধানে শিক্ষা লাভ ...২২৮
৩। বনবাসিনী বালিকা (পদ্য) ...২৩১
৪। নূতন সংবাদ ২৩৪
৫। সূচী পত্র ২৩৭

৪র্থ ভাগ বামাবোধিনী পত্রিকার বিষয় অনুসারে সূচীপত্র।

১। প্রাণিবিদ্যা।

প্রাণিবিদ্যা ১
ঐ ২১
ঐ ৪৬
ঐ ৬১

২। ধাত্রীবিদ্যা।

ধাত্রীবিদ্যা ৬
ঐ ৩২
ঐ ৪৫
ঐ ১০৩

৩। পদ্য।

অধীনী ৯
পিপাসু চাতকের প্রতি আশ্বাস ৩৫
বাক্য ৫৩
গৃহিণীর সঞ্চয়ি হওয়া উচিত ১১৪
সূক্ষ্মবস্ত্র ১২৩
অলঙ্কার ১৭৩
ঐ ১৯২
স্বভাবের শোভা ২০৯
বনবাসিনী বালিকা ২৩১

৪। কথোপকথন।

বিজ্ঞান বিষয়ক কথোপকথন ৭৭
স্ত্রী ও স্বামীর কথোপকথন ১২৮
ঐ ১৪৭
ঐ ১৬৫
ঐ ১৮৭
ঐ ২০৬

৫। ভাষাজ্ঞান।

ব্যাকরণ ১১
ঐ ৩৬
ঐ ৫৮
ঐ ১১৫

৬। নাটক।

কুমুদিনী নাটক ৬৮
ঐ ৯৩
ঐ ১০৫

৭। উপন্যাস

বিদেশীয়ের পরিভ্রমণ ৮৬
বিত্তবিনোদিনী ১৬১
ঐ ১৮১
ঐ ২০১
ঐ ২২১

৮। নীতি।

প্রণয় সুখ ২৭
সত্যের মহিমা ৮৩

৯। স্ত্রীজাতির সৎকীর্ত্তি।

ধর্ম্ম সাহস ৬৫

১০। দেশাচার।

সিন্দূর ১২১

১১। বামাবোধিনীর ৫ম
সাম্বৎসরিক জন্মোৎসব ৮১

২। উপস্থিত বিষয়।

স্ত্রীজাতির বিশেষ কার্য্য ... ৪১
কোন্নগর বালিকা বিদ্যালয় ১৩০
সীতাকুণ্ড ১৫১
মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার মাতৃ
সন্নিধানে শিক্ষা লাভ ২২৮

৩। বামাগণের রচনা।

বামাগণের রচনা ১৫
ঐ ৩৮
ঐ ৫৮
ঐ ৮০
ঐ ১১৮
ঐ ১৩৫
ঐ ৫৫
ঐ ১৯৮
ঐ ২১৮

১৪। নূতন সংবাদ।

নূতন সংবাদ ৪০
,, ... ৫৮
,, ... ৭৯
,, ... ১০৩
,, ... ১১৭
,, ... ১৩২
,, ... ১৫২
,, ... ১৭৮
,, ... ১৯৭
,, ... ২১৪
,, ... ২৩৩